মধ্যম নিকায় ১

মজ্ঝিম নিকায়

(তৃতীয় খণ্ড)

অনুবাদক
ডক্টর বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী

সুত্রপিটক

মধ্যম-নিকায়

তৃতীয় খণ্ড

উপরি পঞ্চাশ সুত্র

[বঙ্গানুবাদ]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের
পালি বিভাগের অধ্যাপক
শ্রী বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ, পি-এইচ ডি, পি, আর এস
অনুদিত

গধফযুধস-ঘরশধুধ
ধ ইবহমধষর ঃৎধহংষধঃরড়হ ড়ভ ঃযব
ঢ়ধষর গধললযরসধ-ঘরশধুধ, ঠড়ষ. ১১১
নু ঢ়ৎড়ভবংংড়ৎ উৎ. ইরহধুবহফৎধহধঃয ঈযধঁফযঁৎু

কম্পি উটার কম্পে াজঃ শ্রীমৎ পূর্ণ জ্যোতি ভিক্ষু
শ্রীমৎ আর্য্যবোধি ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

প্র ফ সংশোধনেঃ শ্রীমৎ বিধুর ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

প্রকাশকালঃ ২৫৩৭ বুদ্ধাব্দ
১৯৯৩ খৃষ্টাব্দ

ভূমিকা

অদ্যাবধি পালি বিনয় মহাবগ্গ, দীঘনিকায় (তিন খণ্ড), জাতক (সম্ ূর্ণ), জাতকনিদান কথা, ধম্মপদ, খুদ্দক পাঠ, সুত্তনিপাত, উদান, থেরগাথা, থেরীগাথা ইত্যাদি ত্রিপিটকের বহুগ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সুত্তপিটকের অন্ র্ভূক্ত মজ্ঝিমনিকায়ের (মধ্যমনিকায়) অনুবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনখণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থটি থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম সম্ র্কে জ্ঞানার্জনের জন্য একান্ অপরিহার্য। প্রথম খণ্ডের অনুবাদক আচার্য ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া তাঁহার ভূমিকাতে গ্রন্থটির গুর ত্ব সম্ র্কে বলিয়াছেন, "বুদ্ধঘোষ প্রমুখ বৌদ্ধাচার্য্যগণের বিচারে- পরমত খণ্ডনের পক্ষেই পালি ত্রিপিটকের মধ্যে মজ্ঝিমনিকায় সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ....আমার বিবেচনায় বুদ্ধের জীবন ও বাণীর যথার্থ মর্ম সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে মজ্ঝিম নিকায়ই একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ। অপর কোন গ্রন্থে বুদ্ধের হৃদয় এত স্পষ্ট ও উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হয় নাই। প্রথম খণ্ডের সুত্রগুলি সর্বত্রই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি- এই দ্বিবিধ মুক্তিকে লক্ষ্য করিয়াছে এবং ঐ লক্ষ্যে পৌঁছিবার প্রকৃত সাধনপন্থা এবং অন্ রায়গুলি নির্দেশ করিয়াছে"। প্রথম খণ্ড সম্ র্কে ডঃ বড়ুয়ার অভিমত দ্বিতীয় খণ্ড ও তৃতীয় খণ্ডের উপরও প্রযোজ্য। বস্তুতঃ সমগ্র মজ্ঝিমনিকায়ে বিভিন্নভাবে বৌদ্ধ সাধনপন্থা, পরম সত্য উপলব্ধি ও বিমুক্তি লাভ সম্ র্কে বিশদ আলোচনা রহিয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের বঙ্গানুবাদেরও পরিকল্পনা ডঃ বড়ুয়ার ছিল। কিন্তু তাঁহার অকালমৃত্যুতে ইহা সম্ ন্ন হইতে পারে নাই। পরে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির দ্বিতীয় খণ্ড অনুবাদ করিয়া

প্রকাশ করেন। সম্প্রতি ইহার দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে। তিনিও বার্দ্ধক্যবশতঃ তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ কার্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন নাই। এমতাবস্থায় যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগীয় পরিষদের সদস্যগণ পালি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের জন্য আমাকে মনোনীত করিলেন, তখন আমার পূর্বসুরিদের মত অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী না হইয়াও আমি মজ্ঝিমনিকায়ের মত দুরূহ অথচ একান্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থের অনুবাদ সম্পূর্ণ করিবার জন্য তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ কার্য্যে ব্রতী হইলাম। আমি প্রয়োজনবোধে পূর্ববর্তীদের অনুবাদের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছি এবং যথাসম্ভব অর্থ সহজতর করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। দ্রুত অনুবাদ কার্য্য এবং মুদ্রণের জন্য কিছু ভ্রম-প্রমাদ রহিয়া গেল। মূল গ্রন্থপাঠে এই অনুবাদ সহায়ক হইলে আমার প্রয়াস সার্থক হইবে মনে করি।

আমার অনুবাদ কার্য্যের প্রয়োজনীয় অর্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ব্যবস্থা করিবার জন্য পালি বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ডঃ দীপককুমার বড়ুয়ার নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এই অনুবাদ গ্রন্থটি **"ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী"** হইতে প্রকাশ করিবার জন্য কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পালি বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডঃ সুকোমল চৌধুরীর নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। গ্রন্থটির মুদ্রণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিয়া সদ্ধর্ম প্রচারে সহায়তা করিবার জন্য প্রয়াত ধর্মপ্রাণ সুপ্রীতি বড়ুয়ার সহধর্মিণী শ্রীমতী শিপ্রা বড়ুয়াকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনের কার্যে সর্বতোভাবে সহায়তা করার জন্য আমি শ্রীমৎ জিনবোধি ভিক্ষুর নিকট কৃতজ্ঞ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেনগুপ্ত, অধ্যাপিকা ডঃ আশা

দাশ ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ডঃ সাধনচন্দ্র সরকারের দ্বারাও আমি এই কার্য্যের জন্য নানাভাবে উপকৃত হইয়াছি। দ্র ত মুদ্রণ কার্য্য সম্ াদনের জন্য "জাগরনী প্রেসের" কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীবৃন্দ ধন্যবাদার্হ।

সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা
৫ই জুন, ১৯৯৩ শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী

সুপ্রীতি রঞ্জন বড়ুয়া স্মরণে

বিশিষ্ট সমাজসেবী ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি অনুরাগী সুপ্রীতি রঞ্জন বড়ুয়া গত ১৮ই জুন, ১৯৯২ ১৯. ইডেন হাসপাতাল রোডস্থ বাসায় লোকান্ রিত হন। চট্টগ্রামের পটিয়া থানার অন্ র্গত ছতরপিটুয়া গ্রামে ১৯৩৩ সালের ১৯শে জুলাই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কর্ণধন বড়ুয়া ও মাতা হিরণ্ময়ী বড়ুয়া। কর্ণধন বড়ুয়া আকিয়াবে (এখন বার্মা) একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বোমার আঘাতে তাঁর ব্যবসা নষ্ট হয়। এর কিছুদিন পরে সন্ন্যাস রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। সুপ্রীতিবাবুরা ছিলেন পাঁচ ভাইবোন। বড় ভাই ঁসুভূতিবাবু (ওজঝ.) ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে উ চপদস্থ অফিসার ছিলেন। তিনি অত্যন্ সজ্জন সমাজহিতৈষী, বৌদ্ধ শাস্ বিদ্ ও প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্ ন্ন পুর ষ ছিলেন। ১৯৯০ সালে ৪ঠা নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। বিভূতি রঞ্জন অল্প বয়সে মারা যান। ঁভূপতি রঞ্জন কেলিশহর হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন। সুপ্রীতি রঞ্জন ছিলেন কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পিতার অকাল মৃত্যু হলে সুভূতি রঞ্জন

অগ্রজ সুভূতিবাবুর পত্নী পারমিতা
বড়ুয়ার নিকট পুত্রবৎ লালিত পালিত হন। ১৯৫২ সালে তিনি ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা পাশ করেন। তারপর যথাক্রমে আই, এ, ও বি,এ, পাশ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৫৮ সালে তিনি পূর্ব রেলের করণিকের পদে নিযুক্ত হন এবং সুনামের সঙ্গে চাকুরী করে উত্তরোত্তর পদোন্নতির পর মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে অবসর গ্রহণ করেন ৫৮ বৎসর বয়সে। ১৯৬৪ সালের ২৫শে জুন তিনি মহামুনি পাহাড়তলী গ্রামের (অধুনা মেদিনীপুর নিবাসী) শ্রীপ্রকাশ মুৎসুদ্দীর বিদুষী কন্যা শ্রীমতী শিপ্রা বড়ুয়াকে (মুকুল) বিয়ে করেন।

সুপ্রীতিবাবু ১৯৬৯ সাল থেকে 'নালন্দা' পত্রিকারসঙ্গে যুক্ত- প্রথম প্রথম ছিলেন সদস্য তারপর সহকারী কর্মাধ্যক্ষ এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত কর্মাধ্যক্ষ। তিনি আগাগোড়া 'নালন্দাকে' নিজের সন্তানবৎ ভালবাসতেন। এই পত্রিকার সার্বিক উন্নতিকল্পে তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ১৯৭৩ সালে মহাবোধি সোসাইটীতে যে সর্বভারতীয় বাঙালী বৌদ্ধ সম্মেলন হয় তিনি ছিলেন তার অন্যতম কর্ণধার। মেদিনীপুর শহরে নির্মিত বর্তমান বৌদ্ধ বিহার তাঁর কর্মকুশলতার আর একটি নিদর্শন। এভাবে তার সকল কাজই ছিল সদ্ধর্মের ও স্বজাতির উন্নতিকল্পে নিবেদিত। তিনি আজীবন পটারী রোডস্থ বিদর্শন-শিক্ষা কেন্দ্রের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি বুদ্ধগয়ায় আন্তর্জাতিক ধ্যান কেন্দ্র ও চট্টগ্রাম পরিষদের আজীবন সদস্য ছিলেন। তিনি "পণ্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট-" এর একজন ট্রাষ্টী ছিলেন। তিনি বহুকাল বোধিভারতীরও সদস্য ছিলেন।

নীরবকর্মী, নিরহঙ্কার, অমায়িক ও সদালাপী সুপ্রীতিবাবুর প্রয়াণে সমাজ হারালো একজন আদর্শবাদী পরোপকারী সমাজসেবী ও দরদী বন্ধুকে। তাঁর অকাল প্রয়াণে বৌদ্ধ সমাজের অপুরণীয় ক্ষতি হ'ল ॥

-অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া

প্রকাশকের নিবেদন

মধ্যম-নিকায় (পালি মজ্ঝিমনিকায়) পালি সুত্তপিটকের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। সুত্তপিটকের অন্ র্গত পাঁচটি নিকায়ের মধ্যে ইহার স্থান দ্বিতীয়, অন্যান্য নিকায়গুলি হইতেছে, দীঘ-নিকায়, সুংযুক্ত-নিকায়, অঙ্গুত্তর-নিকায়, এবং খুদ্দক-নিকায়। এই পাঁচটি নিকায়ের মধ্যে দীঘনিকায়ের গুর ত্ব সর্বাধিক হইলেও মজ্ঝিমনিকায়ের গুর ত্ব কোন অংশে কম নহে। কারণ আমরা মনে করি যে, কোন পাঠকের যদি অন্যান্য নিকায়গুলি পাঠ করিবার সৌভাগ্য নাও হয়, কেবলমাত্র মজ্ঝিমনিকায় পাঠ করিলেই ভগবান বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে তিনি যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।

মধ্যম-নিকায়ের ১৫২টি সুত্র নাতি-দীর্ঘ ও নাতি-হ্রস্ব বলিয়া ইহাদিগকে 'মধ্যম' বলা হইয়াছে। এই সুত্রগুলিকে ১৫টি বর্গে বিভক্ত করিয়া তিন খণ্ডে প্রকাশিত করা হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে। বিনামূল্যে বিতরণের জন্য সম্ ৎতি ইহার দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হইয়াছে তাইওয়ান হইতে। প্রকাশক হইতেছে ঞযব ঈড়ৎঢ়ড়ৎধঃব ইড়ফু ড়ভ ঃযব ইঁফফযধ ঊফঁপধঃরড়ধহষ ঋড়ঁহফধঃরড়হ, ঞধরঢ়বর, ঞধরধিহ জ.ঙ.ঈ. এই খণ্ডের সুত্র সংখ্যা ৫০। অনুবাদক ডঃ বড়ুয়া অতি যত্ন সহকারে মূলের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া এই ৫০ টি সুত্রের অনুবাদ করিয়াছেন। ইহাতে মূলের রচনা-বিন্যাস, ছন্দ, অর্থসঙ্গতি এবং শক্তি রক্ষিত হইয়াছে। গদ্যাংশ গদ্যে এবং পদ্যাংশ পদ্যে অনুবাদ করা হইয়াছে। এই অনুবাদ এতই সুখপাঠ্য হইয়াছে যে, মনে হয় যেন ভগবান বুদ্ধ এবং তাঁহার শিষ্যগণ পালির পরিবর্তে বাংলা ভাষাতেই তাঁহাদের

বাণী প্রচার করিয়াছেন। ভূমিকায় ডঃ বড়ুয়া লিখিয়াছেনঃ আমি তদ্‌গতচিত্ত হইয়া আমার মূল লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্যই আমার সমস্ শক্তি প্রয়োগ করিয়াছি। বর্তমান খণ্ডের অনুবাদ পাঠকদিগের সন্ে াষ বিধানে সক্ষম হইলে এবং তাঁহাদিগের সহানুভূতি প্রাপ্ত হইলে আমি দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদে হস্ ক্ষেপ করিব বাসনা রহিল।" কিন্তু ডঃ বড়ুয়ার সেই বাসনা পূর্ণ হয় নাই। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ মাত্র ৬০ বৎসর বয়সে তিনি তাহার মরদেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। অবশেষে পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির ইহার দ্বিতীয় খণ্ডের ৫০ টি সুত্রের অনুবাদ আরম্ভ করেন যাহা রেঙ্গুন হইতে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার দ্বিতীয় মুদ্রণ হয় কলিকাতা হইতে ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। প্রকাশক "ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী।" সম্ ্রতি ইহার তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদ করিয়াছেন কলিকাতার গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজের পালি বিভাগের প্রফেসর এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের লেকচারার ডঃ বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী, এম,এ, পি-আর-এস, পি.এইচ.ডি. মহোদয়। এই তৃতীয় খণ্ডের সুত্র সংখ্যা ৫২। ডঃ চৌধুরী যত্ন সহকারে এই সূত্রগুলির অনুবাদ করিয়াছেন, সেইজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। কারণ তাঁহার পূজ্যপাদ মাতুল যে কাজ অর্ধশতাব্দী পূর্বে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাঁহার হস্ে ইহা পূর্ণতা লাভ করিল। তাঁহার মাতুলের 'বাসনা'কে তিনি কার্য্যে রূপ দিলেন। পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির মধ্যমণিরূপে মাতুল-ভাগিনেয়ের মধ্যখানে চিরদিন বিরাজ করিবেন। এত বৎসর পরে পালি মজ্ঝিমনিকায়ের বঙ্গানুবাদ সম্ ূর্ণ হইল দেখিয়া আমাদের আনন্দের সীমা নাই।

মধ্যমনিকায়ের এই তৃতীয় খণ্ডের প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন শ্রীমতী শিপ্রা বড়ুয়া। তাঁহার পরলোকগত স্বামী √সুপ্রীতি রঞ্জন বড়ুয়ার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁহার পুণ্যস্মৃতি রক্ষার্থে তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইলেন। এই ধর্মদানের পুণ্যফল তাঁহার স্বামী লাভ করিয়া সুখী হউন এবং শ্রীমতী শিপ্রা দেবীও এই পুণ্যফলের দ্বারা নীরোগ দীর্ঘায়ু লাভ কর ন- ইহাই আমাদের প্রার্থনা। এই গ্রন্থ প্রকাশে আমার ছাত্র শ্রীমৎ জিনবোধি ভিক্ষু বহু আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য না পাইলে এত অল্প সময়ের মধ্যে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইত না।

১৭ই জুন, ১৯৯৩ সুকোমল চৌধুরী
কলিকাতা সম্ াদক
ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী।

স চীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

দেবদহ বর্গ

দেবদহ সুত্র (১০১) ১
পঞ্চত্রয় সুত্র (১০২) ১৬
কিন্ি সুত্র (১০৩) .. ..
২৫
সামগ্রাম সুত্র (১০৪) ৩১
সুনক্ষত্র সুত্র (১০৫) ৪০
আনিঞ্জ্য সাম্ে ৎয় সুত্র (১০৬) ৪৯
গণক মৌদ্গাল্যায়ন সুত্র (১০৭) ৫৪
গোপক মৌদ্গাল্যায়ন সুত্র (১০৮) ৬০
মহাপূর্ণিমা সুত্র (১০৯) ৬৮
ক্ষুদ্রপূর্ণিমা সুত্র (১১০) ৭২

অনুপদ বর্গ

অনুপদ সুত্র (১১১) ৭৬
ছয় বিশোধন সুত্র (১১২) ৮০
সৎপুর ষ সুত্র (১১৩) ৮৭
সেবিতব্য-অসেবিতব্য সুত্র (১১৪) ৯২
বহুধাতুক সুত্র (১১৫) ০৩
ঋষিগিরি সুত্র (১১৬) ০৮
মহাচত্ত্বারিংশৎ সুত্র (১১৭) ১১১

আনাপান স্মৃতি সুত্র (১১৮) ..
.. .. .. ১১৬
কায়গতাস্মৃতি সুত্র (১১৯) .. ..
১২৩
সংস্কারোৎপত্তি সুত্র (১২০) .. ..
১৩২

বিষয় পৃষ্ঠা

শূন্যতাবর্গ

ক্ষুদ্র শূন্যতা সুত্র (১২১) .. ..
১৩৫
মহাশূন্যতা সুত্র (১২২).. .. ..
১৩৮
আশ্চর্য-অদ্ভূতধর্ম সুত্র (১২৩) .. ..
১৪৬
ক্কুল সুত্র (১২৪) .. ..
১৫১
দান্ ভূমি সুত্র (১২৫) .. ..
১৫৪
ভূমিজ সুত্র (১২৬) .. ..
১৬২
অনির দ্ধ সুত্র (১২৭) .. ..
১৬৬
উপক্লেশ সুত্র (১২৮) .. ..
১৭৩

বাল পণ্ডিত সুত্র (১২৮) ১৮১
দেবদূত সুত্র (১৩০) ১৯৬

বিভঙ্গবর্গ

ভদ্রকরক্ত সুত্র (১৩১) ২০৩
আনন্দ-ভদ্রকরক্ত সুত্র (১৩২) ২০৫
মহাকাত্যায়ন-ভদ্রকরক্ত সুত্র (১৩৩) ২০৬
লোমশকাঙ্গিয়-ভদ্রকরক্ত সুত্র (১৩৪) ২১২
ক্ষুদ্র কর্মবিভঙ্গ সুত্র (১৩৫) ২১৪
মহাকর্ম বিভঙ্গ সুত্র (১৩৬) ২১৯
ষড়ায়তনবিভঙ্গ সুত্র (১৩৭) ২২৬
উদ্দেশ বিভঙ্গ সুত্র (১৩৮) ২৩৩
অরণ বিভঙ্গ সুত্র (১৩৯) ২৩৮
ধাতুবিভিঙ্গ সুত্র (১৪০).. .. .. ২৪৪

সত্যবিভঙ্গ সুত্র (১৪১) ২৫৪

বিষয় পৃষ্ঠা

দক্ষিণাবিভঙ্গ সুত্র (১৪২) ২৫৯

ষড়ায়তন বর্গ

অনাথপিণ্ডিক অববাদ সুত্র (১৪৩) ২৬৪
ছন্দক অববাদ সুত্র (১৪৪) ২৬৮
পূর্ণ-অববাদ সুত্র (১৪৫) ২৭১
নন্দক-অববাদ সুত্র (২৪৬) ২৭৪
ক্ষুদ্র রাহুল-অববাদ সুত্র (১৪৭) ২৭৯
ষড়ষট্‌ক সুত্র (১৪৮) ২৮১
মহাষড়ায়তনিক সুত্র (১৪৯) ২৮৫
নগরবিন্দবাসী সুত্র (১৫০) ২৮৭
পিণ্ডপাত পারিশুদ্ধি সুত্র (১৫১) ২৯০

মধ্যম নিকায় ১৫

ইন্দ্রিয় ভাবনা সুত্র (১৫২) ২৯৩

মধ্যম নিকায়

দেবদহ বর্গ

দেবদহ সুত্র (১০১)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

একসময় ভগবান শাক্য রাজ্যে[১] বিচরণ করিতেছিলেন শাক্যদের নিগম দেবদহে। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ", "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান কহিলেনঃ

হে ভিক্ষুগণ, কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ মতবাদী এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্নঃ কোন পুরুষ-পুদ্গল (ব্যক্তি বিশেষ) সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ যাহা কিছু অনুভব করেন, তাহা সবই পূর্বকৃত হেতু, এই ভাবে পুরাতন কর্ম তপশ্চর্য্যা দ্বারা বিনষ্ট করিয়া ও নূতন কোন (পাপ) কর্ম না করিয়া অনাগতে অনাস্রব হইতে পারা যায়, অনাগতে অনাস্রব হইলে কর্মক্ষয় হয়, কর্মক্ষয়ে দুঃখক্ষয়, দুঃখক্ষয়ে বেদনাক্ষয় এবং বেদনাক্ষয়ে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হয়। হে ভিক্ষুগণ, নির্গ্রন্থগণ[২] এরূপ মতবাদ পোষণ করেন। এই নির্গ্রন্থদের নিকট উপস্থিত হইয়া আমি এইরূপ বলিঃ বন্ধুগণ, ইহা কি সত্য যে তোমরা নির্গ্রন্থগণ এরূপ মতবাদী ও দৃষ্টিবাদীঃ "কোন পুরুষ-পুদ্গল (ব্যক্তি বিশেষ) সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ যাহা কিছু অনুভব করেন, তাহা সবই পূর্বকৃত হেতু, এই ভাবে পুরাতন কর্ম তপশ্চর্য্যা দ্বারা বিনষ্ট করিয়া ও নুতন কোন (পাপ) কর্ম না করিয়া

---

[১] মধ্যম নিকায়, ১ম ভাগ, পৃঃ ৯৩ দ্রষ্টব্য।

[২] জৈন সাধু।

অনাগতে অনাস্রব হইতে পারা যায়, অনাগতে অনাস্রব হইলে কর্মক্ষয় হয়, কর্মক্ষয়ে দুঃখক্ষয়, দুঃখক্ষয়ে বেদনাক্ষয় এবং বেদনাক্ষয়ে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হইবে"। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া নির্গ্রন্থগণ উত্তর দিলেন- 'হ্যাঁ'। আমি তাহদিগকে বলিলামঃ "বন্ধুগণ, তোমরা কি জান যে তোমরা পূর্বে জন্মাইয়াছিলে কিংবা জন্মাইয়াছিলে না?" "বন্ধুবর, আমরা ঠিক তাহা জানি না।"- "তোমরা কি ঠিক জান যে তোমরা পূর্বে পাপকর্ম করিয়াছিলে কিংবা কর নাই?"- "আমরা ঠিক তাহা জানি না।"- "তোমরা কি ঠিক জান যে পূর্বে তোমরা এইরূপ পাপকর্ম করিয়াছিলে?"

-"না, আমরা ঠিক তাহা জানি না"।- "তোমরা কি ঠিক জান যে এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ হইয়াছে। এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ করিতে হইবে অথবা এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ হইবে?"- "না, আমরা তাহা ঠিক জানি না।"- "তোমরা কি ঠিক জান যে দৃষ্টধর্মে (ইহ জীবনে) অকুশলধর্ম প্রহীন এবং কুশল ধর্ম সম্পাদিত হয়?"

- "না, আমরা তাহা জানি না।"

- "তাহা হইলে, হে নির্গ্রন্থ বন্ধুগণ, তোমরা জান না যে তোমরা পূর্বে জন্মাইয়াছিলে কিংবা জন্মাইয়াছিলে না। তোমরা পূর্বে পাপকর্ম করিয়াছিলে কিংবা কর নাই, তোমাদের এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ হইয়াছে, এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ করিতে হইবে। এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ হইলে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হইবে, দৃষ্টধর্মে অকুশল ধর্ম প্রহীন ও কুশল ধর্ম সম্পাদিত হয়। এইরূপ হইলে আয়ুষ্মান নির্গ্রন্থদের ইহা বর্ণনা করা যুক্তিযুক্ত নহেঃ "কোন পুরুষ-পুদ্গল (ব্যক্তি বিশেষ) সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ যাহা কিছু অনুভব করেন, তাহা সবই পূর্বকৃত হেতু, এই ভাবে পুরাতন কর্ম তপশ্চর্য্যা দ্বারা বিনষ্ট

করিয়া ও নুতন কোন (পাপ) কর্ম না
করিয়া অনাগতে অনাস্রব হইতে পারা যায়, অনাগতে অনাস্রব হইলে কর্মক্ষয় হয়, কর্মক্ষয়ে দুঃখক্ষয়, দুঃখক্ষয়ে বেদনাক্ষয় এবং বেদনাক্ষয়ে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হইবে।" হে নির্গ্রন্থ বন্ধুগণ, যদি তোমরা জানঃ "পূর্বে আমরা জন্মাইয়াছিলাম, কিংবা জন্মাইয়াছিলাম না তাহা নহে, পূর্বে পাপকর্ম করিয়াছিলাম কিংবা করি নাই তাহা নহে, তোমাদের এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ হইয়াছে, এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ করিতে হইবে। এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ হইলে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হইবে, দৃষ্টধর্মে অকুশল ধর্ম প্রহীন ও কুশল ধর্ম সম্পাদিত হয়। এইরূপ হইলে আয়ুষ্মান নির্গ্রন্থ বন্ধুদের এইরূপ বলা যুক্তিযুক্তঃ কোন পুরুষ-পুদ্গল (ব্যক্তি বিশেষ) সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ যাহা কিছু অনুভব করেন, তাহা সবই পূর্বকৃত হেতু, এই ভাবে পুরাতন কর্ম তপশ্চর্য্যা দ্বারা বিনষ্ট করিয়া ও নুতন কোন (পাপ) কর্ম না করিয়া অনাগতে অনাস্রব হইতে পারা যায়, অনাগতে অনাস্রব হইলে কর্মক্ষয় হয়, কর্মক্ষয়ে দুঃখক্ষয়, দুঃখক্ষয়ে বেদনাক্ষয় এবং বেদনাক্ষয়ে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হইবে।

যেমন, হে নির্গ্রন্থ বন্ধুগণ, কোন ব্যক্তি গাঢ়লিপ্ত বিষযুক্ত শল্যের দ্বারা বিদ্ধ হইল। সে শল্যের বেদনাহেতু তীব্র কঠোর যন্ত্রণা অনুভব করে। তখন তাহার সলোহিত-জ্ঞাতি, মিত্র-সুহৃদগণ কোন শল্যকর্তা ভিষককে উপস্থিত করিল। সেই শল্যকর্তা ভিষক শস্ত্রের দ্বারা ব্রণমুখ পরিকর্তন করেন এবং পরিকর্তনহেতু সে (আহত ব্যক্তি) তীব্র কঠোর যন্ত্রণা অনুভব করে, শল্যকর্তা ভিষক এষণী (লৌহ বাণ) দ্বারা শল্য অণ্বেষণ করেন এবং অণ্বেষণহেতু সে তীব্র কঠোর যন্ত্রণা অনুভব করে, তখন শল্যকর্তা ভিষক শল্য টানিয়া বাহির করেন এবং তাহার ফলে সে তীব্র কঠোর যন্ত্রণা

অনুভব করে, তখন শল্যকর্তা ভিষকব্রণমুখে অগদ-অঙ্গার স্থাপন করেন এবং অগদ-অঙ্গার স্থাপন হেতু তীব্র কঠোর যন্ত্রণা অনুভব করে। পরে সে ক্ষত শুকাইয়া রোগমুক্ত, সুখী, স্বাধীন, স্বয়ংবশী ও যথেচ্ছ-গমনশীল হয়। তখন তাহার এইরূপ মনে হইতে পারে- আমি পূর্বে গাঢ়লিপ্ত বিষযুক্ত শল্যের দ্বারা বিদ্ধ হইয়াছিলাম সে শল্যের বেদনাহেতু তীব্র কঠোর যন্ত্রণা অনুভব করে। তখন তাহার সলোহিত-জ্ঞাতি, মিত্র-সুহৃদগণ কোন শল্যকর্তা ভিষককে উপস্থিত করিল। সেই শল্যকর্তা ভিষক শস্ত্রের দ্বারা ব্রণমুখ পরিকর্তন করেন এবং পরিকর্তনহেতু সে (আহত ব্যক্তি) তীব্র কঠোর যন্ত্রণা অনুভব করে, শল্যকর্তা ভিষক এষণী (লৌহ বাণ) দ্বারা শল্য অণ্বেষণ করেন এবং অন্বেষণহেতু সে তীব্র কঠোর যন্ত্রণা অনুভব করে, তখন শল্যকর্তা ভিষক শল্য টানিয়া বাহির করেন এবং তাহার ফলে সে তীব্র কঠোর যন্ত্রণা অনুভব করে, তখন শল্যকর্তা ভিষকব্রণমুখে অগদ-অঙ্গার স্থাপন করেন এবং অগদ-অঙ্গার স্থাপন হেতু তীব্র কঠোর যন্ত্রণা অনুভব করে। পরে সে ক্ষত শুকাইয়া এখন রোগমুক্ত, সুখী, স্বাধীন, স্বয়ংবশী ও যথেচ্ছগমনশীল হইয়াছি। ঠিক এইভাবে, বন্ধু নির্গ্রন্থগণ! যদি তোমরা জান যে পূর্বে আমরা জন্মাইয়াছিলাম না তাহা নহে পূর্বে পাপকর্ম করিয়াছিলাম কিংবা করি নাই তাহা নহে, তোমাদের এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ হইয়াছে, এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ করিতে হইবে। এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ হইলে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হইবে, দৃষ্টধর্মে অকুশল ধর্ম প্রহীন ও কুশল ধর্ম সম্পাদিত হয়।” তাহা হইলে আয়ুষ্মান নির্গ্রন্থদের এইরূপ ভাষণ করাই যুক্তিযুক্তঃ কোন ব্যক্তি বিশেষ (পুরুষপুদ্গল) সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ যাহা কিছু অনুভব করেন, তাহা সবই পূর্বকৃত হেতু, এই ভাবে পুরাতন কর্ম তপশ্চর্য্যা দ্বারা

বিনষ্ট করিয়া ও নুতন কোন (পাপ)
কর্ম না করিয়া অনাগতে অনাস্রব হইতে পারা যায়, অনাগতে অনাস্রব হইলে কর্মক্ষয় হয়, কর্মক্ষয়ে দুঃখক্ষয়, দুঃখক্ষয়ে বেদনাক্ষয় এবং বেদনাক্ষয়ে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হইবে। বন্ধু নির্গ্রন্থগণ, যেহেতু তোমরা জান না যে 'পূর্বে আমরা জন্মাইয়াছিলাম, জন্মাইয়াছিলাম না তাহা নহে পূর্বে পাপকর্ম করিয়াছিলাম কিংবা করি নাই তাহা নহে, তোমাদের এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ হইয়াছে, এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ করিতে হইবে। এতটা দুঃখ নির্জীর্ণ হইলে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হইবে, দৃষ্টধর্মে অকুশল ধর্ম প্রহীন ও কুশল ধর্ম সম্পাদিত হয়, 'সেই হেতু আয়ুষ্মান নির্গ্রন্থদের এইরূপ ভাষণ করা যুক্তিযুক্ত নহেঃ "কোন ব্যক্তি বিশেষ (পুরুষপুদ্গল) সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ যাহা কিছু অনুভব করেন, তাহা সবই পূর্বকৃত হেতু, এই ভাবে পুরাতন কর্ম তপশ্চর্য্যা দ্বারা বিনষ্ট করিয়া ও নুতন কোন (পাপ) কর্ম না করিয়া অনাগতে অনাস্রব হইতে পারা যায়, অনাগতে অনাস্রব হইলে কর্মক্ষয় হয়, কর্মক্ষয়ে দুঃখক্ষয়, দুঃখক্ষয়ে বেদনাক্ষয় এবং বেদনাক্ষয়ে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হইবে।" এইরূপ উক্ত হইলে, হে ভিক্ষুগণ, নির্গ্রন্থগণ আমাকে বলিলেন- বন্ধুবর, নির্গ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র (মহাবীর) সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, অপরিশেষ জ্ঞানদর্শন জানেন, 'গমনকালে, দণ্ডায়মান অবস্থায়, সুপ্ত বা জাগ্রত অবস্থায় সতত সর্বদাই আমার মধ্যে জ্ঞানদর্শন প্রত্যুপস্থিত।' তিনি আমাদের এইরূপ বলেনঃ "হে নির্গ্রন্থগণ, তোমাদের পূর্বকৃত যে পাপকর্ম আছে তাহা তোমরা এই প্রকার কষ্টকর দুষ্করচর্য্যা দ্বারা নির্জীর্ণ করিতেছ। এখন যে তোমরা কায়ে সংযত, বাক্যে সংযত ও মনে সংযত হইয়া চলিতেছে, তাহা অনাগতে পাপকর্ম না করিবার জন্য। এইভাবে পুরাতন কর্ম

তপশ্চর্য্যা দ্বারা বিনষ্ট করিয়া ও নূতন কোন (পাপ) কর্ম না করিয়া অনাগতে অনাস্রব হইতে পারা যায়, অনাগতে অনাস্রব হইলে কর্মক্ষয় হয়, কর্মক্ষয়ে দুঃখক্ষয়, দুঃখক্ষয়ে বেদনাক্ষয় এবং বেদনাক্ষয়ে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হইবে।" ইহা আমাদের নিকট রুচিকর ও যুক্তি সহ, তজ্জন্য আমরা এত প্রসন্ন।

এইরূপ উক্ত হইলে, হে ভিক্ষুগণ, আমি নির্গ্রন্থদিগকে বলিলামঃ "বন্ধু নির্গ্রন্থগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্ম ইহজীবনে দুই প্রকার বিপাক (ফল)[১] দিয়া থাকে। সেই পঞ্চবিধ ধর্ম কি কি?- শ্রদ্ধা, রুচি, অনুশ্রব, আকার-পরিবিতর্ক ও দৃষ্টি-নিধ্যান- ক্ষান্তি।[২] এই পঞ্চবিধ ধর্ম দৃষ্টধর্মে দুই প্রকার ফল প্রদান করে। অতীত শাস্তার প্রতি আয়ুষ্মান নির্গ্রন্থদের কি শ্রদ্ধা, কি রুচি, কি অনুশ্রব, কি আকার-পরিবিতর্ক ও কি দৃষ্টি-নিধ্যান-ক্ষান্তি ছিল? হে ভিক্ষুগণ, আমি এইরূপ মতবাদী নির্গ্রন্থদের মধ্যে সহধার্মিকোচিত কোন বাদপরিহার[৩] দেখিতে পাই নাই। পুনরায় আমি নির্গ্রন্থদের এইরূপ বলিলাম- "বন্ধু নির্গ্রন্থগণ, তোমরা কি মনে কর? যেই সময়ে তোমাদের তীব্র উপক্রম হয়, তীব্র প্রধান হয়, সেই সময়ে তোমরা অবক্রমী (উদ্‌ভ্রষ্ট) হইয়া কেন তীব্র কঠোর দুঃখদায়ক বেদনা অনুভব কর অথচ যে সময়ে তোমাদের তীব্র উপক্রম ও প্রধান হয় না, সেই সময়ে উদ্‌ভ্রষ্ট হইয়া তীব্র দুঃখদায়ক কঠোর বেদনা অনুভব কর না?

---

[১] মধ্যম ২য় পৃঃ ২৯২।
[২] মধ্যম ২য় পৃঃ ২৯৩।
[৩] যুক্তি পূর্ণ প্রতিবেদন।

তাঁহারা উত্তর দিলেন- "বন্ধু গৌতম, যে সময়ে আমাদের তীব্র উপক্রম ও তীব্র প্রধান হয়, সেই সময়ে আমরা অবক্রমী হইয়া তীব্র কঠোর দুঃখদায়ক বেদনা অনুভব করি অথচ যেই সময়ে আমাদের তীব্র উপক্রম (প্রচেষ্টা) ও প্রধান (তপশ্চর্য্যা) হয় না, সেই সময়ে আমরা অবক্রমী হইয়া তীব্র দুঃখদায়ক কঠোর বেদনা অনুভব করি না"। "বাস্তবিক, বন্ধু নির্গ্রন্থগণ, যেই সময়ে তোমাদের উপক্রম (প্রচেষ্টা) হয়, প্রধান হয় সেই সময়ে তীব্র অবক্রমী হইয়া তীব্র, কঠোর যন্ত্রণা অনুভব কর"।

- "বন্ধু নির্গ্রন্থগণ! সত্যই যেই সময়ে তোমাদের তীব্র উপক্রম ও তীব্র প্রধান হয়, সেই সময়ে তোমরা অবক্রমী হইয়া তীব্র কঠোর দুঃখদায়ক বেদনা অনুভব কর অথচ যেই সময়ে তোমাদের তীব্র উপক্রম (প্রচেষ্টা) ও প্রধান (তপশ্চর্য্যা) হয় না, সেই সময়ে তোমরা অবক্রমী হইয়া তীব্র দুঃখদায়ক কঠোর বেদনা অনুভব কর না। এইরূপ হইলে আয়ুষ্মান নির্গ্রন্থদের এইভাবে ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্তঃ কোন ব্যক্তিবিশেষ সুখ, দুঃখ, অসুখ-অদুঃখ যাহা কিছু অনুভব করেন, তাহা সবই পূর্বকৃত হেতু, এইভাবে পুরাতন কর্ম তপশ্চর্য্যা দ্বারা বিনষ্ট করিয়া এবং নূতন কোন (পাপ) কর্ম না করিয়া অনাগতে অনাস্রব হইতে পারা যায়। অনাস্রব হইলে কর্মক্ষয় হয়। কর্মক্ষয়ে দুঃখক্ষয় হয়, দুঃখক্ষয়ে বেদনাক্ষয় হয় এবং বেদনাক্ষয়ে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হয়। যদি বন্ধু নির্গ্রন্থগণ, যেই সময়ে তীব্র উপক্রম ও প্রধান হয়, সেই সময়ে কৃচ্ছ্রসাধনজনিত-তীব্র দুঃখ, কঠোর বেদনা থাকিতে পারে, আর যেই সময়ে তীব্র উপক্রম ও প্রধান থাকে না অথচ সেই সময়ে তীব্র কঠোর দুঃখ বেদনাও থাকে। এইরূপ হইলে আয়ুষ্মান নির্গ্রন্থদের পক্ষে

এইভাবে ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্তঃ "কোন ব্যক্তিবিশেষ সুখ, দুঃখ, অসুখ-অদুঃখ যাহা কিছু অনুভব করেন, তাহা সবই পূর্বকৃত হেতু, এইভাবে পুরাতন কর্ম তপশ্চর্য্যা দ্বারা বিনষ্ট করিয়া এবং নূতন কোন (পাপ) কর্ম না করিয়া অনাগতে অনাস্রব হইতে পারা যায়। অনাস্রব হইলে কর্মক্ষয় হয়। কর্মক্ষয়ে দুঃখক্ষয় হয়, দুঃখক্ষয়ে বেদনাক্ষয় হয় এবং বেদনাক্ষয়ে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হইবে"। যেহেতু, বন্ধু নির্গ্রন্থগণ, যে সময়ে তীব্র উপক্রম ও তীব্র প্রধান হয়, সেই সময়ে তোমরা অবক্রমী হইয়া তীব্র কঠোর দুঃখদায়ক বেদনা অনুভব কর অথচ যেই সময়ে তোমাদের তীব্র উপক্রম (প্রচেষ্টা) ও প্রধান (তপশ্চর্য্যা) হয় না, সেই সময়ে তোমরা অবক্রমী হইয়া তীব্র দুঃখদায়ক কঠোর বেদনা অনুভব কর না। কাজেই তোমরা নিজেরাই কৃচ্ছ্রসাধনজনিত তীব্র কঠোর দুঃখ বেদনা অনুভব করিয়া অবিদ্যা-অজ্ঞান-মোহবশতঃ ফলভোগ কর। কোন ব্যক্তি বিশেষ সুখ, দুঃখ অসুখ-অদুঃখ যাহা কিছু অনুভব করেন, তাহা সবই পূর্বকৃত হেতু, এইভাবে পুরাতন কর্ম তপশ্চর্য্যা দ্বারা বিনষ্ট করিয়া এবং নূতন কোন (পাপ) কর্ম না করিয়া অনাগতে অনাস্রব হইতে পারা যায়। অনাস্রব হইলে কর্মক্ষয় হয়। কর্মক্ষয়ে দুঃখক্ষয় হয়, দুঃখক্ষয়ে বেদনাক্ষয় হয় এবং বেদনাক্ষয়ে সর্বদুঃখ নির্জীর্ণ হইবে। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ বলিয়া আমি নির্গ্রন্থদের মধ্যে সহধর্মী উপযোগী কোন প্রতিবাদ দেখিতে পাই নাই।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, আমি নির্গ্রন্থদের এইরূপ বলি- বন্ধু নির্গ্রন্থগণ, তোমরা কি মনে কর? যাহা কিছু দৃষ্টধর্মে অনুভবযোগ্য তাহা উপক্রম ও প্রধানের দ্বারা ভবিষ্যৎ জন্মে অনুভবযোগ্য হউক- ইহা কি সম্ভব? তাঁহারা উত্তর দিলেন- "বন্ধু, তাহা সম্ভব নহে।"

- "যাহা কিছু কর্ম পরজন্মে অনুভবযোগ্য তাহা উপক্রম বা প্রধানের দ্বারা দৃষ্টধর্মে (ইহজন্মে) অনুভবযোগ্য হউক- ইহা কি সম্ভব?"

- "না, তাহা সম্ভব নহে।"

তাহা হইলে বন্ধু নির্গ্রন্থগণ, তোমরা কি মনে কর? যাহা কিছু কর্ম- সুখানুভবযোগ্য তাহা উপক্রম বা প্রধানের দ্বারা দুঃখানুভবযোগ্য হউক- ইহা কি সম্ভব?

- "না, তাহা সম্ভব নহে"।

- "যাহা কিছু কর্ম দুঃখানুভবযোগ্য তাহা উপক্রম বা প্রধানের দ্বারা সুখানুভবযোগ্য হউক- ইহা কি সম্ভব"?

- "না, তাহা সম্ভব নহে"।

- "যাহা কিছু কর্ম পরিপক্ক-অনুভবযোগ্য, তাহা উপক্রম বা প্রধানের দ্বারা অপরিপক্ক অনুভবযোগ্য হউক- ইহা কি সম্ভব?"

- "না, তাহা সম্ভব নহে।"

- "যাহা কিছু কর্ম অপরিপক্ক-অনুভবযোগ্য, তাহা উপক্রম বা প্রধানের দ্বারা পরিপক্ক অনুভবযোগ্য হউক- ইহা কি সম্ভব?"

- "না, তাহা সম্ভব নহে"।

- "যাহা কিছু কর্ম বহু-অনুভবযোগ্য, তাহা উপক্রম বা প্রধানের দ্বারা অল্প অনুভব যোগ্য হউক- ইহা কি সম্ভব?"

- "না, তাহা সম্ভব নহে।"

- "যাহা কিছু কর্ম অল্প-অনুভবযোগ্য, তাহা উপক্রম বা প্রধানের দ্বারা বহু-অনুভবযোগ্য হউক, ইহা কি সম্ভব?"

- "না তাহা সম্ভব নহে।"

- "যাহা কিছু কর্ম অনুভবযোগ্য, তাহা উপক্রম বা প্রধানের দ্বারা অননুভব হউক- ইহা কি সম্ভব?"

- "না তাহা সম্ভব নহে।"

- "যাহা কিছু কর্ম অননুভবযোগ্য তাহা উপক্রম বা প্রধানের দ্বারা অনুভবযোগ্য হউক- ইহা কি সম্ভব?"

- "না, তাহা সম্ভব নহে।"

বন্ধু নির্গ্রন্থগণ, ইহা সত্য যে যাহা কিছু কর্ম দৃষ্টধর্মে অনুভবযোগ্য তাহা উপক্রম বা প্রধানের দ্বারা পরজন্মে অননুভবযোগ্য হউক- ইহা সম্ভব নহে যাহা কিছু কর্ম পরজন্মে অনুভবযোগ্য .... যাহা কিছু কর্ম অননুভবযোগ্য, তাহা উপক্রম বা প্রধানের দ্বারা অনুভবযোগ্য হউক ইহা সম্ভব নহে। এইরূপ হইলে আয়ুষ্মান নির্গ্রন্থদের উপক্রম বা প্রধান নিষ্ফল। হে ভিক্ষুগণ, নির্গ্রন্থগণ এইরূপ মতবাদ পোষণ করেন। নির্গ্রন্থদের দশটি সহধার্মিক বাদানুবাদ নিন্দার কারণ হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যদি সত্ত্বগণ পূর্বকৃতহেতু সুখ ও দুঃখ অনুভব করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই নির্গ্রন্থগণ পূর্বদুষ্কৃতকর্মকারী। সেই জন্য তাহারা এখন তীব্র কঠোর দুঃখ ভোগ করিতেছে। হে ভিক্ষুগণ, যদি সত্ত্বগণ ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট হইয়া সুখদুঃখ ভোগ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই নির্গ্রন্থগণ দুষ্ট ঈশ্বরের সৃষ্ট, যেই জন্য তাহারা এখন তীব্র কঠোর দুঃখ ভোগ করিতেছে। হে ভিক্ষুগণ, যদি সঙ্গতি (সংযোগ) ভাব হেতু সত্ত্বগণ সুখ ও দুঃখ ভোগ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই নির্গ্রন্থগণ পাপ সংযোগকারী, যেই জন্য তাহারা এখন এইরূপ তীব্র কঠোর দুঃখ ভোগ করিতেছে। হে ভিক্ষুগণ, যদি সত্ত্বগণ ছয় প্রকার অভিজাতি (বিশেষ শ্রেণীতে জন্ম) হেতু সুখ ও দুঃখ ভোগ করে, তাহা হইলে নির্গ্রন্থগণ পাপ আভিজাতিক যেই জন্য তাহারা এখন এইরূপ তীব্র কঠোর দুঃখ ভোগ করিতেছে। হে ভিক্ষুগণ! যদি সত্ত্বগণ দৃষ্টধর্মে উপক্রম হেতু সুখ ও দুঃখ ভোগ করে, তাহা হইলে

নিশ্চয়ই নির্গ্রন্থগণ পাপ দৃষ্টধর্মে
উপক্রমী, যেই জন্য তাহারা এখন তীব্র কঠোর দুঃখ ভোগ করে। যদি সত্ত্বগণ পূর্বকৃতহেতু সুখ ও দুঃখ ভোগ করে তাহা হইলে নির্গ্রন্থগণ নিন্দনীয়, আর যদি পূর্বকৃতহেতু সুখ ও দুঃখ ভোগ করে না, তাহা হইলেও নির্গ্রন্থগণ নিন্দনীয় .... দৃষ্টধর্মে উপক্রম হেতু .... এইরূপ। এইভাবে নির্গ্রন্থদের এই দশটি সহধার্মিক মতবাদ নিন্দার কারণ হয়। এইভাবে তাহাদের উপক্রম ও প্রধান নিষ্ফল হয়।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে উপক্রম ও প্রধান সফল হয়? এস্থলে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু অনভিভূত নিজেকে দুঃখ দ্বারা অভিভূত হইতে দেন না, ধর্মসঙ্গত সুখ পরিত্যাগ করেন না, বরং সেই সুখে অনুপক্লিষ্ট থাকেন। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন, "আমার এই দুঃখনিদানের সংস্কার দূরীভূত করার প্রধানের জন্য বিরাগ হয়। কিন্তু যখন আমি দুঃখ নিদানের প্রতি উপেক্ষাপরায়ণ হই, তখন উপেক্ষা ভাবনা করিবার ফলে আমার বিরাগ হয়।" সেই দুঃখ নির্জীর্ণ হয়। সেই দুঃখনিদানের প্রতি উপেক্ষাপরায়ণ হইয়া ভাবনা করিবার ফলে বিরাগ হয় এবং এইরূপে সেই দুঃখ নির্জীর্ণ হয়।

ভিক্ষুগণ! যেমন কোন পুরুষ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি অনুরক্ত, প্রতিবদ্ধচিত্ত, তীব্রচ্ছন্দ ও তীব্র আকাঙ্খা প্রাপ্ত হয়। সে সেই স্ত্রীলোককে অন্য পুরুষের সহিত দণ্ডায়মানা, আলাপরতা ও হাস্যরতা দেখিতে পায়। ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর! ঐ স্ত্রীলোককে অন্য পুরুষের সহিত দণ্ডায়মানা, আলাপরতা ও হাস্যরতা দেখিয়া ঐ পুরুষের মনে কি শোক-পরিদেব-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস উৎপন্ন হইতে পারে না?

- "হ্যাঁ ভদন্ত।" "তাহা কি হেতু? অমুখ পুরুষ অমুখ স্ত্রীলোকের প্রতি অনুরক্ত, প্রতিবদ্ধচিত্ত, তীব্রচ্ছন্দ ও তীব্র আকাঙ্খা প্রাপ্ত। সেই কারণে ঐ স্ত্রীলোককে অন্য পুরুষের সহিত দণ্ডায়মানা, আলাপরতা, পরিহাসরতা ও হাস্যরতা দেখিয়া তাহার মধ্যে শোক-পরিদেব-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস উৎপন্ন হয়।"

তখন, ভিক্ষুগণ! ঐ পুরুষের এইরূপ মনে হইলঃ আমি ঐ স্ত্রীলোকের প্রতি অনুরক্ত, প্রতিবদ্ধ চিত্ত, তীব্রচ্ছন্দ ও তীব্র-আকাঙ্ক্ষা প্রাপ্ত। ঐ স্ত্রীলোককে অন্য পুরুষের সহিত দণ্ডায়মানা, আলাপরতা, পরিহাসরতা ও হাস্যরতা দেখিয়া আমার মধ্যে শোক-পরিদেব-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস উৎপন্ন হয়। আমি যদি ঐ স্ত্রীলোকের প্রতি ছন্দরাগ (আসক্তি) পরিত্যাগ করি তাহা হইলে কেমন হয়! সে ঐ স্ত্রীলোকের প্রতি ছন্দরাগ পরিত্যাগ করে। পরে সে অন্য সময়ে সেই স্ত্রীলোককে অন্য পুরুষের সহিত দণ্ডায়মানা, আলাপরতা, পরিহাসরতা ও হাস্যরতা দেখিতে পায়। ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর? ঐ স্ত্রীলোককে অন্য পুরুষের সহিত দণ্ডায়মানা, আলাপরতা, পরিহাসরতা ও হাস্যরতা দেখিয়া তাহার মধ্যে কি শোক পরিদেব-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস উৎপন্ন হয়?

"ভদন্ত, তাহা হয় না"। "তাহা কি হেতু? কারণ, ঐ পুরুষ সেই স্ত্রীলোকের উপর বীতরাগ, সেইজন্য ঐ স্ত্রীলোককে অন্য পুরুষের সহিত দণ্ডায়মানা, আলাপরতা, পরিহাসরতা ও হাস্যরতা দেখিয়া তাহার মধ্যে শোক-পরিদেব-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস উৎপন্ন হয় না।

ভিক্ষুগণ, ঠিক এইভাবে ভিক্ষু অনভিভূত নিজেকে .... দুঃখ নির্জীর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ! এইরূপে উপক্রম ও প্রধান সফল হয়।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেনঃ- যথেচ্ছ সুখে বিহার হেতু আমার মধ্যে অকুশল ধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয় এবং কুশল ধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। আর দুঃখ জয়ের চেষ্টায় অনিয়োগ হেতু অকুশল ধর্ম হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং কুশলধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয়। যদি আমি দুঃখ জয়ের প্রচেষ্টায় অনিয়োগ করি তাহা হইলে কেমন হয়? তিনি দুঃখ জয়ের প্রচেষ্টায় অনিয়োগ করেন এবং তাহাতে অকুশল ধর্ম হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং কুশল ধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয়। তিনি অন্য সময়ে দুঃখ জয়ের প্রচেষ্টায় অনিয়োগ করেন না। কি কারণে? হে ভিক্ষুগণ! যেই উদ্দেশ্যে ভিক্ষু দুঃখজয়ের প্রচেষ্টায় অনিয়োগ করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্য তাঁহার নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেই জন্য তিনি অন্য সময়ে দুঃখজয়ের প্রচেষ্টায় অনিয়োগ করেন না। যেমন হে ভিক্ষুগণ! কোন শর প্রস্তুতকারী জ্বলন্ত-কাষ্ঠখণ্ড-দ্বয়ে শরকে সন্তপ্ত করে, পরিতপ্ত করে, ঋজু ও কর্মনীয় করে। যেহেতু শর প্রস্তুতকারীর শর জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়ের মধ্যে সন্তপ্ত, পরিতপ্ত, ঋজু ও কর্মনীয় হয়, সেই কারণে সে অন্য সময়ে শরকে জ্বলন্ত কাঠখণ্ডদ্বয়ে সন্তপ্ত, পরিতপ্ত, ঋজু ও কর্মণীয় করে না। তাহার কি কারণ? যে উদ্দেশ্যে শর প্রস্তুতকারী শরকে জ্বলন্ত কাঠখণ্ডদ্বয়ের মধ্যে সন্তপ্ত, পরিতপ্ত, ঋজু ও কর্মনীয় করিতে পারে তাহা অভিনিষ্পন্ন হইতেছে। সেই হেতু শর প্রস্তুতকারী শরকে .... করে না।

ভিক্ষুগণ, ঠিক এইভাবে কোন ভিক্ষু প্রত্যবেক্ষণ করেন .... সেই কারণে অন্য সময়ে দুঃখজয়ের প্রচেষ্টায় অনিয়োগ করেন না। এইভাবে উপক্রম ও প্রধান (প্রচেষ্টা) সফল হয়। পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, তথাগত ইহলোকে আর্বিভূত হন, যিনি অর্হৎ, সম্যক্

সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, ... চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন[১]।

তিনি চিত্তের উপক্লেশ ও প্রজ্ঞার দৌর্বল্যের কারণ এই পঞ্চ নীবরণ পরিত্যাগ করিয়া সর্বপ্রকার কাম ও অকুশল ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া সবিতর্ক, সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যানস্তরে উপনীত হইয়া বিহার করেন। ভিক্ষুগণ, এইরূপে ভিক্ষুর উপক্রম প্রধান সফল হয়।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার-উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব-আনয়নকারী, বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যানস্তরে উপনীত হইয়া বিহার করেন। ভিক্ষুগণ, এইরূপে ভিক্ষুর উপক্রম ও প্রধান সফল হয়।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু প্রীতিতেও বীতরাগ হইয়া উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া দেহের মধ্যে (প্রীতি নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন, আর্য্যগণ যে ধ্যানস্তরে উপনীত হইলে ধ্যায়ী উপেক্ষা সম্পন্ন ও স্মৃতিমান হইয়া সুখে বিহার করেন বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যানস্তরে উপনীত হইয়া বিহার করেন। ভিক্ষুগণ, এইরূপে ভিক্ষুর উপক্রম ও প্রধান সফল হয়।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, (দৈহিক) সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ ও বিষাদ ভাব) অস্তমিত করিয়া, না দুঃখ-না সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যানস্তরে উপনীত হইয়া বিহার করেন। ভিক্ষুগণ, এইরূপে ভিক্ষুর উপক্রম ও প্রধান সফল হয়।

---

[১] মধ্যমনিকায়, (১ম), পৃঃ ১৯৩।

তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তের
.... (মধ্যমনিকায় ১ম খণ্ড বেণীমাধব বড়ুয়া .... পৃঃ ১৯৮ পঙ্‌ক্তি ১১ হইতে ২১ পঙ্‌ক্তি দ্রষ্টব্য পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন। ভিক্ষুগণ, এইরূপে ভিক্ষুর উপক্রম ও প্রধান সফল হয়।

তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তের (মধ্যমনিকায় ১ম পৃঃ ১৯৮ পঙ্‌ক্তি ২৫ হইতে পৃঃ ১৯৯ পঙ্‌ক্তি ৬ পর্যন্ত) .... সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে। ভিক্ষুগণ, এইরূপে ভিক্ষুর উপক্রম ও প্রধান সফল হয়।

তিনি এইরূপে সমাহিত চিত্তের .... (১ম খণ্ড পৃঃ ১৯৯ পঙ্‌ক্তি ১০ হইতে পঙ্‌ক্তি ২৩ পর্যন্ত) .... এখানে আর আসিতে হইবে না।

ভিক্ষুগণ! তথাগত এইরূপ বলেন। তথাগতের দশ সহধার্মিক যুক্তিসঙ্গত মতবাদ প্রশংসাভাজন হয়। যদি সত্ত্বগণ পূর্বকৃতহেতু সুখ দুঃখ অনুভব করে তাহা হইলে নিশ্চয়ই তথাগত পূর্বে সুকর্ম করিয়াছেন যেজন্য তিনি এখন আসবমুক্ত সুখ অনুভব করিতেছেন। যদি সত্ত্বগণ ঈশ্বর সৃষ্ট বলিয়া সুখ ও দুঃখ অনুভব করে তাহা হইলে তথাগত নিশ্চয়ই ভদ্র ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট যেই জন্য এখন আসবমুক্ত হইয়া সুখময় বেদনা অনুভব করিতেছেন। যদি সত্ত্বগণ সঙ্গতিভাব (সংযোগভাব) হেতু সুখ-দুঃখ অনুভব করে তাহা হইলে নিশ্চয়ই তথাগত, কল্যাণ সংযোগসম্পন্ন, যেই জন্য এখন এইরূপ আসবমুক্ত হইয়া সুখময় বেদনা অনুভব করিতেছেন। হে ভিক্ষুগণ! যদি সত্ত্বগণ (ষড়বিধ) জাতিতে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তথাগত কল্যাণ জাতিতে জাত যেই জন্য এখন আসবমুক্ত হইয়া সুখময় বেদনা অনুভব করিতেছেন। যদি সত্ত্বগণ দৃষ্টধর্ম-উপক্রমহেতু (ইহ

জীবনে প্রচেষ্টা হেতু) সুখ-দুঃখ অনুভব করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তথাগত কল্যাণময় দৃষ্টধর্ম-উপক্রমী যে জন্য এখন এইরূপ আসবমুক্ত হইয়া সুখময় বেদনা অনুভব করিতেছেন। যদি সত্ত্বগণ পূর্বকৃত হেতু সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তথাগত প্রশংসাভাজন। যদি সত্ত্বগণ পূর্বকৃত ব্যতীত সুখ-দুঃখ ভোগ করে তাহা হইলেও তথাগত প্রশংসাভাজন।

এইরূপে যদি সত্ত্বগণ ঈশ্বর সৃষ্ট হইয়া, ঈশ্বর সৃষ্ট না হইয়া .... সঙ্গতিভাবহেতু .... সঙ্গতিভাব ব্যতীত .... (ষড়বিধ) জাতিতে জাত হইয়া .... জাতিতে জাত না হইয়া .... দৃষ্টধর্ম উপক্রমহেতু .... দৃষ্টধর্ম উপক্রম ব্যতীত-সুখ-দুঃখ ভোগ করে, তাহা হইলেও তথাগত প্রশংসাভাজন। ভিক্ষুগণ, তথাগত এইরূপ মতবাদী এবং তথাগতের দশ সহধার্মিক মতবাদ প্রশংসার কারণ হয়।

ভগবান ইহ বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ প্রসন্ন মনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[দেবদহ সুত্র সমাপ্ত]

পঞ্চত্রয় সুত্র (১০২)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ

একসময় ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিকে আহ্বান করিলেনঃ "হে ভিক্ষুগণ"। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে ভগবানকে সম্মতি জানাইলেন। ভগবান বলিলেন ঃ

ভিক্ষুগণ! এমন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাহারা অপরান্তকল্পিক, অপরান্তানুদৃষ্টি, যাঁহারা অপরান্ত সম্বন্ধে নানাবিধ

মত প্রকাশ করেন। তাঁহাদের কেহ
কেহ বলেন- মরণান্তে আত্মা নিত্য[১] সচৈতন্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। কেহ কেহ বলেন- মরণান্তে আত্মা নিত্য ও অচৈতন্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। কেহ কেহ বলেন- মরণান্তে আত্মা নিত্য এবং সচৈতন্য থাকে না, অচৈতন্যও থাকে না। তাঁহারা বিদ্যমান সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ ও বিভব ঘোষণা করেন। কেহ কেহ (জীবের) দৃষ্টধর্ম নির্বাণ লাভ সম্পর্কে বলেন। এইরূপে মরণান্তে আত্মা নিত্য বলিয়া ঘোষণা করেন। কেহ কেহ বিদ্যমান সত্ত্বের উচ্ছেদ বিনাশ ও বিভব ঘোষণা করেন। এইরূপে এইগুলি পাঁচটি হইয়া তিনটি হয়, তিনটি হইয়া পাঁচটি হয়। ইহাই পঞ্চত্রয় শব্দের বিশ্লেষণ।

ভিক্ষুগণ! ঐ সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণ মরণান্তে আত্মা রূপী, নিত্য ও সংজ্ঞী (সচৈতন্য) অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন; মরণান্তে আত্মা অরূপী, নিত্য ও সংজ্ঞী অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন; আত্মা একাধারে রূপী ও অরূপী ....; আত্মা রূপীও নহে, অরূপীও নহে ....; আত্মা একত্ব সংজ্ঞী ...., আত্মা নানাত্ব সংজ্ঞী ...., আত্মা পরিমিত সংজ্ঞাসম্পন্ন ...., ঐ সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মরণান্তে আত্মা অপরিমিত সংজ্ঞাসম্পন্ন ও নিত্য সংজ্ঞী অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন।

কেহ কেহ বলেন- মুক্ত বিজ্ঞান-কৃৎস্ন (চেতনাময় চিন্মাত্র) অপ্রমাণ ও নিশ্চলা। তথাগত জানেন- ঐ সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মরণান্তে আত্মা রূপী, নিত্য ও সংজ্ঞী অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন, ... আত্মা একাধারে রূপী ও অরূপী .... আত্মা রূপীও নহে, অরূপীও নহে .... আত্মা একত্ব-সংজ্ঞী .... আত্মা নানাত্বসংজ্ঞী .... আত্মা অপরিমিত সংজ্ঞী .... আত্মা মরণান্তে অপরিমিত সংজ্ঞী, নিত্য ও সচৈনত্য অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন।

---

[১] অরোগা তি নিচ্চং- প-সৃ.।

সংজ্ঞাগুলির মধ্যে সেই গুলিই পরিশুদ্ধ, পরম ও অগ্র (শ্রেষ্ঠ), অনুত্তর বলিয়া আখ্যাত যাহা রূপসংজ্ঞা (চতুর্থ ধ্যান স্তরে লব্ধ), অরূপ সংজ্ঞা (অনন্ত-আকাশ-আয়তন ও অনন্ত বিজ্ঞান-আয়তন সমাপত্তিতে লব্ধ), একত্ব সংজ্ঞা ও নানাত্ব-সংজ্ঞা। কেহ কেহ বলেন- "কিছুই নাই" অর্থবোধক যে অকিঞ্চন-আয়তন (সমাপত্তি) তাহা অপরিমেয় ও নিশ্চল[১]। যাহা সমবায়ে গঠিত (সংস্কৃত) তাহা স্থূল এবং সংস্কার সকলের নিরোধ আছে জানিয়া তথাগত নিঃসরণদর্শী হইয়া সংস্কার অতিক্রান্ত (নির্বাণ প্রাপ্ত)।

ভিক্ষুগণ! কোন কোন শ্রমণ ব্রাহ্মণ আত্মা মরণান্তে রূপী, নিত্য ও অচৈতন্য অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহারা আত্মা অরূপী ...., আত্মা একাধারে রূপী ও অরূপী..., আত্মা রূপীও নহে, অরূপীও নহে .... অচৈতন্য অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন। ভিক্ষুগণ! যে সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণ আত্মা মরণান্তে নিত্য ও সংজ্ঞী অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন, তাহাদের প্রতি কেহ কেহ আক্রোশ প্রকাশ করেন। তাহা কি কারণে? তাঁহারা বলেন- সংজ্ঞা রোগ, সংজ্ঞা গণ্ড, সংজ্ঞা শল্য কিন্তু অসংজ্ঞা শান্ত ও প্রণীত। ভিক্ষুগণ! তথাগত জানেন- কোন কোন শ্রমণ ব্রাহ্মণ আত্মা মরণান্তে নিত্য ও অসংজ্ঞী অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন। আবার যে সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণ আত্মা মরণান্তে রূপী, নিত্য ও সংজ্ঞী অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন। আত্মা মরণান্তে অরূপী, নিত্য ও অসংজ্ঞী ...., আত্মা একাধারে রূপী ও অরূপী ...., আত্মা রূপীও নহে, অরূপীও নহে, নিত্য ও অসংজ্ঞী অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন। ভিক্ষুগণ, কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এইরূপ বলিতে পারেন-

---

[১] আনঞ্জন।

রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও
বিজ্ঞান ছাড়াও আমি আগমন, গমন, চ্যুতি, উৎপত্তি, বৃদ্ধি, প্রসার ও বৈপুল্যের প্রজ্ঞাপনা করিতে পারিব, ইহা হইতে পারে না। যাহা সংস্কৃত (সমবায়ে গঠিত) তাহা স্থূল এবং সংস্কার সকলের নিরোধ আছে জানিয়া তথাগত তাহার নিঃসরণদর্শী হইয়া সংস্কার অতিক্রান্ত (নির্বাণ প্রাপ্ত)।

ভিক্ষুগণ! কোন কোন শ্রমণ ব্রাহ্মণ মরণান্তে আত্মা রূপী, নিত্য, সংজ্ঞীও নহে, অসংজ্ঞীও নহে অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন, আত্মা অরূপী ...., আত্মা একাধারে রূপী ও অরূপী ...., মরণান্তে আত্মা রূপীও নহে, অরূপীও নহে, নিত্য এবং সংজ্ঞীও নহে, অসংজ্ঞীও নহে অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন। এখন, ভিক্ষুগণ! যে সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণ মরণান্তে আত্মা নিত্য ও সংজ্ঞী অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন তাহাদের কেহ কেহ আক্রোশ প্রকাশ করেন। আবার যে সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণ মরণান্তে আত্মা নিত্য ও অসংজ্ঞী অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন তাহাদের কেহ কেহও আক্রোশ প্রকাশ করেন। তাহার কারণ কি? কারণ, সংজ্ঞা রোগ, সংজ্ঞা গণ্ড, সংজ্ঞা শল্য এবং অসংজ্ঞা সম্মোহ, অথচ সংজ্ঞাও নহে, অসংজ্ঞাও নহে বিষয়ে ইহা শান্ত ও প্রণীত (উৎকৃষ্ট)। ভিক্ষুগণ! তথাগত ইহা জানেন- ঐ সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণ মরণান্তে আত্মা রূপী, নিত্য এবং সংজ্ঞীও নহে, অসংজ্ঞীও নহে অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন, মরণান্তে আত্মা অরূপী ...., একাধারে রূপীও অরূপী ...., রূপীও নহে, অরূপীও নহে, নিত্য এবং সংজ্ঞীও নহে, অসংজ্ঞীও নহে অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন। ভিক্ষুগণ! ঐ সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণ দৃষ্ট (প্রত্যক্ষ), শ্রুত, মত

(অনুমিত) বিজ্ঞাতব্য-সংস্কার মাত্রের দ্বারা আয়তনের (নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা) সম্পাদন (প্রভিলাভ) প্রজ্ঞাপন করেন।

এই আয়তনের প্রতিলাভের নিমিত্ত ইহা ব্যসন (বিনাশ) বলিয়া আখ্যাত হয়। এই আয়তন (নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা) স্থূল সংস্কার সমাপত্তি দ্বারা প্রাপ্তব্য নহে, কেবলমাত্র সূক্ষ্ম সংস্কার প্রবর্তনের দ্বারা প্রাপ্তব্য যাহা সংস্কৃত (সমবায়ে গঠিত) তাহা স্থূল এবং সংস্কার সকলের নিরোধ আছে জানিয়া তথাগত নিঃসরণদর্শী হইয়া সংস্কার অতিক্রান্ত (নির্বাণপ্রাপ্ত)।

ভিক্ষুগণ! যে সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণ বিদ্যামান সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ ও বিভব ঘোষণা (প্রজ্ঞাপনা) করেন, যাঁহারা মরণান্তে আত্মা সংজ্ঞী ও নিত্য অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহাদের কেহ কেহ আক্রোশ প্রকাশ করেন। যে সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণ মরণান্তে আত্মা নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী অবস্থায় থাকে বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহাদের কেহ কেহ আক্রোশ প্রকাশ করেন। তাহার কারণ কি? এই সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণ আসক্তি সম্পর্কে উচ্চভাষী হনঃ "আমরা পরজন্মে এইরূপ হইব, আমরা পরজন্মে এইরূপ হইব।" যেমন কোন বণিকের বাণিজ্যে যাইতে যাইতে মনে হয়ঃ 'এইখান হইতে আমার ইহা হইবে, এইরূপে আমি ইহা লাভ করিব'। এইরূপ আমি মনে করি, এই সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণ বণিক সদৃশ প্রতিভাত হয়ঃ "আমরা পরজন্মে এইরূপ হইব, আমরা পরজন্মে এইরূপ হইব।" ভিক্ষুগণ! তথাগত জানেনঃ যে সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণ বিদ্যমান সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ ও বিভব প্রজ্ঞাপনা করেন, তাঁহারা সৎকায় ভয় বশতঃ সৎকায় পরিজুগুপ্সাবশতঃ সৎকায়কে কেন্দ্র করিয়া পরিধাবিত ও পরিচালিত হয়। যেমন দৃঢ় স্তম্ভে বা খীলে

(খুঁটিতে) রজ্জুবদ্ধ কুকুর সেই স্তম্ভ বা
খুঁটির চারিদিকে অনুধাবিত ও অনুপরিবর্তিত হয়, ঠিক এইরূপ ভাবে এই সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণ সৎকায় ভয় বশতঃ ও সৎকায় পরিজুগুপ্সা বশতঃ জুগুপ্সাকে কেন্দ্র করিয়া অনুপরিধাবিত ও অনুপরিবর্তিত হয়। যাহা কিছু সংস্কৃত তাহা স্থূল এবং সংস্কার সমূহের নিরোধ আছে জানিয়া তথাগত নিঃসরণদর্শী হইয়া তাহা অতিক্রান্ত।

ভিক্ষুগণ! যে সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণ অপরান্তকল্পিক, অপরান্তানুদৃষ্টি সম্পন্ন, অপরান্ত সম্বন্ধে অনেক প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাঁহারা সকলেই এই পঞ্চ-আয়তন বা ইহাদের যে কোনটি সম্পর্কে বলেন। কোন কোন শ্রমণ ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা পূর্বান্তকল্পিক, পূর্বান্তনুদৃষ্টি সম্পন্ন, পূর্বান্ত সম্পর্কে অনেক প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করেন। কেহ বলেন- আত্মা ও জগৎ শাশ্বত, ইহাই সত্য, অন্য কিছু মিথ্যা। কেহ বলেন- আত্মা ও জগৎ আংশিকভাবে শাশ্বত, আংশিকভাবে অশাশ্বতও, ইহাই সত্য, অন্য কিছু মিথ্যা। কেহ বলেন আত্মা ও জগৎ শাশ্বতও নহে, অশাশ্বতও নহে, ইহাই সত্য, অন্য মিথ্যা। কেহ বলেন- আত্মা ও জগৎ সান্ত (অন্তবান)। ইহাই সত্য, অন্য মিথ্যা। কেহ বলেন আত্মা ও জগৎ অনন্ত, ইহাই সত্য অন্য মিথ্যা। কেহ কেহ বলেন- আত্মা ও জগৎ সান্ত ও অনন্ত, ইহাই সত্য, অন্য মিথ্যা। কেহ কেহ বলেন আত্মা ও জগৎ সান্তও নহে, অনন্তও নহে ইহাই সত্য, অন্য সব মিথ্যা। কেহ বলেন- আত্মা ও জগৎ একত্ব সংজ্ঞী, ইহাই সত্য, অন্য মিথ্যা। কেহ কেহ বলেন- আত্মা ও জগৎ নানাত্ব সংজ্ঞী, ইহাই সত্য, অন্য মিথ্যা। কেহ কেহ বলেন- আত্মা ও জগৎ পরিমিত সংজ্ঞী, ইহাই সত্য অন্য মিথ্যা। কেহ কেহ বলেন- আত্মা ও জগৎ অপরিমিত সংজ্ঞী, ইহাই

সত্য, অন্য মিথ্যা। কেহ কেহ বলেন আত্মা ও জগৎ একান্ত সুখী, ইহাই সত্য, অন্য মিথ্যা। কেহ কেহ বলেন- আত্মা ও জগৎ সুখী, ও দুঃখী, ইহাই সত্য, অন্য মিথ্যা। কেহ কেহ বলেন- আত্মা ও জগৎ দুঃখীও নহে, সুখীও নহে, ইহাই সত্য, অন্য মিথ্যা। ভিক্ষুগণ! যে সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণ এইরূপ মতবাদী ও দৃষ্টিসম্পন্নঃ 'আত্মা ও জগৎ শাশ্বত, ইহাই সত্য, অন্য মিথ্যা, তাঁহাদের শ্রদ্ধা, রুচি, অনুশ্রব এবং আকারপরিবিতর্ক ও দৃষ্টি নিধ্যানক্ষান্তি ব্যতীত প্রত্যক্ষ (ব্যক্তিগত) জ্ঞান পরিশুদ্ধ ও পর্য্যবদাত হয়- তাহা হইতে পারে না। ব্যক্তিগতভাবে জ্ঞান পরিশুদ্ধ ও পর্য্যবদাত না হইলেও ভবদীয় শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানের যে অংশমাত্র পর্য্যবদাত করেন তাহাই তাঁহাদের উপাদান বলিয়া আখ্যাত হয়। যাহা সংস্কৃত তাহা স্থূল এবং সংস্কারগুলির নিরোধ আছে জানিয়া তথাগত নিঃসরণদর্শী হইয়া তাহা অতিক্রান্ত (নির্বাণ প্রাপ্ত)।

ভিক্ষুগণ! যে সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণ এইরূপ মতবাদ ও দৃষ্টি পোষণ করেন, "আত্মা ও জগৎ অশাশ্বত .... শাশ্বত এবং অশাশ্বত .... শাশ্বতও নহে, অশাশ্বতও নহে .... সান্ত এবং অনন্ত .... সান্তও নহে, অনন্তও নহে .... একত্ব সংজ্ঞী .... নানাত্ব সংজ্ঞী .... পরিমিত সংজ্ঞী .... অপরিমিত সংজ্ঞী .... একান্ত সুখী .... একান্ত দুঃখী .... দুঃখী ও নহে, সুখী ও নহে, ইহাই সত্য, অন্যরূপ মিথ্যা, তাঁহাদের শ্রদ্ধা, রুচি, অনুশ্রব, আকারপরিবিতর্ক ও দৃষ্টিনিধ্যান-ক্ষান্তি ব্যতীত জ্ঞান পরিশুদ্ধ ও পর্য্যবদাত হইবে- তাহা হইতে পারে না। ভিক্ষুগণ! ব্যক্তিগতভাবে জ্ঞান পরিশুদ্ধ ও পর্য্যবদাত না হইলেও শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানের যে অংশমাত্র পর্য্যবদাত করেন, তাহাই তাঁহাদের উপাদান বলিয়া আখ্যাত হয়।

যাহা সংস্কৃত তাহা স্থূল এবং সংস্কার
সকলের নিরোধ আছে জানিয়া তথাগত নিঃসরণদর্শী হইয়া তাহা (সংস্কার) হইতে অতিক্রান্ত।

ভিক্ষুগণ, কতিপয় শ্রমণ ব্রাহ্মণ পূর্বান্তানুদৃষ্টি ও অপরান্তানুদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া এবং সর্বপ্রকার কাম সংযোজনের অধিষ্ঠান না করিয়া প্রবিবেক ও প্রীতি লাভ করিয়া অবস্থান করেনঃ যে প্রবিবেকজনিত প্রীতি লাভ করিয়া আমি বিহার করি তাহা শান্ত ও প্রণীত। তাঁহার প্রবিবেকজনিত প্রীতি নিরুদ্ধ হইলে দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয়, দৌর্মনস্য নিরুদ্ধ হইলে প্রবিবেকজনিত প্রীতি উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! যেমন, কোন স্থান হইতে ছায়া চলিয়া গেলে তাহাতে উত্তাপ স্ফুরিত হয়। আবার উত্তাপ চলিয়া গেলে ছায়া স্ফুরিত হয়। এইরূপে, ভিক্ষুগণ! প্রবিবেকজনিত প্রীতি নিরুদ্ধ হইলে দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয় এবং দৌর্মনস্য নিরুদ্ধ হইলে প্রবিবেকজনিত প্রীতি উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! তথাগত ইহা জানেন, এই ভবদীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পূর্বান্তানুদৃষ্টি ও অপরান্তানুদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া সর্বপ্রকার কামসংযোজনের অধিষ্ঠান না করিয়া প্রবিবেকজনিত প্রীতি লাভ করিয়া বিহার করেন। যে প্রবিবেক প্রীতি লাভ করিয়া আমি বিহার করি তাহা শান্ত ও প্রণীত। তাঁহার সেই প্রবিবেকজনিত প্রীতি নিরুদ্ধ হইলে দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয়, দৌর্মনস্য নিরুদ্ধ হইলে প্রবিবেকজনিত প্রীতি উৎপন্ন হয়। যাহা সংসাকৃত তাহা স্থূল এবং সংস্কার সকলের নিরোধ আছে জানিয়া তথাগত নিঃসরণদর্শী হইয়া তাহা (সংস্কার) অতিক্রান্ত।

ভিক্ষুগণ! কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পূর্বান্তানুদৃষ্টি ও অপরান্তানুদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া এবং সর্বপ্রকার কাম সংযোজনের অধিষ্ঠান না করিয়া প্রবিবেকজনিত প্রীতি অতিক্রম করিয়া নিরামিষ

(কামমুক্ত) সুখ লাভ করিয়া বিহার করেনঃ যে নিরামিষ সুখ লাভ করিয়া আমি বিহার করি তাহা শান্ত ও প্রণীত। সেই নিরামিষ সুখ নিরুদ্ধ হইলে প্রবিবেকজনিত প্রীতি উৎপন্ন হয় এবং প্রবিবেকজনিত প্রীতি হইলে নিরামিষ সুখ উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! যেমন, কোন স্থান হইতে ছায়া চলিয়া গেলে সেই স্থানে উত্তাপ স্ফুরিত হয় .... নিরামিষ সুখ উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! তথাগত ইহা জানেনঃ এই ভবদীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পূর্বান্তানুদৃষ্টি ও অপরান্তানুদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া নিরামিষ সুখ উৎপন্ন হয়। যাহা সংস্কৃত তাহা স্থূল .... উৎপন্ন সংস্কার অতিক্রান্ত।

ভিক্ষুগণ! কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পূর্বান্তানুদৃষ্টি, অপরান্তানুদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া, সর্বপ্রকার কামসংযোজনের অধিষ্ঠান না করিয়া, প্রবিবেকজনিত প্রীতি অতিক্রম করিয়া ও নিরামিষ সুখ অতিক্রম করিয়া 'দুঃখও নহে, সুখও নহে' বেদনা লাভ করিয়া বিহার করেন। যে 'অদুঃখ-অসুখ' বেদনা লাভ করিয়া আমি বিহার করি তাহা শান্ত ও প্রণীত। তাহার সেই অদুঃখ-অসুখ বেদনা নিরুদ্ধ হইলে নিরামিষ সুখ উৎপন্ন হয় .... যেমন ছায়া .... তথাগত ইহা জানেন .... সংস্কার অতিক্রান্ত।

ভিক্ষুগণ! কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পূর্বান্তানুদৃষ্টি ও অপরান্তানুদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া, সর্বপ্রকার কামসংযোজনের অধিষ্ঠান না করিয়া, প্রবিবেকজনিত প্রীতি, নিরামিষ সুখ, অদুঃখ বেদনা অতিক্রম করিয়া নিজেকে 'আমি শান্ত' আমি নির্বাণপ্রাপ্ত, আমি অনুপাদান (অনাসক্ত)' বলিয়া সম্যক্ দর্শন করেন। তথাগত ইহা জানেন, এই ভবদীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ .... অনুপাদান বলিয়া সম্যক্ দর্শন করেন। তথাগত ইহা জানেনঃ এই ভবদীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ .... সম্যক্ দর্শন করেন, নিশ্চয়ই এই আয়ুষ্মান নির্বাণ-উপযোগী

প্রতিপদ সম্পর্কে বলেন। অথচ এই
ভবদীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পূর্বান্তানুদৃষ্টি অপরান্তানুদৃষ্টি।

কামসংযোজন, প্রবিবেকজনিত প্রীতি, নিরামিষ সুখ, না দুঃখ না সুখ বেদনার প্রতি অনুরাগযুক্ত হয়, যাহাতে এই আয়ুষ্মান, আমি শান্ত, অনুপাদান হইয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া সম্যক্ দর্শন করেন, তাহাকে এই ভবদীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণের উপাদান বলা হয়। যাহা সংস্কৃত তাহা স্থূল এবং সংস্কার নিরোধ আছে জানিয়া তথাগত নিঃসরণদর্শী হইয়া তাহা (সংস্কার) হইতে অতিক্রান্ত।

ভিক্ষুগণ! অনুত্তর শান্তিবরপদ (নির্বাণ) লাভ যাহা ছয় স্পর্শ আয়তনের উৎপত্তি (সমুদয়), বিলয়, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ এই তত্ত্বস্থান যথার্থ জানিয়া অনুৎপাদ (অনাসক্ত) বিমুক্তি তাহা তথাগত কর্তৃক অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছে।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ প্রসন্নমনে ভগবানের ভাষণ শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[পঞ্চত্রয় সুত্র সমাপ্ত]

কিন্তি সূত্র[১] (১০৩)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ

একসময় ভগবান কুশীনগর সমীপে বলিহরণ[২] বনসণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় ভগবান সমবেত ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেনঃ "হে ভিক্ষুগণ!" "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান কহিলেন, "ভিক্ষুগণ!

---

[১] কিং ইতি অর্থাৎ তারপর কি?

[২] কুশীনগরের নিকটস্থ একটি উপবন যেখানে বিভিন্ন উপদেবতাদের পূজা দেওয়া হইত।

তোমাদের জন্য আমার মধ্যে কি আছে? আমার প্রতি তোমাদের মনোভাব কি? ইহা কি সত্য যে শ্রমণ গৌতম চীবরের জন্য বা পিণ্ডপাতের (ভিক্ষা) জন্য বা শয়নাসনের (বাসস্থান) জন্য কিংবা ভবাভবের জন্য ধর্ম দেশনা করেন"। "ভদন্ত ভগবান! আমাদের এইরূপ মনে হয় না, চীবরের জন্য বা .... শ্রমণ গৌতম ধর্ম দেশনা করেন"। ভিক্ষুগণ! আমার প্রতি তোমাদের এইরূপ মনে হয় নাঃ চীবরের জন্য .... শ্রমণ গৌতম ধর্মদেশনা করেন। তাহা হইলে আমার সম্পর্কে তোমাদের কিরূপ মনে হয়?" "ভদন্ত, ভগবানের সম্পর্কে আমাদের এইরূপ মনে হয়ঃ ভগবান অনুকম্পাপরায়ণ, হিতৈষী এবং অনুকম্পাবশতঃ ধর্ম দেশনা করেন।" "হ্যাঁ , ভিক্ষুগণ! আমার সম্পর্কে তোমাদের এইরূপ মনে হয়ঃ ভগবান অনুকম্পাপরায়ণ .... দেশনা করেন। অতএব, হে ভিক্ষুগণ! যে সকল অভিজ্ঞা ধর্ম, যথা- চারি স্মৃতি প্রস্থান, চারি সম্যক্ প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ আমার দ্বারা দেশিত হইয়াছে, তাহা সকলের সামগ্রিকভাবে, সম্মতিসহকারে এবং বিবাদ না করিয়া শিক্ষা করা উচিত এবং তোমাদের সকলে সামগ্রিকভাবে (একত্রে) সম্মতিসহকারে ও বিবাদ না করিয়া শিক্ষা করা হইলে দুইজন ভিক্ষু অভিধর্মে- (উল্লিখিত ৩৭ বোধিপক্ষীয় ধর্মে) ভিন্নমত পোষণ করিতে পারেন। তখন তোমাদের এইরূপ মনে হইতে পারেঃ এই আয়ুষ্মানদের মধ্যে অর্থ সম্পর্কে ও ব্যঞ্জনা সম্পর্কে ভিন্নমত রহিয়াছে এবং যে ভিক্ষুকে তোমরা অধিকতর সম্যক্‌বাক্‌সম্পন্ন মনে কর, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলিতে পারঃ আয়ুষ্মানদের মধ্যে অর্থ সম্পর্কে ভিন্নমত ও ব্যঞ্জনা সম্পর্কে ভিন্নমত রহিয়াছে, আয়ুষ্মানগণ জানেন যে অর্থ সম্পর্কে

ভিন্নমত ও ব্যঞ্জনা সম্পর্কে ভিন্নমত
আছে। কাজেই আপনারা বিবাদ করিবেন না। অতঃপর বিবাদমান ভিক্ষুদের যে কোন একজন যাঁহাকে সম্যক্‌বাক্‌সম্পন্ন মনে কর, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলিতে পারঃ আয়ুষ্মানদের মধ্যে অর্থ সম্পর্কে ভিন্নমত ও ব্যঞ্জনা সম্পর্কে ভিন্নমত রহিয়াছে এবং ইহার জন্য আয়ুষ্মানদের জানা উচিত অর্থ সম্পর্কে ভিন্নমত ও ব্যঞ্জনা সম্পর্কে ভিন্নমত থাকিতে পারে, কাজেই আয়ুষ্মানদের বিবাদে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। এইভাবে যাহা দুর্গৃহীত তাহা দুর্গৃহীত বলিয়া অবধারণ করা উচিত। যাহা সুগৃহীত তাহা সুগৃহীত বলিয়া অবধারণ করা উচিত, দুর্গৃহীতকে দুর্গৃহীত বলিয়া সুগৃহীতকে সুগৃহীত বলিয়া অবধারণ করিয়া ধর্ম এবং বিনয় ভাষণ করা উচিত। তখন তোমাদের এইরূপ মনে হইতে পারেঃ এই আয়ুষ্মানদের মধ্যে অর্থ সম্পর্কে রহিয়াছে কিন্তু ব্যঞ্জনা সম্পর্কে ভিন্নমত রহিয়াছে। যে ভিক্ষুকে সম্যক্‌বাক্‌সম্পন্ন মনে কর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলিতে পারঃ আয়ুষ্মানদের অর্থ সম্পর্কে সাম্য আছে আর ব্যঞ্জনা সম্পর্কে ভিন্নমত আছে। আয়ুষ্মানগণ ইহা জানুন যে, অর্থ সম্পর্কে সাম্য আছে ও ব্যঞ্জনা সম্পর্কে ভিন্নমত আছে এবং যেহেতু ব্যঞ্জনা ব্যাপারটা সামান্যমাত্র ব্যাপার অতএব সামান্য ব্যাপারের জন্য আয়ুষ্মানগণ বিবাদে লিপ্ত হইবেন না। অতঃএব বিবাদমান ভিক্ষুদের যে কোন একজনের যাঁহাকে অধিকতর সম্যক্‌বাক্‌সম্পন্ন মনে কর, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলা উচিতঃ আয়ুষ্মানদের অর্থ সম্পর্কে সাম্য ও ব্যঞ্জনা সম্পর্কে ভিন্নমত আছে। আয়ুষ্মানগণ ইহা জানুন যে অর্থ-সম্পর্কে সাম্য আছে অথচ ব্যঞ্জনা সম্পর্কে ভিন্নমত আছে- এবং এই ব্যঞ্জনা সামান্যমাত্র ব্যাপার, অতএব সামান্য ব্যাপারের

জন্য বিবাদ করিবেন না। এইভাবে সুগৃহীতকে সুগৃহীত বলিয়া অবধারণ করা উচিত আর দুর্গৃহীতকে দুর্গৃহীত বলিয়া অবধারণ করা উচিত এবং সুগৃহীতকে সুগৃহীত বলিয়া ও দুর্গৃহীতকে দুর্গৃহীত বলিয়া অবধারণ করিয়া ধর্ম এবং বিনয় ভাষণ করা উচিত।

পুনরায়, তোমাদের এইরূপ মনে হইতে পারেঃ এই আয়ুষ্মানদের অর্থ সম্পর্কে ও ব্যঞ্জনা সম্পর্কে সাম্য আছে। যে ভিক্ষুকে অধিকতর সম্যক্‌বাক্‌সম্পন্ন মনে কর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলা উচিত, আয়ুষ্মানদের মধ্যে অর্থ সম্পর্কে ও ব্যঞ্জনা সম্পর্কে সাম্য আছে। এই কারণে আয়ুষ্মানগণ জানুন, যেরূপ অর্থ সম্পর্কে ও ব্যঞ্জনা সম্পর্কে সাম্য আছে সেই কারণে আয়ুষ্মানগণ বিবাদ করিবেন না। অতঃপর বিবাদমান ভিক্ষুদের যে কোন একজন যাহাকে সম্যক্‌বাক্‌সম্পর্কে মনে কর, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলা উচিতঃ আয়ুষ্মানদের মধ্যে অর্থ সম্পর্কে ও ব্যঞ্জনা সম্পর্কে সাম্য আছে। এই কারণে আয়ুষ্মানগণ ইহা জানুন যে অর্থ সম্পর্কে ও ব্যঞ্জনা সম্পর্কে সাম্য আছে। অতএব, আয়ুষ্মানগণ বিবাদ করিবেন না। এইভাবে সুগৃহীতকে সুগৃহীত বলিয়া অবধারণ করিয়া ধর্ম এবং বিনয় ভাষণ করা উচিত। ভিক্ষুগণ! তোমাদের সকলের সামগ্রিকভাবে (একত্রে) সম্মতিসহকারে ও বিবাদ না করিয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে কোন ভিক্ষুর আপত্তি (দোষ) হইতে পারে, (বিনয়) নিয়ম লঙ্ঘন হইতে পারে। তখন সেই ব্যক্তিকে অভিযুক্ত না করিয়া পরীক্ষা করা উচিতঃ এইভাবে ইহা আমার অবিহিংসা হইবে এবং অপর ব্যক্তিকেও আঘাত করা হইবে না, অপর ব্যক্তি ক্রোধহীণ, অনুপনাহী (অছিদ্রান্বেষী), নিরাসক্ত দৃষ্টি, সুপরিহারী। আমি এই ব্যক্তিকে

অকুশল হইতে উঠাইয়া কুশলে
প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম। ভিক্ষুগণ, যদি এমন হয়, তাহা উত্তম কথা আর যদি এইরূপ মনে হয়, আমার অবিহিংসা এবং অপর ব্যক্তির উপঘাত (দুঃখোৎপত্তি) হইবে, তাহা হইলে অপর ব্যক্তি ক্রোধপরায়ণ, উপনাহী, আসক্তদৃষ্টি, কিন্তু সুপরিহারী হইবে। এই ব্যক্তিকে আমি অকুশল হইতে উঠাইয়া কুশলে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম। অপর ব্যক্তির এই উপঘাত অতিসামান্য মাত্র। আমি অনেক বার এই ব্যক্তিকে অকুশল হইতে উঠাইয়া কুশলে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম। ভিক্ষুগণ! যদি এইরূপ হয়, তাহা উত্তম কথা। আর যদি তোমাদের এইরূপ মনে হয়ঃ আমার বিহিংসা হইবে আর অপর ব্যক্তির হইবে অনুপঘাত এবং অপর ব্যক্তি ক্রোধহীন, অনুপনাহী, নিরাসক্ত দৃষ্টি কিন্তু দুর্পরিহারী, এই ব্যক্তিকে আমি অকুশল হইতে উঠাইয়া কুশলে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম। আমার এই বিহিংসা অতি সামান্য মাত্র। আমি বহুবার এই ব্যক্তিকে অকুশল হইতে উঠাইয়া কুশলে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম। ভিক্ষুগণ, যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে উত্তম কথা। ভিক্ষুগণ! যদি তোমাদের এইরূপ মনে হয়, আমার বিহিংসা হইবে আর অপর ব্যক্তিরও উপঘাত হইবে, এই অপর ব্যক্তি ক্রোধপরায়ণ, উপনাহী, আসক্তদৃষ্টি ও দুর্পরিহারী। আমি এই ব্যক্তিকে অকুশল হইতে উঠাইয়া কুশলে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম। আমার এই বিহিংসা ও অপর ব্যক্তির উপঘাত অতি সামান্যমাত্র। আমি বহুবার এই ব্যক্তিকে অকুশল হইতে উঠাইয়া কুশলে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি। ভিক্ষুগণ! যদি এইরূপ হয়, তাহা উত্তম কথা। ভিক্ষুগণ, যদি তোমাদের এইরূপ মনে হয়, আমার বিহিংসা হইবে আর অপর ব্যক্তির উপঘাত হইবে এবং অপর ব্যক্তি ক্রোধপরায়ণ, উপনাহী,

আসক্তদৃষ্টি ও দুর্পরিহারী হয়। এই ব্যক্তিকে আমি অকুশল হইতে উঠাইয়া কুশলে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম নহি। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা অবজ্ঞেয় নহে। ভিক্ষুগণ! তোমাদের সামগ্রিকভাবে (একত্রে), সর্বসম্মতিক্রমে, বিবাদ না করিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে পরস্পরের মধ্যে বাক্-সংস্কার (পূর্বে বিতর্ক বিচার করিয়া পরে বাক্যে উচ্চারণ করা), দৃষ্টিপর্য্যাস, চিত্তবিদ্বেষ, অপ্রস্তুতি ও অসন্তুষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে। অতঃপর বিবাদমান ভিক্ষুদের যে কোন একজনের যাহাকে অধিকতর সম্যক্‌বাক্‌সম্পন্ন মনে কর, তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলা উচিত, বন্ধু! সম্মিলিতভাবে সর্বসম্মতভাবে ও বিবাদরহিত ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত আমাদের পরস্পরের মধ্যে বাক্‌সংস্কার, দৃষ্টিপর্য্যাস, চিত্তবিদ্বেষ, অপ্রস্তুতি ও অসন্তুষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহা জ্ঞাত হইয়া শাস্তা আমাদের নিন্দা করিতে পারেন। ভিক্ষুগণ, সম্যক্ বিশ্লেষণ করিয়া ভিক্ষু এইরূপ উত্তর দিতে পারেন, "বন্ধুগণ, সম্মিলিতভাবে .... শাস্তা আমাদের নিন্দা (দোষারোপ) করিতে পারেন"। এই ধর্ম পরিত্যাগ না করিয়া কি নির্বাণ উপলব্ধি করা যাইতে পারে? অতঃপর বিবাদমান ভিক্ষুদের যে কোন একজন যাহাকে তোমরা অধিকতর সম্যক্‌বাক্‌সম্পন্ন মনে কর, তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলিতে পারঃ বন্ধু! সম্মিলিতভাবে .... শাস্তা আমাদের দোষারোপ করিতে পারেন। সম্যক্ বিশ্লেষণ করিয়া ভিক্ষু এইরূপ উত্তর দিতে পারেনঃ বন্ধুগণ! সম্মিলিত ভাবে .... শাস্তা আমাদের নিন্দা করিতে পারেন। এই ধর্ম পরিত্যাগ না করিয়া নির্বাণ উপলব্ধি করা যায় না। ভিক্ষুগণ, সম্যক্ বিশ্লেষণ করিয়া ভিক্ষু এইরূপ উত্তর দিতে পারেন। ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুকে পরে এইরূপ জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারেঃ

আয়ুষ্মানের দ্বারা এই ভিক্ষুগণ অকুশল
হইতে উত্তোলিত হইয়া কুশলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্যক্ বিশ্লেষণ করিয়া ভিক্ষু এইরূপ উত্তর দিতে পারেন। বন্ধুগণ! আমি ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম এবং ভগবান আমাকে ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম শ্রবণ করিয়া অকুশল হইতে উঠিয়া কুশলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এইরূপ ব্যাখ্যার সময়ে ভিক্ষু আত্মপ্রশংসা করেন না। অপরকে ও অবজ্ঞা (নিন্দা) করেন না, ধর্মের অনুধর্ম বর্ণনা করেন এবং তাঁহার যুক্তিসঙ্গত কোন বাদানুবাদ নিন্দার কারণ হয় না।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্টমনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[কিন্তি সূত্র সমাপ্ত]

সামগ্রাম সূত্র (১০৪)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

এক সময় ভগবান শাক্যদের রাজ্যে অবস্থান করিতেছিলেন সামগ্রামে। সেই সময় নির্গ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র (মহাবীর)[১] পাবাতে সম্প্রতি মারা গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর অন্যান্য নির্গ্রন্থগণ দ্বিধাবিভক্ত, ভণ্ডনজাত (ভেদস্বভাব)[২], কলহজাত, বিবাদরত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে মুখতুণ্ডে ব্যথিত করিয়া অবস্থান করিতেছিলেনঃ তুমি এই ধর্মবিনয় জান না। আমি এই ধর্মবিনয় জানি। কিরূপে তুমি এই ধর্মবিনয় জানিবে? তুমি মিথ্যা-প্রতিপন্ন। আমি সম্যক্ প্রতিপন্ন, আমার বাক্য অর্থযুক্ত আর তোমার বাক্য

---

[১] মধ্যমনিকায় (১ম) পৃঃ ১৭।

[২] আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে ভণ্ডন কলহের পূর্বাবস্থা (প.সু)।

নিরর্থক। পূর্বের বচনীয় পূর্বে বল অনভ্যস্তকে (অবিচীর্ণকে) তুমি বিপর্যস্ত করিতেছ, তোমার দোষ আরোপিত এবং তুমি নিগৃহীত, বাদ (দোষ) মোচনার্থ-যত্ন কর। অথবা যদি সমর্থ হও তবে গ্রন্থি খোল। মনে হয় নির্গ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্রীয়দের (মহাবীবের শিষ্যদের) মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে। এমন কি নির্গ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্রের গৃহী শিষ্যদের যাহারা শ্বেতবসন পরিহিত, তাঁহারা ধর্মবিনয়ে দুরাখ্যাত, দুঃপ্রচারিত, অপরিচালিত, শান্তিতে অননুবর্তিত, অসম্যক্ সম্বুদ্ধ-প্রবেদিত। ভিন্ন মতাবলম্বী ও অপ্রতিশরণ নির্গ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্রীদের প্রতি বিরূপ, বিরক্ত ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বিরত আছেন।

সেই সময়ে শ্রামণের চুন্দ পাবাতে বর্ষাবাস যাপন করিয়া সামগ্রামে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে অভিবাদন করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। এক পার্শ্বে উপবিষ্ট শ্রামণের চুন্দ আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন- ভদন্ত, নির্গ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র সম্প্রতি পাবাতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর অন্যান্য নির্গ্রন্থগণ দ্বিধাবিভক্ত, ভণ্ডনজাত, কলহজাত, বিবাদাপন্ন হইয়া পরস্পর পরস্পরকে মুখতুণ্ডে ব্যথিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন .... অপ্রতিশরণ জ্ঞাতৃপুত্রীয়দের প্রতি বিরূপ, বিরক্ত ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বিরত আছেন। এইরূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ শ্রামণের চুন্দকে বলিলেন- বন্ধু চুন্দ! ভগবানের সাক্ষাতে ইহা একটি আলোচ্য বিষয়, আমরা ভগবানের নিকট উপস্থিত হইব। উপস্থিত হইয়া ভগবানের নিকট ইহা গোচর করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া শ্রামণের চুন্দ আয়ুষ্মান আনন্দকে প্রত্যুত্তর দিলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ও শ্রামণের চুন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদনপুর্বক এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং এক পার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এইরূপ বলিলেন- ভদন্ত শ্রামণের চুন্দ এইরূপ বলিয়াছে, "নির্গ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র .... শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বিরত আছেন।" ভদন্ত, তখন আমার এইরূপ মনে হইলঃ ভগবানের মৃত্যুর পরে যেন সংঘে বিবাদ উৎপন্ন না হয়। বিবাদ বহুজনের অহিত, সুখহীনতা, অনর্থ এবং দেবমনুষ্যের অহিত ও দুঃখের কারণ।

-"আনন্দ, তুমি কি মনে কর? আমার দ্বারা যে সকল অভিজ্ঞা সম্পন্ন ধর্ম দেশিত হইয়াছে, যথা- চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক্‌প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বল, সপ্তবোধ্যঙ্গ, আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ,- আনন্দ, তুমি কি দেখিয়াছ যে এই সকল ধর্মে দুইজন ভিক্ষুও ভিন্নমত পোষণ করেন?- "ভদন্ত! যে সকল অভিজ্ঞাসম্পন্ন ধর্ম ভগবান কর্তৃক দেশিত হইয়াছে, যথা, চারি স্মৃতিপ্রস্থান .... মার্গ, এই সকল ধর্মে দুইজন ভিক্ষুকেও ভিন্নমত পোষণ করিতে আমি দেখি নাই। ভদন্ত! যে সকল ব্যক্তি ভগবানকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন, ভগবানের মৃত্যুর পর তাঁহারা সঙ্ঘ মধ্যে আজীব (জীবিকা) ও প্রাতিমোক্ষ নিয়ম প্রসঙ্গে বিবাদ সৃষ্টি করিতে পারেন এবং এই বিবাদ বহুজনের অহিত, অ-সুখ, অনর্থ, দেবমনুষ্যের অহিত ও দুঃখের কারণ হইবে। - আনন্দ! আজীব ও প্রাতিমোক্ষ সংক্রান্ত বিবাদ সামান্যমাত্র। কিন্তু মার্গ বা প্রতিপদ সংক্রান্ত সঙ্ঘে বিবাদ বহুজনের অহিত, অ-সুখ, অনর্থ এবং দেবমনুষ্যের অহিত ও দুঃখের কারণ।

আনন্দ! এই ছয়টি বিবাদমূল। ছয়টি কি কি? আনন্দ, কোন ভিক্ষু ক্রোধপরায়ণ ও বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়। যে ভিক্ষু ক্রোধপরায়ণ ও বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়, সে শাস্তা (বুদ্ধ), ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রতি অশ্রদ্ধ ও দুর্বিনীত হয় এবং শিক্ষায় পরিপূর্ণকারী হয় না। আনন্দ, যে ভিক্ষু শাস্তা, ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রতি অশ্রদ্ধ ও দুর্বিনীত এবং শিক্ষায় পরিপূর্ণকারী নহে, সে সঙ্ঘের বিবাদ সৃষ্টি করে। সেই বিবাদ বহুজনের অহিত, অসুখ, অনর্থ এবং দেব মনুষ্যের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। এইরূপে আনন্দ! তোমরা বিবাদমূলকে অধ্যাত্মভাবে ও বাহিরে দেখ এবং বিবাদমূলকে দূরীভূত করিবার জন্য চেষ্টা কর। যদি এইরূপে বিবাদমূলকে অধ্যাত্মভাবে ও বাহিরে না দেখ তাহা হইলে তোমরা অনাগতে (ভবিষ্যতে) পাপস্বরূপ বিবাদ মূলের অনাস্রবে প্রতিপাদন কর। এইভাবে পাপস্বরূপ বিবাদমূলের পরিত্যাগ হয় ও অনাগতে অনাস্রব হয়।

পুনরায়, আনন্দ! কোন ভিক্ষু মক্ষী (ভণ্ড বা কপট), পর্য্যাসী (নিষ্ঠুর) .... ঈর্ষাপরায়ণ ও মাৎসর্য্যপরায়ণ .... শঠ, মায়াবী হয় .... পাপেচ্ছু ও মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন হয় .... লৌকিক মতাবলম্বী দৃঢ়গ্রাহী ও দুর্পরিহারী হয়। সে শাস্তা, ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রতি অশ্রদ্ধ ও দুর্বিনীত ও শিক্ষায় পরিপূরণকারী হয় না। আনন্দ! যে শাস্তা, ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রতি অশ্রদ্ধ ও দুর্বিনীত হয়, সে সঙ্ঘে বিবাদ সৃষ্টি করে। সেই বিবাদ বহু জনের অহিত, অ-সুখ অনর্থ এবং দেব মনুষ্যের অহিত ও দুঃখের কারণ। এইরূপ আনন্দ, তোমরা বিবাদমূলকে অধ্যাত্মভাবে .... অনাগতে অনাস্রব হয়। আনন্দ! এই ছয়টিই বিবাদমূল।

আনন্দ! এই চারিটি অধিকরণ, (বিবাদ) মীমাংসার বিষয়। চারিটি কি কি? বিবাদ অধিকরণ, অনুবাদ-অধিকরণ, আপত্তি-

অধিকরণ ও কৃত্য-অধিকরণ। এই
চারিটি অধিকরণ। সময়ে সময়ে উৎপন্ন বিবাদাদি অধিকরণের শমথ বা উপশমের জন্য এই সাতটি অধিকরণ শমথ আছে। যথা- সম্মুখ বিনয় দাতব্য, স্মৃতিবিনয় দাতব্য, অমূঢ়বিনয় দাতব্য, প্রতিজ্ঞা করণ কর্তব্য যভূয়সিকা, তস্যপাপীয়সিকা ও তৃণবস্তারক। আনন্দ! কিভাবে সম্মুখ বিনয়[১] হয়? আনন্দ! কোন কোন ভিক্ষু এইভাবে বিবাদ করেনঃ "ইহা ধর্ম, ইহা অধর্ম, ইহা বিনয়, ইহা অবিনয়"। এই ভিক্ষুগণকে সামগ্রিকভাবে সমবেত হইতে হইবে এবং যাহা ধর্মসঙ্গত (ধর্মনেত্রী) তাহা বাছিয়া লইয়া প্রয়োজন অনুসারে সেই বিবাদের মীমাংসা করিতে হইবে। আনন্দ! এইভাবেই সম্মুখবিনয় হয় এবং এইভাবে কতিপয় অধিকরণের (বিচার) মীমাংসা হয়, যেমন সম্মুখবিনয়ের দ্বারা।

আনন্দ! কিরূপে যভূয়সিকা[২] হয়? যদি সেই ভিক্ষুগণ সেই আবাসে সেই অধিকরণের (বিচার্য্য বিষয়ের) মীমাংসা করিতে না পারেন, তাহা হইলে যে আবাসে বহুসংখ্যক ভিক্ষু আছেন সেখানে যাইতে হইবে এবং তথায় সকলকেই সামগ্রিকভাবে সমবেত হইয়া যাহা .... মীমাংসা করিতে হইবে। এই ভাবে যভূয়সিকা হয় যাহাতে কতিপয় বিবাদের মীমাংসা হয়।

আনন্দ! কিরূপে স্মৃতিবিনয় হয়? আনন্দ, ভিক্ষুগণ কোন ভিক্ষুকে পারাজিক কিংবা পারাজিককল্প কোন গুরুতর অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করিয়া এইভাবে বলেন- "আয়ুষ্মান কি পারাজিক বা পারাজিককল্প কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া স্মরণ

---

[১] সকল ভিক্ষুর সমক্ষে বিবাদ নিষ্পত্তি।

[২] অধিকাংশের মতে বিচার মীমাংসা। এই মতামত জানিবার জন্য শলাকা ব্যবহারের রীতি ছিল (বিনয়পিটক ২য়, পৃঃ ৯৩)

করেন? তিনি বলিলেন "বন্ধুগণ, আমি পারজিক বা পারাজিককল্প কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছি বলিয়া স্মরণ করি না। তখন সেই ভিক্ষুকে স্মৃতিবিনয় দিতে হইবে। আনন্দ এইরূপে স্মৃতিবিনয় হয় এবং এইভাবে কতিপয় অধিকরণের মীমাংসা হয় যেমন স্মৃতিবিনয়ের দ্বারা।

আনন্দ! কিরূপে অমূঢ়বিনয় হয়? আনন্দ! ভিক্ষুগণ কোন ভিক্ষুকে পারাজিক বা পারাজিককল্পের মত কোন গুরুতর অপরাধের জন্য এইভাবে অভিযুক্ত করেন- "আয়ুষ্মান কি পারাজিক বা পারাজিককল্প কোন গুরুতর করিয়াছেন বলিয়া স্মরণ করেন?" তিনি বলিলেন- "আমি পারাজিক বা পারাজিককল্প কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছি বলিয়া স্মরণ করিতে পারিতেছি না।" (অপরাধ) উদ্ঘাটনের জন্য আবার বলা হইল- "বন্ধু! উত্তমরূপে জ্ঞাত হও যে তুমি পারাজিক বা পারাজিককল্প কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছ কিনা স্মরণ কর।" তিনি এইরূপ বলিলেন- 'বন্ধুগণ! আমি উন্মাদ অবস্থা ও চিত্তের বিপর্য্যাস প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং সেই উন্মত্ত অবস্থায় বহু শ্রমণ-অনুচিত আচরণ ও ভাষণ করিয়াছি। মূঢ় অবস্থায় ইহা আমি করিয়াছি। এখন তাহা স্মরণ করিতে পারিতেছি না।" আনন্দ! তাহাকে অমূঢ়বিনয় দিতে হইবে। আনন্দ, এইরূপে অমূঢ়বিনয় হয় এবং এইভাবে কতিপয় অধিকরণের মীমাংসা হয়, যেমন, অমূঢ়-বিনয়ের দ্বারা।

আনন্দ! কিরূপে প্রতিজ্ঞাকরণ বিনয়[১] হয়? আনন্দ! কোন ভিক্ষু অভিযুক্ত হইয়া বা অভিযুক্ত না হইয়া স্বীয় অপরাধ স্মরণ, বিবৃত ও প্রকাশ করেন। সেই ভিক্ষুর কোন জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া একাংসে চীবর রাখিয়া পদে বন্দনা করিয়া উৎকুটিকভাবে

[১] যে ভিক্ষু নিজের দোষ স্বীকার করেন তাঁহার সম্বন্ধে বিচার।

উপবেশন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া
এইরূপ বলা উচিত- "ভদন্ত! আমি অপরাধ করিয়াছি, তাহা প্রতিদেশনা (স্বীকার) করিতেছি।" তিনি বলেন- "তুমি দেখিতেছ"?- "হ্যাঁ , আমি দেখিতেছি।" - "ভবিষ্যতে সংযত, আচরণ করিতে হইবে।" - "হ্যাঁ সংযম গ্রহণ করিব।" আনন্দ এইরূপে প্রতিজ্ঞা করা হয় এবং এইভাবে কতিপয় অধিকরণের মীমাংসা হয় যেমন প্রতিজ্ঞাকরণের দ্বারা।

আনন্দ! কিরূপে তস্যপাপীয়সিকা[১] হয়? আনন্দ! ভিক্ষুগণ কোন ভিক্ষুকে পারাজিক বা পারাজিককল্প গুরুতর অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করেন- "আয়ুষ্মান কি পারাজিক বা পারাজিককল্প কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া স্মরণ করেন?" তিনি উত্তর দেন- "বন্ধুগণ, আমি পারাজিক বা পরাজিককল্প কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছি বলিয়া স্মরণ করিতে পারিতেছি না।" (অপরাধ) উদ্ঘাটনের জন্য বলা হইল- "আয়ুষ্মান! উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া স্মরণ করুণ যে পারাজিক বা পারাজিককল্প কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন কিনা।" "বন্ধুগণ, আমি এইরূপ পারাজিক বা পারাজিককল্প কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছি বলিয়া স্মরণ করিনা, অবশ্য সামান্য মাত্র অপরাধ করিয়াছি বলিয়া স্মরণ করি।" অপরাধ উদ্ঘাটনের জন্য তাঁহাকে আবার বলা হইল- "আয়ুষ্মান উত্তমরূপে জানিতে চেষ্টা করুন যদি আপনি পারাজিক বা পারাজিককল্প কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া স্মরণ করিতে পারেন।" তিনি এইরূপ বলিতে গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া স্মরণ করিতে পারেন।" তিনি এইরূপ বলিতে পারেন, "জিজ্ঞাসিত না হইয়াও আমি স্বীকার করিব যে

[১] দুরাচারী ভিক্ষুর সম্বন্ধে বিচার।

সামান্যমাত্র অপরাধ আমি করিয়াছি, কাজেই জিজ্ঞাসিত হইয়া আমি কি পারাজিক বা পারাজিককল্প গুরুতর অপরাধ করিয়াছি বলিয়া স্বীকার করিব না?" (তাঁহাকে) কেহ এইরূপ বলিতে পারেন- "বন্ধু! তুমি জিজ্ঞাসিত না হইয়া সামান্যমাত্র অপরাধ করিয়া স্বীকার করিবে না, তুমি কি জিজ্ঞাসিত হইয়া পারাজিক বা পারাজিককল্প কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছ বলিয়া স্বীকার করিবে? হে আয়ুষ্মান! উত্তমরূপে জানিতে চেষ্টা করুন যদি আপনি পারাজিক বা পারাজিককল্প কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া স্মরণ করিতে পারেন।" তিনি এইরূপ বলিতে পারাজিক বা পারাজিককল্প গুরুতর অপরাধ করিয়াছি বলিয়া স্মরণ করিতে পারি, কৌতুক বা তামাসা করিবার জন্যই ইহা বলিয়াছি, আমি পারাজিক বা পারাজিককল্প কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছি স্মরণ করিতে পারিতেছি না।" আনন্দ! এইরূপে তস্যপাপীয়সিক হয় এবং এইভাবে কতিপয় অধিকরণের উপশম হয় যেমন তস্যপাপীয়সিকার দ্বারা।

আনন্দ! কিরূপে তৃণবস্তারক[১] হয়? আনন্দ! ভিক্ষুদের ভেদস্বভাবজাত, কলহজাত ও বিবাদাপন্ন হইয়া বিহারকালে বহু শ্রামণের অনুচিত আচরণ করেন বা ভাষণ দেন। আনন্দ! সেই সকল ভিক্ষুকে সামগ্রিকভাবে সমবেত হইতে হইবে, সমবেত হইয়া যে কোন পক্ষের একজন পণ্ডিত ভিক্ষুকে আসন হইতে উঠিয়া একাংসে চীবর ধারণ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম পূর্বক সঙ্ঘকে জ্ঞাপন করিতে হইবেঃ "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুণ। ভেদস্বভাবজাত, কলহজাত ও বিবাদপন্ন হইয়া বিহারেকালে আমাদের দ্বারা বহু শ্রামণের অনুচিত আচরণ কৃত ও

[১] মহাব্যুৎপত্তি তৃণপ্রস্ড়রক।

ভাষণ প্রদত্ত হইয়াছে। যদি সঙ্ঘ
উচিত মনে করেন তাহা হইলে এই আয়ুষ্মানদের এবং আমার নিজের অপরাধের জন্য স্থূল দোষ ও গৃহী প্রতিসংযুক্ত বাদে আয়ুষ্মানদের ও আমার মঙ্গলের জন্য সঙ্ঘমধ্যে তৃণবস্তারকের দ্বারা দেশনা করা হইবে।" অতঃপর যে কোন পক্ষের ভিক্ষুদের একজন পণ্ডিততর ভিক্ষুকে আসন হইতে উঠিয়া একাংসে চীবর ধারণ করিয়া কৃতাঞ্জলি প্রণাম পূর্বক সঙ্ঘকে জ্ঞাপন করিতে হইবেঃ মাননীয় সঙ্ঘ! আমার একটি প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমাদের দ্বারা ভেদস্বভাবজাত, কলহজাত .... দেশনা করিতে হইবে। আনন্দ, এইরূপে তৃণবস্তারক হয় এবং এইভাবে কতিপয় অধিকরণ মীমাংসা হয় যেমন তৃণবস্তারকের দ্বারা।

আনন্দ! এই ছয়টিধর্ম[১] স্মরণীয়, প্রীতিকর, গৌরবকর, যাহা মিলন, অবিসম্বাদ, অখণ্ডতা ও ঐক্য অভিমূখে সংবর্তিত হয়। ছয়টি কি কি? আনন্দ, সব্রহ্মচারিদের (সতীর্থগণের) প্রতি প্রকাশ্যে বা গোপনে ভিক্ষুর মৈত্রীপূর্ণ কায়কর্ম প্রত্যুপস্থিত (আরব্ধ) হয়, এই ধর্ম স্মরণীয় প্রীতিকর .... সংবর্তিত হয়। পুনঃরায়, আনন্দ! সতীর্থগণের প্রতি .... মৈত্রী পূর্ণ বাক্‌কর্ম .... সংবর্তিত হয়। পুনশ্চ, আনন্দ, সতীর্থগণের প্রতি মৈত্রীপূর্ণ মনোকর্ম .... সংবর্তিত হয়। পুনশ্চ, আনন্দ! ধর্মত যাহা লাভ হয়, যাহা ধর্মলব্ধ, এমন কি ভিক্ষাপাত্রে ও যাহা প্রদত্ত হয়, এইরূপ কোন লব্ধবস্তুই অবিভক্তভাবে একা ভোগ না করিয়া ভিক্ষু তাহা শীলবান সব্রহ্মচারীদের সহিত সমভাবে ভাগ করিয়া ভোগ করেন। এই ধর্ম .... সংবর্তিত হয়। পুনশ্চ, আনন্দ! যে সকল শীলাচারণ অখণ্ড, নিশ্ছিদ্র, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্কলুষ, (পাপ হইতে) মুক্তিদায়ক, বিদ্বজ্জন

---

[১] কৌশাম্বী সূত্রে (৪৮) উলিণ্ঢখিত হইয়াছে।

প্রশংসিত, অপরামৃষ্ট ও সমাধি অভিমূখী, ভিক্ষু সেই সকল সমন্বিত শীলগুণে হই প্রকাশ্যে অথবা গোপনে সব্রহ্মচারীদের মধ্যে বিচরণ করেন। এই ধর্ম .... সংবর্তিত হয়। পুনশ্চ, আনন্দ! যে দৃষ্টি আর্য্য (নির্দোষ) মুক্তি অভিমূখী, যাহা তদনুবর্তী ব্যক্তির পক্ষে যথার্থ দুঃখ ক্ষয়ের উপায় হয়, ভিক্ষু সেইরূপ দৃষ্টি দ্বারা সমন্বিত হইয়া প্রকাশ্যে অথবা গোপনে সব্রহ্মচারীদের মধ্যে বিচরণ করেন। এই ধর্ম স্মরণীয়, প্রীতিকর, গৌরবকর, যাহা মিলন, অবিসম্বাদ, অখণ্ডতা ও ঐক্য অভিমূখে সংবর্তিত হয়।

আনন্দ! এই ছয়টি ধর্ম স্মরণীয়, প্রীতিকর, গৌরবকর, যাহা মিলন, অবিসম্বাদ, অখণ্ডতা ও ঐক্য অভিমূখে সংবর্তিত হয়। আনন্দ, এই ছয়টি স্মরণীয় ধর্ম গ্রহণ করিয়া যদি তোমরা পালন কর তাহা হইলে কি সূক্ষ্ম বা স্থূল বচনপথ দেখিবে না যাহা তোমরা সমর্থন করিবে না?- "ভদন্ত, না।"

অতএব, আনন্দ। এই স্মরণীয় ধর্ম গ্রহণ করিয়া পালন কর, দীর্ঘকাল তাহা তোমাদের হিত ও সুখের কারণ হইবে।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ, সন্তুষ্ট মনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[সামগ্রাম সূত্র সমাপ্ত]

সুনক্ষত্র সূত্র (১০৫)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ

এক সময় ভগবান বৈশালী সমীপে মহাবনে কূটাগার শালায় অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময়ে বহু ভিক্ষু ভগবানের নিকট তাঁহাদের (পরম) জ্ঞান সম্পর্কে ব্যক্ত করিলেন,- জন্মক্ষীণ

হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্যব্রত উদ্‌যাপিত
হইয়াছে, করণীয় কার্য্য কৃত হইয়াছে, অতঃপর অত্র আর আসিতে হইবে না বলিয়া আমরা জানি। লিচ্ছবিপুত্র সুনক্ষত্র শুনিলেন- "বহু ভিক্ষু .... আমরা জানি।" তখন লিচ্ছবিপুত্র সুনক্ষত্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এক পার্শ্বে বসিলেন। এক পার্শ্বে উপবিষ্ট লিচ্ছবিপুত্র সুনক্ষত্র ভগবানকে বলিলেন- "ভদন্ত! আমি ইহা শুনিয়াছি- বহু ভিক্ষু .... আমরা জনি।" ভদন্ত! যে সকল ভিক্ষু ভগবানের নিকট তাঁহাদের পরম জ্ঞান ব্যক্ত করিলেন- "জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে .... আমরা জানি, তাঁহারা কি যথার্থ পরম জ্ঞান ব্যক্ত করেন কিংবা তাঁহাদের কেহ কেহ নিজেদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণাবশতঃ এইরূপ জ্ঞান ব্যক্ত করেন?"

- সুনক্ষত্র! যে সকল ভিক্ষু আমার নিকট তাঁহাদের পরম জ্ঞান ব্যক্ত করেন- 'জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে .... আমরা জানি' তাঁহাদের কেহ কেহ জ্ঞান যথার্থ ব্যক্ত করেন, আবার কেহ কেহ নিজেদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণাবশতঃ তাঁহাদের পরম জ্ঞান ব্যক্ত করেন। সুনক্ষত্র! এই ক্ষেত্রে যে সকল ভিক্ষু সম্যক্‌ভাবে পরম জ্ঞান ব্যক্ত করেন. তাঁহাদের পক্ষে সেইরূপই হয় যে সকল ভিক্ষু নিজেদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণাবশতঃ তাঁহাদের পরম জ্ঞান ব্যক্ত করেন সেখানে তথাগত চিন্তা করেন- তাঁহাদিগকে আমার ধর্ম দেশনা করা উচিত।

এইভাবে, সুনক্ষত্র! তথাগত চিন্তা করেন- তাঁহাদিগকে আমার ধর্মদেশনা করা উচিত। অথচ কতিপয় মোহগ্রস্ত পুরুষ প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়া তথাগতের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন। সুনক্ষত্র! তখন তথাগতেরও মনে হইল- তাঁহাদিগকে ধর্মদেশনা করিতে

হইবে, এবং তাঁহার ও ভাবান্তর হইল।- "ভগবান! ইহাই যথার্থ সময়োপযোগী, সুগত! ইহাই যথার্থ সময়োপযোগী। যে ধর্ম ভগবান দেশনা করিলেন, তাহা ভগবানের নিকট হইতে শুনিয়া ভিক্ষুগণ ধারণ করিবেন"।

-সুনক্ষত্র! তাহা হইলে উত্তমরূপে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর, আমি ভাষণ দিতেছি। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া লিচ্চবিপুত্র সুনক্ষত্র উত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন- এই পঞ্চ কামগুণ। কি কি? চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামোপসংহিত ও মনোরঞ্জক, শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামোপসংহিত ও মনোরঞ্জক, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামোপসংহিত ও মনোরঞ্জক, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামোপসংহিত ও মনোরঞ্জক এবং কায় (ত্বক) বিজ্ঞেয় স্পর্শ ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামোপসংহিত ও মনোরঞ্জক। সুনক্ষত্র এই পঞ্চ কামগুণ।

সুনক্ষত্র! ইহা সম্ভব যে কোন কোন পুরুষ লোকামিষাধিমুক্ত (পার্থিব লাভে নিমগ্ন) হইতে পারেন এবং লোকামিষাধিমুক্ত সেই পুরুষের কামগুণসুলভ[১] কথা তিনি যেভাবে চিন্তা বা ভাবনা করেন তদনুযায়ী সংস্থিত হয় এবং যাহার মধ্যে আনন্দ পান, তাহাকে ভজনা করেন। কিন্তু সমাপত্তি প্রতিসংযুক্ত কথা আলোচিত হইলে তিনি শুনিতে চাহেন না, কর্ণপাত করেন না, গম্ভীর জ্ঞানে চিত্ত উপস্থাপিত করেন না এবং সেই পুরুষকে ভজনা করেন না যাহার মধ্যে আনন্দ লাভ করেন না। যেমন, সুনক্ষত্র! কোন ব্যক্তি বহুদিন নিজ গ্রাম বা নিগম হইতে প্রবাসী। তিনি সেই গ্রাম বা নিগম

[১] কামগুণসভাগা (প. সূ.)

হইতে সম্প্রতি আগত অন্য একজন
পুরুষকে দেখিতে পান। তিনি তাঁহার গ্রামের বা নিগমের শান্তি, সমৃদ্ধি ও আরোগ্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, সেই ব্যক্তি তাঁহার গ্রামের বা নিগমের শান্তি, সমৃদ্ধি ও আরোগ্যতা সম্পর্কে বলেন। সুনক্ষত্র! তুমি কি মনে কর? সেই ব্যক্তি কি তাহার কথা শুনিতে চাহিবেন? কর্ণপাত করিবেন? গম্ভীর জ্ঞানে চিত্ত উপস্থাপিত করিবেন। ও সেই পুরুষকে ভজনা করিবেন যাহার মধ্যে আনন্দলাভ করিবেন? "- হাঁ ভদন্ত!" "- সুনক্ষত্র! ঠিক এইরূপে ইহা সম্ভব যে .... তাঁহাকে ভজনা করেন। তাহা এইরূপ হইতে পারে বলিয়া জ্ঞাতব্যঃ সেই ব্যক্তি লোকামিষাধিমুক্ত।"

সুনক্ষত্র! ইহা সম্ভব যে কোন পুরুষ আনিঞ্জ্য (নিষ্কম্প) অধিমুক্ত (নিমগ্ন) হইতে পারেন এবং আনিঞ্জ্যাধিমুক্ত সেই পুরুষের কামগুণসুলভ কথা তিনি যেভাবে চিন্তা করেন বা ভাবনা করেন তদনুযায়ী সংস্থিত হয় এবং যাহার মধ্যে আনন্দ লাভ করেন তাঁহাকে ভজনা করেন। কিন্তু লোকামিষ প্রতিসংযুক্ত কথা আলোচিত হইলে তিনি শুনিতে চাহেন না, কর্ণপাত করেন না, গম্ভীর জ্ঞানে চিত্ত উপস্থাপিত করেন না .... আনন্দ লাভ করেন না। যেমন, সুনুক্ষত্র! পলাশপত্র বন্ধন মুক্ত হইলে (বৃন্তচ্যুত) আর হরিৎবর্ণ ফিরিয়া পায় না, তেমনি, সুনক্ষত্র! আনিঞ্জ্যাধিমুক্ত পুরুষের লোকামিষ-সংযোজন শিথিল হয়, তাঁহাকে আনিঞ্জ্যাধিমুক্ত পুরুষ বলা যাইতে পারে, কারণ, তাঁহার লোকামিষ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

সুনক্ষত্র! ইহা সম্ভব যে কোন পুরুষ আকিঞ্চন আয়তন অধিমুক্ত হইতে পারেন এবং আকিঞ্চন (সমাপত্তি) অধিমুক্ত পুরুষের কথা তিনি যেভাবে চিন্তা করেন বা ভাবনা করেন

তদনুযায়ী সংস্থিত হয় এবং যাহার মধ্যে সুখ লাভ করেন সেই পুরুষকে ভজনা করেন। কিন্তু আনিঞ্জ্য প্রতিসংযুক্ত কথা আলোচিত হইলে তাহা শুনিতে চাহেন না কর্ণপাত করেন না .... ভজনা করেন না। যেমন, সুনক্ষত্র! দ্বিধাবিভক্ত শিলা পুনরায় জোড়া লাগে না, আকিঞ্চনায়তন-অধিমুক্ত পুরুষের আনিঞ্জ্য সংযোজন শিথিল হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে আকিঞ্চন-আয়তন অধিমুক্ত পুরুষ বলা যাইতে পারে। কারণ তাঁহার আনিঞ্জ্য সংযোগ বিসংযুক্ত হইয়াছে।

সুনক্ষত্র! ইহা সম্ভব যে কোন পুরুষ নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন অধিমুক্ত হইতে পারেন এবং সেইরূপ পুরুষের কথা তিনি যেভাবে চিন্তা ভাবনা করেন সেভাবে সংস্থিত হয় এবং যাহার মধ্যে আনন্দলাভ করেন সেরূপ পুরুষকে তিনি ভজনা করেন। কিন্তু আকিঞ্চনায়তন প্রতিসংযুক্ত কথা আলোচিত হইলে তিনি তাহা শুনিতে চাহেন না, কর্ণপাত করেন না .... ভজনা করেন না। যেমন, সুনক্ষত্র! কোন পুরুষ ইচ্ছানুরূপ ভোজন করিয়া ভুক্তাবশিষ্ট পরিত্যাগ করেন। সুনক্ষত্র! তুমি কি মনে কর? সেই পুরুষের কি ঐ ভাত পুনরায় খাইবার ইচ্ছা থাকিতে পারে?

- "না, ভদন্ত।"- "কি হেতু"? "ভদন্ত।"- কারণ সেই ভাত ভোজনের অযোগ্য।" সুনক্ষত্র! ঠিক এইভাবে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন-অধিমুক্ত পুরুষের আকিঞ্চনায়তন-সংযোজন শিথিল হইলে তিনি নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞানায়তন অধিমুক্ত পুরুষ বলিয়া কথিত হইতে পারেন, কারণ তাঁহার আকিঞ্চনায়তন সংযোজন বিসংযুক্ত হইয়াছে।

সুনক্ষত্র! ইহা সম্ভব যে কোন পুরুষ সম্যক নির্বাণ অধিমুক্ত হইতে পারেন। সম্যক নির্বাণ-অধিমুক্ত পুরুষের তিনি যেভাবে

চিন্তা বা ভাবনা করেন, তদনুযায়ী কথা
সংস্থিত হয়, যাহার মধ্যে আনন্দ লাভ করেন সেই পুরুষকে তিনি ভজনা করেন। কিন্তু নৈবসংজ্ঞায়তন-প্রতিসংযুক্ত কথা আলোচিত হইলে তিনি শুনিতে চাহেন না .... ভজনা করেন না। যেমন, সুনক্ষত্র! তালবৃক্ষের মস্তক ছিন্ন হইলে পুনরায় বর্দ্ধিত হইতে পারে না, ঠিক এইরূপে, সুনক্ষত্র! সম্যক নির্বাণ অধিমুক্ত পুরুষের নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন-সংযোজন সমূলে উচ্ছিন্ন হইয়াছে, শীর্ষহীন তালবৃক্ষ সদৃশ হইয়াছে, পুনর্ভবরহিত হইয়াছে ভবিষ্যতে পুনর্ভবের সম্ভাবনা নাই। তিনি সম্যক নির্বাণ অধিমুক্ত পুরুষ বলিয়া কথিত হইতে পারেন, কারণ, তাঁহার নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন বিসংযুক্ত হইয়াছে।

সুনক্ষত্র! ইহা সম্ভব যে কোন কোন ভিক্ষুর এইরূপ মনে হইতে পারেঃ (বুদ্ধ) শ্রমণ বলিয়াছেন যে- শল্যরূপ তৃষ্ণা এবং অবিদ্যা বিষদোষ- ছন্দ, রাগ ও ব্যাপাদের দ্বারা (কোন ব্যক্তিকে) ধ্বংস করে, আমাতে সেই তৃষ্ণাশল্য প্রহীন হইয়াছে, অবিদ্যা বিষদোষ অপনীত হইয়াছে, আমি সম্যক্ নির্বাণ অধিমুক্ত হইয়াছি। এইভাবে তিনি প্রার্থিত লক্ষ্য (অর্থ) লাভ করিয়া গর্ব বোধ করিতে পারেন। তিনি সম্যক্ নির্বাণ অধিমুক্তের যাহা অনুপযোগী তাহা অনুসরণ করেন, চক্ষুদ্বারা ক্ষতিকর রূপদর্শন করিয়া থাকেন, শ্রোত্রের দ্বারা ক্ষতিকর শব্দ শ্রবণ করেন, ঘ্রাণের দ্বারা ক্ষতিকর গন্ধ গ্রহণ করেন, জিহ্বার দ্বারা ক্ষতিকর রস আস্বাদন করেন, কায়ের দ্বারা ক্ষতিকর স্পর্শ করেন এবং মনের দ্বারা ক্ষতিকর ধর্ম (চিন্তনীয় বিষয়) চিন্তা করেন। চক্ষুদ্বারা ক্ষতিকর রূপদর্শনে অনুযুক্ত, শ্রোত্রদ্বারা ক্ষতিকর শব্দ গ্রহণে অনুযুক্ত, ঘ্রাণ দ্বারা ক্ষতিকর গন্ধ গ্রহণের অনুযুক্ত, জিহ্বাদ্বারা রস আস্বাদনে অনুযুক্ত, কায় (ত্বক)

দ্বারা ক্ষতিকর স্পর্শে অনুযুক্ত, মন দ্বারা ক্ষতিকর বিষয় চিন্তায় অনুযুক্ত ব্যক্তির চিত্তকে অনুরাগ ধ্বংস করিতে পারে। অনুরাগের (আসক্তি) দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত চিত্তের দ্বারা মরণ অথবা মরণ দুঃখ ভোগ করে। যেমন, সুনক্ষত্র! কোন ব্যক্তি গাঢ়লিপ্ত বিষযুক্ত শল্যের দ্বারা বিদ্ধ হইল। তখন তাহার সলোহিত জ্ঞাতি, মিত্র-সুহৃদগণ কোনশল্যকর্তা ভিষককে উপস্থিত করিল। সেই শল্যকর্তা ভিষক শস্ত্রের দ্বারা ব্রণমুখ পরিকর্তন করিল, শল্যের দ্বারা ব্রণমুখ পরিকর্তন করিয়া এষণী (লৌহবান) দ্বারা শল্য অম্বেষণ করিয়া শল্য টানিয়া বাহির করিল, অবশিষ্ট কিছু নাই মনে করিয়া কিছু পরিমাণ বিষদোষ দূরীভূত করিল। সে এইরূপ বলিতে পারেঃ তোমার শল্য টানিয়া বাহির করা হইয়াছে, বিষদোষ দূরীভূত হইয়াছে, আর কিছুই অবশিষ্ট নাই এবং আর কোন বিপদের কারণ নাই। কিন্তু উপকারী খাদ্য ভোজন করিতে হইবে। অপকারী খাদ্য ভোজন করিলে ক্ষত স্রাবিত হইবে। সময়মত ব্রণ ধৌত করিতে হইবে। ব্রণমুখে ঔষধ অবলেপন করিতে হইবে, সময়মত ব্রণ ধৌত না করিলে, ব্রণমুখে ঔষধ অবলেপন না করিলে পুরাতন রক্ত ব্রণমুখে পতিত হইবে, উন্মুক্ত বাতাসে বা খরতাপে বিচরণ করিলে ধূলা-আবর্জনা ক্ষতমুখের ক্ষতি করিবে। মহাশয়! ব্রণমুখ রক্ষার জন্য সাবধান হইয়া বিচরণ করিবে, তাহা হইলে ক্ষত সারিয়া যাইবে। তাহার এইরূপ মনে হইতে পারেঃ আমার শল্য বাহির করা হইয়াছে, বিষদোষ অপনীত হইয়াছে, আর কিছুই অবশিষ্ট নাই, আর বিপদের আশঙ্কা নাই। সুতরাং সে ক্ষতিকর খাদ্য ভোজন করিতে পারে এবং ক্ষতিকর খাদ্য ভোজন করিবার ফলে ব্রণ স্রাবিত হইতে পারে, যথাসময়ে সে ব্রণ ধৌত না করিতে পারে ও ব্রণমুখে ঔষধ অবলেপন না করিতে পারে। যথাসময়ে ব্রণ

ধৌত না করিবার ও ব্রণমুখে ঔষধ
অবলেপন না করিবার ফলে পুরাতন রক্ত ব্রণমুখে পতিত হইতে পারে। সে উন্মুক্ত বাতাসে ও খরতাপে বিচরণ করিতে পারে এবং বাতাসে ও খরতাপে বিচরণ করিবার ফলে ধূলা ও আবর্জনা ব্রণমুখ ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে ও ব্রণের জন্য সাবধান না হইলে ব্রণ সারিবে না। ক্ষতিকর ক্রিয়াকলাপ (ক্ষতিকর খাদ্য গ্রহণাদি) এবং যদিও অশুচি বিষদোষ অপনীত হইয়াছে কিন্তু কিছু অবশিষ্ট রহিয়াছে এই উভয় কারণে ব্রণ বিস্তার লাভ করিতে পারে এবং স্ফীত ব্রণ মরণ বা মরণদুঃখের কারণ হইতে পারে।

সুনক্ষত্র! ঠিক এইভাবে ইহা সম্ভব যে কোন কোন ভিক্ষুর এরূপ মনে হইতে পারে, (বুদ্ধ) শ্রমণ বলিয়াছেন যে শল্যরূপ তৃষ্ণা .... মরণ-দুঃখের কারণ হইতে পারে। সুনক্ষত্র! ইহাই আর্য্য বিনয়ে মরণ যখন সে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করিয়া হীনবস্তুয় (গৃহীজীবনে) প্রত্যাবর্তন করে, ইহাই মরণ-দুঃখ যখন সে কোন গুরুতর অপরাধ করে।

সুনক্ষত্র! ইহা সম্ভব যে কোন ভিক্ষুর এইরূপ মনে হইতে পারেঃ শ্রমণ (বুদ্ধ) বলিয়াছেন যে শল্যরূপ তৃষ্ণা .... আমি সম্যক্ নির্বাণ-অধিমুক্ত হইয়াছি। এইভাবে সম্যক্ নির্বাণ অধিমুক্তে যাহা কিছু সম্যক্ নির্বাণ-অধিমুক্তের পক্ষে অমঙ্গলদায়কতাহা অনুসরণ করেন না, চক্ষুদ্বারা অমঙ্গলদায়ক রূপদর্শন অনুসরণ করেন না, শ্রোত্র দ্বারা অমঙ্গলদায়ক শব্দ অনুসরণ করেন না, ঘ্রাণদ্বারা অমঙ্গলদায়ক গন্ধ অনুসরণ করেন না, জিহ্বাদ্বারা অমঙ্গলদায়ক রস গ্রহণ করেন না, কায় দ্বারা অমঙ্গলদায়ক স্পর্শ করেন না, মনদ্বারা অমঙ্গলদায়ক বিষয় চিন্তা করেন না; তাঁহার চক্ষুদ্বারা অমঙ্গলদায়ক রূপদর্শন শ্রোত্রদ্বারা .... মন দ্বারা অমঙ্গলদায়ক বিষয়

(ধর্ম) চিন্তা করিতে নিযুক্ত নহে বলিয়া অনুরাগ (আসক্তি) চিত্তকে ধ্বংস করিতে পারে না। তাঁহার চিত্ত রাগানুধ্বংসিত নহে বলিয়া তিনি মরণ বা মরণদুঃখ ভোগ করেন না। যেমন, সুনক্ষত্র! কোন ব্যক্তি গাঢ়লিপ্ত শল্যের .... মরণদুঃখের কারণ হইবে। সুনক্ষত্র! অর্থ সুস্পষ্ট করিবার জন্য এই উপমা আমার দ্বারা কৃত হইয়াছে।

সুনক্ষত্র! এখানে ইহাই অর্থ। ব্রণ ছয়প্রকার আভ্যন্তরীন আয়তনের অধিবচন (নামান্তর), বিষদোষ অবিদ্যার নামান্তর, শল্য প্রজ্ঞার নামান্তর, এষণী স্মৃতির নামান্তর, শস্ত্র আর্য্য-প্রজ্ঞার নামান্তর এবং ভিষক অর্থাৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধ তথাগতের নামান্তর। সুনক্ষত্র! সেই ভিক্ষু ছয় স্পর্শ-আয়তনে সংবৃতকারী হয়ঃ উপধি (পঞ্চ স্কন্ধ) দুঃখের মূল, ইহা বিদিত হইয়া উপধি সংক্ষয়ে নিরুপধি হইয়া বিমুক্ত হয়, কায়কে উপধির অভিমুখী করিবেন এবং চিত্তকে নিযুক্ত করিবেন- ইহা সম্ভব নহে। যেমন, সুনক্ষত্র! কোন কাংস্যপাত্রে বর্ণসম্পন্ন অথচ পানের অযোগ্য বিষযুক্ত পানীয় আছে, অতঃপর জীবনকামী, মরিতে অনিচ্ছুক, সুখকামী ও দুঃখ বিরোধী কোন পুরুষ তথায় আসিতে পারেন। সুনক্ষত্র! তুমি কি মনে কর? সেই পুরুষ কি, "ইহা পান করিয়া আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইব, মরণ দুঃখ ভোগ করিব"- ইহা জানিয়া সেই কাংস্য পাত্র হইতে অযোগ্য পানীয় গ্রহণ করিবে?

- না, ভদন্ত।

এইরূপে সুনক্ষত্র! সেই ভিক্ষু ছয় স্পর্শ- আয়তনে সংবৃতকারী হয়। 'উপধি দুঃখের মূল' ইহা জানিয়া নিরুপধি, উপধি বিনষ্ট করিয়া বিমুক্ত হয় এবং দেহকে উপধি-অভিমুখী করেন ও উহাতে চিত্ত উৎপাদন করেন, ইহা সম্ভব নহে। যেমন, সুনক্ষত্র! কোন

মারাত্মক বিষধর সর্প আছে এবং বাঁচিতে
ইচ্ছুক, মরিতে অনিচ্ছুক, সুখকামী ও দুঃখবিরোধী কোন পুরুষ ঐ স্থানে আসিলেন। সুনক্ষত্র! তুমি কি মনে কর? সেই পুরুষ কি "ইহার দ্বারা দংশিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইব বা মরণ-দুঃখ ভোগ করিব" ইহা জানিয়া সেই বিষধর সর্পের সম্মুখে হস্ত বা অঙ্গুষ্ঠ উপস্থাপন করিবে?- "না, ভদন্ত"। - এইভাবে সুনক্ষত্র! সেই ভিক্ষু ছয় স্পর্শ-আয়তনে সংবৃতকারী হনঃ 'উপধি দুঃখের মুল' ইহা জানিয়া নিরুপধি, উপধি বিনষ্টে বিমুক্ত হয় এবং দেহকে উপধি-অভিমুখী করেন এবং উহাতে চিত্ত উৎপাদন করেন- ইহা সম্ভব নহে।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। লিচ্ছবিপুত্র সুনক্ষত্র সন্তুষ্টচিত্তে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[সুনক্ষত্র সূত্র সমাপ্ত]

আনিঞ্জ্য সাম্প্রেয় সূত্র (১০৬)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ

এক সময় ভগবান কুরুদের মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন- কর্মাশ্বদম্য[১] নামক কুরুদের নিগমে। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন-'হে ভিক্ষুগণ'! - "হাঁ, ভদন্ত" বলিয়া ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেনঃ হে ভিক্ষুগণ! কাম অনিত্য, তুচ্ছ, মিথ্যা, মোহ-ধর্মী, ইহা মায়াকৃত, নির্বোধের প্রলাপ। যাহা দৃষ্টধার্মিক (ইহকালের) কাম, যাহা অনাগত কাম, যাহা দৃষ্টধার্মিক কামসংজ্ঞা, যাহা সাম্প্ররায়িক কামসংজ্ঞা, ইহাদের উভয়ই মারপ্রভাবিত, মারবিষয়, মারনিবাপ, মারের বিচরণভূমি। এই কামগুলির মধ্যে পাপময় অকুশল মানস (ইচ্ছা) অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও ধ্বংসের দিকে সংবর্তিত হয় এবং এইগুলি এখানে আর্য্য

---

[১] দ্রষ্টব্য ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭

শ্রাবকের অনুশিক্ষায় অন্তরায় সৃষ্টি করে। তখন আর্য্য শ্রাবক এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন; যাহা দৃষ্টধার্মিক কাম, যাহা অনাগত কাম .... সৃষ্টি করে। অতএব আমার বিপুল মহদ্গতচিত্তে পৃথিবীকে জয়, অধিষ্ঠান মানসে বিহার করার জন্য যাহা পাপময় অকুশল মানস, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও বিনাশ, তাহা উৎপন্ন হইতে পারিবে না। তাহাদের প্রহান হেতু আমার চিত্ত অসামান্য, অপ্রমেয় ও সুভাবিত হইবে। এইভাবে প্রতিপন্ন তাঁহার (আর্য্যশ্রাবক) আয়তনে (অর্হত্ত্ব বা অর্হত্ত্ব-বিদর্শন বা চতুর্থ-ধ্যানন্তরে) চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করে এবং প্রসন্নতা লাভ করিবার পর এখন স্থিতি লাভ করে ও প্রজ্ঞার জন্য নমিত হয়। মৃত্যুর পর বিলীন হইলে ইহা সম্ভব যে সংবর্তনিক বিজ্ঞান (বা প্রশান্তি) লাভ করে। ভিক্ষুগণ! ইহাকে আনিঞ্জ্যসাম্প্রেয়ের (স্থায়ী মঙ্গল উপযোগী) প্রথম প্রতিপদ বলা হয়।

পুনরায় ভিক্ষুগণ, আর্য্যশ্রাবক এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেনঃ এই সকল দৃষ্টধার্মিক কাম, এইগুলি অনাগত কাম, এইগুলি দৃষ্টধার্মিক কামসংজ্ঞা, এইগুলি সাম্প্ররায়িক (পারত্রিক) কামসংজ্ঞা, চারি মহাভূত এবং চারিভূতোৎপন্ন রূপ। এইভাবে প্রতিপন্ন ও বহুল পরিমাণে প্রতিপদবিহারী তাঁহার চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করে .... সংবর্তনিক বিজ্ঞান অনড়তা (বা প্রশান্তি) লাভ করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই দ্বিতীয় আনিঞ্জ্য-সাম্প্রেয় প্রতিপদ বলা হয়।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, আর্য্যশ্রাবক এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেনঃ এইগুলি দৃষ্টধার্মিক কাম, এইগুলি দৃষ্টধার্মিক কামসংজ্ঞা, এইগুলি অনাগত কামসংজ্ঞা, এইগুলি দৃষ্টধার্মিক রূপ, এইগুলি সাম্প্ররায়িক রূপ, এইগুলি দৃষ্টধার্মিক রূপসংজ্ঞা, এইগুলি সাম্প্ররায়িক রূপসংজ্ঞা, ইহাদের উভয়ই অনিত্য। যাহা অনিত্য তাহার জন্য

আনন্দ করিবার, প্রকাশ করিবার বা
তাহার প্রতি অনুরক্ত হইবার প্রয়োজন নাই। এইভাবে প্রতিপন্ন .... অনড়তা (প্রশান্তি) লাভ করে। ইহাকেই তৃতীয় আনিঞ্জ্য সাম্প্রেয় প্রতিপদ বলা হয়।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, আর্য্যশ্রাবক এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেনঃ এই সকল দৃষ্টধার্মিক .... এই সকল অনাগত রূপসংজ্ঞা, এই সকল অনেজ সংজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়। অকিঞ্চন আয়তন বিষয়ে ইহা শান্ত ও প্রণীত। এইভাবে প্রতিপন্ন .... সংবর্তনিক বিজ্ঞান অকিঞ্চন আয়তন স্তরে উপনীত হয়। ইহাকে প্রথম অকিঞ্চন-আয়তন সাম্প্রেয় প্রতিপদ বলা হয়।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, অরণ্যগত বা বৃক্ষমূলে বাসরত আর্য্যশ্রাবক[১] এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন ঃ যাহা আত্মা এবং আত্মনীয় তাহা শূন্য[২]।

এইভাবে প্রতিপন্ন .... সংবর্তনিক বিজ্ঞান অকিঞ্চন আয়তন সমাপত্তি স্তরে উপনীত হয়। ইহাকে দ্বিতীয় অকিঞ্চন আয়তন সাম্প্রেয় প্রতিপদ বলা হয়।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, আর্য্যশ্রাবক এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেনঃ[৩] আমি কাহারও মধ্যে, কোথাও কিছুর মধ্যে নাই, আমারও কিছুর মধ্যে কিছুই নাই। এইভাবে প্রতিপন্ন .... সংবর্তনিক বিজ্ঞান অকিঞ্চন আয়তন স্তরে উপনীত হয়। ইহাকে তৃতীয় অকিঞ্চন-আয়তন সাম্প্রেয় প্রতিপদ বলা হয়।

---

[১] যিনি অনন্ড় বিজ্ঞান-আয়তন সমাপত্তি স্ড়রে উপনীত হইয়াছেন।

[২] গ্রন্থের P.T.S সংস্করণের অঞ্ঞং এর পরিবর্তে সুঞ্ঞং বলিয়া শুদ্ধ করিতে হইবে। অট্ঠকথা মতে 'আমি' এবং 'আমার' চিন্ড় বলিয়া শূন্যতা দুই প্রকার।

[৩] তিনি এখন অনন্ড় বিজ্ঞান আয়তনে উপনীত (প.সূ.)।

পুনরায়, আর্য্যশ্রাবক এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেনঃ এইসকল দৃষ্টধার্মিক .... এইসকল অকিঞ্চন আয়তন সংজ্ঞা, সমস্ত সংজ্ঞা, সমস্ত সংজ্ঞাই সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়, নৈবসংজ্ঞা না-সংজ্ঞা বিষয়ে ইহা শান্ত ও প্রনীত। এইভাবে প্রতিপন্ন .... সংবর্তনিক বিজ্ঞান নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন স্তরে উপনীত হয়। ইহাকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা-আয়তন-সাম্প্রেয় প্রতিপদ বলা হয়।

এইরূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বলিলেনঃ ভদন্ত! এখানে ভিক্ষু এইরূপ প্রতিপন্ন হনঃ ইহা না হইলে আমার এইরূপ হইত না, এইরূপ হইবে না, যাহা আছে, যাহা ভূত, তাহা আমি পরিত্যাগ করি। এইভাবে তিনি উপেক্ষা লাভ করেন। ভদন্ত! এই ব্যক্তি পরিনির্বাণ লাভ করেন কি? - "আনন্দ, কতিপয় ভিক্ষু পরিনির্বাণ লাভ করিতে পারেন। কিন্তু কেহ কেহ লাভ করিতে পারেন না।" - "ভদন্ত! কি হেতু কি প্রত্যয় যে কেহ কেহ পরিনির্বাণ লাভ করিতে পারেন, আবার কেহ কেহ পারেন না?"- আনন্দ, কোন ভিক্ষু এইরূপে প্রতিপন্ন হনঃ ইহা না হইলে আমার এইরূপ হইত না .... উপেক্ষা লাভ করেন। তিনি উপেক্ষাতে আনন্দ করেন, তাহা প্রকাশ করেন এবং তাহাতে সংলগ্ন থাকেন। যখন তিনি উপেক্ষাতে আনন্দ লাভ করেন, তাহা প্রকাশ করেন ও তাহাতে সংলগ্ন থাকেন। তাহাতে বিজ্ঞান তারপর উপদান নিশ্রিত হয় (কাম, দৃষ্টি, শীলব্রত ও আত্মবাদকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ) আনন্দ! উপাদানযুক্ত ভিক্ষু পরিনির্বাণ লাভ করেন না।

- "ভদন্ত! কোথায় আসক্তিগ্রস্ত ভিক্ষু আসক্তি উৎপাদন করে।"

- "আনন্দ! নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন স্তরে।"

- "বাস্তবিক, ভদন্ত! আসক্তিগ্রস্ত ভিক্ষু শ্রেষ্ঠ উপাদানে (শ্রেষ্ঠ ভাব প্রতিসন্ধি) আসক্তি উৎপাদন করেন।"-"আনন্দ! আসক্তিগ্রস্ত ভিক্ষু শ্রেষ্ঠ উপাদানে আসক্তি উৎপাদন করেন। নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তনই উপাদান শ্রেষ্ঠ। আনন্দ! ভিক্ষু এইরূপে প্রতিপন্ন হয়ঃ ইহা না হইলে আমার এইরূপ হইত না, এইরূপ হইবে না, যাহা আছে, যাহা ভূত তাহা আমি পরিত্যাগ করি, এইভাবে তিনি উপেক্ষা লাভ করেন। কিন্তু উপেক্ষাতে তিনি আনন্দ লাভ করেন না, তাহ প্রকাশ করেন না ও তাহাতে প্রতিসংলগ্ন থাকেন না। তাঁহার উপেক্ষাতে আনন্দ লাভ না করা, তাহা প্রকাশ না করা ও তাহাতে প্রতিসংলগ্ন না থাকার জন্য তাহাতে বিজ্ঞান ও তারপর উপাদান নিশ্রিত হয় না এবং উপাদান মুক্ত ভিক্ষু পরিনির্বাণ লাভ করেন।" আশ্চর্য ভদন্ত! অদ্ভুত ভদন্ত! ভগবান কর্তৃক বিভিন্ন সমাপত্তি অবলম্বন করিয়া ওঘ (অবিদ্যা, তৃষ্ণা ইত্যাদি) অতিক্রম আখ্যাত হইয়াছে। ভদন্ত! আর্য্য বিমোক্ষ কি?"- "এখানে, আনন্দ! আর্য্য শ্রাবক এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেনঃ যাহা দৃষ্টধার্মিক কাম, অনাগত কাম, দৃষ্টধার্মিক কামসংজ্ঞা, অনাগত কামসংজ্ঞা, দৃষ্টধার্মিক রূপ, অনাগত রূপ, দৃষ্টধার্মিক রূপসংজ্ঞা, অনাগত রূপসংজ্ঞা, অনিঞ্জ্য সংজ্ঞা, অকিঞ্চনায়তন সংজ্ঞা, নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তনসংজ্ঞা যাহা সৎকায় (কাম-রূপ-অরূপলোকে বর্তমান) তাহাই সৎকায়, ইহাই অমৃত (নির্বাণ) অর্থাৎ অনুৎপাদ চিত্তে বিমুক্তি। আনন্দ, এইভাবেই আমার দ্বারা অনিঞ্জ সাম্প্রেয় প্রতিপদ, অকিঞ্চন-আয়তন-সাম্প্রেয় প্রতিপদ, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন-সাম্প্রেয় প্রতিপদ, বিভিন্ন সমাপত্তি অবলম্বনে ওঘ অতিক্রম এবং আর্য্য বিমোক্ষ দেশিত হইয়াছে। আনন্দ, শ্রাবকদের মঙ্গলের জন্য শাস্তার করণীয় আমি

অনুকম্পাবশতঃ তোমাদের জন্য করিয়াছি। এইগুলি হইতেছে বৃক্ষমূল ও শূন্যাগার। আনন্দ, ধ্যান কর, প্রমাদগ্রস্ত হইও না এবং পরে অনুতাপ করিও না। ইহাই তোমাদের প্রতি আমার অনুশাসন।”

ভগবান ইহা বলিলেন। সন্তুষ্ট মনে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[আনিঞ্জ্য সাম্প্রেয় সূত্র সমাপ্ত]

গণক মৌদ্গাল্যায়ন সূত্র (১০৭)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন পূর্বারামে মৃগার মাতৃপ্রাসাদে।[১] তখন গণক মৌদ্গাল্যায়ন ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া প্রীত্যালাপ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট গণক মৌদ্গাল্যায়ন ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলিলেন, "হে গৌতম! যেমন মৃগার মাতার প্রাসাদে শেষ সোপান শ্রেণী পর্যন্ত অনুপূর্ব শিক্ষা, অনুপূর্ব ক্রিয়া ও অনুপূর্ব প্রতিপদ (ক্রমিক প্রগতি) দেখা যায়, হে গৌতম! এই ব্রাহ্মণদের মধ্যে অধ্যয়নে তদ্রূপ অনুপূর্ব শিক্ষা .... তীরন্দাজদের মধ্যে তীর চালনা বিষয়ে .... দেখা যায়, হে গৌতম! আমরা গণনাকারী ও গণনাজীবিদের মধ্যে সংখ্যা বিষয়ে অনুপূর্ব .... যায়। আমরা অন্তেবাসী লাভ করিয়া তাহাকে প্রথমে এইভাবে গণনা করাইঃ এক একটি, দুই দুইটি, তিন তিনটি, চারি চারিটি, পাঁচ পাঁচটি, ছয় ছয়টি, সাত সাতটি, আট আটটি, নয় নয়টি, দশ দশটি, এইভাবে শত পর্যন্ত গণনা করাই। হে গৌতম! এই ধর্মবিনয়েও (বুদ্ধ প্রবর্তিত) কি এইরূপ অনুপূর্ব শিক্ষা অনুপূর্ব ক্রিয়া অনুপূর্ব প্রতিপদ প্রজ্ঞাপন করা সম্ভব"?

হে ব্রাহ্মণ! এই ধর্মবিনয়ে অনুপূর্ব .... সম্ভব। যেমন, হে ব্রাহ্মণ! কোন দক্ষ অশ্বদমক ভদ্র অশ্বাজানেয্য (উত্তমজাত) লাভ করিয়া প্রথমে মূখাবরণ (লাগাম) ধারণ করিতে শিক্ষা দেন, পরে অন্য পরবর্তী শিক্ষা দেন, ঠিক এইরূপে তথাগত দমনীয় পুরুষ

---

[১] মধ্যম নিকায়, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৭৪ দ্রষ্টব্য।

লাভ করিয়া তাহাকে প্রথমে এই শিক্ষা দেনঃ এস, ভিক্ষু! শীলবান হও, প্রাতিমোক্ষ (উল্লিখিত) সংবর দ্বারা সংবৃত হও। আচারগোচর সম্পন্ন হইয়া অবস্থান কর, অনুমাত্র দোষেও ভয়দর্শী হইয়া বিহার কর, শিক্ষাপদ সমূহ গ্রহণ করিয়া শিক্ষা লাভ কর। হে ব্রহ্মণ, যখন ভিক্ষু শীলবান হয় .... শিক্ষা লাভ করেন, তখন তথাগত তাহাকে এই পরবর্তী শিক্ষা দেনঃ এস ভিক্ষু! ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বার (সংযত) হও, চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া নিমিত্তগ্রাহী ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী (লক্ষণ দ্বারা অভিভূত) হইও না। চক্ষু-ইন্দ্রিয় বিষয়ে অসংযত হইয়া বিহার করিলে অভিধ্যা, দৌর্মনস্য, পাপ ও অকুশল ধর্ম অনুস্রাবিত হয়, তাহার সংযম সাধনে প্রবৃত হও। চক্ষু ইন্দ্রিয় রক্ষা কর, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংযম প্রাপ্ত হও। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কে ও এইরূপ। হে ব্রাহ্মণ! যখন ভিক্ষু ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বার হয়, তখন তথাগত তাঁহাকে এই পরবর্তী শিক্ষা দেনঃ এস, ভিক্ষু! ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হও, গভীর মনোনিবেশ সহকারে আহার কর, এই আহার ক্রীড়ার জন্য নহে, মত্ততার জন্য নহে, সৌষ্ঠবের জন্য নহে, শোভাবর্দ্ধনের জন্যও নহে, ইহা শুধু দেহের স্থিতির জন্য, জীবন যাপনের জন্য, বিহিংসা উপরতির (ক্ষতি নিবারণ) এবং ব্রহ্মচর্য্য অনুগ্রহার্থ (উপযোগিতার জন্য), যাহাতে, "পুরাতন বেদনা প্রতিহত করিব ও নূতন বেদনা উৎপন্ন হইতে দিব না, যেন আমার জীবনযাত্রা অনবদ্য ও স্বচ্ছন্দ বিহার হয়।" হে ব্রাহ্মণ! যখন ভিক্ষু ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হয়, তখন তথাগত তাঁহাকে এই পরবর্তী শিক্ষা দেনঃ "এস, ভিক্ষু! জাগরণে অনুযুক্ত হও, দিবসে চংক্রমণ ও উপবেশনে আবরণীয় ধর্ম হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ কর। রাত্রির প্রথম যামে চংক্রমণে, উপবেশনে আবরণীয় ধর্ম হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ কর, রাত্রির মধ্যম যামে পায়ের

উপর পা রাখিয়া স্মৃতিমান ও
সম্প্রজ্ঞাত হইয়া যথাসময়ে পুনরুত্থানের জন্য মনস্কার করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে সিংহশয্যা গ্রহণ কর, রাত্রির শেষ যামে প্রত্যুখান করিয়া পুনরায় চংক্রমণে, উপবেশনে আবরণীয় ধর্ম হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ কর।" হে ব্রাহ্মণ! যখন ভিক্ষু জাগরণে অনুযুক্ত হন, তখন তথাগত তাঁহাকে এই পরবর্তী শিক্ষা দেনঃ "এস, ভিক্ষু! স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হও, অভিগমনে, প্রত্যাগমনে, আলোকনে-বিলোকনে, সঙ্কোচনে-প্রসারণে, সঙ্ঘাটি-পাত্র-চীবর ধারণে, ভোজনে, পানে, খাদনে, আস্বাদনে মলমূত্র ত্যাগে, গমনে, স্থিতিতে, উপবেশনে, শয়নে, জাগরণে, ভাষ্যকালে ও তুষ্ণীভাব ধারণে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান অনুশীলনকারী হও।" হে ব্রহ্মণ! যখন ভিক্ষু স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হয়, তখন তথাগত তাঁহাকে এই পরবর্তী শিক্ষা দেনঃ এস ভিক্ষু! নির্জন শয়নাসন ভজনা কর, যথা-অরণ্য, বৃক্ষমূল, পর্বতকন্দর, গিরিগুহা, শ্মশান, বনখণ্ড, উন্মুক্ত প্রান্তর ও পলালপুঞ্জ। তিনি নির্জন শয়নাসন ভজনা করেন, যথা অরণ্য .... পলালপুঞ্জ। তিনি ভিক্ষান্ন সংগ্রহ কার্য্য হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ভুক্তাবসানে পদ্মাসন করিয়া দেহাগ্রভাগ ঋজুভাবে বিন্যস্ত করিয়া লক্ষ্যাভিমূখে স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া উপবেশন করেন। তিনি পৃথিবীতে অভিধ্যা পরিত্যাগ করিয়া অভিধ্যা বিগত চিত্তে অবস্থান করেন, অভিধ্যা হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন, ব্যাপাদ দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া অব্যাপন্ন চিত্তে সর্বজীবের হতানুকাঙ্খী হইয়া অবস্থান করেন, ব্যাপাদ দ্বেষ হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন, স্ত্যানমিদ্ধ (তন্দ্রালস্য) পরিত্যাগ করিয়া তিনি স্ত্যানমিদ্ধ বিগত, আলোক সংজ্ঞাযুক্ত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া অবস্থান করেন, স্ত্যানমিদ্ধ হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন, ঔদ্ধত্য-

কৌকৃত্য (উদ্ধত-চঞ্চলভাব) পরিত্যাগ করিয়া অনুদ্ধত ও অধ্যাত্ম উপশান্তচিত্ত হইয়া অবস্থান করেন। ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন। বিচিকিৎসা (দ্বিধাভাব, সন্দেহ) পরিত্যাগ করিয়া বিচিকিৎসা উত্তীর্ণ কুশলকর্মে অকথংকথিক (অসন্দিগ্ধ) হইয়া অবস্থান করেন, বিচিকিৎসা হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন।

তিনি চিত্তের উপক্লেশ ও প্রজ্ঞার দৌর্বল্যের কারণ এই পঞ্চনীবরণ পরিহার করিয়া কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশলধর্ম হইতে বিবিক্ত (মুক্ত) হইয়া সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। বিতর্ক বিচার উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, বিতর্কাতীত, বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। প্রীতিতে ও বিরাগী হইয়া উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া কায়ে সুখ অনুভব করেন, আর্য্যগণ যে ধ্যানস্তরে "ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হইয়া (প্রীতি নিরপেক্ষ) সুখে বিচরণ করেন" বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। (দৈহিক) সুখদুঃখ পরিহার করিয়া পূর্বেই সৌর্মনস্য দৌর্মনস্য অস্তমিত করিয়া সুখ-দুঃখ-মুক্ত, উপেক্ষা-স্মৃতি পরিশুদ্ধ চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। হে ব্রাহ্মণ! যে সকল ভিক্ষু এখনও শৈক্ষ্য, অপ্রাপ্তমানস এবং অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ আকাঙ্খা করিয়া সাধনা নিরত, তাঁহাদের প্রতি আমার এই অনুশাসন। যে সকল ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাসব, যাঁহার ব্রহ্মচর্য্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, যিনি অপনোদিতভার, পরিক্ষীণভব-সংযোজন এবং সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা

বিমুক্ত, তাঁহাদেরকে এই ধর্ম দৃষ্টধর্মে
(ইহজীবনে) স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানে সুখ বিহারের জন্য সংবর্তন করে।

এইরূপ কথিত হইলে গণক মৌদ্গাল্যায়ন ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলিলেনঃ হে গৌতম! ভবদীয় গৌতমের শিষ্যদের কেহ কেহ কি ভবদীয় গৌতমের দ্বারা উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হইয়া নির্বাণ লাভ করেন কিংবা কেহ কেহ লাভ করেন না?- হে ব্রাহ্মণ, আমার দ্বারা উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হইয়াও আমার শিষ্যদের কেহ কেহ পরম নির্বাণ লাভ করেন, আবার কেহ কেহ লাভ করেন না।- "হে গৌতম, কি হেতু কি প্রত্যয় যে, নির্বাণ আছে, নির্বাণগামী মার্গ আছে এবং উপদেষ্টা ভবদীয় গৌতম আছেন, অথচ ভবদীয় গৌতমের শিষ্যদের .... লাভ করেন না?"

"- হে ব্রাহ্মণ! তাহা হইলে আমি আপনাকে প্রতিজিজ্ঞাসা করিব। আপনার সাধ্যানুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়া উত্তর দিবেন। আপনি কি মনে করেন? আপনি কি রাজগৃহগামী মার্গ জানেন?"- "হ্যাঁ, আমি রাজগৃহগামী মার্গ জানি।"- "হে ব্রাহ্মণ! আপনি কি মনে করেন? মনে করুন এখানে রাজগৃহগামী কোন পুরুষ আসিলেন। তিনি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'ভদন্ত আমি রাজগৃহ গমন করিতে ইচ্ছুক। আপনি আমাকে রাজগৃহের মার্গ সম্পর্কে উপদেশ দিন'। তখন আপনি তাঁহাকে এরূপ বলিতে পারেনঃ "মহাশয়! এই মার্গ রাজগৃহ পর্যন্ত গিয়াছে, সেই পথ দিয়া কিছুক্ষণ গমন করুন, কিছুক্ষণ পরে অমুক গ্রাম দেখিতে পাইবেন, তারপর মুহূর্তকাল যান, মুহূর্তকাল যাইয়া অমুক নিগম দেখিতে পাইবেন, তারপর কিছুক্ষণ যাইয়া রাজগৃহের মনোরম উপবন, বন, ভূমি ও পুষ্করিণী দেখিতে পাইবেন"। তিনি আপনার দ্বারা উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হইয়া উন্মার্গগামী হইয়া বিপরীত দিকে যাইতে

পারেন। অতঃপর রাজগৃহ গমনার্থী দ্বিতীয় ব্যক্তি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমি রাজগৃহ .... উপদেশ দিন।" আপনি তাঁহাকে বলিলেনঃ "মহাশয় .... পুষ্করিণী দেখিতে পাইবেন"। তিনি আপনার দ্বারা উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হইয়া স্বস্তিতে (উত্তমরূপে) রাজগৃহে পৌঁছিলেন। হে ব্রাহ্মণ! কি কারণ, কি হেতু যেখানে রাজগৃহ আছে। রাজগৃহগামী মার্গ আছে এবং আপনি উপদেষ্টা আছেন, অথচ আপনার দ্বারা উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হইয়া একজন উন্মার্গগামী হইয়া বিপরীত দিকে গেলেন, অন্যজন স্বস্তিতে রাজগৃহ পৌঁছিলেন"?- "হে গৌতম! এখানে আমি কি করিতে পারি? আমি একজন মার্গ প্রদর্শক মাত্র।"

- "হে ব্রাহ্মণ! ঠিক এইরূপে যেখানে নির্বাণ আছে। নির্বাণগামী মার্গ আছে এবং উপদেষ্টা আমি আছি, অথচ আমার শিষ্যদের কেহ কেহ .... লাভ করেন না। ব্রাহ্মণ! আমি এখানে কি করিতে পারি? তথাগত একজন মার্গ প্রদর্শক মাত্র।"

এইরূপ বিবৃত হইলে গণক মৌদ্গাল্যায়ণ ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলিলেনঃ হে গৌতম! যে সকল ব্যক্তি শুধু জীবনধারণের জন্য অশ্রদ্ধা সহকারে গৃহ হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত, শঠ, মায়াবী, কৈতবী (যাদুকর), উদ্ধত, গর্বিত, চপল, মুখর, প্রগল্‌ভ, অসংযতেন্দ্রিয়, ভোজনে অমাত্রাজ্ঞ, অজাগ্রত, শ্রামণ্যে অনাগ্রহী, শিক্ষণীয় বিষয়ে তীব্র গৌরব অনুভবকারী নহে, অমিতব্যয়ী, শিথিলধর্মী, অধোগমনে পুরোগামী, বিবেক বৈরাগ্যসাধনে বিপথগামী, অলস, হীনবীর্য্য, স্মৃতিভ্রষ্ট, অসম্প্রজ্ঞাত, অসমাহিত, বিভ্রান্তচিত্ত, দুষ্প্রাজ্ঞ, লালামুখ (মূর্খ), তাহাদের সহিত ভবদীয় গৌতম বসবাস করেন না। পক্ষান্তরে যে সকল কুলপুত্র শ্রদ্ধাসহকারে গৃহ হইতে গৃহহীনরূপে প্রব্রজিত, অশঠ, অমায়াবী,

অকৈতবী, অনুদ্ধত, অগর্বিত, অচপল,
অমুখর, অপ্রগল্‌ভ, সংযতেন্দ্রিয়, পরিমিতভোজী, জাগরণযুক্ত, শ্রামণ্যে আগ্রহী, শিক্ষণীয় বিষয়ে তীব্র গৌরবসম্পন্ন, মিতব্যয়ী, অশিথিলধর্মী, অধোগমন পরিহারী, বিবেক-বৈরাগ্য সাধনে পুরোগামী, আরব্ধবীর্য্য, প্রহিত্ত (ধ্যাননিবিষ্ট), উপস্থিতস্মৃতিসম্পন্ন, সম্প্রজ্ঞাত, সমাহিত, একাগ্রচিত্ত, প্রজ্ঞাবান, অলালামুখ(সুবক্তা), তাহাদের সহিত ভবদীয় গৌতম বসবাস করেন। যেমন, হে গৌতম! গন্ধমূলের মধ্যে কালানুসারিক, গন্ধসারের মধ্যে রক্তচন্দন, গন্ধপুষ্পের মধ্যে বর্ষিকী সর্বশ্রেষ্ঠ, তেমনি ভবদীয় গৌতমের উপদেশ ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।- অতি সুন্দর, হে গৌতম! অতি মনোহর হে গৌতম! যেমন, কেহ উল্টানকে সোজা করে, প্রতিচ্ছন্নকে উন্মুক্ত করে, মূঢ়কে পথনির্দেশ করে অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখিতে পায়, ঠিক এইরূপে ভবদীয় গৌতমের বহু পর্য্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত হইয়াছে। আমি (মহানুভব) গৌতমের, (তৎপ্রবর্তিত) ধর্মের এবং (তৎপ্রতিষ্ঠিত) ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হইতেছি এবং আজ হইতে আমরণ শরণাগত আমাকে ভবদীয় গৌতম উপাসকরূপে ধারণ করুন।

[গণক মৌদ্গাল্যায়ন সূত্র সমাপ্ত]

গোপক মৌদ্গাল্যায়ন সূত্র (১০৮)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ

এক সময় আনন্দ ভগবানের পরিনির্বাণের অনতিকাল পরে রাজগৃহের বেণুবনে কলন্দক-নিবাপে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় মগধের রাজা বৈদেহী পুত্র অজাতশত্রু রাজা প্রদ্যোতের

(আক্রমণের) আশঙ্কায় রাজগৃহকে প্রতিসংস্কৃত (সুরক্ষিত) করাইতেছিলেন, তখন আয়ুষ্মান আনন্দ পূর্বাহ্ন সময়ে বহির্গমনবাস পরিধান করিয়া পাত্র চীবর লইয়া ভিক্ষাচর্য্যার জন্য রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় আয়ুষ্মান আনন্দ এইরূপ চিন্তা করিলেন- 'রাজগৃহে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের পক্ষে ইহা অতীব সকাল। ইহা কেমন হয় যদি আমি গোপক মৌদ্গাল্যায়ন ব্রাহ্মণের কর্মস্থলে উপস্থিত হই! তখন আয়ুষ্মান আনন্দ গোপক মৌদ্গাল্যায়ন ব্রাহ্মণের কর্মস্থলে উপস্থিত হইলেন। গোপক মৌদ্গাল্যায়ন ব্রাহ্মণ আয়ুষ্মান আনন্দকে দূর হইতে আসিতে দেখিলেন, দেখিয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন- 'আসুন ভবদীয় আনন্দ! ভবদীয় আনন্দকে স্বাগত, দীর্ঘদিন পর ভবদীয় আনন্দ এইখানে আগমনের ব্যবস্থা করিলেন, এই প্রজ্ঞপ্ত আসনে আপনি উপবেশন করুন'। আয়ুষ্মান আনন্দ প্রজ্ঞপ্ত (নির্দ্ধারিত) আসনে উপবেশন করিলেন। গোপক মৌদ্গাল্যায়ন ব্রাহ্মণও অন্য একটি আসন গ্রহণ করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। এক পার্শ্বে উপবিষ্ট গোপক মৌদ্গাল্যায়ন আয়ুষ্মান আনন্দকে এই কথা বলিলেনঃ যেই সকল ধর্মে সমন্বাগত হইয়া ভবদীয় গৌতম অর্হৎ সম্বুদ্ধ হইয়াছেন সেই সকল ধর্মে কি সর্বতোভাবে একজন ভিক্ষুও সমন্বাগত হইয়াছেন?- "হে ব্রাহ্মণ! যেই সকল ধর্মে সমন্বাগত হইয়া ভগবান অর্হৎও সম্যকসম্বুদ্ধ হইয়াছেন, সেই সকল ধর্মে সর্বতোভাবে একজন ভিক্ষুও সমন্বাগত হন নাই।- হে ব্রাহ্মণ! সেই ভগবান অনুৎপন্ন মার্গের উৎপাদনকারী, অসঞ্জাত মার্গের সঞ্জাতা, অনাখ্যাত মার্গের আখ্যাতা, মার্গাজ্ঞ মার্গাবিদ এবং মার্গকোবিদ। এইখানে (ভগবানের) শিষ্যগণ মার্গানুগামী হইয়া বিহার করিয়া শেষে পারদর্শী হন"।

গোপক মৌদ্গাল্যায়ন ব্রাহ্মণের সহিত আয়ুষ্মান আনন্দের এই আলোচনা বিঘ্নিত (বিপ্রকৃত) হইল। মগধের মহামাত্য বর্ষকার ব্রাহ্মণ রাজগৃহে কর্মোপলক্ষে আসিয়া গোপক মৌদ্গাল্যায়ন ব্রাহ্মণের কর্মস্থলে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশল সংবাদ জানাইলেন। প্রীতিকর কুশলবাদ বিনিময়ের পর একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া মগধের মহামাত্য বর্ষকার ব্রাহ্মণ আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেনঃ হে আনন্দ! আপনার এখন কি কথা লইয়া সমাসীন আছেন? আপনাদের মধ্যে কি কথাই বা বিপ্রকৃত হইল (অসমাপ্ত রহিল)?

হে ব্রাহ্মণ! গোপক মৌদ্গাল্যায়ন ব্রাহ্মণ এইখানে আমাকে ইহা বলিতেছেনঃ হে আনন্দ! যেই সকল ধর্মে সমন্বাগত .... একজন ভিক্ষুও সমন্বাগত হইয়াছেন? এইরূপ উক্ত হইলে আমি বলিলাম- 'সেই সকল ধর্মে .... পারদর্শী হন। গোপক মৌদ্গাল্যায়ন ব্রাহ্মণের সহিত এই কথা অসমাপ্ত রহিয়াছে। সেই সময় আপনি সমাগম হইয়াছেন।'

হে আনন্দ! এখন কোন ভিক্ষু আছেন কি যিনি ভবদীয় গৌতমের দ্বারা এইভাবে প্রতিষ্ঠিতঃ "আমার মৃত্যুর পর এইটি প্রতিশরণ যাহার প্রতি তোমরা ধাবিত হইবে (অর্থাৎ সম্মুখীন হইবে)"?

হে ব্রাহ্মণ! একজন ভিক্ষুও নাই যিনি সেই জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা ভগবানের অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধের দ্বারা এইভাবে প্রতিষ্ঠিত- 'আমার মৃত্যুর পর এইটি তোমাদের প্রতিশরণ যাহার প্রতি তোমরা ধাবিত হইবে।'

হে আনন্দ! একজন ভিক্ষুও কি বহু স্থবির ও সংঘের দ্বারা এইভাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত; ইহাই ভগবানের মৃত্যুর পর আমাদের প্রতিশরণ তোমরা যাহার প্রতি ধাবিত হইবে?

হে ব্রাহ্মণ! একজন ভিক্ষুও বহু সংখ্যক স্থবির ও সংঘের দ্বারা সম্মানিত ও এইভাবে প্রতিষ্ঠিত নহেঃ "ইহাই .... যাহার প্রতি তোমরা ধাবিত হইবে।" - হে আনন্দ! এইরূপ অপ্রতিশরণ হওয়া সত্ত্বেও (তোমাদের) অখণ্ডতার (ঐক্য) কারণ কি?

হে ব্রাহ্মণ! আমরা অপ্রতিশরণ নহি, আমরা সপ্রতিশরণ, ধর্ম প্রতিশরণ। - হে আনন্দ! "একজন ভিক্ষুও কি ভবদীয় গৌতমের দ্বারা .... ধাবিত হইবে?" এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া "হে ব্রাহ্মণ! একজন ভিক্ষুও নাই যিনি .... ধাবিত হইবে" এইরূপ উত্তর দিলেন।- হে আনন্দ! 'একজন ভিক্ষুও কি বহু স্থবির ও সংঘের দ্বারা .... ধাবিত হইবে, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া- 'একজন ভিক্ষুও বহু সংখ্যক স্থবির .... ধাবিত হইবে' আপনি এইরূপ উত্তর দিলেন। হে আনন্দ! এইরূপে অপ্রতিশরণ .... কারণ কি? জিজ্ঞাসিত হইয়া, আপনি 'আমরা অপ্রতিশরণ নহি .... ধর্ম প্রতিশরণ' এইরূপ উত্তর দিলেন। হে আনন্দ! এই ভাষণের কিরূপ অর্থ দ্রষ্টব্য?

হে ব্রাহ্মণ! সেই জ্ঞাতা, দ্রষ্টা ভগবান অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধের দ্বারা ভিক্ষুদের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞপ্ত ও প্রাতিমোক্ষ উদ্দিষ্ট (নির্দ্ধারিত) হইয়াছে। প্রত্যেক উপোসথ দিবসে আমরা যাহারা একই গ্রামক্ষেত্রকে নির্ভর করিয়া বিহার করি, সকলেই একত্র সমবেত হইয়া (পক্ষকালে) প্রত্যেকের ঘটনা বিষয়ে অন্বেষণ করি। তাহা উক্ত হইলে কোন ভিক্ষুর যদি অপরাধ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে যথাধর্ম (নিয়মানুযায়ী), যথাশাস্ত্র (শাস্তি) বিধান করি।

বাস্তবিক ভবদীয়গণ আমাদের এই
বিধান করেন না। ধর্মই আমাদের বিধান করেন।

হে আনন্দ! এমন কোন ভিক্ষু আছেন কি যাঁহাকে আপনারা সৎকার করেন, গুরুর মত সম্মান করেন, মান্য করেন, পূজা করেন এবং সৎকার সম্মান করিয়া (তাঁহার) আশ্রয়ে বিহার করেন?

হে ব্রাহ্মণ! সেইরূপ ভিক্ষু আছেন যাঁহাকে আমরা সৎকার করি, গুরুর মত সম্মান করি, মান্য করি পূজা করি এবং সৎকার সম্মান করিয়া তাঁহার আশ্রয়ে বিহার করি।

হে আনন্দ! 'একজন ভিক্ষুও কি আছেন যিনি ভবদীয় গৌতমের দ্বারা .... ধাবিত হইবে? এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া আপনি, 'একজন ভিক্ষুও নাই যিনি .... ধাবিত হইবে।' এইরূপ উত্তর দিলেন। আবার একজন ভিক্ষুও কি বহু সংখ্যক স্থবির ও সংঘের দ্বারা .... ধাবিত হইবে? এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া আপনি, 'একজন ভিক্ষুও নাই .... ধাবিত হইবে', এইরূপ উত্তর দিলেন। হে আনন্দ! একজন ভিক্ষুও কি আছেন যাঁহাকে আপনারা সৎকার .... বিহার করেন? এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া আপনি 'একজন ভিক্ষু আছেন যাঁহাকে আমরা সৎকার .... বিহারকারী' এইরূপ উত্তর দিলেন। হে আনন্দ! এই ভাষণের অর্থ কিরূপ দ্রষ্টব্য?

হে ব্রাহ্মণ! জ্ঞাতা, দ্রষ্টা ভগবান অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধের দ্বারা দশ প্রসাদনীয় ধর্ম আখ্যাত হইয়াছে। আমাদের যাঁহার মধ্যে এই ধর্মগুলি বিদ্যমান, তাঁহাকে আমরা সৎকার করি .... আশ্রয়ে বিহার করি। দশটি (ধর্ম) কি কি? এইখানে, হে ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষ সংযম .... শিক্ষাপদগুলি গ্রহণ করিয়া শিক্ষালাভ করে, বহুশ্রুত, শ্রুতিধর (যিনি শ্রুতির বা গৃহীত বিদ্যার আধার স্বরূপ-প.সূ., বড়ুয়া-২৩২), শ্রুতিসঞ্চয়ী (যাঁহার দ্বারা গৃহীত

ধর্মোপদেশ সুনিহিত, সুসঞ্চিত, সুগৃহিত হয়, প. সূ.,) হন। যে সকল (বুদ্ধবর্ণিত) ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ ও অন্তে কল্যাণ, যে সকল ধর্ম সার্থক, সব্যঞ্জন, কেবলমাত্র পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য প্রকাশিত করে, এই যে ধর্মগুলি (ভিক্ষুর দ্বারা) বহুবার শ্রুত, উত্তমরূপে ধৃত, বচনের দ্বারা সূপরিচিত, মননের দ্বারা অনুবীক্ষিত ও দৃষ্টি দ্বারা সুপ্রতিবিদ্ধ (প্রজ্ঞার দ্বারা সুপ্রবিষ্ট) হয়। তিনি চীবর, পিণ্ডপাত (ভিক্ষান্ন), শয়নাসন, রোগের প্রতিকার ভৈষজ্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণে সন্তুষ্ট। সুস্পষ্টচিত্তে ও দৃষ্টধর্মের (ইহ জীবনের) সুখবিহারে ইহজীবনের সুখবিহারস্বরূপ চারিধ্যানের অনায়াসলাভী, যথেচ্ছলাভী ও অপরিমেয়লাভী হন এবং নানা প্রকার অলৌকিক ক্ষমতা অনুভব করেন। (তিনি) এক হইয়া বহু, বহু হইয়া এক হন, (ইচ্ছাক্রমে) আবির্ভাব তিরোভাব সাধন করিতে পারেন, প্রাচীর- প্রাকার ও পর্বত স্পর্শ না করিয়া অতিক্রম করিতে পারেন, আকাশে উড্ডীয়মান হইবার মত, পৃথিবীতে (স্থলে) উঠা নামা করিতে পারেন, উদকে (জলে) ডুবা-উঠার মত উদকে পদব্রজে গমন করিতে পারেন, স্থলে গমনের মত, আকাশেও পর্য্যঙ্কবদ্ধ হইয়া পক্ষীদের মত চলিতে পারেন, মহাঋদ্ধি সম্পন্ন, মহাশক্তি সম্পন্ন চন্দ্র সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করিতে (হাত বুলাইতে) পারেন, ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত স্ববশে আনিতে পারেন, দিব্য, পরিশুদ্ধ ও অতিমানবীয় শ্রোত্রধাতু (কর্ণ) দ্বারা উভয় শব্দ শুনিতে পারেন, যাহা দিব্য ও যাহা মানুষীয়, যাহা দূরে ও যাহা নিকটে, (তিনি) স্বচিত্তে অপর ব্যক্তির চিত্তের অবস্থা প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন, চিত্ত সরাগ হইলে সরাগ, বীতরাগ হইলে বীতরাগ, সদ্বেষ হইলে সদ্বেষ, বীতদ্বেষ হইলে বীতদ্বেষ, সমোহ হইলে সমোহ,

বীতমোহ হইলে বীতমোহ, সংক্ষিপ্ত
(বিক্ষিপ্তের বিপরীত) হইলে সংক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত হইলে বিক্ষিপ্ত, মহদ্গত (মহৎ অবস্থা প্রাপ্ত) হইলে মহদ্গত, অমহদ্গত হইলে অমহদ্গত, স-উত্তর (যাহা অনুত্তরের বিপরীত) হইলে স-উত্তর, অনুত্তর হইলে অনুত্তর, সমাহিত হইলে সমাহিত, অসমাহিত হইলে অসমাহিত, বিমুক্ত হইলে বিমুক্ত, অবিমুক্ত হইলে অবিমুক্ত। (তিনি) বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম স্মরণ করিতে পারেন। যথা- একজন্ম, দুইজন্ম, তিনজন্ম .... । (তিনি) বিশুদ্ধ ও অতিমানবীয় দিব্য চক্ষুদ্বারা অপর সত্ত্বদের (জীবগণকে) দেখিতে পারেন, তাহারা চ্যুত হইতেছে, পুনরায় উৎপন্ন হইতেছে, হীন, উৎকৃষ্ট, সুবর্ণ, দুবর্ণ, সুগত, দুর্গত, কর্মানুযায়ী জীবগণ জন্মগ্রহণ করিতেছে জানিতে পারেন। (তিনি) আসবক্ষয়ে অনাসব হইয়া দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চেতোবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করিয়া (উপলব্ধি করিয়া) বিহার করেন। হে ব্রাহ্মণ! এই দশটি প্রসাদনীয় ধর্মের জ্ঞাতা দ্রষ্টা .... আখ্যাত হয়েছে .... আশ্রয়ে বিহার করি।

এইরূপ উক্ত হইলে মগধের মহামাত্য ব্রাহ্মণ বর্ষকার সেনাপতি উপনন্দকে বলিলেন- আপনি কি মনে করেন? যাঁহারা সৎকার যোগ্য তাহাদের সৎকার, গুরুস্বরূপকে (শ্রদ্ধাভাজন) শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, মাননীয়কে মান্য করা, পূজনীয়কে পূজা করা উচিত? এই ভবদীয়গণ অবশ্যই সৎকারের যোগ্যকে সৎকার .... পূজনীয়কে পূজা করেন। যদি তাঁহারা সৎকারযোগ্যকে সৎকার .... পূজনীয়কে পূজা না করিতেন, তাহা হইলে এই ভবদীয়গণ কাহার আশ্রয়ে বাস করিয়া বিহার করিতেন?

তখন মগধের মহামাত্য বর্ষকার ব্রাহ্মণ আয়ুষ্মান আনন্দকে এইরূপ বলিলেন- ভবদীয় আনন্দ! এখন কোথায় বাস

করিতেছেন?- হে ব্রাহ্মণ! আমি এখন বেণুবনে বাস করিতেছি।- হে আনন্দ! বেণুবন কি রমণীয়, শব্দহীন ঘোষরহিত (গোলমালবিহীন) ও জন-বাতবিরল, মানুসের গুপ্ত মন্ত্রণাযোগ্য ও ধ্যান সমাধির উপযোগী?- অবশ্যই, হে ব্রাহ্মণ! বেণুবন রমণীয় .... উপযোগী যাহা আপনাদের মত রক্ষকের উপযুক্ত।- অবশ্যই, হে আনন্দ! বেণুবন .... উপযোগী যাহা ভবদীয়গণের মত ধ্যানী ও ধ্যানশীলদের .... উপযুক্ত। (প্রকৃতই) ভবদীয়গণ ধ্যানী ও ধ্যানশীল। হে আনন্দ! এক সময় ভবদীয় গৌতম বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় বাস করিতেছিলেন। সেই সময় আমি মহাবনে কূটাগারশালায় ভবদীয় গৌতমের নিকট উপস্থিত হই। তথায় তিনি বহুভাবে ধ্যানের কথা বলিলেন। ভবদীয় গৌতম ধ্যানী ও ধ্যানশীল ছিলেন। তিনি সমস্ত ধ্যানের বিবরণ দিলেন।- হে ব্রাহ্মণ! ভগবান সমস্ত ধ্যান বর্ণনা করেন নাই, ইহাও ঠিক নহে যে ভগবান সমস্ত ধ্যান বর্ণনা করেন নাই। হে ব্রাহ্মণ! ইহা কিরূপ যে ভগবান ধ্যান বর্ণনা করেন নাই? হে ব্রাহ্মণ, কোন কোন লোক কামরাগাভিভূত, কামরাগ পরিবৃত চিত্তে বসবাস করে। এবং সে উৎপন্ন কামরাগ হইতে নিঃসরণ যথাভূত জানে না, কামরাগ পরিত্যাগ করিয়া ধ্যান করে, প্রধ্যান করে, নিধ্যান করে, অভিধ্যান করে। (সে) ব্যাপাদাভিভূত চিত্তে ব্যাপাদ পরিবৃত চিত্তে বিহার করে এবং উৎপন্ন ব্যাপাদ হইতে নিঃসরণ উপায় যথাভূত জানে না। সে ব্যাপাদকে দূরীভূত করিয়া ধ্যান করে .... অভিধ্যান করে। স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্যকৌকৃত্য, বিচিকিৎসা (সন্দেহ) সম্বন্ধেও এইরূপ। হে ব্রাহ্মণ! ভগবান (বুদ্ধ) এইভাবে ধ্যান বর্ণনা করেন নাই। কিরূপভাবে, ব্রাহ্মণ! ভগবান ধ্যান বর্ণনা করিয়াছেন? এইখানে, হে ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু কাম ও অকুশল ধর্ম হইতে

বিবিক্ত হইয়া সবিতর্ক সবিচার
বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিহার করেন, বিতর্ক বিচার উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী চিত্তের একীভাব আনয়নকারী বিতর্কাতীত সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিহার করেন। এইরূপে ব্রাহ্মণ। ভগবান ধ্যান বর্ণনা করিয়াছেন।

হে আনন্দ, ভবদীয় গৌতম নিন্দনীয় ধ্যানের নিন্দা করিয়াছেন, প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করিয়াছেন। আচ্ছা এখন আমরা যাইব। আমাদের বহুকৃত্য বহু করণীয় আছে।- ব্রাহ্মণ! আপনি যাহা কালোপযোগী মনে করেন।

অতঃপর মগধের মহামাত্য বর্ষকার ব্রাহ্মণ আয়ুষ্মান আনন্দের ভাষণকে অভিনন্দিত ও অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। তখন গোপক মৌদ্গাল্যায়ন ব্রাহ্মণ মগধের মহামাত্য বর্ষকার ব্রাহ্মণ চলিয়া যাইবার অনতিকাল পরে আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন- আমরা ভবদীয় আনন্দকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহা ব্যাখ্যা করেন নাই।

হে ব্রাহ্মণ! আমরা কি বলি নাই যে ভগবান অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধ, ভগবান যে সকল গুণের দ্বারা সর্বতোভাবে সমন্বাগত একজন ভিক্ষুও .... সমন্বাগত হন নাই। ভগবান অনুৎপন্ন মার্গের উৎপাদনকারী .... পারদর্শী হন।

[গোপক মৌদ্গাল্যায়ন সূত্র সমাপ্ত]

মহাপূর্ণিমা সূত্র (১০৯)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

একসময় ভগবান পূর্বারামে মৃগারমাতার প্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় ভগবান উপোসথদিবসে পঞ্চদর্শীর পূর্ণ পূর্ণিমার রাত্রিতে ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হইয়া উন্মুক্ত আকাশতলে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন একজন ভিক্ষু আসন হইতে উঠিয়া একাংসে চীবর ধারণ করিয়া ভগবানকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া এইরূপ বলিলেনঃ 'ভদন্ত, ভগবান যদি প্রশ্নের ব্যাখ্যাদানের অবকাশ করেন তাহা হইলে আমি ভগবানকে কোন একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে পারি'।- ভিক্ষু! তাহা হইলে স্বীয় আসনে বসিয়া অভীপ্সিত বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর।

তখন সেই ভিক্ষু স্বীয় আসনে বসিয়া ভগবানকে বলিলেন- ভদন্ত! এইগুলি কি পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ, যথা- রূপ-উপাদান স্কন্ধ, বেদনা-উপাদান স্কন্ধ, সংজ্ঞা-উপাদান স্কন্ধ, সংস্কার-উপাদান স্কন্ধ ও বিজ্ঞান-উপাদান স্কন্ধ?- ভিক্ষু! এইগুলিই পঞ্চ-উপাদান স্কন্ধ, যথা- রূপ-উপাদান স্কন্ধ .... বিজ্ঞান-উপাদান স্কন্ধ। "সাধু ভদন্ত"! বলিয়া সেই ভিক্ষু ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দিত ও অনুমোদন করিয়া ভগবানকে পরবর্তী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন- এই পঞ্চ-উপাদান স্কন্ধের মূল কি?- হে ভিক্ষু! এই পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের মূল ছন্দ (তৃষ্ণার গতি)।- ভদন্ত, এই পঞ্চ উপাদান স্কন্ধই কি মোট উপাদান? এই পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ ছাড়া আর কোন উপাদান আছে?- হে ভিক্ষু! এই পঞ্চ-উপাদান স্কন্ধই মোট উপাদান নয়, তথাপি ইহাদের বাহিরে আর কোন উপাদান নাই। পঞ্চ-উপাদান স্কন্ধের জন্য যে ছন্দরাগ, সেইখানে তাহাই উপাদান।- ভদন্ত, পঞ্চ-উপাদান স্কন্ধের মধ্যে ছন্দরাগের নানাত্ব আছে কি?

ভগবান বলিলেন- "হে ভিক্ষু!
সম্ভবতঃ তাহাই, কাহারো কাহারো এইরূপ মনে হয়ঃ সুদীর্ঘ অনাগতে এইরূপ রূপ হইতে পারে। সুদীর্ঘ অনাগতে এইরূপ বেদনা হইতে পারে, সুদীর্ঘ অনাগতে এইরূপ সংজ্ঞা .... সংস্কার .... এইরূপ বিজ্ঞান হইতে পারে। এইভাবে .... পঞ্চ-উপাদান-স্কন্ধের মধ্যে ছন্দরাগের নানাত্ব হয়"।- ভদন্ত! কিসে স্কন্ধগুলির স্কন্ধ নামান্তর হয়?- হে ভিক্ষু! যাহা কিছু রূপ অতীত, অনাগত অথবা প্রত্যুৎপন্ন (বর্তমান) অধ্যাত্ম অথবা বাহিরে, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন অথবা উৎকৃষ্ট, দূরে অথবা নিকটে, তাহাই রূপ স্কন্ধ, যাহা কিছু বেদনা .... বেদনা স্কন্ধ .... যাহা কিছু সংজ্ঞা .... সংজ্ঞাস্কন্ধ .... যাহা কিছু সংস্কার .... সংস্কার স্কন্ধ, যাহা কিছু বিজ্ঞান .... বিজ্ঞানস্কন্ধঃ এইভাবে, হে ভিক্ষু! স্কন্ধগুলির স্কন্ধ অধিবচন বা নামান্তর হয়।

- ভদন্ত! রূপস্কন্ধ বিজ্ঞাপনের (প্রকাশের) কি হেতু, কি প্রত্যয় (কারণ)? বেদনা স্কন্ধ সংজ্ঞা, স্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ .... বিজ্ঞানস্কন্ধ বিজ্ঞাপনের কি হেতু কি প্রত্যয়?- হে ভিক্ষু! রূপস্কন্ধ বিজ্ঞাপনের চারি মহাভূতই হেতু-প্রত্যয়, বেদনাস্কন্ধ-সংজ্ঞাস্কন্ধ-সংস্কারস্কন্ধ বিজ্ঞাপনের স্পর্শই-হেতু-প্রত্যয়। বিজ্ঞান স্কন্ধ বিজ্ঞাপনের নামরূপই হেতু-প্রত্যয়। - ভদন্ত! সৎকায় দৃষ্টি কিরূপ? হে ভিক্ষু, অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন (ইতরসাধরণ) যাহারা আর্য্যগণের দর্শনলাভ করে নাই, আর্য্যধর্মে অকোবিদ (অবিদ্বান), আর্য্যধর্মে অবিনীত, সৎপুরুষগণের দর্শন লাভ করে নাই, সৎপুরুষগণের ধর্মে অকোবিদ, সৎপুরুষগণের ধর্মে অবিনীত, সে রূপকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে রূপবান দেখে, আত্মায় রূপ দেখে, কিংবা রূপের আত্মদর্শন করে। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধেও

এইরূপ। হে ভিক্ষু, এইভাবেই সৎকায়দৃষ্টি হয় (অর্থাৎ লোক সৎকায়দৃষ্টির বশবর্তী হয়)। - ভদন্ত! কিরূপে লোক সৎকায়দৃষ্টির বশবর্তী হন না?- হে ভিক্ষু! শ্রুতবান আর্য্যশ্রাবক, যিনি আর্য্যগণের দর্শন লাভ করিয়াছে, আর্য্যধর্মে কোবিদ, আর্য্যধর্মে সুবিনীত, যিনি সৎপুরুষগণের দর্শন লাভ করিয়াছে, সৎপুরুষ ধর্মে কোবিদ, সৎপুরুষধর্মে সুবিনীত, তিনি রূপে আত্মাকে দেখেন না। আত্মা রূপবান দেখেন না কিংবা রূপে আত্মায় আত্মদর্শন করেন না। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ। এইরূপেই লোক সৎকায়দৃষ্টির বশবর্তী হন না।

ভদন্ত! রূপের আস্বাদ কি? রূপের আদীনব কি? রূপ হইতে নিঃসরণ কি? বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান সম্পর্কেও এইরূপ।

- হে ভিক্ষু! রূপ জনিত যে সুখ ও সৌমনস্য উৎপন্ন হয় তাহাই রূপের আস্বাদ। যেই রূপ অনিত্য, দুঃখদায়ক ও দুঃখ পরিণামী তাহাই রূপের আদীনব। রূপ সম্পর্কে যাহা ছন্দরাগ-দমন, ছন্দরাগ-পরিহার (সম্পূর্ণরূপে আসক্তি ত্যাগ), তাহাই রূপ হইতে নিঃসরণ। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান সম্পর্কেও এইরূপ। - ভদন্ত! এই বিজ্ঞানযুক্ত কায়ে সর্বনিমিত্তে কি জানিয়া, কি দেখিয়া অহঙ্কার, মমকার ও মানানুশয়যুক্ত হয় না? - হে ভিক্ষু! যাহা কিছু রূপ অতীত, অনাগত ও প্রত্যুৎপন্ন .... দূরে অথবা নিকটে অথবা সমগ্ররূপেঃ ইহা আমার নহে, আমিও তাহা নহি, তাহা আমার আত্মা নহে, এইভাবে ইহাকে যথার্থরূপে সম্যক্ প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করে। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান সম্পর্কেও এই রূপ। অতঃপর অন্য এক ভিক্ষুর চিত্তের এইরূপ পরিবিতর্ক উৎপন্ন হইলঃ ইহা উক্ত হইয়াছে যে রূপ অনাত্ম, বেদনা অনাত্ম, সংজ্ঞা অনাত্ম। কাজেই যাহা আত্মাকৃত নহে, তাহা কিরূপে আত্মাকে স্পর্শ করে?

তখন ভগবান সেই ভিক্ষুর চিত্তের পরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন- হে ভিক্ষুগণ! ইহা সম্ভব যে কোন মোঘপুরুষ যে অজ্ঞানতঃ অবিদ্যাগত ও তৃষ্ণা প্রভাবিত চিত্তে শাস্তার শাসনকে এইরূপে অধিকভাবে চিন্তা করেঃ রূপ অন্ত্র .... আত্মাকে স্পর্শ করে? হে ভিক্ষুগণ! তোমরা আমার দ্বারা সেই ধর্মে কার্যকারণ সম্পর্কে শিক্ষাপ্রাপ্ত (প্রতীত্যবিনীত)।

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, রূপ নিত্য না অনিত্য?- "ভদন্ত অনিত্য"-"যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ কিংবা সুখ?" - "ভদন্ত! দুঃখ"- "যাহা অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামী- তাহা কি জ্ঞানতঃ এইরূপে দেখা যুক্তিযুক্তঃ ইহা আমার, আমি ইহা, ইহা আমার আত্মা?"- "না ভদন্ত, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে।" বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান সম্পর্কেও এইরূপ। অতএব হে ভিক্ষুগণ, যাহা কিছু রূপ অতীত, অনাগত অথবা প্রত্যুৎপন্ন, অধ্যাত্ম অথবা বাহিরে, ... এইরূপে ইহা যথার্থভাবে সম্যক্ প্রজ্ঞাদ্বারা দ্রষ্টব্য। বেদনা, সংজ্ঞা, ও বিজ্ঞান সম্পর্কে ও এইরূপ। হে ভিক্ষুগণ! (বিষয়টি) এইরূপে দেখিয়া শ্রুতবান আর্য্যশ্রাবক রূপে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, বেদনায় নির্বেদ প্রাপ্ত হন, সংজ্ঞায় নির্বেদ প্রাপ্ত হন, সংস্কারে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানে নির্বেদ প্রাপ্ত হন, নির্বেদহেতু বৈরাগ্য লাভ করেন, বৈরাগ্যহেতু বিমুক্ত হন, বিমুক্ত হইলে 'বিমুক্ত হইয়াছি' জ্ঞান হয়, এবং জানেনঃ জন্ম ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য্য কৃত হইয়াছে, ইহার পর আর এইখানে আসিতে হইবে না। ভগবান ইহা বলিলেন। ভিক্ষুগণ প্রসন্নমনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ-প্রকাশ করিলেন।

ইহা বিশ্লেষণ করিয়া বলিবার সময়ে ষাট জন ভিক্ষুর চিত্ত বীতরাগ বশতঃ আসব হইতে বিমুক্ত হইল।

[মহাপূর্ণিমা সূত্র সমাপ্ত]

ক্ষুদ্রপূর্ণিমা সূত্র (১১০)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে পূর্বারামে মৃগারমাতার প্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় ভগবান উপোসথ দিবসে পঞ্চদর্শী পূর্ণ-পূর্ণিমার রাত্রিতে ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হইয়া উন্মুক্ত আকাশতলে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন ভগবান তুষ্ণীভূত ভিক্ষুসংঘকে অবলোকন করিয়া আহ্বান করিয়া বলিলেনঃ ভিক্ষুগণ! অসৎপুরুষ কি অসৎপুরুষকে জানিতে পারে, 'এই ব্যক্তি অসৎপুরুষ'?- 'ভদন্ত! না'।- উত্তম, ভিক্ষুগণ! ইহা অসম্ভব। কোন অসৎপুরুষের একজন অসৎপুরুষকে জানিবার সুযোগ নাইঃ 'এই ব্যক্তি অসৎপুরুষ'। কিন্তু কোন অসৎপুরুষ কি একজন সৎপুরুষকে জানিতে পারেন 'এই ব্যক্তি সৎপুরুষ?'- 'ভদন্ত! না'। 'উত্তম, ভিক্ষুগণ! ইহা সম্ভব নহে যে কোন অসৎপুরুষ একজন সৎপুরুষকে জানিতে পারেন- 'এই ব্যক্তি সৎপুরুষ'। অসৎপুরুষ অসদ্ধর্ম সমন্বাগত[১]। অসৎপুরুষসেবী অসৎপুরুষোচিত চিন্তাকায়মগ্ন, অসৎপুরুষের সহিত মন্ত্রণাকারী, অসৎপুরুষোচিত ভাষণকারী, অসৎপুরুষোচিত কর্মী, অসৎপুরুষোচিত মতবাদী হয় এবং অসৎপুরুষোচিত দান প্রদান করে। ভিক্ষুগণ! কিরূপে অসদ্ধর্মসমন্বাগত হয়? ভিক্ষুগণ! এই স্থলে অসৎপুরুষ, শ্রদ্ধাবিহীন, হ্রীবিহীন (নির্লজ্জ), অননুতাপী, অল্পশ্রুত, কুসীত

[১] পাপধর্মসমন্বাগত-প.সূ.।

(হীনবীর্য্য), মূঢ়স্মৃতি এবং দুষ্প্রাজ্ঞ
হয়- এইরূপে অসৎপুরুষ অসদ্ধর্মসমন্বাগত হয়। ভিক্ষুগণ! কিরূপে অসৎপুরুষ- অসৎপুরুষসেবী হয়? এইস্থলে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাবিহীন, হ্রীবিহীন, অননুতাপী, অল্পশ্রুত, কুসীত, মূঢ়স্মৃতি এবং দুষ্প্রাজ্ঞ, তাঁহারা এই অসৎপুরুষের মিত্র ও সহায়ক হয়- এইরূপে অসৎপুরুষ অসৎপুরুষসেবী হয়। ভিক্ষুগণ! কিরূপে অসৎপুরুষ অসৎপুরুষোচিত চিন্তাকারী হয়? ভিক্ষুগণ! এইস্থলে অসৎপুরুষ আত্মপীড়নার্থ চিন্তা করে, পর-পীড়নার্থ চিন্তা করে উভয় পীড়নার্থ চিন্তা করে, এইরূপে অসৎপুরুষ অসৎপুরুষোচিত মন্ত্রণাকারী হয়। এইস্থলে অসৎপুরুষ আত্মপীড়নার্থ মন্ত্রণা করে, পর-পীড়নার্থ মন্ত্রণা করে ও উভয় পীড়নার্থ মন্ত্রণা করে- এইরূপে অসৎপুরুষ অসৎপুরুষোচিত মন্ত্রণাকারী হয়। ভিক্ষুগণ! কিরূপে অসৎপুরুষ অসৎপুরুষোচিত বাক্যলাপী হয়? ভিক্ষুগণ! এইস্থলে অসৎপুরুষ মিথ্যাবাদী, পিশুনভাষী, পরুষভাষী ও সম্প্রলাপী হয়- এইরূপে .... . অসৎপুরুষোচিত বক্তা হয়। ভিক্ষুগণ! কিরূপে অসৎপুরুষ অসৎপুরুষোচিত কর্মকারী হয়? এইস্থলে অসৎপুরুষ প্রাণী হত্যাকারী, অদত্তগ্রহণকারী ও কামে ব্যভিচারী হয়, এইরূপে .... অসৎপুরুষোচিত কর্মকারী হয়। কিরূপে অসৎপুরুষ অসৎপুরুষোচিত দৃষ্টি সম্পন্ন (মতবাদী) হয়? এইস্থলে অসৎপুরুষ এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ঃ দান নাই, হোত্র নাই, সুকৃত দুষ্কৃত কর্মের ফল ও বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা নাই, পিতা নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সম্যক্‌গত, সম্যক্‌প্রতিপন্ন এমন কোন শ্রামণ-ব্রাহ্মণ নাই যিনি ইহলোক পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারেন। এইরূপে .... অসৎপুরুষোচিত দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। কিরূপে অসৎপুরুষ

অসৎপুরুষোচিত দান প্রদান করে? এইস্থলে অসৎপুরুষ অশ্রদ্ধাসহকারে পরহস্তে দান করে, অবিবেচনা সহকারে দান করে, অবহেলা সহকারে দান করে, প্রতিদান বা প্রতিশোধ বিবেচনা না করিয়া দান করে। এইভাবে অসৎপুরুষ অসৎপুরুষোচিত দান প্রদান করে, অপুরুষ অসদ্ধর্মসমন্বাগত হইয়া অসৎপুরুষোচিত দান প্রদান করা হেতু দেহত্যাগ করিয়া মৃত্যুর পর অসৎপুরুষদের যে গতি তথায় উৎপন্ন হয়। অসৎপুরুষদের কি গতি? নিরয় অথবা তির্যকযোনি।

ভিক্ষুগণ! সৎপুরুষ কি সৎপুরুষকে জানিতে পারেনঃ এই ব্যক্তি সৎপুরুষ?- হ্যাঁ, ভদন্ত!- উত্তম ভিক্ষুগণ! ইহা সম্ভব যে সৎপুরুষ অসৎপুরুষকে জানিতে পারেনঃ এই ব্যক্তি অসৎপুরুষ। সৎপুরুষ সদ্ধর্মসমন্বাগত, সৎপুরুষসেবী, সৎপুরুষোচিত চিন্তাকারী, সৎপুরুষোচিত মন্ত্রণাকারী, সৎপুরুষোচিত বক্তা, সৎপুরুষোচিত কর্মকারী, সৎপুরুষোচিত দৃষ্টিসম্পন্ন হয় এবং সৎপুরুষোচিত দান প্রদান করেন। কিরূপে সৎপুরুষ সদ্ধর্মসমন্বাগত হয়? সৎপুরুষ শ্রাদ্ধাশীল, হ্রীযুক্ত, অনুতাপী, বহুশ্রুত, বীর্য্যবান, উপস্থিত স্মৃতি ও প্রজ্ঞাবান হন। এইরূপে .... হন। কিরূপে সৎপুরুষ সৎরুষসেবী হন? এইস্থলে যে সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাবান, হ্রীযুক্ত .... প্রজ্ঞাবান তাঁহারা সৎপুরুষের মিত্র বা সহায়ক হন। এইরূপে .... হন। কিরূপে সৎপুরুষ সৎপুরুষোচিত চিন্তাকারী হন? এইস্থলে সৎপুরুষ আত্মপীড়নার্থ, পরপীড়নার্থ বা উভয়পীড়নার্থ চিন্তা করেন না। এইরূপে .... হন? কিরূপে সৎপুরুষ সৎপুরুষোচিত মন্ত্রণাকারী হন? এইস্থলে সৎপুরুষ মিথ্যাভাষণ, পিশুনভাষণ, পরুষভাষণ ও সম্প্রলাপ হইতে বিরত হন। এইরূপে .... হন। কিরূপে সৎপুরুষ সৎপুরুষোচিত কর্মকারী

হন। এইস্থলে সৎপুরুষ প্রাণীহত্যা,
অদত্তগ্রহণ ও কামে ব্যভিচার হইতে বিরত থাকেন। এইরূপে .... হন। কিরূপে সৎপুরুষ সৎপুরুষোচিত দৃষ্টিসম্পন্ন হন? এইস্থলে সৎপুরুষ এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন হনঃ দান আছে। ইষ্ট আছে .... ইহলোক পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করিয়া প্রকাশ করেন। এইরূপে .... হন। কিরূপে সৎপুরুষ সৎপুরুষোচিত দান প্রদান করেন? এইস্থলে সৎপুরুষ সম্মানসহকারে স্বহস্তে দান করেন। তিনি বিবেচনা সহকারে দান করেন। তিনি পরিশুদ্ধভাবে দান করেন এবং প্রতিদান বা প্রতিশোধ বিবেচনা করিয়া দান করেন। এইরূপে সৎপুরুষ সৎপুরুষোচিত দান করেন। ভিক্ষুগণ! সৎপুরুষ সদ্ধর্মসমন্বাগত হইয়া .... সৎপুরুষোচিত দান করা হেতু দেহত্যাগ করিয়া মৃত্যুর পর সৎপুরুষদের যে গতি তথায় উৎপন্ন হন। সৎপুরুষদের কি গতি?- দেবমহত্ত্ব অথবা মনুষ্যমহত্ত্ব।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্ট মনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[ক্ষুদ্রপূর্ণিমা সূত্র সমাপ্ত]

অনুপদ বর্গ

অনুপদ সূত্র (১১১)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন- "হে ভিক্ষুগণ"! 'হাঁ ভদন্ত'! বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তর করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন- হে ভিক্ষুগণ!

শারীপুত্র পণ্ডিত, মহাপ্রাজ্ঞ, বিবিধজ্ঞানসম্পন্ন[১] আনন্দ প্রাজ্ঞ, জবন (প্রখর) প্রাজ্ঞ, তীক্ষ্ণ প্রাজ্ঞ, নির্বেধিক (লক্ষ্যবেদী) প্রাজ্ঞ। ধর্ম বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন বিদর্শন ভাবনা করিয়া প্রজ্ঞা লাভ করিয়া, হে ভিক্ষুগণ! শারীপুত্র অর্দ্ধমাস হইল অনুপদধর্মবিদর্শন দর্শন করিয়াছেন, অর্থাৎ অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। ইহা শারীপুত্রের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এখন শারীপুত্র যাবতীয় কাম ও অকুশলধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ, প্রীতিসুখ মণ্ডিত প্রথম ধ্যানস্তরে উপনীত হইয়া বিহার করে। প্রথম ধ্যানস্তরে যাহা কিছু বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, চিত্তের একাগ্রতা, স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনাচিত্ত, ছন্দ, অধিমোক্ষ, বীর্য্য, স্মৃতি, উপেক্ষা, মনসিকার, তাহা (যোগাবচরের দ্বার) অবিচ্ছিন্নভাবে ব্যবস্থিত এবং জ্ঞানত সেইগুলি উৎপন্ন হয়, স্থায়ী হয় ও বিলীন হয়। তিনি এইরূপ জানেনঃ এই ধর্মগুলি যাহা পূর্বে ছিল না তাহা আমার মধ্যে আবির্ভূত হইয়া গোচরীভূত হয়। তিনি সেই সকল ধর্মে অনুপায়, অনপায়, অনিশ্রিত, অপ্রতিবদ্ধ, বিপ্রমুক্ত ও বিমর্যাদাকৃত চিত্তে (বন্ধনমুক্ত) বিহার করেন। তিনি পরবর্ত্তী নিঃসরণ আছে বলিয়া জানেন। এবং জানার জন্য তিনি বহুলকারী হন।

পুনরায় হে ভিক্ষুগণ! শারীপুত্র বিতর্ক বিচার উপশমে অধ্যাত্ম সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব-আনয়নকারী, বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যানস্তরে উপনীত হইয়া তাহাতে বিহার করেন। দ্বিতীয় ধ্যানস্তরে যাহা কিছু অধ্যাত্ম সম্প্রসাদী, প্রীতি, সুখ, চিত্তের একাগ্রতা .... বহুলকারী হন।

---

[১] পুথু নানা খন্ধেসু ঞানং পবত্ততী'তি পুথুপঞ্ঞা-(প.সূ.)।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ! শারীপুত্র প্রীতিতে ও বিরাগী হইয়া উপেক্ষারভাবে অবস্থান, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া দেহের মধ্যে (নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন। আর্য্যগণ যেই ধ্যানস্তরে আরোহণ করিলে 'ধ্যায়ী উপেক্ষা সম্পন্ন ও স্মৃতিমান হইয়া (প্রীতি নিরপেক্ষ) সুখবিহারী' বলিয়া বর্ণনা করেন- সেই তৃতীয় ধ্যানস্তরে উপনীত হইয়া তাহাতে অবস্থান করেন। তৃতীয় ধ্যানস্তরে যাহা কিছু উপেক্ষা, সুখ, স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞান, চিত্তের একাগ্রতা .... বহুলকারী হন।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ! শারীপুত্র (সর্বদৈহিক) সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য অস্তমিত করিয়া, না-দুঃখ-না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতিদ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যানস্তরে উপনীত হইয়া বিহার করেন। চতুর্থ ধ্যানস্তরে যাহা কিছু উপেক্ষা, না-দুঃখ-না-সুখদায়ক বেদনা, চিত্তের অনাভোগ (চিত্তের নিষ্ক্রিয়তা), স্মৃতি, পারিশুদ্ধি, চিত্তের একাগ্রতা .... বহুলীকার হন।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ! শারীপুত্র সর্বাংশে রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘসংজ্ঞা অস্তমিত করিয়া, নানাত্ব সংজ্ঞা মনন না করিয়া, 'আকাশ অনন্ত'- এইরূপ ভাবিয়া আকাশ অনন্ত আয়তন নামক সমাপত্তি (প্রথম অরূপ ধ্যানস্তর) লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। আকাশ-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তি স্তরে যাহা কিছু আকাশ অনন্ত আয়তন সংজ্ঞা, চিত্তের একাগ্রতা .... বহুলকারী হন।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ! শারীপুত্র সর্বাংশে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তি অতিক্রম করিয়া, 'বিজ্ঞান অনন্ত' এইরূপ ভাবিয়া বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন নামক সমাপত্তি (দ্বিতীয় অরূপ ধ্যানস্তর) লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। বিজ্ঞান-অনন্ত-

আয়তন সমাপত্তি স্তরে যাহা কিছু বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞা, চিত্তের একাগ্রতা .... বহুলকারী হন।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ! শারীপুত্র সর্বাংশে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সমাপত্তি অতিক্রম করিয়া, 'কিছুই নাই' এইরূপ ভাবিয়া অকিঞ্চন আয়তন নামক সমাপত্তি (তৃতীয় অরূপ ধ্যানস্তর) লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। অকিঞ্চন-আয়তন সমাপত্তিস্তরে যাহা কিছু অকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞা, চিত্তের একাগ্রতা .... বহুলকারী হন।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ! শারীপুত্র সর্বাংশে অকিঞ্চন আয়তন সমাপত্তি অতিক্রম করিয়া নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা-আয়তন নামক সমাপত্তি (চতুর্থ অরূপ ধ্যানস্তর) লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। তিনি সেই সমাপত্তি হইতে স্মৃতিমান হইয়া আরোহন করিয়া যাহা কিছু অতীত, নিরুদ্ধ, বিপরিণত তাহা সম্যক্‌ভাবে দর্শন করেনঃ এই সকল ধর্মে অনুপায়, অনপায় .... বহুলকারী হন।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ! শারীপুত্র সর্বাংশে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সমাপত্তি অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ নামক সমাপত্তি (পঞ্চম অরূপ ধ্যানস্তর) লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। প্রজ্ঞার দ্বারা-দর্শনহেতু আসব বিনষ্ট হয়। তিনি সেই সমাপত্তি হইতে স্মৃতিমান্ হইয়া আরোহন করেন এবং তাহা হইতে আরোহন করিয়া যাহা কিছু অতীত, নিরুদ্ধ .... বহুলিকারী হন।

হে ভিক্ষুগণ! কাহারো সম্পর্কে, সম্যক্‌ভাবে বলিতে গেলে বলা যায় আর্য্যের শীলে বশিপ্রাপ্ত, পারমিপ্রাপ্ত, আর্যের সমাধিতে

বশিপ্রাপ্ত পারমিপ্রাপ্ত, আর্য্যের সংজ্ঞা ও
বিমুক্তিতে বশিপ্রাপ্ত, পারমিপ্রাপ্ত, তেমনি শারীপুত্র সম্পর্কেও সম্যক্‌ভাবে বলা যায় আর্য্যে, শীলে, সমাধিতে, প্রজ্ঞায় ও বিমুক্তিতে বশিপ্রাপ্ত, পারমিপ্রাপ্ত।

হে ভিক্ষুগণ! অন্য কিছু সম্পর্কে যেমন সম্যক্‌ভাবে বলা যায়- ভগবানের ঔরসজাত মুখ হইতে জাত পুত্র ধর্মজ, ধর্মনিমিত্ত, ধর্মদায়াদ, আমিষদায়াদ নহে, শারীপুত্র সম্পর্কেই এইরূপ বলা যায়ঃ ভগবানের .... আমিষদায়াদ নহে।

হে ভিক্ষুগণ! শারীপুত্রই তথাগত প্রবর্তিত ধর্মচক্রকে অনুপ্রবর্তন করিয়াছিলেন।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ প্রসন্নমনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[অনুপদ সূত্র সমাপ্ত]

ছয় বিশোধন সূত্র (১১২)

আমি এইরূপ শুনিয়াছি ঃ

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে বিহার করিতেছিলেন- জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তথায় ভগবান (সমবেত) ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন 'হে ভিক্ষুগণ'!- হাঁ, ভদন্ত' বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেনঃ

হে ভিক্ষুগণ! কোন কোন ভিক্ষু (স্বীয়) প্রজ্ঞাকে (অর্হত্ব) এইরূপে ব্যাখ্যা করেনঃ "আমার জন্মবীজক্ষীণ (বিনষ্ট) হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য্য কৃত হইয়াছে, অতঃপর আর অত্র আসিতে হইবে না বলিয়া আমি জানি"। হে ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুর ভাষণ অভিনন্দনযোগ্য ও নহে, তিরস্কৃতব্য

ও নহে, আনন্দ বা আক্রোশ প্রকাশ না করিয়া বরং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে," বন্ধু, জ্ঞানী, দ্রষ্টা, অর্হৎ, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ ভগবানের দ্বারা আখ্যাত এই চারিটি ব্যবহার। চারিটি কি কি? দৃষ্টিতে[১] (প্রত্যক্ষে) দৃষ্টিবাদিতা, শ্রুতে শ্রুতবাদিতা, অনুমিতে[২] অনুমিতবাদিতা, বিজ্ঞাতে[৩] বিজ্ঞাতবাদিতা। বন্ধু, এই চারিটি- ব্যবহার (বাক্‌বিধি) সেই জ্ঞাতা, দ্রষ্টা, অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ ভগবানের দ্বারা আখ্যাত হইয়াছে। কি জানিয়া, কি দেখিয়া এই চারি ব্যবহারে বীতরাগ হইয়া আসব হইতে চিত্ত বিমুক্ত হয়? হে ভিক্ষুগণ! যিনি ক্ষীণাসব, সম্পন্ন ব্রহ্মচর্য্যাব্রত, যিনি কৃতকার্য্য, অপনীতভার, পরমার্থপ্রাপ্ত, পরিক্ষীণভাবসংযোজন ও সম্যক্‌জ্ঞানের দ্বারা বিমুক্ত, তাঁহার পক্ষে ইহা ধর্মের অনুকুল বর্ণনার যোগ্যঃ বন্ধু! দৃষ্টে অনুপায়, অনপায়, অনিশ্রিত, অপ্রতিবদ্ধ, বিপ্রমুক্ত, বিসংযুক্ত ও বন্ধনমুক্ত চিত্তে আমি বিহার করি। শ্রুতে .... অনুমিতে .... বিজ্ঞাতে .... বিহার করি।

বন্ধুগণ! এইরূপে জানিয়া ও দেখিয়া এই চারি ব্যবহারে বীতরাগ হইয়া আসব হইতে- চিত্ত বিমুক্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুর ভাষণ সাধুবাদ দ্বারা অভিনন্দনযোগ্য অনুমোদনযোগ্য এবং সাধুবাদ দ্বারা অভিনন্দিত করিয়া ও অনুমোদন করিয়া পরবর্তী প্রশ্ন জিজ্ঞাসিতব্যঃ জ্ঞাতা .... সম্যক্ সম্বুদ্ধ ভগবানের দ্বারা- এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ সম্যক্‌ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই পঞ্চ-উপাদান স্কন্ধ, যথা- রূপ উপাদান স্কন্ধ, বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান-উপাদান স্কন্ধ এই .... ভগবানের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। কি জানিয়া, কি

---

[১] দৃষ্ট হইলে দৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া কথিত।

[২] প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫ দ্রষ্টব্য।

[৩] প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫ দ্রষ্টব্য।

দেখিয়া এই পঞ্চ-উপাদান স্কন্ধে
অনাসক্ত হইয়া আসব হইতে চিত্ত বিমুক্ত হয়? হে ভিক্ষুগণ, যিনি ক্ষীণাসব .... তাহার বর্ণনা ধর্মের অনুকুল যখন তিনি বলেনঃ বন্ধুগণ! রূপ বলহীন, বিরাগ ও আশ্বাসরহিত জানিয়া যে সকল রূপ উপাদান সম্পন্ন (মিথ্যাদৃষ্টিপূর্ণ) চিত্তে অধিষ্ঠান, অভিনিবেশ, অনুশয়যুক্ত, তাহাদের ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, বিসর্জনহেতু আমার চিত্ত বিমুক্ত বলিয়া জানি। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান সম্পর্কেও এইরূপ। সেই ভিক্ষুর ভাষণকে .... জিজ্ঞাসিতব্য, এই ছয় ধাতু .... ভগবানের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। ছয় ধাতু, যথা- পৃথিবী ধাতু, আপধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতু, আকাশধাতু ও বিজ্ঞানধাতু। এই ছয়ধাতুতে কি জানিয়া কি দেখিয়া বীতরাগ হইয়া আসব হইতে চিত্ত বিমুক্ত হয়? হে বন্ধুগণ! যিনি ক্ষীণাসব .... বর্ণনা ধর্মানুকুল হয়।" আমি পৃথিবী ধাতুকে অন্ত্র বলিয়া জানি। অন্ত্রা পৃথিবী ধাতু নিশ্রিত নহে, যে সকল পৃথিবী নিশ্রিত উপাদান পূর্ণ চিত্তের অধিষ্ঠান .... জানি। আপধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতু, আকাশধাতু, বিজ্ঞানধাতু সম্পর্কেও এইরূপ। .... পরবর্তী প্রশ্ন জিজ্ঞাসিতব্যঃ এই আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক আয়তন .... ভগবানের দ্বারা সম্যক্‌ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ছয় আয়তন, যথাঃ- চক্ষু এবং রূপ, শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ (নাসিকা) এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রসাস্বাদ, কায় এবং স্পর্শ, মন এবং ধর্ম। এই ছয় আয়তনে কি জানিয়া .... ধর্মানুকুল হয়, যখন তিনি বলেন- হে বন্ধুগণ, চক্ষুতে, রূপে, চক্ষুবিজ্ঞানে, চক্ষুবিজ্ঞানবিজ্ঞাতব্য ধর্মে যে সকল ছন্দ, রাগ (অনুরাগ), নন্দী, তৃষ্ণা উপাদান পূর্ণ চিত্তের অধিষ্ঠান .... জানি। শ্রোত্রায়তন শব্দ, ঘ্রাণায়তন গন্ধ, জিহ্বায়তন রস, কায়াতন স্পর্শ এবং মনায়তন ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ। ....

পরবর্তী প্রশ্ন জিজ্ঞাসিতব্য এই বিজ্ঞানযুক্ত কায়ে বাহ্যিক সর্বনিমিত্তে কি জানিয়া কি দেখিয়া আয়ুষ্মানের অহঙ্কার, মমকার ও মানানুশয় যথার্থরূপে দূরীভূত হয়?

হে ভিক্ষুগণ! যিনি ক্ষীণাসব .... তাঁহার ধর্মানুকুল হয় যখন তিনি বলেন বন্ধুগণ! আমি যখন পূর্বে গৃহী ছিলাম তখন অবিদ্বান ছিলাম, সেই সময়ে তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্য ধর্ম দেশনা করিলেন। সেই ধর্ম শুনিয়া তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধা অর্জন করি। আমি ঐ শ্রদ্ধা সম্পদে সমন্বিত হইয়া এইরূপে প্রত্যবেক্ষণ করিঃ "গৃহবাস বাধাপূর্ণ, (রাগ) রজাকীর্ণ পথ, প্রব্রজ্যা উন্মুক্ত আকাশতুল্য, গৃহে বাস করিয়া একান্ত পরিপূর্ণ, একান্ত পরিশুদ্ধ, 'শঙ্খলিখিত'[১] ব্রহ্মচর্য্য পালন সুকর নহে, অতএব আমার পক্ষে কেশশ্মশ্রু অপসারিত করিয়া, কাষায় বস্ত্রে (দেহ) আচ্ছাদিত রূপে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা কর্তব্য। আমি পরবর্তীকালে অল্প অথবা মহা-ভোগৈশ্বর্য্য, অল্প অথবা মহা- জ্ঞাতি- পরিজন পরিত্যাগ করিয়া, কেশ-শ্মশ্রু অপসারিত করিয়া, কাষায় বস্ত্রে (দেহ) আচ্ছাদিত করিয়া আগার হইতে অনাগারিক রূপে প্রব্রজিত হই।

আমি এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া ভিক্ষুগণের উপযোগী শিক্ষা বৃত্তি সমাপন্ন হইয়া, প্রাণীহত্যা পরিত্যাগ করিয়া, প্রাণীহত্যা হইতে প্রতিবিরত হই, দণ্ড বিরহিত ও শস্ত্র বিরহিত হইয়া (প্রাণীহত্যা বিষয়ে) লজ্জিত, (জীবের প্রতি) দয়াশীল এবং সর্বপ্রাণীর হিতানুকম্পী হইয়া বিচরণ করি। অদত্ত আদান (চৌর্য্য) পরিত্যাগ করিয়া, আমি অদত্ত- আদান হইতে প্রতিবিরত হই এবং দত্তগ্রাহী ও দত্ত-প্রত্যাকাঙ্খী হইয়া সদ্ভাবে (চুরি না করিয়া) ও শুচি-চিত্তে বিচরণ করি। অব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারী (পাপ হইতে)

---

[১] প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৯৪ দ্রষ্টব্য।

দূরে অবস্থানকারী হই এবং গ্রাম্য বা
লোকাচরিত মৈথুন হইতে বিরত হই। মৃষাবাদ (সত্যের অপলাপ) পরিত্যাগ করিয়া মৃষাবাদ হইতে বিরত হই এবং সত্যবাদী, সত্যসন্ধ, (সত্যে) স্থিত, প্রত্যযিক (বিশ্বাসভাজন) ও জনগণের নিকট অবিংসবাদী (অবঞ্চক) হই। পিশুন বাক্য পরিত্যাগ করিয়া আমি পিশুন বাক্য হইতে বিরত হই, এইস্থান হইতে শুনিয়া অন্যত্র ইহাদের মধ্যে ভেদ ঘটাইবার জন্যই বা কিছু বলি নাই। এইভাবে আমি বিচ্ছিন্নের মধ্যে মিলনকর্তা, সংহিতের (মিলিতের) মধ্যে উৎসাহদাতা, ঐক্যাগ্রহী, ঐক্যরত, ঐক্যনন্দি হইয়া ঐক্যকর বাক্য বলিয়াছি। পরুষ বাক্য পরিত্যাগ করিয়া আমি পরুষবাক্য হইতে বিরত হই। যে বাক্য নির্দোষ, কর্ণসুখকর প্রীতিকর, হৃদয়গ্রাহী, পুরুজনোচিত (ভদ্র), বহুজনকান্ত, বহুজন মনোজ্ঞ সেইরূপ বাক্যই আমি বলিয়াছি। সম্প্রলাপ (বৃথা বা অযথাবাক্য) পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রলাপ হইতে আমি বিরত হই, আমি কালবাদী (যিনি কালোপযোগী কথা বলেন), ভূতবাদী (সত্যবাদী), অর্থবাদী, (মঙ্গলদায়ক কথা যিনি বলেন), ধর্মবাদী, বিনয়বাদী (সংযম সম্পর্কে যিনি বলেন) এবং আমি যথাকালে যুক্তিপূর্ণ, সমাপ্তিযোগ্য, অর্থযুক্ত ও নিধানযোগ্য বলিয়াছি। আমি বীজগ্রাম ও ভূতগ্রাম (গুল্ম ও বৃক্ষ) কর্তন হইতে বিরত হই। একাহারী হইয়া রাত্রি ভোজন ও বিকালভোজন হইতে বিরত হই। নৃত্য, গীত ও বাদিত্রাদি কৌতুহলোদ্দীপক দর্শন হইতে বিরত হই, মালাগন্ধ, বিলেপন প্রভৃতি ধারণ-মণ্ডন বিভূষণ উপকরণ হইতে বিরত হই। উচ্চ শয্যা, মহাশয্যা ব্যবহার হইতে বিরত হই, জাতরূপ (স্বর্ণ) ও রজত প্রতিগ্রহণ হইতে বিরত হই। অপক্ক মাংস, স্ত্রী, কুমারী, দাস, দাসী, অজ, মেষ, কুক্কুট, শূকর, হস্তী, গো, অশ্ব, বড়বা

(ঘোটক), ক্ষেত্র ও বাস্তু প্রতিগ্রহণ হইতে বিরত হই। নীচ দৌত্যকার্য্য হইতে বিরত হই। ক্রয় বিক্রয় কার্য্য হইতে বিরত হই। তুলাকূট, কাংস্যকূট ও মানকূট (ওজন দ্বারা প্রবঞ্চনা) হইতে, বঞ্চনা, মায়া ও যাদু দ্বারা প্রতারণা কার্য্য হইতে বিরত হই। ছেদন, বধ, বন্ধন, লুণ্ঠন দ্বারা আতঙ্ক উপাদন, বিলোপ-সাধন প্রভৃতি সাহসিক কার্য্য হইতে প্রতিবিরত হই। মাত্র দেহচ্ছাদনের উপযোগী চীবর, ক্ষুন্নিবৃত্তির উপযোগী পিণ্ডপাত (ভিক্ষান্ন) লইয়া আমি সন্তুষ্ট এবং আমি যেখানে যাই (ত্রিচীবর, ভিক্ষাপাত্র ইত্যাদি অষ্ট বস্তু) মাত্র সঙ্গে লইয়া যাই। যেমন পক্ষীশকুন যেখানে যেখানে উড়িয়া যায়, মাত্র পক্ষ সম্বল করিয়া উড়িয়া যায়, সেইভাবে আমি দেহাচ্ছাদনের উপযোগী চীবর এবং ক্ষুন্নিবৃত্তির উপযোগী ভিক্ষান্ন লইয়া আমি সন্তুষ্ট .... সঙ্গে লইয়া যাহা এইরূপে আমি আর্য্যজনোচিত শীল সমষ্টিতে সমান্বিত হইয়া অধ্যাত্ম অনবদ্য সুখ অনুভব করি।

আমি চক্ষু দ্বারা রূপ (দৃশ্য বস্তু) দর্শন করিয়া নিমিত্তগ্রাহী অনুব্যঞ্জন গ্রাহী (কামব্যঞ্জক আচারগ্রাহী) হই নাই। যে কারণে চক্ষু ইন্দ্রিয় সম্পর্কে অসংযত হইয়া বিচরণ করিলে অভিধ্যা (লোভ) ও দৌর্মনস্যাদি পাপ অকুশল ধর্ম অনুস্রবিত হয়, আমি উহার সংযমের জন্য তৎপর হই। চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা করি, চক্ষু-ইন্দ্রিয় বিষয়ে সংযমপ্রাপ্ত হই। শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় এবং স্পর্শ, মন এবং ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ। আমি এইরূপে আর্য্যইন্দ্রিয় সংবর দ্বারা সমন্বিত হইয়া অধ্যাত্ম অক্লেশপ্রাপ্ত (ক্লেশ বিরহিত) সুখ অনুভব করি। আমি অভিগমনে, প্রত্যাগমনে, আলোকনে, বিলোকনে, সঙ্কোচনে, প্রসারণে, সঙ্ঘাটি পাত্র-চীবর-ধারণে, ভোজনে, পানে, খাদনে, আস্বাদনে, মল-মূত্র

ত্যাগ কালে, গমনে, স্থিতিতে,
উপবেশনে, সুপ্তিতে, জাগরণে, ভাষণে তূষ্ণীভাবে সম্প্রজ্ঞানকারী হই।

আমি এইরূপ আর্যশীলস্কন্ধ দ্বারা, এইরূপ আর্য্য ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা এবং এইরূপ আর্য্যস্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান দ্বারা সমন্বিত হইয়া অরণ্য, বৃক্ষমূল, পর্বত, কন্দর, গিরিগুহা, শ্মাশান, বনপ্রস্থ (জঙ্গল), উন্মুক্ত আকাশতল, পলালপুঞ্জ (আবর্জনাস্তুপ) প্রভৃতি বিবিক্ত (নির্জন) শয়ন-আসন ভজনা (থাকার অভ্যাস) করি। আমি ভিক্ষান্ন (পিণ্ডপাত) সংগ্রাহান্তে ভোজন শেষ করিয়া পর্যাঙ্কাবদ্ধ হইয়া (পদ্মাসন করিয়া), দেহকে ঋজুভাবে রাখিয়া লক্ষ্যাভিমূখে (পরিমূখে) স্মৃতিকে উপস্থাপিত করিয়া উপবেশন করি। আমি জগতে অভিধ্যা (লোভ, কামচ্ছন্দ) পরিত্যাগ করিয়া অভিধ্যা বিগত চিত্তে বিচরণ করি, অভিধ্যা হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করি, ব্যাপাদ-দ্বেষ (হিংসা-বিদ্বেষ) পরিত্যাগ করিয়া অব্যাপন্নচিত্তে সর্বজীবের প্রতি হিতানুকম্পী হইয়া বিচরণ করি, ব্যাপাদ দ্বেষ হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করি। স্ত্যানমিদ্ধ (তন্দ্রালস্য) পরিত্যাগ করিয়া আমি স্ত্যানমিদ্ধ-বিগত, আলোকসংজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ এবং স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিচরণ করি, স্ত্যান-মিদ্ধ হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করি। ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (উদ্ধত ও চঞ্চলভাব) পরিত্যাগ করিয়া আমি অনুদ্ধত ও অধ্যাত্ম উপশান্তচিত্ত হইয়া বিচরণ করি, ঔদ্ধত্য কৌকৃত্য হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করি। বিচিকিৎসা (সংশয়) পরিত্যাগ করিয়া আমি বিচিকিৎসা উত্তীর্ণ এবং কুশল ধর্ম বিষয়ে অকথংকথী (অসন্দিগ্ধ) হইয়া বিচরণ করি, বিচিকিৎসা হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করি।

আমি চিত্তের উপক্লেশ ও প্রজ্ঞার দৌর্বল্যের কারণ এই পঞ্চনীবরণ পরিত্যাগ করিয়া যাবতীয় কাম ও অকুশল ধর্ম হইতে বিবিক্ত (বিচ্যুত) হইয়া সবিতর্ক, সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যানস্তরে উপনীত হইয়া বিহার করি, বিতর্ক-বিচার উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতিসূখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যানস্তরে উপনীত হইয়া বিহার করি, ... চতুর্থ ধ্যানস্তরে প্রবেশ করিয়া বিহার করি।[১]

আমি এইরূপে সমাহিত চিত্তের পরিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত (পরিষ্কৃত) অনঞ্জন, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কর্মনীয়, স্থিত ও অনেজ (স্থির) অবস্থায় আসবক্ষয়-জ্ঞানাভিমূখে চিত্তকে নমিত করি। আমি যথার্থরূপে বিশদভাবে জানিতে পারি 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ-গামী প্রতিপদ'। ইহা আসব সমুদয়, ইহা আসব-নিরোধ, ইহা আসব-নিরোধগামী প্রতিপদ। এইরূপে জানিবার এবং দেখিবার ফলে কামাসব হইতে আমার চিত্ত বিমুক্ত হয়, ভবাসব হইতে আমার চিত্ত বিমুক্ত হয়, অবিদ্যাসব হইতে আমার চিত্ত বিমুক্ত হয় এবং বিমুক্ত চিত্তে 'বিমুক্ত হইয়াছি' এই জ্ঞান উদিত হয়ঃ জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে .... আসিতে হইবে না।

বন্ধুগণ! এইরূপে জানিবার ও দেখিবার ফলে এই বিজ্ঞানযুক্ত কায়ে .... দূরীভূত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুর ভাষণ সাধুবাদ দ্বারা অভিনন্দন যোগ্য, অনুমোদনযোগ্য এবং সাধুবাদ দ্বারা অভিনন্দিত ও অনুমোদন করিয়া তাঁহাকে এইরূপ বলা

---

[১] গণকমৌদ্গাল্যায়ন সূত্র দ্রষ্টব্য।

উচিতঃ বন্ধু! ইহা আমাদের লাভ, ইহা
আমাদের সুলব্ধ যে আমরা আদর্শ ব্রহ্মচারী দেখিতে পাইয়াছি।

ভগবান এইরূপ বলিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্টমনে ভগবানের ভাষণ শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[ছয় বিশোধন সূত্র সমাপ্ত]

সৎপুরুষ সূত্র (১১৩)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে বিহার করিতেছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ'!- 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান কহিলেন- 'হে ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদিগের নিকট সৎপুরুষ ধর্ম এবং অসৎপুরুষ ধর্ম সম্পর্কে দেশনা করিব, তাহা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর, আমি তাহা বিবৃত করিতেছি'।- "যথা আজ্ঞা, ভদন্ত", বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেনঃ হে ভিক্ষুগণ! অসৎপুরুষধর্ম কি? হে ভিক্ষুগণ! অসৎপুরুষ উচ্চকুল হইতে প্রব্রজিত হন। তিনি এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন- আমি উচ্চকুল হইতে প্রব্রজিত। কিন্তু অন্য ভিক্ষুগণ উচ্চকুল হইতে প্রব্রজিত নহেন। তিনি স্বীয় উচ্চ কৌলিন্যের জন্য আত্মপ্রশংসা করেন, অপরকে অবজ্ঞা করেন। হে ভিক্ষুগণ! ইহাই অসৎপুরুষধর্ম। কিন্তু সৎপুরুষ এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন- উচ্চ কৌলিন্যের জন্য লোভ-দ্বেষ-মোহ ধর্ম বিনষ্ট হয় না। উচ্চকুল হইতে প্রব্রজিত না হইয়াও যদি কেহ ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন, সম্যক্ প্রতিপন্ন (যথার্থ সদ্-জীবন-যাপনকারী) ও অনুধর্মচারী হন, তিনি সর্বত্র পূজ্য ও প্রশংসনীয়

হন। তিনি প্রতিপদ (ধর্মজীবনচর্য্যা), উচ্চ কৌলিন্যের জন্য আত্মপ্রশংসা বা অন্যকে অবজ্ঞা করেন না। হে ভিক্ষুগণ! ইহাই সৎপুরুষধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ! মহাকুল হইতে প্রব্রজিত হন .... উপরে উল্লিখিত রূপে বর্ণনীয়, মহাভোগকুল (ধনী) হইতে প্রব্রজিত হন, উদার ভোগবান কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন- "আমি উদার ভোগবান কুল হইতে প্রব্রজিত হইয়াছি।" তিনি উদার ভোগহেতু (যথেষ্ট সম্পদ) আত্মপ্রশংসা করেন, অন্যকে অবজ্ঞা করেন। ইহা অসৎপুরুষ-ধর্ম। সৎপুরুষ ভিক্ষু কিন্তু এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন- উদারভোগ হেতু লোভ-দ্বেষ-মোহধর্ম .... বিনষ্ট হয় না। উদার ভোগকুল হইতে প্রব্রজিত না হইয়া যদি কেহ ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন .... ইহাই সৎপুরুষধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, কোন অসৎপুরুষ ভিক্ষু জ্ঞাত ও যশস্বী হইয়া এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন- আমি জ্ঞাত ও যশস্বী, কিন্তু অন্য ভিক্ষুগণ অপ্রজ্ঞাত ও ক্ষমতাহীন। তিনি স্বীয় জ্ঞানের জন্য আত্ম-প্রশংসা করেন ও অন্যকে অবজ্ঞা করেন। ইহাই অসৎপুরুষধর্ম। হে ভিক্ষুগণ, সৎপুরুষ ভিক্ষু এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন- স্বীয় জ্ঞান হেতু লোভ-দ্বেষ-মোহধর্ম বিনষ্ট হয় না। জ্ঞাত ও যশস্বী না হইয়াও যদি ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন .... সৎপুরুষধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ! কোন অসৎপুরুষ ভিক্ষু চীবর পিণ্ডপাত, রোগের প্রতিকার ভৈষজ্য লাভী হন। তিনি এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন- আমি চীবর .... কিন্তু অন্য ভিক্ষুগণ .... লাভী নহেন। তিনি সে লাভ হেতু .... অসৎপুরুষধর্ম। সৎপুরুষ ভিক্ষু এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন .... সৎপুরুষধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ! কোন অসৎপুরুষ ভিক্ষু বহুশ্রুত (পণ্ডিত) হইয়া এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন- আমি বহুশ্রুত, অন্য ভিক্ষুগণ বহুশ্রুত নহে। তিনি সেই স্বীয় পাণ্ডিত্যহেতু .... অসৎপুরুষধর্ম। সৎপুরুষ .... সৎপুরুষধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ! কোন অসৎপুরুষ ভিক্ষু বিনয়ধর হন। তিনি এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ .... বিনয়ধর হইবার কারণে .... অসৎপুরুষধর্ম। সৎপুরুষ ভিক্ষু .... সৎপুরুষধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ! কোন অসৎপুরুষ ভিক্ষু ধর্মকথিক হইয়া এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ .... সৎপুরুষধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ! কোন অসৎপুরুষ স্বীয় অরণ্যবিহার হেতু ভিক্ষু আরণ্যক (অরণ্যবিহারী) এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ .... সৎপুরুষ ধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ! কোন অসৎপুরুষ ভিক্ষু পাংশুকুলধারী হইয়া প্রত্যবেক্ষণ .... সেই পাংশুকুলচর্য্যাহেতু .... সৎপুরুষধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ! কোন অসৎপুরুষ ভিক্ষু পিণ্ডচারী হইয়া এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ .... পিণ্ডচর্য্যাহেতু .... সৎপুরুষধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ! কোন অসৎপুরুষ ভিক্ষু বৃক্ষতলবাসী হইয়া এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ .... বৃক্ষতল বাস হেতু .... সৎপুরুষধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ! কোন অসৎপুরুষ ভিক্ষু শ্মশানবাসী .... ইত্যাদি .... উন্মুক্ত আকাশতলবাসী .... ইত্যাদি .... তপশ্চর্য্যায় উপবেশনকারী .... যথার্থলব্ধ আসন গ্রহণকারী .... একাসনিক (একাকী বসবাসকারী) হইয়া এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ .... একাকী বাসহেতু .... সৎপুরুষ ধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ! কোন অসৎপুরুষ ভিক্ষু সর্ব কাম্য বস্তু হইতে বিবিক্ত হইয়া সবিতর্ক, সবিচার, প্রীতি সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যানে উপনীত হইয়া বিহার করেন। তিনি এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ .... আমি প্রথম ধ্যান সমাপত্তি লাভ করিয়াছি কিন্তু অন্য ভিক্ষুগণ প্রথম ধ্যান সমাপত্তি লাভ করেন নাই। তিনি প্রথম ধ্যান সমাপত্তি হেতু আত্মপ্রশংসা করেন ও অন্যকে অবজ্ঞা করেন। ইহাই অসৎপুরুষ ধর্ম। কিন্তু সৎপুরুষ এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করেন- ভগবান কর্তৃক উক্ত হইয়াছে যে প্রথম ধ্যান সমাপত্তির জন্য প্রয়োজন অতন্ময়তা (তৃষ্ণামুক্তি) .... অবজ্ঞা করেন না .... সৎপুরুষধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ! কোন অসৎপুরুষ ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার উপশমে অধ্যাত্ম সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক অবিচার সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান .... তৃতীয় ধ্যান .... চতুর্থ ধ্যানে উপনীত হইয়া বিহার করেন। তিনি এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ .... সৎপুরুষধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ! কোন অসৎপুরুষ রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করিয়া, ... প্রতিঘ সংজ্ঞা অস্তমিত করিয়া, ... নানাত্ব-সংজ্ঞা মনন না করিয়া 'আকাশ অনন্ত' এই ভাবোদয়ে আকাশ-অনন্ত-আয়তন নামক প্রথম অরূপধ্যানে উপনীত হইয়া তাহাতে বিহার করেন। তিনি এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ .... সৎপুরুষধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ! অসৎপুরুষ ভিক্ষু আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যানান্তর অতিক্রম করিয়া 'বিজ্ঞান অনন্ত' এই ভাবোদয়ে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন নামক দ্বিতীয় অরূপ ধ্যান স্তরে উপনীত হইয়া বিহার করেন। তিনি এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ .... সৎপুরুষধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ! অসৎপুরুষ
ভিক্ষু সর্বাংশে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন নামক ধ্যানস্তর (সমাপত্তি) অতিক্রম করিয়া 'কিছুই নাই' এই ভাবোদয়ে অকিঞ্চনায়তন নামক তৃতীয় অরূপধ্যান স্তরে উপনীত হইয়া তাহাতে বিহার করেন। তিনি এইরূপ .... প্রত্যবেক্ষণ .... সৎপুরুষধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ! অসৎপুরুষ ভিক্ষু অকিঞ্চন আয়তন নামক সমাপত্তি অতিক্রম করিয়া নৈব-সংজ্ঞা-ন-অসংজ্ঞা নামক চতুর্থ অরূপ ধ্যানস্তরে (সমাপত্তি) উপনীত হইয়া তাহাতে বিহার করেন। তিনি এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ .... সৎপুরুষধর্ম।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ! সৎপুরুষ ভিক্ষু সর্বাংশে নৈব-সংজ্ঞা-ন-অসংজ্ঞা নামক সমাপত্তি অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞাবেদয়িতনিরোধ নামক পঞ্চম অরূপ ধ্যানস্তরে (সমাপত্তি) উপনীত হইয়া তাহাতে বিহার করেন, এবং প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করিয়া আসবগুলি বিনষ্ট করেন। ভিক্ষুগণ! এই ভিক্ষু কোথাও কিছু মনে করিতে (কল্পনা করিতে) পারে না।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণসন্তুষ্টমনে ভগবানের ভাষণ আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[সৎপুরুষ সূত্র সমাপ্ত]

সেবিতব্য-অসেবিতব্য সূত্র (১১৪)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে জেতবনে অনাপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন- "হে ভিক্ষুগণ"- "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান কহিলেনঃ আমি

তোমাদের নিকট সেবিতব্য-অসেবিতব্য ধর্মপর্য্যায় দেশনা করিব। তোমরা উত্তমরূপে মনোযোগসহকারে শ্রবণ কর। আমি ভাষণ দিতেছি। ভিক্ষুগণ "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান কহিলেন ঃ

হে ভিক্ষুগণ! আমি কায় সমাচার[১]- (কায়িক শিষ্টাচার) সেবিতব্য (অনুসরণ যোগ্য) ও অসেবিতব্য এই দুই প্রকার বলিয়া প্রকাশ করি এবং তাহাই পরস্পর কায়-সমাচার। এইভাবে আমি বলি দ্বিবিধ সেবিতব্য ও অসেবিতব্য বাক্-সমাচার[২], দ্বিবিধ মনঃ সমাচার[৩], দ্বিবিধ কুশলাধর্মে চিত্তোৎপাদ (চিত্তবৃত্তি) দ্বিবিধ সংজ্ঞা প্রতিলাভ, দ্বিবিধ দৃষ্টি প্রতিলাভ, দ্বিবিধ অভাব প্রতিলাভ, যথা- সেবিতব্য ও অসেবিতব্য।

ভগবান কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভগবানকে বলিলেন- ভদন্ত! ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ যাহা পরিপূর্ণরূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই, তাহা আমি এইরূপ জানি- ভগবান কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে, 'হে ভিক্ষুগণ, আমি কায়-সমাচার .... পরস্পর কায়সমাচার।' কি হেতু ইহা উক্ত হইয়াছে? যেইরূপ কায়সমাচার অনুসরণ করিলে অকুশল ধর্ম অভিবর্দ্ধিত হয় এবং কুশল হ্রাস প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ কায়সমাচার সেবিতব্য নহে। যেরূপ কায়-সমাচার অনুসরণ করিলে অকুশলধর্ম হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং কুশলধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয় সেইরূপ কায়সমাচার সেবিতব্য। ভদন্ত! কিরূপ কায় সমাচার অনুসরণ করিলে অকুশলধর্ম বর্দ্ধিত হয় এবং কুশল ধর্ম হ্রাস প্রাপ্ত হয়? এখানে কেহ

---

[১] প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৯৩ দ্রষ্টব্য।
[২] প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৯৪ দ্রষ্টব্য।
[৩] প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৯৪ দ্রষ্টব্য।

কেহ প্রাণঘাতী, রুদ্রপ্রকৃতি,
লোহিতপাণি, হনন ও প্রহার কার্য্যে নিবিষ্ট, সকল জীবের প্রতি দয়াহীন হয়, তাহারা অদত্তগ্রাহী হয়, যাহা পরস্ব, পরবিত্ত-উপকরণ, গ্রামগত অথবা অরণ্যগত যে অদত্ত বস্তুর গ্রহণ চৌর্য্য বলিয়া অভিহিত হয়, উহার গ্রহীতা হয়। কামে মিথ্যাচারী (ব্যাভিচারী) হয়, মাতৃরক্ষিতা, পিতৃরক্ষিতা, ভ্রাতৃরক্ষিতা, ভগিনীরক্ষিতা, সধবা, দণ্ডবারিতা,[১] অথবা এমন কি মাল্যার্পণ দ্বারা বাগ্‌দত্তা, এইরূপ কোন নারীতে ব্যভিচারে রত হয়। ভদন্ত, এইরূপ কায়সমাচার অনুসরণ করিলে অকুশল ধর্ম বর্দ্ধিত হয় এবং কুশল ধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

ভদন্ত! কিরূপ কায়সমাচার অনুসরণ পালন করিলে অকুশল ধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং কুশল ধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয়? ভদন্ত! এখানে কেহ কেহ প্রাণীহত্যা পরিত্যাগ করিয়া প্রাণীহত্যা হইতে প্রতিবিরত হন, নিহিতদণ্ড, নিহিতশস্ত্র, লজ্জী, দয়ালু, সর্বজীবের হিতানুকম্পী হইয়া বিহার করেন, অদত্তগ্রহণ পরিত্যাগ করিয়া অদত্ত গ্রহণ হইতে প্রতিবিরত হন, যাহা পরস্ব পরিবিত্ত-উপকরণ, গ্রামগত অথবা অরণ্যগত যাহার গ্রহণ চৌর্য্য বলিয়া অভিহিত হয় তাহার গ্রহীতা হন না, ব্যভিচার (কামে মিথ্যাচার) পরিত্যাগ করিয়া ব্যভিচার হইতে প্রতিবিরত হন, এবং মাতৃরক্ষিতা, পিতৃরক্ষিতা, ভ্রাতৃরক্ষিতা, ভগিনীরক্ষিতা, জ্ঞাতিরক্ষিতা, সধবা, দণ্ডবারিতা এমন কি মাল্যার্পণ দ্বারা বাগ্‌দত্তা এইরূপ নারীতে ব্যভিচারে রত হন না। ভদন্ত, এইরূপে .... কুশল ধর্ম বর্দ্ধিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ! "আমি কায়সমাচার .... পরস্পর কায়সমাচার" এই কারণেই ভগবান কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

---

[১] প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩০৮ দ্রষ্টব্য।

ভগবান কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে, "হে ভিক্ষুগণ! আমি বাক্-সমাচার .... পরস্পর বাক্-সমাচার।" কি কারণে ইহা উক্ত হইয়াছে? যেইরূপ বাক্-সমাচার অনুসরণ (পালন) করিলে অকুশল ধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয় ও কুশল ধর্ম হ্রাস প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বাক্-সমাচার সেবিতব্য নহে এবং যেরূপ বাক্-সমাচার অনুসরণ করিলে অকুশল ধর্ম হ্রাস প্রাপ্ত হয় ও কুশল ধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ বাক্-সমাচার সেবিতব্য।

ভদন্ত! কিরূপ বাক্-সমাচার অনুসরণ করিলে অকুশল ধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয় ও কুশল ধর্ম-হ্রাস প্রাপ্ত হয়? এখানে কেহ কেহ মিথ্যাবাদী হয়, সভাগত, পরিষদগত, জ্ঞাতিমধ্যগত, পূগমধ্যগত (শ্রেণী বা দলমধ্যগত), রাজকুলমধ্যগত, সাক্ষীরূপে আনীত হইয়া "মহাশয়, যাহা জান তাহা বল" এইরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে সে না জানিয়া বলে 'জানি' এবং জানে অথচ বলে 'জানি না', দেখে নাই অথচ বলে 'দেখিয়াছি' এবং দেখিয়াছে অথচ বলে 'দেখি নাই', ইত্যাদি ভাবে অল্প-হেতু, পর-হেতু অথবা যৎ কিঞ্চিৎ লাভহেতু সজ্ঞানে মিথ্যাকথা বলে। সে পিশুনভাষী হয়, এখানে কিছু শুনিয়া সেখানে যাইয়া কথা বলে, ইহাদের মধ্যে ভেদ ঘটাইবার জন্য। সেখানে কিছু শুনিয়া ইহাদের বলে, ইহাদের মধ্যে ভেদ ঘটাইবার জন্য। এইভাবে সংহতের মধ্যে ভেত্তা (বিভেদকারী), ভিন্নদের মধ্যে ভেদ বিষয়ে উৎসাহদাতা, বর্গারাম, বর্গরত ও বর্গনন্দি হইয়া বর্গকরণী (ভেদকরণী) বাক্যের বক্তা হয়, সে পরুষভাষী হয়, যে বাক্য অগুক (বিরক্তিকর) কর্কশ, পরের নিকট কটু, পরের মর্মবিদ্ধকারী, ক্রোধোদ্দীপক, সমাধি প্রতিকুল, সেইরূপ বাক্যের বক্তা হয়, সম্প্রলাপী, অকালবাদী, অভূতবাদী, অনর্থবাদী, অধর্মবাদী, অবিনয়বাদী হয়, অনুপযুক্ত কালে

প্রণিধানযোগ্য বাক্যের বক্তা হয় যে
বাক্য অশাস্ত্রীয়, অপ্রাসঙ্গিক ও অনর্থযুক্ত। ভদন্ত! এইরূপ বাক্-সমাচার অনুসরণ করিলে অকুশল ধর্ম প্রবর্দ্ধিত হয় ও কুশল ধর্ম হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

ভদন্ত, কিরূপ বাক্-সমাচার অনুসরণ (পালন করিলে) অকুশল ধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ও কুশলধর্ম প্রবর্দ্ধিত হয়? এখানে কেহ কেহ মিথ্যাভাষণ পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যাভাষণ হইতে প্রতিবিরত হন, সভামধ্যগত, পরিষদ্গত, জ্ঞাতিমধ্যগত, পূগমধ্যগত, রাজকুলমধ্যাগত, সাক্ষীরূপে আনীত হইয়া "মহাশয় যাহা জান তাহা বল" এইরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি যাহা জানেন না তাহা 'আমি জানিনা' বলেন এবং জানিলে বলেন 'আমি জানিয়াছি', না দেখিলে বলেন 'আমি দেখি নাই' এবং দেখিলে বলেন 'আমি দেখিয়াছি'- এইভাবে অহেতু, পরহেতু, যৎকিঞ্চিৎ লাভ-হেতু সজ্ঞানে মিথ্যাভাষী হন না। তিনি পিশুন বাক্য হইতে প্রতিবিরত হন, এখানে কিছু শুনিয়া তাহা সেখানে বলেন না। ইহাদের মধ্যে ভেদ ঘটাইবার জন্য সেখানে কিছু শুনিয়া তাহা এখানে বলেন না তাহাদের মধ্যে ভেদ ঘটাইবার জন্য, এইভাবে ভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে মিলনকারী, সংহতদের উৎসাহদাতা, সমগ্ররাম, সমগ্ররত, সমগ্রনন্দি হইয়া সমগ্রকরণী বাক্যের বক্তা হন। তিনি পরুষ বাক্য পরিত্যাগ করিয়া পরুষ বাক্য হইতে প্রতিবিরত হন। যে বাক্য নির্দোষ, কর্ণসুখকর (শ্রুতিমধুর), প্রীতিকর, হৃদয়গ্রাহী, পুরজনোচিত (ভদ্র), বহুজনকান্ত, বহুজনমনোজ্ঞ তদ্রূপ বাক্যের বক্তা হন। সম্প্রলাপ পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রলাপ হইতে প্রতিবিরত হন, কালবাদী, ভূতবাদী, যথার্থবাদী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী হন, যথাকালে প্রণিধানযোগ্য

বাক্যের বক্তা হন, যে বাক্য শাস্ত্রীয় প্রাসঙ্গিক ও অর্থযুক্ত। ভদন্ত, এইরূপ বাক্‌সমাহার অনুসরণ করিলে অকুশল ধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ও কুশল ধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয়।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি বাক্-সমাচার .... পরস্পর বাক্‌সমাচার এই কারণে ভগবান কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি মনঃসমাচার সেবিতব্য ও অসেবিতব্য এই দুই প্রকার বলিয়া প্রকাশ করি এবং তাহাই পরস্পর মনঃসমাচার," এইভাবে ভগবান কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। কি কারণে ইহা উক্ত হইয়াছে? ভদন্ত! যেরূপ মনঃসমাচার অনুসরণ করিলে অকুশল ধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয় .... অসেবিতব্য যেরূপ মনঃসমাচার অনুসরণ করিলে অকুশল ধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয় .... সেবিতব্য।

ভদন্ত, কিরূপ মনঃসমাচার অনুসরণ করিলে অকুশল ধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয় ও কুশল ধর্ম হ্রাস প্রাপ্ত হয়? এখানে কেহ কেহ অভিধ্যালু (লোভী) হয়, যাহা পরস্ব, পরবিত্ত-উপকরণ, তাহাতে লোলুপ হয়,- "অহো, অপর ব্যক্তির যাহা কিছু তাহা যদি আমার হইত!" ব্যাপন্নচিত্ত হয়, প্রদুষ্টমনে এই সংকল্প করে- এই সত্ত্বগণ হত হউক, বধ ও উচ্ছিন্ন হউক, বিনাশ-প্রাপ্ত হউক ও ভাল কিছু না হউক।- ভদন্ত! এইরূপ মনঃসমাচার অনুসরণ করিলে অকুশল ধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয় ও কুশল ধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিরূপ মনঃসমাচার অনুসরণ করিলে অকুশল ধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ও কুশলধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয়? ভদন্ত, এখানে কেহ কেহ অনভিধ্যালু (নির্লোভ) হন, যাহা কিছু পরস্ব, পরবিত্ত-উপকরণ, 'অহো, যাহা কিছু পরস্ব পরবিত্ত-উপকরণ, যাহা কিছু পরস্ব তাহা আমার হউক' এইরূপ ভাবিয়া তাহাতে লোলুপ হন না। অব্যাপন্নচিত্ত হন, অপ্রদুষ্ট মনে সংকল্প করেন- 'এই সত্ত্বগণ বৈরীহীন, বিঘ্নহীন ও সুখী হইয়া নিজেদের

জীবনযাত্রা নির্বাহ করুন'। ভদন্ত!
এইরূপ মনঃসমাচার অনুসরণ .... কুশলধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ! আমি মনঃসমাচার .... পরস্পর মনঃসমাচার এই কারণেই ভগবান এইরূপ বলিয়াছেন।

ভগবান এইরূপ বলিয়াছেন- হে ভিক্ষুগণ! চিত্তোৎপাদ সেবিতব্য ও অসেবিতব্য এবং এই দুই প্রকার বলিয়া প্রকাশ করি এবং তাহাই পরস্পর চিত্তোৎপাদ। কি কারণে ইহা উক্ত হইয়াছে? ভদন্ত! যেরূপ চিত্তোৎপাদ অনুসরণ করিলে অকুশল ধর্ম-পরিবর্দ্ধিত .... কুশল ধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয়, সেরূপ চিত্তোৎপাদ সেবিতব্য।

ভদন্ত! কিরূপ চিত্তোৎপাদ অনুসরণ করিলে অকুশল ধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয় ও কুশল ধর্ম-হ্রাসপ্রাপ্ত হয়? এখানে কেহ কেহ অভিধ্যালু হয়, অভিধ্যাসহগত চিত্তে বিহার করে, ব্যাপাদবান হয়, ব্যাপাদ সহগত চিত্তে বিহার করে, বিহিংসা-পরায়ণ হয়, বিহিংসাসহগত চিত্তে বিহার করে। ভদন্ত! এইরূপ চিত্তোৎপাদ অনুসরণ করিলে অকুশল ধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয় ও কুশল ধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিরূপ চিত্তোৎপাদ অনুসরণ করিলে অকুশল ধর্ম হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং কুশল ধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয়? এখানে কেহ কেহ অনভিধ্যালু হন, অনভিধ্যাসহগত চিত্তে বিহার করেন। অব্যাপাদবান হন, অব্যাপাদসহগত চিত্তে বিহার করেন এবং অবিহিংসা পরায়ণ হন বা অবিহিংসাসহগত চিত্তে বিহার করেন। ভদন্ত! এইরূপ চিত্তোৎপাদ অনুসরণ করিলে অকুশল ধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ও কুশলধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয়।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি চিত্তোৎপাদ .... দুই প্রকার বলিয়া প্রকাশ করি এবং তাহা পরস্পর চিত্তোৎপাদ" এই কারণেই ভগবান কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

"- হে ভিক্ষুগণ! আমি সংজ্ঞা প্রতিলাভ সেবিতব্য ও অসেবিতব্য এই দুই প্রকার বলিয়া প্রকাশ করি এবং তাহা পরস্পর সংজ্ঞা প্রতিলাভ ভগবান কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে। কি কারণে ইহা উক্ত হইয়াছে? ভদন্ত! যেরূপ সংজ্ঞা প্রতিলাভ অনুসরণ করিলে অকুশল ধর্মপরিবর্দ্ধিত .... অসেবিতব্য সংজ্ঞা প্রতিলাভ। যেরূপ সংজ্ঞা প্রতিলাভ অনুসরণ করিলে অকুশল ধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয় .... সেবিতব্য সংজ্ঞা প্রতিলাভ। ভদন্ত, কিরূপ সংজ্ঞা প্রতিলাভ অনুসরণ করিলে অকুশল ধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয় ও কুশল ধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়? এখানে কেহ কেহ অভিধ্যালু হয়, অভিধ্যাসহগত সংজ্ঞায় বিহার করে, ব্যাপাদবান হয়, ব্যাপাদ সহগত সংজ্ঞায় বিহার করে, বিহিংসাপরায়ণ হয়, বিহিংসাসহগত সংজ্ঞায় বিহার করে- এইরূপ সংজ্ঞা প্রতিলাভ অনুসরণ .... কুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ভদন্ত! সংজ্ঞা প্রতিলাভ অনুসরণ .... কুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ভদন্ত! কিরূপ সংজ্ঞা প্রতিলাভ অনুসরণ করিলে অকুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ও কুশল ধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয়? ভদন্ত! এখানে কেহ কেহ অনভিধ্যালু হন, অনভিধ্যাসহগত সংজ্ঞায় বিহার করেন .... অব্যাপাদ .... অবিহিংসা .... কুশল ধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয়।

এই কারণেই ভগবান কর্তৃক উক্ত হইয়াছে "ভিক্ষুগণ! আমি সংজ্ঞা প্রতিলাভ .... পরস্পর সংজ্ঞা প্রতিলাভ।"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি দৃষ্টিপ্রতিলাভ সেবিতব্য ও অসেবিতব্য এই দুই প্রকার বলিয়া প্রকাশ করি এবং তাহা পরস্পর দৃষ্টিপ্রতিলাভ" ভগবান কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে। কি কারণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে .... এইরূপ দৃষ্টি প্রতিলাভ সেবিতব্য। ভদন্ত! কিরূপ দৃষ্টি প্রতিলাভ অনুসরণ করিলে অকুশল ধর্ম

পরিবর্দ্ধিত হয় এবং কুশল ধর্ম হ্রাস
প্রাপ্ত হয়? এখানে কেহ কেহ এইরূপ দৃষ্টি-সম্পন্ন (মিথ্যামতবাদী)ঃ দান নাই, ইষ্ট (যজ্ঞে সমর্পিত) নাই, হোত্র নাই, সুকৃত দুষ্কৃত কর্মের ফল ও বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই। মাতা নাই, পিতা নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সম্যক্‌গত, সম্যক্ প্রতিপন্ন এমন কোন শ্রমণ ব্রাহ্মণ নাই যিনি ইহলোক ও পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া (উপলব্ধি করিয়া) প্রকাশ করিতে পারেন। ভদন্ত! এইরূপ দৃষ্টি প্রতিলাভ অনুসরণ করিলে অকুশল ধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয় ও কুশল ধর্ম হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কিরূপ দৃষ্টি প্রতিলাভ অনুসরণ করিলে অকুশল ধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ও কুশল ধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয়? ভদন্ত এখানে কেহ কেহ- এরূপ দৃষ্টি সম্পন্ন হনঃ দান আছে, ইষ্ট আছে, হোত্র আছে। সুকৃত দুষ্কৃত কর্মের ফল ও বিপাক আছে, ইহলোক আছে, পরলোক আছে, মাতা আছে, পিতা আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, পৃথিবীতে সম্যক্‌প্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যিনি ইহলোক ও পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন। এইরূপ দৃষ্টিপ্রতিলাভ .... কুশলধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয়। হে ভিক্ষুগণ! আমি .... পরস্পর দৃষ্টিপ্রতিলাভ" বলিয়া ভগবান যাহা বলিয়াছেন তাহা এই কারণেই উক্ত হইয়াছে।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি আত্মভাব (শরীর) প্রতিলাভ সেবিতব্য ও অসেবিতব্য এই দুই প্রকার বলিয়া প্রকাশ করি এবং তাহা পরস্পর আত্মভাব প্রতিলাভ।"- ভগবান কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে। কি কারণে ইহা উক্ত হইয়াছে? ভদন্ত, যেরূপ আত্মভাব প্রতিলাভ অনুসরণ করিলে .... অসেবিতব্য .... সেবিতব্য। কিরূপ আত্মভাব প্রতিলাভ অনুসরণ করিলে অকুশল ধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয় ও কুশল

ধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়? ভদন্ত! ক্ষতিকর অভাবপ্রতিলাভ উৎপাদনের জন্য এবং অপরিনিষ্ঠিতভাবে (অসম্পূর্ণতার) জন্য অকুশল ধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয় ও কুশলভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিরূপ অভাব প্রতিলাভ অনুসরণ .... কুশল ধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয়? ক্ষতিকর অভাব প্রতিলাভ অনুৎপাদনের এবং পরিনিষ্ঠিত ভাবের (সম্পূর্ণত) জন্য অকুশল ধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ও কুশল ধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয়। এই কারণেই ভগবান কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছেঃ "হে ভিক্ষুগণ, আমি .... পরস্পর অভাব প্রতিলাভ"।

ভদন্ত, ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ যাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই তাহা আমি এইরূপ জানি।- উত্তম, উত্তম, শারীপুত্র, তুমি মদীয় সংক্ষিপ্ত ভাষণের যাহা বিশ্লেষণ করা হয় নাই তাহার এইরূপ বিস্তারিত অর্থ এইরূপ জান।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি কায়সমাচার .... পরস্পর কায়সমাচার"- আমার দ্বারা ইহা উক্ত হইয়াছে। কি কারণে ইহা উক্ত হইয়াছে? শারীপুত্র, যেরূপ কায়সমাচার অনুসরণ করিলে অকুশল ধর্ম পরিবর্দ্ধিত .... কায়সমাচার সেবিতব্য। শারীপুত্র, কিরূপ কায়সমাচার অনুসরণ করিলে অকুশল ধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয় এবং কুশল ধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়? শারীপুত্র, এখানে কেহ কেহ প্রাণঘাতী, রুদ্রপ্রকৃতি .... কুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। শারীপুত্র, কিরূপ কায়সমাচার অনুসরণ করিলে অকুশল ধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ও কুশলধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয়? এখানে কেহ কেহ পরিত্যাগ করিয়া .... কুশলধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয়। হে ভিক্ষুগণ, আমি কায়সমাচার .... তাহা পরস্পর কায়সমাচার" এই আমার দ্বারা ইহা উক্ত হইয়াছে এই কারণেই।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি বাক্‌সমাচার .... তাহা পরস্পর" বাক্‌সমাচার আমার দ্বারা উক্ত হইয়াছে। কি কারণে ইহা উক্ত হইয়াছে? শারীপুত্র, যেরূপ বাক্‌সমাচার অনুসরণ করিলে অকুশল ধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয় .... অসেবিতব্য .... সেবিতব্য। কিরূপ বাক্‌সমাচার অনুসরণ .... তাহা পরস্পর অভাব প্রতিলাভ- এই কারণেই আমার দ্বারা ইহা উক্ত হইয়াছে।

শারীপুত্র! আমার সংক্ষিপ্তভাবে ভাষণের বিস্তারিত অর্থ এইরূপ দ্রষ্টব্য।

শারীপুত্র! আমি চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ সেবিতব্য ও অসেবিতব্য, এই দুই প্রকার বলিয়া প্রকাশ করি, শ্রোত-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায় বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য, মনোবিজ্ঞেয় ধর্ম, প্রত্যেকটি সেবিতব্য ও অসেবিতব্য- এই দুই প্রকার বলিয়া প্রকাশ করি।

এইরূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভগবানকে এইরূপ বলিলেন- ভদন্ত! ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ যাহা পূর্বে ব্যাখ্যাত হয় নাই তাহার বিস্তারিত অর্থ এইরূপ জানি।

"শারীপুত্র! আমি চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ .... শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ বিজ্ঞেয় গন্ধ, ... জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস .... কায়বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য .... মনোবিজ্ঞেয় ধর্ম সেবিতব্য ও অসেবিতব্য এই দুই প্রকার বলিয়া প্রকাশ করি" যাহা ভগবান কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে তাহা এই কারণেই ভদন্ত।

ভগবান কর্তৃক পূর্বে ব্যাখ্যাত সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ- আমি এইরূপ জানি। উত্তম শারীপুত্র! উত্তম, তুমি আমার পূর্বে অব্যাখ্যাত সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ এইরূপ জান।

"শারীপুত্র! আমি চক্ষু বিজ্ঞেয়রূপ, সেবিতব্য ও অসেবিতব্য, এই দুই প্রকার বলিয়া প্রকাশ করি।" ইহা আমার দ্বারা উক্ত হইয়াছে। "কি কারণে ইহা উক্ত হইয়াছে? যেরূপ .... মনোবিজ্ঞেয় কর্ম সেবিতব্য ও অসেবিতব্য, এই দুই প্রকার বলিয়া প্রকাশ করি" এইরূপে যাহা আমার দ্বারা উক্ত হইয়াছে তাহা এই কারণেই।

শারীপুত্র! আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ এইরূপ দ্রষ্টব্য।

শারীপুত্র! আমি চীবর .... ভিক্ষান্ন .... বাসস্থান .... গ্রাম, নিগম, নগর, জনপদ, পুদ্গল, ইহাদের প্রত্যেকটি সেবিতব্য ও অসেবিতব্য এই দুই প্রকার বলিয়া প্রকাশ করি।

এইরূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভগবানকে বলিলেন- ভদন্ত ভগবানের এই সংক্ষিপ্ত ভাষণের .... জানিঃ

"শারীপুত্র! আমি .... প্রকাশ করি", এই কারণেই ভগবান কর্তৃক ইহা উক্ত হইয়াছে। ভিক্ষান্ন, বাসস্থান, গ্রাম, নিগম, নগর, জনপদ, পুদ্গল সম্পর্কেও এইরূপ।

শারীপুত্র! সকল ক্ষত্রিয়ের দীর্ঘদিন হিত ও সুখের জন্য আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ জানিতে পারেন। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণমণ্ডল, দেবমনুষ্য সম্পর্কে এইরূপ।

ভগবান এইরূপ বলিলেন। আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভগবানের ভাষণের আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[সেবিতব্য-অসেবিতব্য সূত্র সমাপ্ত]

বহুধাতুক সূত্র (১১৫)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহবান করিয়া বলিলেনঃ "হে ভিক্ষুগণ"! - ভিক্ষুগণ "হ্যাঁ ভদন্ত"! বলিয়া প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান কহিলেন-

হে ভিক্ষুগণ! যে সকল ভয় উৎপন্ন হয় তাহা মুর্খ হইতে উৎপন্ন হয়, পণ্ডিতদের নিকট হইতে নহে। যাহা কিছু উপদ্রব উৎপন্ন হয় তাহা মুর্খ হইতে উৎপন্ন হয়, পণ্ডিতের নিকট হইতে নহে। যে সকল উপসর্গ উৎপন্ন হয় তাহা মূর্খ হইতে উৎপন্ন হয়, পণ্ডিতের নিকট হইতে নহে। যেমন, হে ভিক্ষুগণ! নলাগার বা তৃণাগার হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অভ্যন্তরে উৎক্ষিপ্ত, বহির্ভাগে অবলিপ্ত, নিবাত পুঞ্জিত, অর্গলযুক্ত বদ্ধবাতায়নযুক্ত কূটাগার সকল দগ্ধ করে তেমনি যাহা কিছু ভয় .... পণ্ডিতের নিকট হইতে নহে। এইভাবে, হে ভিক্ষুগণ! মূর্খ হইতেছে ভয়যুক্ত, উপদ্রবযুক্ত ও উপসর্গযুক্ত আর পণ্ডিত হইতেছেন অপ্রতিভয়, অনুপদ্রব ও অনুপসর্গ। পণ্ডিত হইতে কোন ভয়, উপদ্রব ও উপসর্গ নাই। সেইজন্য, হে ভিক্ষুগণ! 'আমরা পণ্ডিত মীমাংসক হইব' তোমাদের এইরূপ শিক্ষণীয়। এইরূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বলিলেন- বলা বাহুল্য, ভদন্ত! কিরূপে পণ্ডিত ব্যক্তি মীমাংসক হন?- আনন্দ! যখন ভিক্ষু ধাতুকুশল, আয়তনকুশল, প্রতীত্য সমুৎপাদকুশল ও স্থান-অস্থান কুশল হয়, তখন পণ্ডিত মীমংসক হন।- বলা বাহুল্য ভদন্ত! কিরূপে ভিক্ষু ধাতুকুশল হন? - আনন্দ! এই আঠর প্রকার ধাতু, যথা- চক্ষুধাতু, রূপধাতু, চক্ষুবিজ্ঞানধাতু, শ্রোত্রধাতু, শব্দধাতু, শ্রোত্রবিজ্ঞানধাতু, ঘ্রাণধাতু, গন্ধধাতু, ঘ্রাণবিজ্ঞানধাতু, জিহ্বাধাতু, রসধাতু, জিহ্বাবিজ্ঞানধাতু, কায়ধাতু, স্পৃষ্টব্যধাতু,

কায়বিজ্ঞানধাতু, মনোধাতু, ধর্মধাতু, মনোবিজ্ঞানধাতু। বলা বাহুল্য, এই আঠরটি ধাতু জানিলে, দেখিলে ভিক্ষু ধাতুকুশল হয়।

ভদন্ত! যথার্থ বলিতে গেলে, অন্য কোন উপায় কি আছে যাহাতে ভিক্ষু ধাতুকুশল হইতে পারে!

আনন্দ! তাহা হইতে পারে। এই ছয়টি ধাতু, যথা- পৃথিবীধাতু, আপধাতু, বায়ুধাতু, তেজধাতু, আকাশধাতু, বিজ্ঞানধাতু, এই ছয় ধাতু জানিলে ভিক্ষু ধাতুকুশল হয়।

ভদন্ত! অন্য কোন উপায় কি আছে যাহাতে ভিক্ষু ধাতুকুশল হইতে পারে?

আনন্দ, তাহা হইতে পারে। এই ছয় ধাতু যথা- সুখধাতু, দুঃখধাতু, সৌমনস্য ধাতু, দৌর্মনস্য ধাতু, উপেক্ষা ধাতু ও অবিদ্যা ধাতু, এই ছয় ধাতু জানিলে, দেখিলে ভিক্ষু ধাতুকুশল হয়।

ভদন্ত! অন্য কোন .... .পারে?

আনন্দ! তাহা হইতে পারে। এই ছয় ধাতু, যথা- কামধাতু, নৈষ্ক্রম্যধাতু, অব্যপাদধাতু, বিহিংসাধাতু, অবিহিংসাধাতু, এই ছয় ধাতু জানিলে, দেখিলে ভিক্ষু ধাতুকুশল হয়।

ভদন্ত! অন্য কোন .... পারে?

আনন্দ! তাহা হইতে পারে। এই তিন ধাতু, যথা- কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতু,। এই তিন ধাতু জানিলে, দেখিলে ভিক্ষু ধাতুকুশল হয়।

ভদন্ত! অন্য কোন .... পারে?

আনন্দ! তাহা হইতে পারে। এই দুই ধাতু সংস্কৃত ধাতু ও অসংস্কৃত ধাতু এই দুই ধাতু .... ধাতুকুশল হয়।

ভদন্ত! কিরূপে ভিক্ষু আয়তনকুশল হয়? আনন্দ! এই ছয় আধ্যাত্মিক (আভ্যন্তরীণ)-বাহ্যিক আয়তন, যথা- চক্ষু ও রূপ, শ্রোত্র ও শব্দ, ঘ্রাণ ও গন্ধ, জিহ্বা ও রস, কায় ও স্পর্শ, মন ও ধর্ম। এই ছয় আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক আয়তন জানিলে, দেখিলে ভিক্ষু আয়তনকুশল হয়।

ভদন্ত! কিরূপে ভিক্ষু প্রতীত্যসমুৎপাদকুশল হয়।

আনন্দ! ভিক্ষু এইরূপ জানেন, ইহা বিদ্যমান থাকিলে তাহা উৎপন্ন হয়, ইহার উৎপত্তিহেতু তাহা উৎপন্ন হয়, ইহা বিদ্যমান না না থাকিলে তাহা হয় না, ইহার নিরোধে তাহা নিরূদ্ধ হয়, যথা- অবিদ্যা প্রত্যয় হইতে সংস্কার, সংস্কার প্রত্যয় হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান প্রত্যয় হইতে নামরূপ, নামরূপ প্রত্যয় হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন প্রত্যয় হইতে স্পর্শ, স্পর্শ প্রত্যয় হইতে বেদনা, বেদনা প্রত্যয় হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা প্রত্যয় হইতে উপাদান, উপাদান প্রত্যয় হইতে ভব, ভব প্রত্যয় হইতে জন্ম, জন্ম প্রত্যয় হইতে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্য সম্ভূত হয়। এইরূপে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়। অবিদ্যার অশেষ বিরাগ নিরোধে সংস্কারনিরোধ, সংস্কারনিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ, বিজ্ঞান-নিরোধে নামরূপনিরোধ, নামরূপ-নিরোধে ষড়ায়তন নিরোধ, ষড়ায়তন-নিরোধে স্পর্শ নিরোধ, স্পর্শ-নিরোধে বেদনানিরোধ, বেদনা-নিরোধে তৃষ্ণানিরোধ, তৃষ্ণা-নিরোধে উপাদাননিরোধ, উপাদান-নিরোধে ভবনিরোধ, ভব-নিরোধে জন্মনিরোধ, জন্ম-নিরোধে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দু:খ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্য নিরুদ্ধ হয়। এইরূপে সমগ্র দু:খস্কন্ধের নিরোধ হয়। এইরূপে আনন্দ! ভিক্ষু প্রতীত্যসমুৎপাদকুশল হয়।

ভদন্ত! কিরূপে ভিক্ষু স্থান- অস্থান (কারণ-অকারণ) কুশল হয়? আনন্দ! এইস্থলে ভিক্ষু এইরূপ জানেনঃ ইহা অসম্ভব, ইহার কোন সুযোগ নাই যে কোন (সম্যক্) দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সংস্কারকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারে, ইহা সম্ভব নহে। বরঞ্চ ইহা সম্ভব যে কোন পৃথগ্জন (সাধারণ মানুষ) সংস্কারকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারে। ইহা অসম্ভব ও অনবকাশযুক্ত যে কোন (সম্যক্) দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সংস্করকে সুখদায়ক বলিয়া স্বীকার করিতে পারে, ইহা সম্ভব নহে। বরঞ্চ ইহা সম্ভব যে কোন পৃথগ্জন .... স্বীকার করিতে পারে। ইহাঅসম্ভব ও অনবকাশযুক্ত যে (সম্যক্) দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ধর্মকে আত্মদৃষ্টিতে গ্রহণ করিতে পারে, ইহা সম্ভব নহে। বরঞ্চ ইহা সম্ভব যে কোন পৃথগ্জন ধর্মকে আত্মদৃষ্টিতে গ্রহণ করে। ইহা অসম্ভব ও অনবকাশযুক্ত .... মাতাকে জীবন হইতে বঞ্চিত (হত্যা) করিতে পারে। বরঞ্চ ইহা সম্ভব যে .... বঞ্চিত করিতে পারে। ইহা অসম্ভব .... পিতাকে জীবন হইতে বঞ্চিত করিতে পারে। ইহা অসম্ভব .... অর্হৎদের জীবন হইতে বঞ্চিত করিতে পারে। ইহা অসম্ভব ও অনবকাশযুক্ত যে (সম্যক্) দৃষ্টি সম্পন্ন দুষ্টচিত্ত ব্যক্তি তথাগতের রক্ত উৎপাদন (হত্যার উদ্দেশে) করিতে পারে। বরঞ্চ ইহা সম্ভব যে দুষ্টচিক্ত পৃথগ্জন তথাগতের রক্ত উৎপাদন করিতে পারে। ইহা অসম্ভ .... সংঘভেদ করিতে পারে। ইহা অসম্ভব .... অন্য একজন শাস্তাকে মানিতে পারে। .... ইহা অসম্ভব ও অনবকাশযুক্ত যে এক লোক-ধাতুতে (জগতে) দুইজন অর্হৎ সম্যক্সম্বুদ্ধ আবির্ভূত হইতে পারেন, ইহা সম্ভব নহে। বরঞ্চ ইহা সম্ভব যে এক লোকধাতুতে একজন অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধ আবির্ভূত হইতে পারেন। ইহা অসম্ভব যে এক লোকধাতুতে দুইজন চক্রবর্তী রাজা আবির্ভূত হইবেন,

ইহা সম্ভব নহে। ইহা সম্ভব যে এক
লোক ধাতুতে একজন চক্রবর্তী রাজা আবির্ভূত হইবেন। ইহা অসম্ভব ও অনবকাশযুক্ত যে একজন স্ত্রী অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইতে পারে, ইহা সম্ভব যে একজন পুরুষ অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইতে পারে। ইহা অসম্ভব যে একজন স্ত্রীলোক চক্রবর্তী রাজা হইতে পারে .... পুরুষ .... পারে। ইহা অসম্ভব .... পুরুষ শক্র হইতে পারে .... মার .... ব্রহ্মা হইতে পারে। ইহা সম্ভব ও অনবকাশযুক্ত যে কায় দুশ্চরিত্রের-বাক্-দুঃশ্চরিত্রের .... মনঃদুশ্চরিত্রের ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ বিপাক (পরিণাম) হইতে পারে। ইহা সম্ভব যে কায়দুশ্চরিত্রের .... অনিষ্ট, অকান্ত, অমনোজ্ঞ বিপাক হইতে পারে। ইহা অসম্ভব ও অনবকাশযুক্ত যে কায়সুচরিত্রের .... অনিষ্ট, অকান্ত, অমনোজ্ঞ বিপাক হইতে পারে। ইহা অসম্ভব অনবকাশযুক্ত যে কায়সুচরিত্রের .... অনিষ্ট, অকান্ত, অমনোজ্ঞ বিপাক হইতে পারে। ইহা সম্ভব যে কায়সুচরিত্রের ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ বিপাক হইতে পারে। ইহা অসম্ভব ও অনবকাশযুক্ত যে কায়দুশ্চরিত্র সমন্বাগত, বাক্‌দুশ্চরিত্র সমন্বাগত, মনঃদুশ্চরিত্র সমন্বাগত বলিয়া সেই হেতু বা প্রত্যয়ের জন্য দেহাবসানে, মৃত্যুর পর সুগতি প্রাপ্ত হয় এবং স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবে। ইহা সম্ভব যে কায়দুশ্চরিত্র সমন্বাগত, বাক্‌দুশ্চরিত্র সমন্বাগত, মনঃদুশ্চরিত্র সমন্বাগত বলিয়া সেই হেতু ও প্রত্যয়ে দেহাবসানে, মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হইবে। ইহা অসম্ভব ও অনবকাশযুক্ত যে কেহ কায়সুচরিত্র সমন্বাগত, বাক্‌সুচরিত্র সমন্বাগত, মনঃসুচরিত্র সমন্বাগত বলিয়া সেই হেতু, সেই প্রত্যয়ের জন্য অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত, নরকে উৎপন্ন হইবে। ইহা সম্ভব যে কায়সুচরিত্র সমন্বাগত .... স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবে। ইহাই সম্ভব বলিয়া সেই

ভিক্ষু জানেন। এইরূপে আনন্দ! বলা বাহুল্য, ভিক্ষু স্থান-অস্থান (সম্ভব-অসম্ভব) কুশল হয়।

এইরূপে উক্ত হইলে অয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বলিলেন- ভদন্ত! ইহা আশ্চর্য্য! অদ্ভুত! এই ধর্মপর্য্যায়ের কি নাম?- তাহা হইলে, আনন্দ এই ধর্মপর্য্যায়ে বহুধাতুক, চারি পরিবর্ত, ধর্মদাস (আয়না), অমৃতদুন্দুভি, অনুত্তর সংগ্রামবিজয় বলিয়া মনে কর।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ সন্তষ্টমনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[বহুধাতুক সুত্র সমাপ্ত]

ঋষিগিরি সূত্র[১] (১১৬)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

এক সময় ভগবান রাজগৃহ সমীপে ঋষিগিরি পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। ভগবান তথায় ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ'!- হ্যাঁ, ভদন্ত'! বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান কহিলেন- ভিক্ষুগণ! তোমরা কি এই বৈভার পর্বত দেখিতে পাইতেছ?- "হ্যাঁ, ভদন্ত!"- "ভিক্ষুগণ! এই বৈভার পর্বতের পূর্বে অন্য সংজ্ঞা ছিল, অন্য প্রজ্ঞপ্তি ছিল। তোমরা কি এই পাণ্ডব পর্বত দেখিতেছ?"- "হ্যাঁ ভদন্ত"- "ভিক্ষুগণ! এই পাণ্ডব পর্বতের পূর্বে অন্য সংজ্ঞা ছিল, অন্য প্রজ্ঞপ্তি ছিল। তোমার কি এই বৈপুল্য পর্বত দেখিতেছ?"- "হ্যাঁ, ভদন্ত।"- "ভিক্ষুগণ, এই বৈপুল্য পর্বতের পূর্বে অন্য সংজ্ঞা ছিল, অন্য প্রজ্ঞপ্তি ছিল।" তোমরা কি গৃধ্রকূট পর্বত দেখিতেছ? "হ্যাঁ ভদন্ত"।- ভিক্ষুগণ! এই গৃধ্রকূট পর্বতের পূর্বে অন্য সংজ্ঞা ছিল অন্য প্রজ্ঞপ্তি ছিল। তোমারা কি এই

---

[১] সূত্রের ব্যাখ্যানুযায়ী সূত্রের নাম ঋষিগিলি (পালি ইসিগিলি)।

ঋষিগিরি পর্বত দেখিতেছ? "হ্যাঁ ভদন্ত।" - "ঋষিগিরি পর্বতের পূর্বে অন্য সংজ্ঞা ছিল, অন্য প্রজ্ঞপ্তি ছিল"।

ভিক্ষুগণ! পূর্বকালে পাঁচশত প্রত্যেকবুদ্ধ এই ঋষিগিরি পর্বতে দীর্ঘদিন ধরিয়া বাস করিতেন। এই পর্বতে প্রবেশ করিবার সময় তাঁহাদের দেখা যাইত, কিন্তু প্রবিষ্ট হইবার পর আর দেখা যাইত না। তখন ইহাকে দেখিয়া মনুষ্যগণ এইরূপ বলিতেনঃ এই পর্বত ঋষিদিগকে গিলিয়া ফেলে, তাহাতে ঋষিগিলি সংজ্ঞা (নাম) উৎপন্ন হইয়াছে। ভিক্ষুগণ! আমি প্রত্যেকবুদ্ধদের নাম বর্ণনা করিব কীর্তন করিব ও দেশনা করিব। তোমরা তাহা মনোযোগ সহকারে শুন। আমি বলিতেছি।- "হ্যাঁ ভদন্ত", বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান কহিলেনঃ

ভিক্ষুগণ! এই ঋষিগিরি পর্বতে অরিষ্ট নামে প্রত্যকবুদ্ধ দীর্ঘদিন বাস করিয়াছিলেন এবং উপারিষ্ট, টগরশিখী, যশস্বী, সুর্দশন, প্রিয়দর্শী, গন্ধার, পিণ্ডোল, উপঋষভ, নীত, তথ, শ্রুতবান্, ভাবিত্ত্ব প্রভৃতি প্রত্যকবুদ্ধগণও দীর্ঘদিন বাস করিয়াছিলেন।

যেইসকল সত্ত্বসার অনিঘ (শান্ত), আকাঙ্খারহিত, যাঁহারা প্রত্যেকেই সম্বোধি লাভ করিয়াছেন, সেইসকল বিশল্য (যন্ত্রণামুক্ত) নরোত্তমদের নাম কীর্তন করিতেছি, তোমরা শ্রবণ করঃ

অরিষ্ট, উপারিষ্ট, টগরশিখী, যশস্বী, সুদর্শন, প্রিয়দর্শী, প্রভৃতি বুদ্ধ, গন্ধার, পিণ্ডোল, উপঋষভ, নীত, তথ, শ্রুতবান্, ভাবিত্ত্ব, শম্ভু, শুভ, মতুল, অষ্টম, অষ্ট সুমেধ, অনিঘ, সুদন্ত প্রভৃতি প্রত্যেকবুদ্ধ যাঁহারা ভবনেত্রিক্ষীণ (পুনর্জন্মবিনষ্ট), মহানুভব হিঙ্গু এবং হিঙ্গ, দুই মুনি জালী ও অষ্টক, কোশলবুদ্ধ, সুবাহু,

উপনেমিষ, নেমিষ, শান্তচিত্ত যিনি সত্যবাদী, বিরজ ও পণ্ডিত, কাল, উপকালল, বিজিত, জিত, অঙ্গ, পঙ্গ, গুপ্তিজাত, প্যশী, যিনি দুঃখমূল, উপধি পরিত্যাগ করিয়াছেন, অপরাজিত যিনি মারসৈন্যকে জয় করিয়াছেন; শাস্তা, প্রবক্তা, শরভঙ্গ, লোমহর্ষক, উচ্চাঙ্গমায়, অসিত, অনাস্রব, মনোময়, মানচ্ছিৎ যিনি মান পরিত্যাগ করিয়াছেন, বন্ধুমান, তদাধিমুক্ত যিনি বিমল ও কেতুমান্, কেতুস্পরাগ, আর্য্য মাতঙ্গ, অচ্যুত, অচ্যুতগাম, ব্যামক, সুমঙ্গল, দর্বিল, সুপ্রতিষ্ঠিত, অসহ্য, ক্ষেম্যভিরত, সৌরত, দুরন্বয়, সঙ্ঘ, উচ্চয়, মুনি হস্য, অনোমনিক্কম, আনন্দ, নন্দ, উপনন্দ, দ্বাদশ অন্তিমদেহদারী ভারদ্বাজ, বোধি, মহানাম এবং আরো কেশী, শিখী, সুন্দর, ভরদ্বাজ, তিষ্য, উপতিষ্য যাঁহারা ভব-বন্ধন ছেদন করিয়াছেন; তৃষ্ণা ছেদনকারী উপসীদরী ও সীদরী, বীতরাগ মঙ্গলবুদ্ধ, দঃখমূল- (রাগ) জালছেদনকারী ঋষভ, শান্তপদলাভী উপনীত, উপোসথ, সুন্দর, সত্যনাম, জেত, জয়ন্ত, পদ্ম, উৎপল, পদ্মোত্তর, রক্ষিত, পর্বত, মানস্তব্ধ, বীতরাগ, শোভিত, সুবিমুক্তচিত্ত, কৃষ্ণ, বুদ্ধ- ইহারা এবং অন্যান্য মহানুভব প্রত্যেকবুদ্ধ যাঁহাদের ভবনেত্রি ক্ষীণ হইয়াছেন এই সকল সম্পূর্ণরূপে নির্বাণ- প্রাপ্ত মহর্ষিকে বন্দনা কর।

[ঋষিগিরি সূত্র সমাপ্ত]

মহাচত্ত্বারিংশৎ সূত্র (১১৭)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন 'হে ভিক্ষুগণ'! আমি তোমাদের নিকট কারণযুক্ত ও পরিস্কারমুক্ত[১] আর্য্য সম্যক্ সমাধি দেশনা করিব, তোমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান কহিলেন- হে ভিক্ষুগণ, প্রত্যয় ও পরিস্কারযুক্ত আর্য্য সম্যক্ সমাধি কি কি? যেমন, সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সস্কল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ আজীব ও সম্যক্ স্মৃতি। ভিক্ষুগণ! সপ্তাঙ্গের দ্বারা চিত্তের যে একাগ্রতা পরিস্কৃত হয়,[২] তাহাকেই বলা হয় প্রত্যয় ও পরিস্কারযুক্ত আর্য্য সম্যক্ সমাধি।

হে ভিক্ষুগণ! সম্যক্ দৃষ্টি পূর্বগামী হয়। ভিক্ষুগণ! কিরূপে সম্যক্ দৃষ্টি পূর্বগামী হয়? যখন মিথ্যাদৃষ্টিকে মিথ্যাদৃষ্টি বলিয়া জানে, সম্যক্ দৃষ্টিকে সম্যক্ দৃষ্টি বলিয়া জানে- তাহাই সম্যক্ দৃষ্টি। ভিক্ষুগণ! মিথ্যাদৃষ্টি কি? কি? দান নাই, ইষ্ট নাই, হোত্র নাই, সুকৃত দষ্কৃত কর্মের ফল ও বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা নাই, পিতা নাই, ঔপপাতিক সত্ত্বা নাই, সম্যক্গত, সম্যক্পন্থী এমন কোন শ্রমণ ব্রাহ্মণ নাই যিনি ইহলোক ও পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া উহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারেন। এইরূপেই, হে ভিক্ষুগণ! মিথ্যাদৃষ্টি হয়। ভিক্ষুগণ! সম্যক্ দৃষ্টি কি? ভিক্ষুগণ! আমি দুই প্রকার সম্যক্ দৃষ্টি

---

[১] স- উপনিসং তি সপচ্চয়ং, সপরিক্খারং তি সপরিবারং-প.সূ.

[২] পরিক্খতা তি পরিবারিতো অর্থাৎ পরিবৃত-প.সূ.

সম্পর্কে বলিঃ আসবযুক্ত, পুণ্যভাগী, উপাধিফলদায়ী সম্যক্ দৃষ্টি ও আর্য্য, অনাসব লোকোত্তর ও মার্গাঙ্গ সম্যক্ দৃষ্টি। ভিক্ষুগণ! আসবযুক্ত .... সম্যক্ দৃষ্টি কি? দান আছে, ইষ্ট আছে, ... স্বরূপ প্রকাশ করেন .... ইহাই আসবযুক্ত .... সম্যক্ দৃষ্টি। ভিক্ষুগণ! আর্য্য অনাসব .... কি? যে প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-বল, ধর্মবিচয়সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ, মার্গাঙ্গ সম্যক্ দৃষ্টি আর্য্যমার্গের ভাবনার দ্বারা আর্য্যচিত্তের ও আর্য্যমার্গের সমঙ্গীভূত-তাহাই আর্য্য, অনাসব .... সম্যক্ দৃষ্টি। মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য ও সম্যক্ দৃষ্টি লাভের জন্য যে প্রচেষ্টা তাহাই সম্যক্ ব্যায়াম। তিনি স্মৃতিসহকারে মিথ্যাদৃষ্টি পরিহার করেন ও সম্যক্ দৃষ্টি লাভ করিয়া বিহার করেন, ইহাই সম্যক্ স্মৃতি। এইরূপে সম্যক্ দৃষ্টিকে কেন্দ্র করিয়া তিনটি ধর্ম, অনুপরিধাবিত ও অনুপরিবর্তিত হয়, তিনটি ধর্ম যথা- সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি।

ভিক্ষুগণ! সম্যক্ দৃষ্টি পূর্বগামী হয়। কিরূপে সম্যক্দৃষ্টি পূর্বগামী হয়? তিনি মিথ্যা সংকল্পকে মিথ্যা সংকল্প বলিয়া এবং সম্যক্ সংকল্পকে সম্যক্ সংকল্প বলিয়া জানেন, ইহাই সম্যক্ দৃষ্টি। মিথ্যা সংকল্প কি? কামসংকল্প, ব্যাপাদসংকল্প, বিহিংসাসংকল্প, ইহাই মিথ্যা সংকল্প। সম্যক্ সংকল্প কি? ভিক্ষুগণ! আমি দুই প্রকার সম্যক্সংকল্প বর্ণনা করিঃ আসবযুক্ত সম্যক্ সংকল্প ও আর্য্য .... সম্যক্ সংকল্প। ভিক্ষুগণ! আসবযুক্ত .... সম্যক্ সংকল্প কি? নৈষ্ক্রম্য সংকল্প, অব্যাপাদ সংকল্প, অবিহিংসা সংকল্প, ইহাই আসবযুক্ত .... সম্যক্ সংকল্প। ভিক্ষুগণ! আর্য্য, অনাসব .... সম্যক্ সংকল্প কি? যে তর্ক, বির্তক, সংকল্প, চিত্তের অর্পণ ব্যর্পণ, অভিনিরোপনজনিত বাক্সংস্কার আর্য্যমার্গের ভবনার দ্বারা আর্য্য

চিত্তের অনাসবচিত্তের ও আর্য্যমার্গের
সমঙ্গীভূত, তাহাই আর্য্য অনাসব সম্যক্ সংকল্প। তিনি মিথ্যা সংকল্প পরিত্যাগের জন্য, সম্যক্ সংকল্প অর্জনের জন্য চেষ্টা করেন ইহাই সম্যক্ ব্যায়াম। তিনি স্মৃতি সহকারে মিথ্যা সংকল্প ত্যাগ করেন ও সম্যক্ সংকল্প অর্জন করেন- ইহাই সম্যক্ স্মৃতি। এইরূপে সম্যক্ সংকল্পকে কেন্দ্র করিয়া .... অনুপরিধাবিত ও অনুপরিবর্তিত হয়, যথা- সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ ব্যায়াম ও সম্যক্ স্মৃতি।

ভিক্ষুগণ! সম্যক্ দৃষ্টি পূর্বগামী হয়। কিরূপে .... হয়? কেহ মিথ্যা বাক্যকে মিথ্যাবাক্য বলিয়া জানে .... ইহাই সম্যক্ দৃষ্টি। মিথ্যা বাক্য কি? মিথ্যা কথা, পিশুন বাক্য, কর্কশ বাক্য ও সম্প্রলাপ, ইহাই মিথ্যা বাক্য। সম্যক্ বাক্য কি? ভিক্ষুগণ! আমি সম্যক্ বাক্য দুই প্রকার বলিয়া বর্ননা করি। আসবযুক্ত .... মার্গাঙ্গ সম্যক্ বাক্য। ভিক্ষুগণ! আসবযুক্ত .... উপধি ফলদায়ী সম্যক্ বাক্য কি? মিথ্যা ভাষণ হইতে বিরতি, পিশুন বাক্য হইতে বিরতি, কর্কশ বাক্য হইতে বিরতি ও সম্প্রলাপ হইতে বিরতি- ইহাই .... উপধি পরিনামী সম্যক্ বাক্য। আর্য্য অনাসব .... মার্গঙ্গ সম্যক্ বাক্য কি? চারি প্রকার বাক্‌দুশ্চরিত্র হইতে আরতি (নিবৃতি) বিরতি, প্রতিবিরতি ও বিরমণ আর্য্য চিত্তের .... সমঙ্গীভূত, তাহাই আর্য্য, অনাসব .... সম্যক্ বাক্য। তিনি মিথ্যা বাক্য পরিত্যাগের জন্য ও সম্যক্ বাক্য কথনের জন্য চেষ্টা করেন। ইহাই সম্যক্ ব্যায়াম। তিনি স্মৃতি সহকারে মিথ্যাবাক্য ত্যাগ করেন, সম্যক্‌বাক্য সম্পদন করিয়া বিহার করেন। ইহাই সম্যক্ স্মৃতি। এইরূপে সম্যক্‌বাক্যকে কেন্দ্র করিয়া .... সম্যক্‌স্মৃতি।

ভিক্ষুগণ! সম্যক্‌দৃষ্টি পূর্বগামী হয়। কিরূপে .... পূর্বগামী হয়? কেহ মিথ্যা কর্মকে মিথ্যা কর্ম বলিয়া, সম্যক্ র্কমকে সম্যক্ কর্ম বলিয়া জানে, তাহাই সম্যক্ দৃষ্টি। মিথ্যা কর্ম কি? প্রাণীহত্যা, অদত্তগ্রহণ, কামে মিথ্যাচার (ব্যভিচার) মিথ্যাকর্ম। সম্যক্ কর্ম কি? সম্যক্ কর্ম .... দুই প্রকার বলিয়া বর্ণনা করি। আসবযুক্ত .... সম্যক্ কর্ম ও আর্য্য, অনাসব..সম্যক্ কর্ম। প্রাণীহত্যা হইতে বিরতি, অদত্ত গ্রহণ .... কামে ব্যভিচার হইতে বিরতি- ইহাই আসবযুক্ত .... সম্যক্ কর্ম। আর্য্য অনাসব .... কি? কায়দুশ্চরিত্র হইতে আরতি, বিরতি .... ইহাই সম্যক্ কর্ম। তিনি মিথ্যা কর্ম পরিত্যাগের জন্য .... সম্যক্‌স্মৃতি।

ভিক্ষুগণ! সেইস্থলে সম্যক্‌দৃষ্টি পূর্বগামী হয়। কিরূপে .... হয়? কেহ মিথ্যা জীবিকাকে মিথ্যা জীবিকা বলিয়া, সম্যক্ জীবিকাকে সম্যক্ জীবিকা বলিয়া জানে- তাহাই সম্যক্‌দৃষ্টি। মিথ্যা জীবিকা কি? কুহুনা (শঠতা), লপনা (ভিক্ষার জন্য অস্পষ্ট মন্ত্রোচ্চারণ), নৈমিত্তিকতা (ভবিষ্যৎ গণনা)। নিষ্পেষিকতা (যাদুবৃত্তি), লাভের জন্য লাভগৃধ্নু হইয়া জীবিকার্জন, ইহাই মিথ্যা জীবিকা। সম্যক্ জীবিকা কি? আমি সম্যক্ জীবিকা দুই প্রকার .... মার্গাঙ্গ। এইস্থলে আর্য্যশ্রাবক মিথ্যা জীবিকা পরিত্যাগ করিয়া সম্যক্ জীবিকা দ্বারা জীবন ধারন করেন- ইহাই আসবযুক্ত .... সম্যক্ জীবিকা। আর্য্য অনাসব..কি? যে মিথ্যা জীবিকা হইতে বিরতি .... সম্যক্ স্মৃতি। ভিক্ষুগণ! সম্যক্ দৃষ্টি কিরূপে পূর্বগামী হয়? ভিক্ষুগণ! সম্যক দৃষ্টি হইতে সম্যক্ সংকল্প উৎপন্ন হয়, সম্যক্ সংকল্প হইতে সম্যক্ বাক্, সম্যক্ বাক্ হইতে সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ কর্ম হইতে সম্যক্ জীবিকা, সম্যক্ জীবিকা হইতে সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ ব্যায়াম হইতে সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ স্মৃতি হইতে

সম্যক্ সমাধি, সম্যক্ সমাধি হইতে
সম্যক্ জ্ঞান। সম্যক্ জ্ঞান হইতে সম্যক্ বিমুক্তি উৎপন্ন হয়। এইরূপে শৈক্ষ্যের প্রতিপদ (মার্গ) অষ্টাঙ্গযুক্ত ও অর্হতের দশাঙ্গযুক্ত হয়।

ভিক্ষুগণ! সেইস্থলে সম্যক্ দৃষ্টি .... পূর্বগামী হয়? সম্যক্ দৃষ্টি সম্পন্নের[১] মিথ্যা দৃষ্টি নির্জীর্ণ হয় এবং মিথ্যা দৃষ্টি জনিত যে পাপ ও অকুশল ধর্ম- উৎপন্ন হয় তাহা নির্জীর্ণ হয়, সম্যক্ দৃষ্টিজনিত বহু কুশল ধর্ম পরিভাবনা ও পরিপূর্ণতা লাভ করে। সম্যক্ সংকল্প দ্বারা মিথ্যা সংকল্প .... সম্যক্ বাক্ সম্পন্নের মিথ্যা বাক্ .... সম্যক্ কর্ম সম্পন্নের মিথ্যা কর্ম..সম্যক্ জীবির মিথ্যা জীবিকা .... সম্যক্ ব্যায়াম সম্পন্নের মিথ্যা ব্যায়াম .... সম্যক্ স্মৃতি দ্বারা মিথ্যা স্মৃতি .... সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি দ্বারা মিথ্যা সমাধি .... সম্যক্ জ্ঞানসম্পন্নের মিথ্যা জ্ঞান, সম্যক্ বিমুক্তি প্রাপ্তের মিথ্যা বিমুক্তি .... পরিভাবনা ও পরিপূর্ণতা লাভ করে। এইভাবে কুশল পক্ষে বিশটি, অকুশল পক্ষে বিশটি ধর্ম। যে মহাচত্বারিংশৎ ধর্মপর্য্যায় প্রবর্তিত তাহা কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বা দেব বা মার বা ব্রহ্ম বা জগতের কোন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা অপ্রতিবর্তনীয়। ভিক্ষুগণ! যে শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এই মহাচত্বারিংশৎ ধর্মপর্য্যায়কে নিন্দনীয় ও তিরস্কৃতব্য মনে করেন দৃষ্টধর্মে তাহার যুক্তি ধর্মানুযায়ী বাদনুবাদ নিন্দার কারণ হয়। ভবদীয় ব্যক্তি সম্যক্ দৃষ্টিকে নিন্দা করে, মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন শ্রমণ ব্রাহ্মণ তাহার পূজ্য ও প্রশংসাপ্রাপ্ত, যে ভবদীয় ব্যক্তি সম্যক্ সংকল্পকে .... সম্যক্ কর্মকে .... সম্যক্ জীবিকাকে .... সম্যক্ ব্যায়ামকে .... সম্যক্ স্মৃতিকে .... সম্যক্ সমাধিকে .... সম্যক্ বিমুক্তিকে নিন্দা করে, মিথ্যাসংকল্পসম্পন্ন

---

[১] মগ্গসস্মা দিট্ঠিয়ং টিতস্স পুগ্গলস্স-প.সূ.।

.... মিথ্যাবিমুক্তি প্রাপ্ত শ্রমণ ব্রাহ্মণ তাহার পূজ্য ও প্রশংসাপ্রাপ্ত। যে শ্রমণ ব্রাহ্মণ এই মহাচত্বারিংশৎ ধর্মপর্য্যায়কে .... নিন্দার কারণ হয়। যাহারা উৎকলবাসী,[১] বর্ষ ও ভণ্যা[২] অহেতুবাদী, অকার্যবাদী, তাহারা মহাচত্বারিংশৎ ধর্মপর্য্যায়কে নিন্দনীয় ও তিরস্কৃতব্য বলিয়া মনে করে না। তাহা কি কারণে? নিন্দা বিদ্রূপ তিরস্কারের ভয়ে।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্টমনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[মহাচত্বরিংশৎ সূত্র সমাপ্ত]

আনাপান স্মৃতি সূত্র (১১৮)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

এক সময়ে ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে পূর্বারামে মৃগারমাতৃ প্রাসাদে আয়ুষ্মান শারীপুত্র, মহামৌদ্গল্যায়ন, মহাকাশ্যপ, মহাকাত্যায়ন, মহাকৌষ্ঠিত, মহাকল্পিন, মহাচুন্দ, অনিরুদ্ধ, রেবত, আনন্দ প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ স্থবির ও অন্যান্য অভিজ্ঞাত স্থবিরও শিষ্যদের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। তখন জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণ নবীন ভিক্ষুদিগকে উপদেশ ও অনুশাসন প্রদান করিতেন। কতিপয় স্থবির দশজন ভিক্ষুকে, কতিপয় স্থবির বিশজন ভিক্ষুকে, কতিপয় স্থবির ত্রিশজন .... চল্লিশজন ভিক্ষুকে উপদেশ ও অনুশাসন প্রদান করিতেন। সেই নবীন ভিক্ষুগণ স্থবিরদের দ্বারা উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হইয়া (ধ্যানে) উত্তম ধারাবাহিক বিশেষজ্ঞান লাভ করিতেন। তখন ভগবান সেই উপোসথ দিবসে পঞ্চদর্শীর পূর্ণ

---

[১] উৎকল জনপদবাসী- প.সু।

[২] দুইজন ব্যক্তির নাম - প.সু।

পূর্ণিমার রাত্রিতে প্রবারণার পর
ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হইয়া উন্মুক্ত স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন।

অতঃপর ভগবান তুষ্ণীভূত সঙ্ঘকে অবলোকন করিয়া আহ্বান করিয়া বলিলেনঃ হে ভিক্ষুগণ! এই প্রতিপদের জন্য আমি আরদ্ধচিত্ত (সন্তুষ্ট)। সুতরাং তোমরা অপ্রাপ্তকে প্রাপ্তির জন্য, অনধিগতকে অধিগত করিবার জন্য এবং অসাক্ষাৎকৃতকে সাক্ষাৎ (উপলব্ধি) করিবার জন্য আরও অধিকমাত্রায় শক্তি প্রয়োগ কর, আমি এই শ্রাবস্তীতে চাতুর্মাসী কৌমুদীতে ফিরিয়া আসিব। জনপদের ভিক্ষুগণ শুনিলেন, ভগবান নাকি চাতুর্মাসী কৌমুদীতে (বর্ষার শেষে কার্তিক পূর্ণিমার পর যখন পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়) শ্রাবস্তীতে আসিবেন। সেই জনপদের ভিক্ষুগণ ভগবানকে দেখিবার জন্য শ্রাবস্তীতে আসিলেন। সেই স্থবির ভিক্ষুগণ নব্য ভিক্ষুদিগকে অধিকমাত্রায় উপদেশ ও অনুশাসন প্রদান করিতে লাগিলেন। কতিপয় স্থবির দশজন ভিক্ষুকে .... চল্লিশজন ভিক্ষুকে উপদেশ ও অনুশাসন প্রদান করিলেন। সেই সকল নব্য ভিক্ষুগণ স্থবিরদের দ্বারা উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হইয়া বিশেষ উত্তম জ্ঞান লাভ করেন। সেই সময় ভগবান সেই উপোসথ দিবসে উপবিষ্ট ছিলেন।

অতঃপর ভগবান তুষ্ণীভূত .... আহ্বান করিয়া বলিলেনঃ ভিক্ষুগণ! পরিষদ্ অপ্রলাপ, নিস্প্রলাপ, শুদ্ধ ও সারবস্তুতে প্রতিষ্ঠিত। সেইরূপ এই ভিক্ষুসঙ্ঘ যেমন এই পরিষদ, আহ্বানীয়, প্রাহ্বানীয়, দাক্ষিণেয়্য, অঞ্জলিকরণীয় এবং লোকের (জগতের) অনুত্তর পূণ্যক্ষেত্র নামে অভিহিত। সেইরূপ এই ভিক্ষুসঙ্ঘকে অল্প কিছু দিলে তাহা বহু হইয়া যায়, বহু দিলে বহুতর হইয়া যায়। সেইরূপ ভিক্ষুসঙ্ঘ, যেমন এই পরিষদ, পৃথিবীতে দুর্লভ। এই

ভিক্ষুসঙ্ঘকে দেখিবার জন্য স্কন্ধে খাদ্যথলি[১] বহন করিয়া বহুযোজন পর্যন্ত গমন প্রয়োজন। ভিক্ষুগণ! এই ভিক্ষুসঙ্ঘে বহু ভিক্ষু আছেন যাঁহারা অর্হৎ, ক্ষীণাসব, ব্রতসম্পন্ন, কৃতকার্য অপনীতভার, সদর্থপ্রাপ্ত পরিক্ষীণভবসংযোজন ও সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা বিমুক্ত। ভিক্ষুসঙ্ঘে এইরূপ ভিক্ষুগণ আছেন যাঁহারা পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজনের ক্ষয় করিয়া ঔপপাতিক হইয়া নির্বাণলাভী হইয়াছেন এবং সেই লোক হইতে আর প্রত্যাবর্তন করিবেন না। এই ভিক্ষুসঙ্ঘে বহু ভিক্ষু আছেন যাঁহারা ত্রিবিধ সংযোজন ক্ষয় করিয়া রাগ-দ্বেষ-মোহ অতিক্রম করিয়া সকৃদাগামী হইয়া আরেকবারমাত্র এই পৃথিবীতে আসিয়া দুঃখের অন্ত করিবেন। এই ভিক্ষুসঙ্ঘে এইরূপ বহু ভিক্ষু আছেন যাঁহারা ত্রিবিধ সংযোজন ক্ষয় করিয়া স্রোতাপন্ন ও অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধি পরায়ন। এই ভিক্ষুসঙ্ঘে এইরূপ বহু ভিক্ষু আছেন যাঁহারা চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনায় অনুযুক্ত হইয়া বিহার করেন। এই ভিক্ষুসঙ্ঘে .... যাঁহারা চারি সম্যক্ প্রধানের ভাবনায় অনুযুক্ত .... চারি ঋদ্ধিপাদের ভাবনায় অনুযুক্ত .... পঞ্চ ইন্দ্রিয় ভাবনায় অনুযুক্ত .... পঞ্চ বলের ভাবনায় .... সপ্ত বোধ্যঙ্গের ভাবনায় .... আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের ভাবনায় .... মৈত্রী ভাবনায় .... করুণা ভাবনায় .... মুদিতা ভাবনায় .... উপেক্ষা ভাবনায় .... অশুভ ভাবনায় .... অনিত্যসংজ্ঞা ভাবনায় .... আনাপান স্মৃতি ভাবনায় অনুযুক্ত হইয়া বিহার করেন। ভিক্ষুগণ! আনাপান স্মৃতি যখন ভাবিত হয় তখন ইহা মহাফলপ্রসু ও মহার্থবহ, মহা-উপকারদায়ক হয়। আনাপান স্মৃতি যখন ভাবিত ও বহুলকৃত (বর্ধিত) হয়, তাহা চারি স্মৃতিপ্রস্থানকে পরিপূর্ণ করে, চারি স্মৃতিপ্রস্থান যখন ভাবিত ও

[১] । পুটোসেন এর অন্য পাঠ পুটংসো দৃষ্ট হয়- প.সূ.।

বহুলকৃত হয়, তাহা সপ্তবোধ্যঙ্গকে
পরিপূর্ণ করে, সপ্তবোধ্যঙ্গ যখন ভাবিত ও বহুলকৃত হয়, তাহা বিদ্যামুক্তিকে পরিপূর্ণ করে। ভিক্ষগণ! কিরূপে আনাপান স্মৃতি ভাবিত, বহুলকৃত, মহাফলপ্রসু ও মহার্থবহ হয়? ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু অরণ্যগত (বনে যাইয়া), বৃক্ষমূলগত শূন্যাগারগত (শূন্যগারে প্রবেশ করিয়া) ঋজুদেহে প্রণিধানের জন্য অভিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া পর্য্যস্কাসনে উপবেশন করেন। তিনি স্মৃতি মান হইয়া শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করেন। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিলে 'দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিতেছি', হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করিলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করিতেছি' বলিয়া প্রকৃষ্টভাবে জানেন। তিনি সর্বকার প্রতিসংবেদী (সর্বদেহে অনুভুত) শ্বাস গ্রহণ করিতে এবং নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন। সর্বকায়সংস্কার (যাবতীয় দৈহিক ক্রিয়া) উপশান্ত করিয়া শ্বাসগ্রহণ করিতে এবং নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন। তিনি প্রীতি সংবেদী (প্রীতিজ্ঞাত) হইয়া 'আমি শ্বাস গ্রহণ এবং নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছি সুখ সংবেদী' .... চিত্তসংস্কার প্রীতিসংবেদী .... চিত্ত প্রমোদিত করিয়া .... (ধ্যানে) চিত্ত সম্যক্‌রূপে স্থাপন করিয়া .... চিত্তবিমোচন করিয়া (পঞ্চস্কন্ধের) অনিত্যানুদর্শী (আদানমুক্ত চিক্ত) হইয়া 'শ্বাস গ্রহণ ও নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছি' বলিয়া শিক্ষা করেন। এইরূপে ভাবিত হইয়া আনাপান স্মৃতি বর্ধিত মহাফলপ্রসূ ও মহাউপকারদায়ক হয়।

ভিক্ষুগণ! কিরূপে আনাপানস্মৃতি ভাবিত হয়? কিরূপে বর্ধিত হইয়া চারি স্মৃতিপ্রস্থানকে পরিপূর্ণ করে? ভিক্ষুগণ! যে সময় কোন ভিক্ষু দীর্ঘশ্বাস গ্রহণকালে "দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিতেছি .... কায়সংস্কার উপশান্ত করিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিব" বলিয়া শিক্ষা করেন। সেই সময়ে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী, আতাপী, সম্প্রজ্ঞাত

ও স্মৃতিমান হইয়া জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য দূরীভূত করেন। ভিক্ষুগণ! চতুর্বিধ কায়ের মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাস অন্যতম একটি বলিয়া আমি বলি। সুতরাং সেই সময়ে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী, আতাপী, সম্প্রজ্ঞাত, স্মৃতিমান হইয়া জগতে অভিধ্যা-দৌর্মনস্য দূরীভূত করেন। ভিক্ষুগণ! সেই সময়ে ভিক্ষু 'প্রীতিসংবেদী হইয়া শ্বাস গ্রহণ করিব, চিত্তসংস্কার উপশান্ত করিয়া নিঃশ্বাস ত্যাগ করিব' বলিয়া শিক্ষা করেন। সেই সময়ে তিনি বেদনায় বেদনানুদর্শী, আতাপী, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হইয়া জগতে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দূরীভূত করেন। ত্রিবিধ বেদনার মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য উত্তমরূপে মনঃসংযোগ একটি অন্যতম বলিয়া আমি বলি; সুতরাং সেই ভিক্ষু .... দূরীভূত করেন। ভিক্ষুগণ! সেই সময়ে ভিক্ষু 'চিত্তপ্রীতি-সংবেদী হইয়া শ্বাস গ্রহণ করিব .... চিত্তবিমোচন করিয়া নিঃশ্বাস ত্যাগ করিব' বলিয়া শিক্ষা করেন। সেই সময়ে ভিক্ষু চিত্তে চিত্তানুদর্শী, আতাপী, ... অভিধ্যা-দৌর্মনস্য দূরীভূত করেন। ভিক্ষুগণ! আমি মূঢ়স্মৃতি ও অসম্প্রজ্ঞাতের আনাপানস্মৃতি ভাবনা সর্ম্পকে কিছু বলি না। সুতরাং সেই ভিক্ষু চিত্তে চিত্তানুদর্শী, আতাপী .... দৌর্মনস্য দূরীভূত করেন।

ভিক্ষুগণ! যখন ভিক্ষু 'অনিত্যানুদর্শী হইয়া শ্বাস গ্রহণ করিব.. বিসর্জনানুদর্শী হইয়া নিঃশ্বাস ত্যাগ করিব' বলিয়া শিক্ষা করেন, সেই সময় ভিক্ষু ধর্মে ধর্মানুদর্শী, আতাপী .... দৌর্মনস্য দূরীভূত করেন। তিনি অভিধ্যাদৌর্মনস্যের যাহা ত্যাগ, তাহা প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করিয়া উৎত্তমরূপে সম্পূর্ণ উপেক্ষা পরায়ন হন। সুতরাং ভিক্ষু ধর্মগুলির মধ্যে ধর্মানুদর্শী হইয়া দৌর্মনস্য .... দূরীভূত

করে। এইরূপে আনাপানস্মৃতি ভাবিত
ও বর্ধিত হইয়া চারি স্মৃতিপ্রস্থানকে পরিপূর্ণ করে।

ভিক্ষুগণ! কিরূপে চারিপ্রস্থান ভাবিত ও বর্ধিত হইয়া সপ্তবোধ্যঙ্গকে পরিপূর্ণ করে? যে সময়ে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী, আতাপী .... দৌর্মনস্য দূরীভূত করেন, সেই সময়ে তাঁহার স্মৃতি উপস্থিত থাকে ও সংমূঢ় হয় না। যে সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি উপস্থিত ও অসংমূঢ় থাকে, সেই সময়ে তাঁহার স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ আরব্ধ হয়, ভিক্ষু তখন স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গকে ভাবনা করেন, সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণতা লাভ করে। তিনি সেইরূপ স্মৃতিসহকারে বিহার করিয়া প্রজ্ঞার দ্বারা সেই ধর্মকে অনুসন্ধান করেন, বিশ্লেষণ করেন ও পরীক্ষা করেন। যে সময়ে ভিক্ষু সেইরূপ স্মৃতিসহকারে .... পরীক্ষা করেন, সেই সময়ে ভিক্ষুর ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ আরব্ধ হয়, তখন ভিক্ষু ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গকে ভাবনা করেন, সেইসময়ে ভিক্ষুর ধর্মবিচয়ের সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণতা লাভ করে। সেই ধর্মকে (বিষয়কে) প্রজ্ঞার দ্বারা অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করার ফলে তাঁহার মধ্যে অবিচল বীর্য্য আরব্ধ হয়। ভিক্ষুগণ! যে সময়ে ভিক্ষুর সেই ধর্মকে .... আরব্ধ হয়, ভিক্ষু বীর্য্যসম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন, তাঁহার বীর্য্যসম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণতা লাভ করে। আরব্ধ বীর্য্যের নিরামিষ (নিষ্কাম) প্রীতি উৎপন্ন হয়। যে সময়ে আরব্ধবীর্য্য ভিক্ষুর নিরামিষ প্রীতি উৎপন্ন হয়, সেই তাঁহার প্রীতিসম্বোধ্যঙ্গ আরব্ধ হয়, ভিক্ষু প্রীতিসম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন, তাঁহার প্রীতিসম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণতা লাভ করে। প্রীতমনের দেহ শান্ত হয়, চিত্ত শান্ত হয়। যখন প্রীতমন ভিক্ষুর .... শান্ত হয়, তখন ভিক্ষু প্রশ্রদ্ধিবোধ্যঙ্গ আরব্ধ হয়, ভিক্ষু প্রশ্রদ্ধিবোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন .... পরিপূর্ণতা লাভ করে। সুখসম্পন্ন

প্রশ্রদ্ধ কায়ের চিত্ত সমাধিস্থ হয়। যখন ভিক্ষুর সুখসম্পন্ন .... সমাধিস্থ হয়, সেই সময় তাঁহার সমাধিসম্বোধ্যঙ্গ আরব্ধ হয়, ভিক্ষু সমাধিসম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন .... পরিপূর্ণতা লাভ করে। এইভাবে সমাহিত চিত্ত উত্তমরূপে সম্পূর্ণ উপেক্ষাযুক্ত হয়। যে সময়ে ভিক্ষুর সমাহিত চিত্ত .... উপেক্ষিত হয়, সেই সময়ে তাঁহার উপেক্ষাসম্বোধ্যঙ্গ আরব্ধ হয়, ... পরিপূর্ণতা লাভ করে। যে সময়ে ভিক্ষু বেদনায় .... চিত্তে .... ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া আতাপী .... দৌর্মনস্য দূরীভূত করন। সেই সময়ে তাঁহার স্মৃতি উপস্থিত ও অসংমূঢ় হয়। যখন ভিক্ষুর স্মৃতি উপস্থিত ও অসংমূঢ় হয়, তখন তাঁহার স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ আরব্ধ হয় .... পরিপূর্ণতা লাভ করে। তিনি এইভাবে স্মৃতিসহকারে বিহার করার জন্য সেই ধর্মকে প্রজ্ঞার দ্বারা অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিতে পারেন। যখন ভিক্ষু এইভাবে স্মৃতিমান .... পরীক্ষা করেন, তখন তাঁহার ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ আরব্ধ হয় .... পরিপূর্ণতা লাভ করে। সেই ধর্মকে প্রজ্ঞার দ্বারা অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করার ফলে তাঁহার অবিচল বীর্য্য আরব্ধ হয়। তখন ভিক্ষুর সেই ধর্মকে .... অবিচল বীর্য্য আরব্ধ হয় .... পরিপূর্ণতা লাভ করে। আরব্ধ বীর্য্যের নিরামিষ প্রীতি উৎপন্ন হয়। যখন আরব্ধবীর্য্য ভিক্ষুর নিরামিষ প্রীতি উৎপন্ন হয় .... প্রীতিসম্বোধ্যঙ্গ পরিপূর্ণতা লাভ করে। প্রীতিমনের দেহ শান্ত হয় .... প্রশ্রদ্ধিসম্বোধ্যঙ্গ পরিপূর্ণতা লাভ করে। সুখসম্পন্ন প্রশ্রদ্ধকায়ের .... সম্পূর্ণ উপেক্ষাযুক্ত হয়। যখন সমাহিত চিত্ত সম্পূর্ণ উপেক্ষাযুক্ত হয় .... উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ পরিপূর্ণতা লাভ করে। ভিক্ষুগণ! এইরূপে চারি স্মৃতি প্রস্থান ভাবিত ও বর্ধিত হইয়া সপ্তবোধ্যঙ্গকে পরিপূর্ণ করে।

ভিক্ষুগণ! কিরূপে সপ্তবোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়? কিরূপে বর্ধিত হইয়া বিদ্যামুক্তিকে পরিপূর্ণ করে? ভিক্ষুগণ! এই স্থলে বিভাবনা বিবেক-বিরাগ-নিরোধ নিশ্রিত (আশ্রিত), বিসর্জন পরিণামী স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন। ধর্মবিচয়সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য্যসম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতিসম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধিসম্বোধ্যঙ্গ, সমাধিম্বোধ্যঙ্গ, উপেক্ষাসম্বোধ্যঙ্গ সম্পর্কেও এইরূপ। সপ্তবোধ্যঙ্গ এইরূপে ভাবিত ও বর্ধিত হইয়া বিদ্যাবিমুক্তিকে পরিপূর্ণ করে।

ভগবান এইরূপ বলিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্টমনে ভগবানের ভাষনে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[আনাপান স্মৃতি সুত্র সমাপ্ত]

কায়গতাস্মৃতি সুত্র (১১৯)

আমি এইরূপ শুনিযাছিঃ-

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করিতেছিলেন। অতঃপর একদিন ভিক্ষাচর্য্যার পর আহার্য গ্রহণান্তে উপস্থান শালায় সমবেত বহু ভিক্ষুর মধ্যে এইরূপ কথা উৎপন্ন হইয়াছিলঃ আশ্চর্য বন্ধুগণ! অদ্ভুত বন্ধুগণ! যে জ্ঞাতা, দর্শী, অর্হৎ, সম্যক্ সম্বুদ্ধ ভগবানের দ্বারা মহাফলপ্রসূ, মহার্থবহ[১] কায়গতা স্মৃতি ভাবিত ও বর্ধিত হইয়াছে। ভিক্ষুদের এই অভ্যন্তরীণ আলোচনা বিপর্যস্ত হইল। অতঃপর ভগবান সায়াহ্নকালে ধ্যান হইতে উঠিয়া উপস্থানশালায় গমনপূর্বক প্রজ্ঞপ্ত আসনে উবেশন করিলেন। উবেশন করিয়া ভগবান ভিক্ষুগদিগকে আহবান করিয়া বলিলেনঃ 'ভিক্ষুগণ! কি কথা আলোচনার জন্য

---

[১] । আনিসংস অর্থাৎ আশংসা (ঈপ্সিত লক্ষ্য)- প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২২৪ দ্রষ্টব্য।

তোমরা এখানে সমবেত হইয়াছ? কি অন্তরকথা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছ?'

- ভদন্ত! আমরা ভিক্ষাচর্য্যার পর আহারান্তে উপস্থানশালায় সমবেত ও একত্র হইয়াছি। আমাদের মধ্যে এই আভ্যন্তরীন কথা উৎপন্ন হইয়াছেঃ আশ্চর্য বন্ধুগণ! .... বর্ধিত হইয়াছে। ভগবান পৌঁছিবার পর আমাদের এই আভ্যন্তরীন আলোচনা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ভিক্ষুগণ! কিরূপে কায়গতা স্মৃতি ভাবিত, বর্ধিত, মহাফলপ্রসূ ও মহার্থবহ হয়? ভিক্ষুগণ! এইস্থলে কোন ভিক্ষু অরণ্যাগত, বৃক্ষতলগত, শূন্যাগারে প্রবিষ্ট হইয়া দেহকে ঋজু করিয়া লক্ষ্যাভিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া পর্য্যঙ্কাসনে উপবেশন করেন। তিনি 'স্মৃতিসহকারে শ্বাসগ্রহণ .... নিশ্বাস ত্যাগ করিব' বলিয়া শিক্ষা করেন। এইরূপে অপ্রমত্ত, আতাপী ও সাধনাতৎপর হইয়া বিহার করার ফলে তাঁহার যে সকল গৃহীসুলভ কামনা বাসনা সেইগুলি দূরীভূত হয় এবং দূরীভূত হইবার ফলে চিত্ত অধ্যাত্মভাবে সংস্থিত, উপবিষ্ট, কেন্দ্রীভূত ও সমাধিস্থ হয়। এইরূপে ভিক্ষু কায়গতা স্মৃতি ভাবনা করেন।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু গমন করিলে, 'গমন করিতেছি' বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন, অবস্থান করিলে 'অবস্থান করিতেছি', উপবিষ্ট থাকিলে 'উপবিষ্ট আছি' শায়িত থাকিলে 'শায়িত আছি' বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন, এইরূপে যখন যেইভাবে দেহ বিন্যস্ত হয়, তখন তিনি তাহা সেই ভাবেই জানেন। এইরূপে অপ্রমত্ত .... কায়গতা স্মৃতি ভাবনা করেন।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু অভিগমনে, প্রত্যাগমনে, অবলোকনে, বিলোকনে, সংকোচনে, প্রসারণে, সংঘাটি- পাত্র-

চীবরধারনে, ভোজনে, পানে, খাদনে,
আস্বাদনে, মলমূত্রত্যাগে, গতিতে, স্থিতিতে, উবেশনে, জাগরণে, ভাষণে, তুষ্ণীভাবে স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন। এইরূপে অপ্রমত্ত .... কায়গতা স্মৃতি ভাবনা করেন।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু এই শরীরে পদতলের উর্দ্ধভাগ হইতে কেশের অধোভাগ পর্যন্ত ত্বকাবৃত দেহে নানাপ্রকার অশুচি পর্য্যবেক্ষণ করেনঃ এই দেহে আছে কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস্লায়ু, অস্থি, মজ্জা, বৃক্ক, হৃদয়, যকৃৎ, ক্লোম, প্লীহা, ফুসফুস, বৃহদান্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র, উদর, পুরীষ, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুঁজ, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, বসা, ক্ষেড়, শিকনি, লাসিকা ও মূত্র। যেমন ভিক্ষুগণ! শালি, বৃহি, মুদ্গ, মাষ, তিল ও তণ্ডুলাদি বিবিধ শস্যপূর্ণ উভয়মুখ মুতলী (ভাণ্ড) উন্মোচিত করিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ প্রত্যবেক্ষণ করেনঃ এইগুলি শালি, এইগুলি বৃহি, এইগুলি মুদ্গ, এইগুলি মাষ, এইগুলি তিল, এইগুলি তণ্ডুল, তেমনি এই- দেহে পদতলের উর্দ্ধভাগ হইতে .... মুত্র। এইরূপে অপ্রমত্ত .... কায়গতা স্মৃতি ভাবনা করেন।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু এই দেহ যেইভাবে অবস্থিত, যেইভাবে বিন্যস্ত তাহা ধাতুর দিক্ হইতে প্রত্যবেক্ষণ করেনঃ এই দেহে আছে পৃথিবী ধাতু (ক্ষিতি), অপ্ ধাতু, তেজ ধাতু এবং বায়ু ধাতু। ভিক্ষুগণ! যেমন দক্ষ গোঘাতক বা গোঘাতক অন্তেবাসী গাভী বধ করিয়া, উহার দেহ অংশাংশীভাবে বিভক্ত করিয়া, তাহা বিক্রয়ার্থ চৌরাস্তায় বসিয়া থাকে, তেমনি এই দেহ যেইভাবে অবস্থিত .... বায়ুধাতু। এইরূপে অপ্রমত্ত .... কায়গতা স্মৃতি ভাবনা করেন।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ! যেমন কেহ শ্মশানে পরিত্যক্ত, একাহমৃত, দ্ব্যহ-মৃত, ত্র্যহ-মৃত, স্ফীত, বিবর্ণ, পুঁজপূর্ণ দেখিতে পায়, তেমনি ভিক্ষু উহার সহিত তুলনা করিয়া দেহ সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত করেনঃ এই দেহ ঈদৃশধর্মী, ইহাতে এই পরিণাম অবশ্যম্ভাবী, ইহা অনতিক্রম্য। এইরূপে অপ্রমত্ত .... ভাবনা করেন।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ! যেমন কেহ শ্মশানে পরিত্যক্ত মৃতদেহকে কাক, কুণাল (ঈগল), গৃধ্র, কুক্কুর, শৃগাল, বিবিধ কৃমিকীট খাইতেছে দেখিতে পায়, তেমনি ভিক্ষু উহার সহিত তুলনা করিয়া .... অনতিক্রম্য। এইরূপে অপ্রমত্ত .... ভাবনা করেন।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ! যেমন কেহ শ্মশানে পরিত্যক্ত মৃতদেহকে ্লায়ুবদ্ধ, মাংস-লোহিত সম্পন্ন, অস্থিশৃঙ্খল (কঙ্কাল), ্লায়ুবদ্ধ নির্মাংস কিন্তু এখনও অস্থিশঙ্খল, ্লায়ুবদ্ধ অস্থিশৃঙ্খল কিন্তু অপগতমাংসলোহিত, ্লায়ুসম্বন্ধহীন দিক্‌বিদিক্ বিক্ষিপ্ত অস্থিগুলি, একস্থানে হাতের অস্থি, একস্থানে পায়ের অস্থি, একস্থানে জঙ্ঘার অস্থি, একস্থানে উরুর অস্থি, একস্থানে কটির অস্থি, একস্থানে পিঠের অস্থি, একস্থানে শীর্ষকটাহ (মাথার খুলি) পড়িয়া রহিয়াছে, এই অবস্থায় দেখিতে পায়; তেমনভাবে উহার সহিত তুলনা করিয়া ভিক্ষু দেহ সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন .... অনতিক্রম্য। এইরূপে অপ্রমত্ত .... ভাবনা করেন।

পুনরায় ভিক্ষুগণ! যেমন, কেহ শশ্মানে পরিত্যক্ত মৃতদেহের অস্থিগুলি শ্বেতশঙ্খবর্ণ-সদৃশ, বর্ষকাল পরে পুঞ্জীকৃত, গলিত ও চুর্ণীকৃত হইয়াছে দেখিতে পায়, তেমনি উহার সহিত তুলনা করিয়া .... ভাবনা করেন।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু কাম হতে বিবিক্ত (মুক্ত) হইয়া, অকুশলধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন[১]। তিনি দেহকে বিবেজক প্রীতি-সুখের দ্বারা অভিস্নিগ্ধ, পরিস্নিগ্ধ, পরিপুরিত ও পরিস্ফুরিত করেন; সমগ্র দেহের কোন অংশ বিবেজক প্রীতিসুখের দ্বারা অস্ফুরিত থাকে না। ভিক্ষুগণ! যেমন, দক্ষ্লাপক অথবা্লাপক অন্তেবাসী কাংস্যপাত্রে গন্ধচূর্ণাদি আকীর্ণ করিয়া তাহাতে ফোঁস ফোঁস জলসিঞ্চন করে এবং তাহাতে গন্ধচূর্ণ হ্লোদ্র, হ্লেসিক্ত, অন্তরে বাহিরে হ্লেস্পৃষ্ট হয় অথবা গলিত হয় না তেমনভাবেই ভিক্ষু এই দেহকে বিবেজক .... অস্ফুরিত থাকে না .... ভাবনা করেন।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু বিতর্ক বিচার উপশমে অধ্যাত্মসম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব-আনয়নকারী, বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিহার করেন। তিনি এই দেহকে সমাধিজ প্রীতিসুখের দ্বারা অভিস্নিগ্ধ, পরিস্নিগ্ধ, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করেন। তাঁহার সর্বদেহের কোন অংশ সমাধিজ প্রীতিসুখে অস্ফুরিত থাকে না। ভিক্ষুগণ! যেমন, এক গভীর হ্রদ আছে যাহার তলদেশ হইতে স্বতঃই জল উদ্গত হয়, সেই হ্রদে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ কোন দিকে জল নির্গমনের পথ নাই এবং আকাশের মেঘ যথাকালে প্রচুর বর্ষণ করে না, সেই হ্রদ হইতে ঠাণ্ডা বারিধারা উৎসারিত হইয়া ঐ হ্রদকে অভিস্নিগ্ধ, পরিস্নিগ্ধ, পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুরিত করে, তেমনভাবে ভিক্ষু সমাধিজ .... ভাবনা করেন।

---

[১] এই অংশগুলি মহাঅস্সপুর সুত্তে উলিণ্ঢখিত হইয়াছে।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু প্রীতিতে ও বিরাগী হইয়া উপেক্ষার ভাবে স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া অবস্থান করেন। দেহে সুখ অনুভব করেন। আর্য্যগণ যে ধ্যানস্তরে আরোহণ করিলে ধ্যায়ী, উপেক্ষা সম্পন্ন ও স্মৃতিমান হইয়া সুখে বিহার করেন বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। তিনি এই দেহকে প্রীতি নিরপেক্ষ সুখে অভিস্নিগ্ধ .... অস্ফুরিত থাকে না। ভিক্ষুগণ! যেমন, উৎপল, পদ্ম বা পুণ্ডরীকের মধ্যে কোন কোনটি উদকে জাত হইয়া উদকেই সংবর্ধিত, উদকানুগত এবং জলনিমগ্ন অবস্থায় প্রোথিত থাকে, উহার অগ্রভাগ হইতে মূল পর্যন্ত শীত বারি দ্বারা অভিষিক্ত, পরিষিক্ত, পরিপূরিত ও পরিস্ফুরিত হয়, উহার কিছুই শীতবারিতে অস্ফুরিত থাকে না, তেমনি ভিক্ষু এই দেহকে .... ভাবনা করেন।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু (সর্বদৈহিক) সুখদুঃখ পরিত্যাগ করিয়া, পূর্বেই সৌমসন্য-দৌর্মনস্য অস্তমিত করিয়া, নাদুঃখ-নাসুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। তিনি এই দেহকে পরিশুদ্ধ ও পরিস্কৃত চিত্তের দ্বারা স্ফুরিত করিয়া উপবিষ্ট থাকেন। তাঁহার সর্বদেহের কোন অংশই পরিশুদ্ধ ও পরিস্কৃত চিত্তের দ্বারা অস্ফুরিত থাকে না। ভিক্ষুগণ! যেমন, কোন পুরুষ পরিস্কৃত বস্ত্রে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া উপবেশন করিলে সমগ্র দেহের কোন অংশ অনাবৃত থাকে না, তেমনি ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ও পরিস্কৃত চিত্তের দ্বারা .... ভাবনা করেন।

ভিক্ষুগণ! যাঁহার মধ্যে কায়গতা স্মৃতি ভাবিত ও বর্ধিত হয় তাঁহার মধ্যে বিদ্যাসম্পর্কিত কুশল ধর্ম গভীরভাবে প্রোথিত হয়। যেমন, ভিক্ষুগণ! যাহার মধ্যে সমুদ্রগামী নদীগুলি পতিত হয়; সেই

মহাসমুদ্র চিত্তের দ্বারা স্ফুরিত হয়,
তেমনি, যাহার মধ্যে কায়গতা স্মৃতি .... প্রেথিত হয়। ভিক্ষুগণ! যাহার মধ্যে কায়গতা স্মৃতি অভাবিত ও অবর্ধিত থাকে, তাহার মধ্যে মার প্রবেশ করিয়া স্থিতি (আলম্বন) লাভ করে। যেমন, কোন পুরুষ গুরুভার শিলাপিণ্ড সিক্ত মৃত্তিকাস্তুপে প্রক্ষিপ্ত করে, তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর? গুরুভার শিলাপিণ্ড কি সিক্তমৃত্তিকাস্তুপে প্রবেশ করিতে পারে?- হ্যাঁ, ভদন্ত। ঠিক এইরূপে ভিক্ষুগণ! যাহার মধ্যে .... লাভ করে। ভিক্ষুগণ! ইহা সেইরূপ, যেমন, কোন শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড গুচ্ছ আছে, অতঃপর কোন পুরুষ, 'আমি অগ্নি প্রজ্বলিত করিব, তাহাতে উত্তাপ পাইব', মনে করিয়া উত্তরারণি লইয়া তথায় আসিল। ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে কর? ঐ পুরুষ কি .... স্থিতি লাভ করে। ভিক্ষুগণ! ইহা সেইরূপ, যেমন, কোন শূন্য রিক্ত উদকপাত্র আধারে স্থিত থাকে এবং কোন পুরুষ উদকভার লইয়া সেখানে আসে। ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর? সেই পুরুষ কি ঐ পাত্রে জল নিক্ষেপ করিতে পারে?- হ্যাঁ ভদন্ত।- ভিক্ষুগণ! ঠিক এইরূপে যাহার মধ্যে .... স্থিতি লাভ করে। আর যাহার মধ্যে .... স্থিতি লাভ করিতে পারে না। যেমন, কোন পুরুষ লঘু সূত্রগোলক শক্ত কাষ্ঠে নির্মিত অর্গলফলকে নিক্ষিপ্ত করে। ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর? সেই হাল্কা সূত্রগোলক শক্তকাষ্ঠে নির্মিত অর্গলফলকে প্রবেশ করিতে পারে?- না, ভদন্ত। ভিক্ষুগণ! ঠিক এইরূপে যাহার মধ্যে .... স্থিতি লাভ করিতে পারে না। ভিক্ষুগণ, যেমন, হেযুক্ত আর্দ্র কাষ্ঠ আছে, কোন পুরুষ আসিয়া 'অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া উত্তাপ পাইব' মনে করিয়া উত্তরারণি লইয়া তথায় আসিল। তোমরা কি মনে কর? সেই পুরুষ কি সেই হেযুক্ত আর্দ্র কাষ্ঠ উত্তরারণি লইয়া অগ্নি উৎপাদন করিতে

ও তেজ (উত্তাপ) উৎপাদন করিতে পারে?- "না, ভদন্ত"। ভিক্ষুগণ! ঠিক এইরূপে যাহার মধ্যে .... স্থিতি লাভ করিতে পারে না। যেমন, কাকপান-যোগ্য কানায় কানায় ভর্তি উদকপরিপূর্ণ উদক পাত্র আধারে রক্ষিত আছে। কোন ব্যক্তি উদকভার লইয়া সেখানে আসিল। ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর? ঐ ব্যক্তি কি সেই জলপূর্ণ পাত্রে জল নিক্ষেপ করিয়া ভর্তি করিতে পারে? 'না ভদন্ত"।- ভিক্ষুগণ! ঠিক এইরূপে যাহার মধ্যে .... স্থিতি লাভ করে না। ভিক্ষুগণ! যাহার মধ্যে কায়গতা স্মৃতি ভাবিত ও বর্ধিত হয় তিনি যে সকল অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য ধর্মের অভিজ্ঞা উপলব্ধির জন্য চিত্ত নমিত করেন তথায় স্মৃতির প্রয়োজনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। যেমন, কাকপানযোগ্য কানায় কানায় ভর্তি উদকপরিপূর্ণ উদকপাত্র আধারে রক্ষিত আছে এবং কোন বলবান ব্যক্তি আসিয়া বিভিন্ন দিক হইতে পাত্রটি কাত করে, তাহাতে জল পড়িতে পারে?- হ্যাঁ ভদন্ত।- ভিক্ষুগণ, ঠিক এইরূপে যাহার মধ্যে কায়গতা স্মৃতি অর্জন .... করে। যেমন, সমতল ভূমিভাগে চারিদিকে আইলবদ্ধ পুষ্করিণী কাকপানযোগ্য কানায় কানায় ভর্তি জলপূর্ণ থাকে এবং কোন বলবান ব্যক্তি তথায় আসিয়া আইল উন্মুক্ত করে, তাহাতে কি জল নির্গত হইতে পারে?- "হ্যাঁ, ভদন্ত"।

ভিক্ষুগণ! ঠিক এইরূপে যাহার মধ্যে .... অর্জন করেন। যেমন, স্বভূমিতে চারিমহাপথের সংযোগস্থলে সুবিনীত, সুদান্ত-অশ্বযুক্ত রথ সুবিন্যস্ত কশাহ স্থিত হয়, তাহাতে দক্ষ রথাচার্য্য দম্য-অশ্ব-সারথি আরোহণ করিয়া বামহস্তে রশি ও দক্ষিণহস্তে কশা গ্রহণপূর্বক যেদিকে যেভাবে ইচ্ছা চালনা করিতে পারেন, ভিক্ষুগণ! ঠিক এইরূপে যাহার মধ্যে .... অর্জন করেন।

ভিক্ষুগণ! কায়গতা স্মৃতি আসেবিত (পালিত), ভাবিত, বর্ধিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীভূত, দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, পুষ্ট ও সুসমারব্ধ হইলে এই দশটি সুফল প্রত্যাশা করা যায়। দশটি কি কি?

তিনি অরতিসহ[১] ও রতিসহ[২] হন, অরতি তাঁহার উপর আসিতে সমর্থ হয় না এবং তিনি যেমন যেমন অরতি উৎপন্ন হয়, তাহা অভিভূত করিয়া বিচরণ করেন। তিনি ভয়ভৈরবসহ[৩] হন, ভয়ভৈরব তাঁহার উপর আসিতে সমর্থ হয় না এবং যেমন যেমন ভয়ভৈরব উৎপন্ন হয় তিনি তাহা অভিভূত করিয়া বিচরণ করেন। তিনি শীতোষ্ণ, ক্ষুৎপিপাসা, দংশ-মশক-বাতাতপ-সরীসৃপ-সংস্পর্শ সহনক্ষম হন। দুর্বাক্য, উৎপন্ন শারীরিক বেদনা তীব্র, খর, কটুক, অসাত (বিরক্তিকর), অমনোজ্ঞ এবং প্রাণহর দুঃখ অধিবাসন-সমর্থ হন। তিনি শুদ্ধচিত্তায়ত্ত দৃষ্টধর্ম-সুখবিহার- স্বরূপ চারিধ্যান অনায়াসে, বিনাকষ্টেও স্বেচ্ছাক্রমে লাভ করেন। তিনি অনেক প্রকার ঋদ্ধি নিজের মধ্যে অনুভব করেন- এক হইয়া বহু, বহু হইয়া এক হন, ইচ্ছাক্রমে আবির্ভাব-তিরোভাব সাধন করিতে পারেন। প্রাচীর-প্রাকার, ও পর্বত স্পর্শ না করিয়া লঙ্ঘন করিতে পারেন, যেমন, আকাশে গমনের মত। পৃথিবীতে (স্থলে) উঠানামা করিতে পারেন। পৃথিবীর মত জলে চলাফেরা করিতে পারেন, আকাশে পর্যাঙ্কবদ্ধ হইয়া বিহঙ্গগণের মত গমন করিতে পারেন, মহাকায় মহাশক্তিসম্পন্ন চন্দ্রসূর্যকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিতে পারেন, গায়ে হাত বুলাইতে পারেন, আব্রহ্মলোক স্ববশে আনিতে পারেন।

---

[১] সাধনার পথে উৎকণ্ঠা (প.সু)।

[২] বিলাসরতি, পঞ্চকামগুণের প্রতি অনুরাগ (প.সু.)।

[৩] ভয় চিত্তের উত্রাস, ভৈরব বিভীভিকময় দৃশ্য (প. সু.)।

তিনি দিব্য, পরিশুদ্ধ ও অতিমানুষিক শ্রোত্রাধাতুদ্বারা উভয় শব্দ শুনিতে পারেন, যাহা দিব্য ও যাহা মানবীয়, যাহা দূরে ও যাহা নিকটে। তিনি স্বচিত্তে পরসত্ত্বা ও পরপুদ্গালের (অপর ব্যক্তির) চিত্তের অবস্থা প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন, চিত্ত সরাগ হইলে সরাগ, বীতরাগ হইলে বীতরাগ, সদ্বেষ হইলে সদ্বেষ, বীতদ্বেষ হইলে বীতদ্বেষ, সমোহ হইলে সমোহ, বীতমোহ হইলে বীতমোহ- সংক্ষিপ্ত (বিক্ষিপ্তের বিপরীত) হইলে সংক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত হইলে বিক্ষিপ্ত, মহদ্গত (মহৎ অবস্থা প্রাপ্ত) হইলে মহদ্গত, অমহদ্গত হইলে অমহদ্গত, স-উত্তর (যাহা অনুত্তর নহে) স-উত্তর, অনুত্তর হইলে অনুত্তর, সমাহিত হইলে সমাহিত, অসমাহিত হইলে অসমাহিত, বিমুক্ত হইলে বিমুক্ত, অবিমুক্ত হইলে অবিমুক্ত বলিয়া জানিতে পারেন। তিনি বহুপ্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করিতে পারেন, যথা- একজন্ম, দুইজন্ম .... ইত্যাদি .... ইত্যাদি এই প্রকারে আকার ও গতি সহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন। তিনি বিশুদ্ধ অতিমানবীয় দিব্যচক্ষুদ্বারা অন্য জীবগণকে দেখিতে পারেন, তাহারা চ্যুত হইতেছে, পুনরায় উৎপন্ন হইতেছে, তাহারা হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগত-দুর্গত এবং কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন। তিনি আবসক্ষয়ে অনাসব হইয়া দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনে) স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চেতঃবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎকার করিতে তাহাতে অবস্থিত হইয়া বিহার করেন।

ভিক্ষুগণ! কায়গতাস্মৃতি আসেবিত .... প্রত্যাশা করা যায়।

ভগবান ইহা বলিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্টচিত্তে ভগবানের আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[কায়গতাস্মৃতি সূত্র সমাপ্ত]

সংস্কারোৎপত্তি[১] সূত্র (১২০)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেনঃ 'ভিক্ষুগণ!'- 'ভদন্ত' বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান ইহা বলিলেন, ভিক্ষুগণ! তোমাদিগকে সংস্কারোৎপত্তি সম্পর্কে দেশনা করিব, উত্তমরূপে মনোযোগ সহকারে তাহা শোন, আমি বলিতেছি। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেনঃ-

ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু- শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুত,[২] ত্যাগ ও প্রজ্ঞা সমন্বাগত হন। তিনি এইরূপ চিন্তা করেনঃ 'অহো! আমি মৃত্যুর পর দেহ বিদীর্ণ হইলে পুনরায় বিত্তশালী ক্ষত্রিয়দের সহব্যতায় আবির্ভূত হইব। তিনি তাহাতে চিত্ত স্থির করেন, অধিষ্ঠান করেন ও ভাবনা করেন। তাঁহার সেই সংস্কার ও তাহাতে অবস্থান, এইরূপে ভাবিত ও বর্ধিত হইয়া তথায় উৎপত্তির জন্য সংবর্তিত হয়। ভিক্ষুগণ! এই মার্গ, এই প্রতিপদ তথায় উৎপত্তির জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু শ্রদ্ধা, ... প্রজ্ঞা সমন্বাগত হন। .... বিত্তশালী ব্রহ্মণ .... গৃহপতিদের মধ্যে .... সংবর্তিত হয়।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু শ্রদ্ধা, ... সমন্বাগত হন। তিনি এইরূপ শোনেনঃ চাতুর্মহারাজিক দেবগণ দীর্ঘায়ু, বর্ণময় ও

---

[১] এখানে সংস্কার শব্দটি প্রার্থনা (মনস্কামনা) অর্থে ব্যবহৃত হউয়াছে-প.সূ.

[২] পাণ্ডিত্য।

সুখবহুল। তিনি এইরূপ চিন্তা করেন, আহো .... সংবর্তিত হয়। ত্রয়স্ত্রিংশৎ, যাম, তুষিত, নির্মাণরতি, পরনির্মিতবশবর্তী দেবগণ সম্পর্কেও এইরূপ।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু শ্রদ্ধা, ... সহস্র ব্রহ্মা দীর্ঘায়ু, বর্ণময় ও সুখবহুল হন। সহস্র ব্রহ্মা, সহস্র লোকধাতু বিস্ফারিত ও পরিব্যাপ্ত (চিন্তায়) করিয়া অবস্থান করেন। যে সকল জীব তথায় উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদেরও বিস্ফারিত ও পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করেন। যেমন, কোন চক্ষুষ্মান পুরুষ আমণ্ড (আমলকী) হাতে রাখিয়া প্রত্যবেক্ষণ করে, ঠিক এইরূপে সহস্র ব্রহ্মা .... সংবর্তিত হয়। দ্বিসহস্র ব্রহ্মা, ত্রিসহস্র ব্রহ্মা, চর্তুসহস্র ব্রহ্মা, পঞ্চসহস্র ব্রহ্মা সম্পর্কেও এইরূপ।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু শ্রদ্ধা, ... দশ সহস্র ব্রহ্মা .... অবস্থান করেন। যেমন, উত্তম জাতীয় অষ্টাংশ সুকর্তিত বৈদুর্যমণি পাণ্ডরবর্ণ কম্বলে নিক্ষিপ্ত হইলেও দীপ্ত ও ভাস্কর হয়, ঠিক এইরূপে .... সংবর্তিত হয়।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু শ্রদ্ধা .... শতসহস্র ব্রহ্মা .... পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করেন। যেমন, দক্ষকর্মকার পুত্র দ্বারা উল্কামূখে সুকৌশলে প্রক্ষিপ্ত নিষ্ক ও জাম্বুনদ (সুবর্ণমুদ্রা) পাণ্ডু কম্বলে নিক্ষিপ্ত[১] হইয়া ভাস্বর, তপ্ত ও বিরোচিত হয়, ঠিক এইরূপে .... সংবর্তিত হয়।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু শ্রদ্ধা .... অভাদেবগণ .... পরিত্তাভা দেবগণ, অপ্রমাণাভা দেবগণ ও আভাস্বর দেবগণ দীর্ঘায়ু .... সংবর্তিত হয়।

---

[১] রক্তকম্বলে স্থাপিত-প.সূ।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু ....
শুভ দেবগণ, পরিত্তশুভ দেবগণ, অপ্রমাণশুভ দেবগণ ও শুভাকীর্ণ দেবগণ, বৃহৎ ফল দেবগণ, অবিহ দেবগণ, অতর্প দেবগণ, সুদর্শী দেবগণ, অকণিষ্ঠ দেবগণ সম্পর্কেও এইরূপ।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু শ্রদ্ধা .... আকাশ-অনন্ত-আয়তন, (ধ্যানন্তরে) বিজ্ঞান-আনন্ত-আয়তন, অকিঞ্চন-আয়তন, নৈবসংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তন ধ্যানস্তরে উপনীত দেবগণ .... সংবর্তিত হয়।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু শ্রদ্ধা .... সমন্বাগত হন। তিনি এরূপ চিন্তা করেনঃ অহো! আমি যদি আসব ক্ষয় করিয়া অনাসব চেতোবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিয়া বিহার করিতে পারি! তিনি আসবক্ষয় করিয়া .... বিহার করেন। ভিক্ষুগণ! এই ভিক্ষু কোথাও কোনভাবেই উৎপন্ন হন না।

ভগবান ইহা বলিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্টমনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[সংস্কাররোৎপত্তি সূত্র সমাপ্ত]

শূন্যতাবর্গ

ক্ষুদ্র শূন্যতা সূত্র (১২১)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে পূর্বারামে মৃগার মাতার প্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ সায়াহ্ন সময়ে সমাধি হইতে উঠিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন।

একান্তে উপবিষ্ট হইয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বলিলেনঃ ভদন্ত! এক সময় ভগবান শাক্যদের মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। নগরক একটি শাক্যদের নিগম। তথায় ভগবানের নিকট হইতে আমার দ্বারা এরূপ শ্রুত ও প্রতিগৃহীত হইয়াছেঃ "আনন্দ! আমি শূন্যতা বিষয়ে ভাবনা করিয়া এখন তাহাতে পর্য্যাপ্তরূপে অবস্থান করিতেছি।"- ভদন্ত! আমার দ্বারা কি তাহা সুশ্রুত, সুগৃহীত, সুমনোনিবিষ্ট ও সুচিন্তিত হইয়াছে?

- নিশ্চিয়ই, আনন্দ! তোমার দ্বারা ইহা সুশ্রুত .... সুচিন্তিত হইয়াছে। পূর্বে ও বর্তমানে শূন্যতা বিহারের দ্বারা পর্য্যাপ্তরূপে অবস্থান করিতেছি। যেমন, এই মৃগারমাতার প্রাসাদ হস্তি, গো, অশ্ব, ঘোটকী, স্বর্ণরৌপ্য ও স্ত্রী পুরুষের সমাবেশ শূন্য (বর্জিত), আবার ইহা ভিক্ষুসংঘ হেতু একত্ব[১] বিষয়ে অশূন্যতা। ঠিক এইরূপে, আনন্দ! ভিক্ষু গ্রাম সংজ্ঞায়[২], মনুষ্যসংজ্ঞায় মনোনিবেশ না করিয়া অরণ্যসংজ্ঞা হেতু একত্বে মনোনিবেশ করেন। অরণ্যসংজ্ঞায় তাঁহার চিত্ত প্রস্কন্দিত (অবতীর্ণ) হয়, শান্ত হয়, স্থিতি লাভ করে এবং বিমুক্ত হয়। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেনঃ গ্রাম্য-জীবন ও মনুষ্যজীবন হেতু যে সকল দুর্বিপাক হইতে পারে সেই সকল এখানে নাই। এই দুর্বিপাকমাত্র আছে যাহা অরণ্যজীবন হেতু একত্ব। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেনঃ গ্রামসংজ্ঞাজনিত এই সংজ্ঞা শূন্য, মনুষ্যসংজ্ঞাজনিত এই সংজ্ঞা শূন্য। অরণ্যসংজ্ঞাজনিত একত্বে ইহা শূন্যতা নহে। তথায় যাহা নাই, তাহাকে তিনি শূন্য বলিয়া সম্যক্‌রূপে দর্শন করেন। আর তথায় যাহা অবশিষ্ট আছে, সেই সম্পর্কে তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তাহা বলিয়া ইহা আছে।

---

[১] একত্তংতি একভাবং- অর্থাৎ ভিক্ষুসংঘজনিত একাকিত্ব, প. সূ।

[২] গ্রাম সংক্রান্ড় চিন্ড়য়।

আনন্দ! এইরূপে তাঁহার নিকট ইহা
যথার্থ, অবিপর্যস্ত, পরিশুদ্ধ শূন্যতা জ্ঞান বলিয়া প্রতীত হয়।

পুনরায়, আনন্দ! ভিক্ষু মনুষ্যসংজ্ঞায় ও অরণ্যসংজ্ঞায় মনোনিবেশ না করিয়া পৃথিবী সংজ্ঞা হেতু একত্বে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার পৃথিবী সংজ্ঞায় চিত্ত অবতীর্ণ হয়, শান্ত হয়, স্থিতি লাভ করে ও বিমুক্ত হয়। আনন্দ! যেমন, শত লৌহশূলদ্বারা বিদ্ধ হইয়া বৃষচর্ম মসৃণতাহীন হয়। ঠিক এইরূপে এই পৃথিবীর শুষ্ক ও জলাভূমি, নদী ও দূর্গমস্থান, কন্টকপূর্ণ গুল্ম, পর্বত ও অসমতল ভূমি ইত্যাদি কোন কিছুতে মনোনিবেশ না করিয়া পৃথিবী সংজ্ঞাহেতু একাত্বে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার পৃথিবী সংজ্ঞায় চিত্ত অবতীর্ণ .... শূন্যতাজ্ঞান হয়।

পুনরায়, আনন্দ! ভিক্ষু অরণ্যসংজ্ঞায় বা পৃথিবী সংজ্ঞায় মনোনিবেশ না করিয়া আকাশ-অনন্ত আয়তন-সংজ্ঞাহেতু একত্বে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার আকাশ-অনন্ত আয়তন সংজ্ঞায় চিত্ত অবতীর্ণ হয় .... শূন্যতাজ্ঞান হয়। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞা, অকিঞ্চন-আয়তন সংজ্ঞা, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা আয়তন সংজ্ঞা সম্পর্কেও এইরূপ।

পুনরায়, আনন্দ! ভিক্ষু অকিঞ্চন-আয়তন সংজ্ঞা ও নৈবসংজ্ঞা না-অসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞায় মনোনিবেশ না করিয়া অনিমিত্ত চেতঃসমাধি হেতু একত্বে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার অনিমিত্ত চেতঃসমাধিতে চিত্ত অবতীর্ণ .... এই দুর্বিপাকমাত্র আছে যাহা এই কায়হেতু ষড়ায়তনীয় জীবিত প্রত্যয়। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন .... শূন্যতা জ্ঞান বলিয়া প্রতীত হয়।

পুনরায়, আনন্দ! ভিক্ষু .... বিমুক্ত হয়। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেনঃ এই অনিমিত্ত চেতঃসমাধি অভিসংস্কৃত (নির্মিত) এবং

চিত্তের দ্বারা উদ্ভাবিত। যাহা কিছু অভিসংস্কৃত ও উদ্ভাবিত তাহা অনিত্য ও নিরোধ-ধর্মী ইহা বুঝিতে পারেন। তাঁহার এইভাবে জানিবার ও দেখিবার ফলে কামাসব, ভবাসব ও অবিদ্যাসব হইতে চিত্ত বিমুক্তি হয়। বিমুক্তিতে বিমুক্ত বলিয়া এই জ্ঞান হয়ঃ পুনর্জন্ম বিনষ্ট হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পালিত হইয়াছে, সমস্ত করণীয় সম্পাদিত হইয়াছে, ইহার পরে আর এইখানে আসিতে হইবে না বলিয়া জানেন। তিনি প্রকৃষ্টরূপে ইহা জানেনঃ যে সমস্ত দুর্বিপাক কামাসব হেতু হয় তাহা এখানে নাই। .... শূন্যতা-জ্ঞান বলিয়া প্রতীত হয়। আনন্দ! অতীতের যে সকল শ্রমণ-ব্রহ্মণ পরিশুদ্ধ পরম ও অনুত্তর শূন্যতা লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিয়াছিলেন, যে সকল অনাগত শ্রমণ-ব্রহ্মণ .... অবস্থান করিবেন, যেসকল বর্তমান শ্রমণ-ব্রহ্মণ .... অবস্থান করেন, তাঁহারা সকলেই সেই শূন্যতা[১] লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিয়াছিলেন, করিবেন ও করেন। সুতরাং আনন্দ! পরিশুদ্ধ ও পরম অনুত্তর শূন্যতা লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিব"- ইহাই তোমাদের শিক্ষণীয়।

ভগবান ইহা বলিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[ক্ষুদ্র শূন্যতা সূত্র সমাপ্ত]

মহাশূন্যতা সূত্র (১২২)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

একসময় ভগবান শাক্যরাজ্যে অবস্থান করিতেছিলেন কপিলাবস্তু সমীপে ন্যগ্রোধারামে। ভগবান পূর্বাহ্নে বহির্গমন বাস

---

[১] শূন্যতা ফল সমাপত্তি- প.সূ।

পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া
ভিক্ষার জন্য কপিলাবস্তুতে প্রবেশ করিলেন। কপিলাবস্তুতে ভিক্ষাচর্য্যা করিয়া প্রত্যাবর্তনপূর্বক ভোজনান্তে কাড়ক্ষেমক শাক্যের বিহারে দিবা বিহারের জন্য উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে কাড়ক্ষেমক শাক্যের বিহারে বহু শয়নাসনের শয্যাদ্রব্য সমন্বিত বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল। ভগবান সেইসকল শয়নাসন দেখিলেন। দেখিয়া ভগবান চিন্তা করিলেনঃ কাড়ক্ষেমক শাক্যের বিহারে বহু শয়নাসনের ব্যবস্থা আছে। "এখানে অনেক ভিক্ষু থাকে কি"? এই চিন্তা করিলেন।

সেই সময়ে আয়ুষ্মান আনন্দ বহু ভিক্ষুর সহিত ঘটায় শাক্যের বিহারে[১] চীবরকর্ম করিতেছিলেন। ভগবান সায়াহ্নে সময়ে সমাধি হইতে উঠিয়া ঘটায় শাক্যের বিহারে উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিয়া ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেনঃ আনন্দ! কাড়ক্ষেমক শাক্যের বিহারে বহু শয়নাসনের ব্যবস্থা আছে। এখানে বহু ভিক্ষু বাস করে কি?

ভদন্ত! কাড়ক্ষেমক শাক্যের বিহারে বহু শয়নাসনের ব্যবস্থা আছে। এখানে অনেক ভিক্ষু বাস করেন। এখন আমাদের চীবর প্রস্তুত করিবার সময়।

আনন্দ! কোন ভিক্ষুর সঙ্গণিকারাম[২], সঙ্গণিকারত, সঙ্গণিকানুলিপ্ত বা গণারাম[৩], গণরত, গণসম্মুদিত হওয়া শোভা পায় না। বাস্তবিক, আনন্দ! ইহা সম্ভব নহে যে কোন ভিক্ষু সঙ্গণিকারাম .... গণসম্মুদিত হইয়া অনায়াসে, স্বেচ্ছা ক্রমে ও

---

[১] ইহা ন্যগ্রোধারামে নির্মিত অন্য একটি বিহার-প.সূ.

[২] সঙ্গণিকারাম অর্থে স্বীয় দলের সদস্যদের মধ্যে আনন্দলাভী।

[৩] বিভিন্ন দলে আনন্দলাভী।

আনন্দ সহকারে নৈষ্ক্রম্যসুখ, বিবেকসুখ, উপশমসুখ ও সম্বোধিসুখ লাভ করিবেন। ইহা সম্ভব যে ভিক্ষু গণ হইতে ব্যপকৃষ্ট (পৃথক) হইয়া একাকী বিচরণ করেন, তাঁহার নিকট প্রত্যাশা করা যে তিনি অনায়াসে, স্বেচ্ছাক্রমে ও আনন্দ সহকারে নৈষ্ক্রম্য সুখ .... সম্বোধি সুখ লাভ করিবেন। বাস্তবিক আনন্দ! ইহা সম্ভব নহে য়ে কোন ভিক্ষু সঙ্গণিকারাম .... গণসর্ম্মুদিত হইয়া অনায়াসে, স্বেচ্ছা-ক্রমেও আনন্দ সহকারে সামায়িক[১] কান্ত (মনোজ্ঞ) চেতোবিমুক্তি বা অসামায়িক অবিচল চেতোবিমুক্তি লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। বরং ইহা সম্ভব যে ভিক্ষুগণ হইতে ব্যপকৃষ্ট হইয়া .... অবস্থান করিবেন। আনন্দ! আমি কোন একটি রূপ[২] দেখি না যেখানে রাগ বশে আনন্দরত রূপের বিপরিনাম ও অন্যথাভাবহেতু শোক, রোদন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপয়াস উৎপন্ন হইবে না।

কিন্তু, আনন্দ! এই অবস্থান যাহা সর্বনিমিত্তের অমনোনিবেশ হেতু অধ্যাত্মশূন্যতা লাভ করিয়া অবস্থান, তাহা তথাগতের দ্বারা অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছে। যদি এইরূপে অবস্থানরত তথাগতের নিকট ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা, রাজা, রাজমহামাত্য, তীর্থিক ও তীর্থিক শিষ্যগণ উপস্থিত হন। বিবেকভিমুখী, বিবেকপ্রবণ, বিবেক-প্রাগ্‌ভার, ব্যপকৃষ্ট, নৈষ্ক্রম্যাভিরত চিত্তে আসবের ভিত্তি বিনষ্ট করিয়া তথাগত তাহাদিগকে উৎসাহ ব্যঞ্জক কথা বলেন। সুতরাং, আনন্দ! যদি কোন ভিক্ষু আকাঙ্খা করেনঃ 'অধ্যাত্মশূন্যতা লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিব' তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর দ্বারা চিত্তকে সংস্থাপিত, সন্নিবিষ্ট, একাগ্র ও সমাহিত করা উচিত।

---

[১] অপ্পিত প্পতি সময়ে কিলেসেহি বিমুক্তং-প.সূ।

[২] বুদ্ধ ঘোষের মতে শরীর প.সূ।

আনন্দ! ভিক্ষু কিরূপে অধ্যাত্মভাবে চিত্তকে প্রতিষ্ঠিত, সন্নিবিষ্ট একাগ্র ও সবিন্যস্ত করেন? এই স্থলে ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশলধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া সবির্তক সবিচার বিবেজক প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। বির্তক-বিচার উপশমে অধ্যাত্মসম্প্রসাদী, চিত্তের একাগ্রভাব আনয়নকারী অবির্তক, অবিচার, সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান .... তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। এইরূপে আনন্দ! ভিক্ষু অধ্যাত্মভাব চিত্তকে প্রতিষ্ঠিত .... সুবিন্যস্ত করেন।

তিনি অধ্যাত্ম শূন্যতাতে মনোনিবেশ করেন, অধ্যাত্ম শূন্যতায় মনোনিবেশ করিবার জন্য অধ্যাত্ম শূন্যতা হইতে চিত্ত প্রস্কন্দিত হয় না, প্রশান্তি ও স্থিতি লাভ করে না এবং বিমুক্তি লাভ করে না। ইহাতে ভিক্ষু প্রকৃষ্টরূপে জানেনঃ অধ্যাত্ম শূন্যতায় মনোনিবেশ করার জন্য আমার চিত্ত .... বিমুক্ত হয় না। এইভাবে তিনি সম্প্রজ্ঞাত হন। তিনি বহির্শূন্যতায় মনোনিবেশ করেন, তিনি অধ্যাত্মবর্হির্শূন্যতায় মনোনিবেশ করেন, তিনি অনিঞ্জে (সমাধি) মনোনিবেশ করেন, অনিঞ্জে মনোনিবেশ করার জন্য তাঁহার চিত্ত .... বিমুক্তি লাভ করে না। ইহাতে তিনি সম্প্রজ্ঞাত হন। আনন্দ! পূর্ব সমাধি নিমিত্তে ভিক্ষুর অধ্যাত্মভাব চিত্তকে সংস্থাপিত, সন্নিবিষ্ট, একাগ্র ও সমাহিত করা উচিত। তিনি অধ্যাত্ম শূন্যতায় মনোনিবেশ করেন .... বিমুক্তি লাভ করে না। ইহাতে ভিক্ষু প্রকৃষ্টরূপে জানেন .... অনিঞ্জ হইতে চিত্ত প্রস্কন্দিত হয় .... এইরূপে তিনি সম্প্রজ্ঞাত হন।

যদি, আনন্দ! সেই ভিক্ষুর এইভাবে অবস্থান করিবার সময় চঙ্ক্রমণের জন্য চিত্ত নমিত হয়, তিনি চঙ্ক্রমণ করেন এবং এইরূপ

চিন্তা করেনঃ 'এইরূপে চঙ্ক্রমণকালে কোন অভিধ্যা, দৌর্মনস্য, পাপ ও অকুশলধর্ম আমার মধ্যে অনুস্রাবিত হইবে না'- ইহাতে তিনি সম্প্রজ্ঞাত হন। সেই ভিক্ষুর এইভাবে বিহার করিবার সময়, দাঁড়াইবার জন্য .... উপবেশনের জন্য .... শয়নের জন্য .... ইহাতে তিনি সম্প্রজ্ঞাত হন। যদি ভিক্ষুর এইরূপে অবস্থান করিবার সময় এই চিন্তা করিয়া ভাষণের জন্য চিত্ত নমিত করেন, যে সমস্ত কথা হীন, গ্রাম্য, সাধারণ, অনার্যোচিত, অনর্থযুক্ত যাহা নির্বেদের অভিমূখে, বিরাগের অভিমূখে, নিরোধের অভিমূখে, উপশমের অভিমূখে, অভিজ্ঞার অভিমূখে, সম্বোধির অভিমূখে, নির্বাণের অভিমূখে, সংবর্তিত হয় না, যথাঃ রাজকথা, চোরকথা, মহামাত্যকথা, সেনাকথা, ভয়কথা, যুদ্ধকথা, অন্নকথা, পানকথা, বস্ত্রকথা, শয়নকথা, মাল্যকথা, গন্ধকথা, জ্ঞাতিকথা, যানকথা, গ্রামকথা, নিগমকথা, নগরকথা, জনপদকথা, স্ত্রীকথা, শূরকথা, বিশিখা (রাস্তাবাসী) কথা, কুম্ভস্থান (জলঘাটে কুম্ভদাসীদের) কথা, পূর্বপ্রেত কথা, নানাত্বকথা, লোক-আখ্যায়িকা, সমুদ্র-আখ্যায়িকা, ইতি ভবাভব (এরূপ হইয়াছে বা এরূপ হয় নাই) কথা ইত্যাদি এইরূপ কথা বলিব না। এইরূপে তিনি সম্প্রজ্ঞাত হন। কিন্তু, আনন্দ! যে সমস্ত কথা কঠোরভাবে সংযত এবং চেতভাবনোযোগী যাহা সম্পূর্ণরূপে নির্বেদের অভিমূখে .... সংবর্তিত হয় যথাঃ অল্পেচ্ছাকথা, সন্তুষ্টিকথা, প্রবিবেককথা, অসংসর্গকথা, বীর্যারম্ভকথা, শীলকথা, সমাধিকথা, প্রজ্ঞাকথা, বিমুক্তিকথা, বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনকথা, ইত্যাদি, এইরূপ কথা বলিব। এইরূপে তিনি সম্প্রজ্ঞাত হন। যদি সেই ভিক্ষুর এইরূপে অবস্থানের সময় এইরূপ বিতর্কের জন্য চিত্ত নমিত হয়ঃ যে সকল বিতর্ক হীন, গ্রাম্য .... সংবর্তিত হয়, যথাঃ কামবিতর্ক,

ব্যাপাদবিতর্ক, বিহিংসাবিতর্ক, ইত্যাদি
বিতর্কে আমি বিতর্ক করিব না, এইরূপে তিনি সম্প্রজ্ঞাত হন। যে সকল বিতর্ক আর্যোচিত, মুক্তি অনুযায়ী যাহা তদনুবর্তী ব্যক্তির পক্ষে সম্যক্‌ভাবে দুঃখক্ষয়ের উপায় হয়, যথা- নৈষ্ক্রম্যবিতর্ক, অব্যাপাদবিতর্ক, অবিহিংসাবিতর্ক, ইত্যাদি বিতর্কে আমি বিতর্ক করিব- এইরূপে তিনি সম্প্রজ্ঞাত হন।

আনন্দ! এইসকল পঞ্চকামগুণ। কি কি পঞ্চ? চক্ষুবিজ্ঞেয়রূপ ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত, মনোরঞ্জক। শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস, কায়বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য ইষ্ট .... মনোরঞ্জক- এই সকল পঞ্চ কামগুণ। আনন্দ! ভিক্ষুর অভিক্ষণ (সতত) স্বীয় চিত্তে এরূপ প্রত্যবেক্ষণ করা উচিতঃ আমার চিত্তে কি এই সকল পঞ্চ কামগুণের কোন একটির আয়তন সমুদাচার উৎপন্ন হয়? যদি, আনন্দ! প্রত্যবেক্ষণকালে ভিক্ষু প্রকৃষ্টরূপে জানেনঃ আমার চিত্তে .... উৎপন্ন হয়, এইরূপ হইলে ভিক্ষু প্রকৃষ্টরূপে জানেনঃ পঞ্চকামগুণে যে ছন্দরাগ, তাহা আমার মধ্যে প্রহীন হয় নাই। এইরূপে তিনি সম্প্রজ্ঞাত হন। যদি, আনন্দ! প্রত্যবেক্ষণকালে তিনি এইরূপ প্রকৃষ্টরূপে জানেনঃ আমার চিত্তে .... উৎপন্ন হয় না, এইরূপ হইলে ভিক্ষু জানেনঃ আমার মধ্যে .... প্রহীন হইয়াছে- এইরূপে তিনি সম্প্রজ্ঞাত হন।

আনন্দ! এই পঞ্চ-উপাদান স্কন্ধ যাহাতে ভিক্ষুর উদয়-ব্যয়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করা উচিত। ইহা রূপ, ইহা রূপের সমুদয়, ইহা রূপের অস্তগমন। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান সম্পর্কেও এইরূপ। তাঁহার এই পঞ্চ-উপাদান-স্কন্ধে উদয়-ব্যয়ানুদর্শী হইয়া অবস্থানহেতু পঞ্চ-উপাদান-স্কন্ধে 'আমি আছি' যে অভিমান, তাহা পরিত্যাগ করেন। এইরূপ হইলে ভিক্ষু

প্রকৃষ্টরূপে জানেনঃ পঞ্চ-উপাদান স্কন্ধে আমার 'আমি আছি' যে অভিমান, তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে- তিনি এইরূপে সম্প্রজ্ঞাত হন। আনন্দ! এই ধর্ম সম্পূর্ণরূপে কুশলোদ্ভুত, আর্য্য (নির্দোষ), লোকোত্তর ও পাপমুক্ত।

আনন্দ! তুমি কি মনে কর? কি উপকারিতা দেখিয়া শিষ্য শাস্তাকে অনুসরণ করা উচিত মনে করে?- ভদন্ত! আমাদের ধর্ম ভগবান-মূলক, ভগবান পরিচালিত ও ভগবান আশ্রিত। সাধু, ভদন্ত! ভগবান সম্পর্কে এই ভাষণের অর্থ প্রকাশ করুন। ভগবানের নিকট হইতে ভিক্ষুগণ অবধারণ করিবেন।

আনন্দ! সুত্র ও গেয়্য বিশ্লেষণের জন্য শাস্তাকে অনুসরণ করা শিষ্যের উচিত নয়। তাহা কি হেতু? আনন্দ! দীর্ঘকাল ধরিয়া ধর্মশ্রুত, (সুন্দররূপে) ধৃত, আবৃত্তি দ্বারা সুপরিচিত, মনন দ্বারা অনুবীক্ষিত এবং প্রজ্ঞার দ্বারা সুপ্রতিবিদ্ধ। যে সকল কথা কঠোরভাবে সংযত .... বিমুক্তিজ্ঞান দর্শন কথা এইরূপ কথার জন্য শাস্তাকে অনুসরণ করা শিষ্যের পক্ষে উপযোগী।

আনন্দ! এইরূপ হইলে আচার্যের পক্ষে উপদ্রব, অন্তেবাসীর পক্ষে উপদ্রব, ব্রহ্মচর্য্যের পক্ষে উপদ্রব হয়। কিরূপে আচার্যের পক্ষে উপদ্রব হয়? কোন শাস্তা নির্জন শয়নাসন (বাসস্থান) ভজনা করেন, যথা- অরণ্য, বৃক্ষমূল, পর্বত, কন্দর, গিরিগুহা, শ্মশান, বনখণ্ড, উন্মুক্ত প্রান্তর ও পলালপুঞ্জ। তাহার ব্যপকৃষ্ট (বিবিক্ত) হইয়া অবস্থানকালে ব্রাহ্মণ গৃহপতি, নিগমবাসী ও জনপদবাসী তাঁহার চারিপাশে জড় হয়। উহাদের দ্বারা সমাবৃত হইলে তিনি মূর্ছিত (মোহিত), কামযুক্ত, ঈর্ষাপরায়ন ও প্রাচুর্যের জন্য আবর্তিত হন। আনন্দ! ইহাকেই বলা হয় উপদ্রুত আচার্য। আচার্য-উপদ্রব হেতু সংক্লেশযুক্ত, পুনর্জন্মদায়ী, ভয়জনক, দুঃখবিপাকী, জন্ম-

জরামরণ-পরিণামী পাপ ও অকুশল
ধর্ম তাঁহাতে আহত করে। এইরূপে আচার্য-উপদ্রব হয়। আনন্দ! কিরূপে অন্তেবাসী উপদ্রব হয়? সেই শাস্তার বিবেক (নির্জনবাস) অভ্যাস করিবার কালে নির্জন শয়নাসন ভজনা করেন যথা .... এইরূপে অন্তেবাসী উপদ্রব হয়।

আনন্দ! কিরূপে ব্রহ্মচর্য-উপদ্রব হয়? আনন্দ! তথাগত অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর পুরুষদম্য সারথি, দেবমনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। তিনি বিবিক্ত শয়নাসন ভজনা .... প্রাচুর্যের জন্য আবর্তিত হন না। কিন্তু এই আচার্যের শিষ্য .... এইরূপে ব্রহ্মচর্য-উপদ্রব হয়।

আনন্দ! ইহাদের মধ্যে আচার্য উপদ্রব ও অন্তেবাসী উপদ্রব অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য-উপদ্রব অধিকতর দুঃখ পরিণামী, কটুক পারিণামী এবং বিনিপাতের জন্য সংবর্তিত হয়। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি মিত্রবৎ আচরণ কর, শত্রুবৎ নহে, ইহা তোমাদের পক্ষে দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ ইহবে। আনন্দ! কিরূপে শিষ্যগণ শাস্তার প্রতি শত্রুবৎ আচরণ করে, মিত্রবৎ নহে? এইস্থলে অনুকম্পা হিতৈষী শাস্তা অনুকম্পাপূর্বক শিষ্যদের ধর্ম দেশনা করেনঃ ইহা তোমাদের হিতের জন্য, ইহা তোমাদের সুখের জন্য। কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ মনোযোগসহকারে শোনেন না, কর্ণপাত করেন না। অন্য বিষয়ে চিত্ত-উপস্থাপিত করেন এবং শাস্তার অনুশাসন হইতে দূরে সরিয়া যান। এইরূপে তাঁহার শিষ্যগণ শত্রুবৎ .... নহে। আনন্দ! কিরূপে শাস্তার শিষ্যগণ মিত্রবৎ আচরণ করেন, শত্রুবৎ নহে? এইস্থলে অনুকম্পাকারী .... দূরে সরিয়া যান না। এইরূপে তাঁহার শিষ্যগণ .... নহে।

সেইজন্য তোমরা আমার প্রতি .... সুখের কারণ হইবে। আনন্দ! আমি তোমাদের প্রতি সেইরূপ পরাক্রম প্রদর্শন করিব না যেইরূপ একজন কুম্ভকার অদগ্ধ, অশুষ্ক মৃৎপাত্রে করিয়া থাকে। আমি নিরন্তর নিগ্রহ করিয়া মালিন্য দূর করিয়া কথা বলিব। যাহা সারবান তাহা স্থায়ী হইবে।

ভগবান ইহা বলিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ সন্তুষ্টমনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[মহাশূন্যতা সূত্র সমাপ্ত]

আশ্চর্য-অদ্ভূতধর্ম সূত্র (১২৩)[১]

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

একসময় ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় বহু ভিক্ষু ভিক্ষাচর্য্যা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভোজনান্তে উপস্থানশালায়[২] সমাবেত হইয়া এইকথা আলোচনা করিতেছিলেনঃ আশ্চর্য, বন্ধুগণ! অদ্ভূত, বন্ধুগণ! তথাগতের কি মহিমা! কি মহানুভবতা! যেহেতু তথাগত, অতীতের বুদ্ধগণ যাঁহারা পরিনির্বান প্রাপ্ত, ছিন্নপ্রপঞ্চ, ছিন্নাবর্ত[৩], কর্মাবর্ত, ক্ষয়সাধক ও সর্বদুঃখমুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের জানিতে পারেনঃ ঐ সকল ভগবান এই এই জাতি হইতে উদ্ভূত, এই এই নাম ও গোত্র যুক্ত। এইরূপ শীল ও ধর্মসম্পন্ন, এইরূপ প্রজ্ঞা .... এইরূপ তাঁহাদের জীবনযাত্রা প্রণালী, এইরূপে বিমুক্ত ছিলেন। এইরূপ কথিত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ সেই ভিক্ষুদিগকে বলিলেন,

---

[১] এই সূত্রটি দীর্ঘনিকায়ের মহাপদান সূত্রের অন্তর্ভূক্ত আছে।

[২] সভাকক্ষ।

[৩] কুশল-অকুশলকর্মের আবর্ত- প.সূ.

বন্ধুগণ! ইহা আশ্চর্য ও অদ্ভুত যে
তথাগতগণ আশ্চর্য ও অদ্ভুতধর্ম সমন্বাগত ছিলেন।

সেই ভিক্ষুদের এই আলোচ্যকথা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ভগবান সায়াহ্নে সমাধি হইতে উঠিয়া উপস্থানশালায় উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিয়া ভগবান ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ ভিক্ষুগণ! তোমরা এখানে কি আলোচনার জন্য সমাবেত হইয়াছ? কি আলোচ্য কথাই বা বাধাপ্রাপ্ত হইল?

ভদন্ত! এখানে আমরা ভিক্ষাচর্য্য .... বাধাপ্রাপ্ত হইল, তখন ভগবান আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ তাহা হইলে আনন্দ! তথাগতের আশ্চর্য অদ্ভুতধর্ম উত্তমরূপে প্রকাশ কর।

ভদন্ত! ভগবানের নিকট হইতে সাক্ষাৎ আমি ইহা শুনিয়াছি, সাক্ষাৎ জানিয়াছিঃ 'আনন্দ! স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া বোধিসত্ত্ব তুষিত দেবলোকে আবির্ভূত হইয়াছেন'। ভদন্ত! যেহেতু বোধিসত্ত্ব স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া তুষিত দেবলোকে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেইজন্য আমি ইহাকে ভগবানের আশ্চর্য অদ্ভুতধর্ম বলিয়া গণ্য করি।

ভদন্ত! ভগবানের নিকট হইতে সাক্ষাৎ .... তুষিত দেবলোকে বোধিসত্ত্ব স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন .... গণ্য করি। ভদন্ত! যতদিন আয়ুস্কাল ততদিন তুষিত দেবলোকে অবস্থান করিয়াছিলেন .... গণ্য করি। .... বোধিসত্ত্ব স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া তুষিত দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করিলেন .... গণ্য করি।

ভদন্ত! .... যখন বোধিসত্ত্ব দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করেন, তখন দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক, এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও দেবমনুষ্যের সহিত এই পৃথিবীতে দেবগণের দেবানুভাব অতিক্রম করিয়া অপরিমিত মহান আলোকের প্রকাশ হয়, অনন্ত ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকান্তরিত নিরয় যে স্থানে মহাশক্তি সম্পন্ন ও মহানুভব চন্দ্র সূর্যের কিরণও প্রবেশ করিতে অক্ষম, সেই স্থানে ও দেবগণের দেবানুভাব অতিক্রম করিয়া অপরিমিত মহান আলোকের প্রকাশ হয়, যে সকল প্রাণী ঐ স্থানে উৎপন্ন হইয়াছে তাঁহারাও ঐ আলোকে পরস্পরকে জানিতে সক্ষম হয়ঃ "ওহে, অন্যান্য প্রাণীও এই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছে"। দশ সহস্র জগৎ সম্পন্ন এই ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হয়, প্রকম্পিত হয়, সঞ্চালিত হয়, দেবগণের দেবানুভাব অতিক্রম করিয়া অপরিমেয় বিপুল আলোক প্রাদুর্ভূত হয়। .... গণ্য করি।

ভদন্ত! .... যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হন তখন তাঁহার রক্ষার জন্য চারি দেবপুত্র চারিদিকে গমন করেন ঃ মনুষ্য অথবা অমনুষ্য কেহই যেন বোধিসত্ত্ব অথবা তদীয় মাতার অনিষ্ট সাধন করিতে না পারে।" .... গণ্য করি।

ভদন্ত! .... যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহার মাতা স্বভাবতঃ শীলবতী হন, প্রাণীতিপাত, অদত্তগ্রহণ, ব্যভিচার, মৃষাবাদ, সুরা মৈরেয় মদ্যাদি প্রমাদ স্থান হইতে বিরত হন। .... গণ্য করি।

ভদন্ত! .... যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহার মাতা পুরুষের প্রতি রাগোপসংহিত চিত্ত উৎপাদন করেন না। তিনি রক্তচিত্ত পুরুষ কর্তৃক অনতিক্রম্যা .... গণ্য করি।

ভদন্ত! .... যখন .... প্রবিষ্ট হন,
তখন তাঁহার মাতা পঞ্চ কামগুণজনিত সুখের অধিকারিণী হন, তিনি পঞ্চকামগুণের সমর্পিত, সমঙ্গীভূত ও পরিবেষ্ঠিত হন। .... গণ্য করি।

ভদন্ত! .... যখন .... প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহার মাতার কোন রোগ উৎপন্ন হয় না। তিনি অক্লান্তদেহে সুখ অনুভব করেন, কুক্ষিনিষ্ক্রান্ত বোধিসত্ত্বকে তিনি সর্বাঙ্গ, প্রত্যঙ্গ এবং সর্বেন্দ্রিয়সম্পন্ন দেখেন। যেমন, আনন্দ! শুভ, উচ্চশ্রেণীতুক্ত অষ্টাংশ, সুকর্তিত বৈদুর্যমণি নীল, পীত, লোহিত, অবদাত (সাদা) অথবা পাণ্ডুরবর্ণ সূত্রে গ্রথিত আছে, কোন চক্ষুষ্মান পুরুষ উহা হস্তে লইয়া প্রত্যবেক্ষন করেনঃ এই শুভ .... গ্রথিত হইয়াছে, ঠিক এইরূপে যখন বোধিসত্ত্ব .... গণ্য করি।

ভদন্ত! .... বোধিসত্ত্বের জন্মের সপ্তাহকাল পরে তাঁহার মাতা দেহত্যাগ করেন এবং তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হন। .... গণ্য করি।

ভদন্ত! ভগবানের নিকট হইতে সাক্ষাৎ .... যেমন অন্য স্ত্রীরা নয় বা দশমাস গর্ভ ধারণ করিয়া প্রসব করে, বোধিসত্ত্বের মাতা এইরূপে তাঁহাকে প্রসব করেন নাই, পূর্ণ দশ মাস তাঁহাকে গর্ভে ধারণ করিয়া প্রসব করেন। .... গণ্য করি।

ভদন্ত! ভগবানের নিকট হইতে সাক্ষাৎ .... যেমন অন্য স্ত্রীরা উপবিষ্ট অথবা শায়িত অবস্থায় প্রসব করে, বোধিসত্ত্বের মাতা এইরূপে বোধিসত্ত্বকে প্রসব করেন না। তিনি দণ্ডায়মান অবস্থায় বোধিসত্ত্বকে প্রসব করেন। .... গণ্য করি।

ভদন্ত! .... যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, তখন দেবগণ তাঁহাকে গ্রহণ করেন, পরে মনুষ্যগণ। .... গণ্য করি।

ভদন্ত! .... যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, তখন তিনি ভূমির স্পর্শ লাভ করেন নাই, চারি দেবপুত্র তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া মাতার সম্মুখে স্থাপিত করেন এবং বলেন 'দেবী, প্রসন্ন হউন, আপনার মহাশক্তিসম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে।' .... গণ্য করি।

ভদন্ত! .... নিষ্ক্রান্ত হন, তখন তিনি নির্মল জল, শ্লেষ্মা, রুধির অথবা অপর কোন অশুচি দ্বারা লিপ্ত নহেন, তিনি নির্মল, শুদ্ধ, যেমন, আনন্দ! কোন মণিরত্ন কাশীজাত উত্তম বস্ত্রে নিক্ষিপ্ত হইলেও উভয়ে উভয়কে কলুষিত করে না, তাহা কি হেতু? কারণ, উভয়ের শুদ্ধতা নির্মিত্ত, এইরূপে .... গণ্য করি।

ভদন্ত! .... নিষ্ক্রান্ত হন, তখন অন্তরীক্ষ হইতে দুইটি উদকধারা নির্গত হয়, একটি শীতল, অপরটি উষ্ণ, যাহার দ্বারা বোধিসত্ত্ব ও তাঁহার মাতার প্রক্ষালনাদি উদককৃত্য সম্পন্ন হয়। .... গণ্য করি।

ভদন্ত! .... সদ্যোজাত বোধিসত্ত্ব সমপাদোপরি স্থিত এবং উত্তরাভিমুখী হইয়া সপ্ত পদ গমন করেন, মস্তকোপরি শ্বেতছত্র ধৃত হইলে তিনি সর্বদিকে অবলোকন করিয়া এই মহত্ত্বব্যঞ্জক্ বাক্য ঘোষণা করেনঃ "এই পৃথিবীতে আমি অগ্র, আমি শ্রেষ্ঠ, আমি জ্যেষ্ঠ, ইহাই আমার শেষ জন্ম, আর পুনর্জন্ম নাই"। গণ্য করি।

ভদন্ত! .... নিষ্ক্রান্ত হন, তখন দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও দেবমনুষ্য সহিত এই পৃথিবীতে দেবগণের দেবানুভাব অতিক্রম করিয়া অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হয়, অনন্তঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকান্তরিত নিরয়, যেস্থানে মহাঋদ্ধি সম্পন্ন ও মহানুভাব চন্দ্র সূর্যের কিরণ ও প্রবেশ করিতে অক্ষম, সেস্থানেও দেবানুভাব অতিক্রম করিয়া অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি

প্রাদুর্ভূত হয়, যে সমস্ত সত্ত্ব ঐ স্থানে
উৎপন্ন হইয়াছে তাহারাও ঐ আলোকে প্রাদুর্ভূত হয়, তাঁহারা পরস্পরকে জানিতে পারেনঃ "ওহে অন্যান্য প্রাণীও এখানে উৎপন্ন হইয়াছে" দশ সহস্র জগৎ কম্পিত হয় .... প্রাদুর্ভূত হয়। .... গণ্য করি।

সুতরাং, আনন্দ! তুমি তথাগতের এই আশ্চর্য অদ্ভূতধর্ম ধারণ কর। ইহাতে তথাগতের জ্ঞাত বেদনা উৎপন্ন হয়, জ্ঞাত হইলে স্থিতি লাভ করে, জ্ঞাত হইলে অস্তমিত হয়, বিদিত সংজ্ঞা, বিদিত বির্তক উৎপন্ন হয়, স্থিতি লাভ করে, অস্তমিত হয়। আনন্দ! তুমি .... ধারণ কর।

ভদন্ত! ভগবানের বেদনা উৎপন্ন হয় .... অস্তমিত হয়- এইরূপে আমি ভগবানের আশ্চর্য অদ্ভুতধর্ম ধারণ করি।

আয়ুষ্মান আনন্দ ইহা বলিলেন। শাস্তা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ভিক্ষুগণ, সন্তুষ্টমনে আয়ুষ্মান আনন্দের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[আশ্চর্য-অদ্ভুতধর্ম সূত্র সমাপ্ত]

বক্কুল[১] সূত্র (১২৪)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

এক সময় আয়ুষ্মান বক্কুল রাজগৃহ সমীপে বেণুবনে কলন্দক নিবাপে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় আয়ুষ্মান বক্কুলের প্রাক্তন গৃহীবন্ধু অচেল কাশ্যপ আয়ুষ্মান বক্কুলের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রীত্যালাপ ও কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া অচেল কাশ্যপ

---

[১] অন্য বানান বাকুল, বৌদ্ধ সংস্কৃত বৎকুল।

আয়ুষ্মান বক্কুলকে বলিলেনঃ "বন্ধু বক্কুল! কতদিন হইল আপনি প্রব্রর্জিত হইয়াছেন?"

- "আশি বৎসর হইল আমি প্রব্রজিত হইয়াছি।"

- এই আশি বৎসরের মধ্যে আপনি কতবার মৈথুন ধর্ম প্রতিসেবন করিয়াছেন?

- বন্ধু কাশ্যপ! আমাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়ঃ "বন্ধু বক্কুল! .... করিয়াছেন"? আমাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করা উচিতঃ "বন্ধু বক্কুল! এই আশি বৎসরে আপনার মধ্যে কতবার কামসংজ্ঞা উৎপন্ন হইয়াছে?"

- বন্ধু বক্কুল! এই আশি বৎসরে .... হইয়াছে?

- বন্ধু কাশ্যপ! আমার আশি বৎসরের প্রব্রজ্যায় কোন কামসংজ্ঞা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া জানি না।

(যেহেতু আয়ুষ্মান বক্কুল তাঁহার আশি বৎসরের প্রব্রজ্যায় তাঁহার মধ্যে কোন কামসংজ্ঞা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া জানেন না, সুতরাং ইহাকে আমারা আয়ুষ্মান বক্কুলের আশ্চর্য-অদ্ভুতধর্ম বলিয়া গণ্য করি)ঃ "আমার আশি বৎসরের প্রব্রজ্যায় আমার মধ্যে ব্যাপাদ সংজ্ঞা, বিহিংসাসংজ্ঞা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া জানি না"। (যেহেতু .... ব্যাপাদ সংজ্ঞা, বিহিংসা সংজ্ঞা .... গণ্য করি)। কামবির্তক, ব্যাপাদ বির্তক সম্পর্কেও এইরূপ।

"আমার আশি .... গৃহপতিচীবর[১] গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া জানি না।! .... গণ্য করি।

আমার আশি .... অস্ত্র দ্বারা চীবর কাটিয়াছি .... গণ্য করি।

আমার আশি .... সূঁচ দ্বারা চীবর সেলাই .... গণ্য করি।

আমার আশি .... রঞ্জক দ্বারা চীবর রঞ্জিত .... গণ্য করি।

---

[১] গৃহপতিপ্রদত্ত বর্ষাবাস চীবর। প.সূ।

আমার আশি .... কঠিন চীবর সেলাই করি।

আমার আশি .... সব্রহ্মচারীর চীবর কর্মে ব্যাপৃত .... নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি .... এইরূপ চিত্ত উৎপন্ন হইয়াছে, "অহো আমাকে কেহ নিমন্ত্রণ করিতে পারে" বলিয়া জানি না .... গণ্য করি। আমার আশি .... অন্তর্গৃহে উপবেশন করিয়াছি, ভোজন করিয়াছিলাম .... মাতৃগ্রামের (মাহিলার) অনুব্যঞ্জন লক্ষণ (দৈহিক রূপের) প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম .... মাতৃগ্রামকে ধর্মদেশনা করিয়াছিলাম, তাহা চতুপর্দী গাথা মাত্র হইলেও .... ভিক্ষুণীদের বাসস্থানে গমণ করিয়াছিলাম .... ভিক্ষুণীদের ধর্মদেশনা করিয়াছিলাম .... শিক্ষার্থিনীদের ধর্মদেশনা করিয়াছিলাম .... গ্রামনারীদের ধর্মদেশনা করিয়াছিলাম বলিয়া জানি না .... গণ্য করি। আমার আশি .... অন্য কেহকে প্রব্রজ্যা দিয়াছিলাম, উপসম্পদা দিয়াছিলাম, নিশ্রয় দিয়াছিলাম, শ্রামণেরকে আমার সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলাম, জন্তাঘরে (স্নানঘর) স্নান করিয়াছিলাম, চুর্ণ দ্বারা স্নান করিয়াছিলাম, মুহূর্তের জন্যও রোগ উৎপন্ন হইয়াছে, কোন ভৈষজ্য বহন করিয়াছি, এমন কি হরিতকী খণ্ডমাত্র, ঠেসে হেলান দিয়া বিশ্রাম করিয়াছি। শয্যা পাতিয়াছি, গ্রামান্ত বাসস্থানে বর্ষা যাপন করিয়াছি বলিয়া জানি না। .... গণ্য করি।

সপ্তাহকাল আমি ক্লেশযুক্ত থাকিয়া শ্রদ্ধাদত্ত আহার্য্য গ্রহণ করিয়াছি এবং অষ্টম দিবসে আমার জ্ঞান (অর্হত্ব) উৎপন্ন হইয়াছে। .... গণ্য করি।

- বন্ধু, বক্কুল! এই ধর্মবিনয়ে আমি কি প্রব্রজ্যা এবং উপসম্পদা লাভ করিতে পারি? অচেল কাশ্যপ এই ধর্মবিনয়ে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন। উপসম্পদা লাভ করিয়া

অচিরেই আয়ুষ্মান কাশ্যপ একাকী ব্যপকৃষ্ট, অপ্রমত্ত, আতাপী, প্রহিত্মা (ধ্যান নিবিষ্ট) হইয়া অবস্থান করিয়া অল্প সময়েই যাহার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকরূপে আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের পর্যাবসান (নির্বাণ) ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া অবস্থান করেনঃ জন্ম বিনষ্ট হইয়াছে .... আসিতে হইবে না। আয়ুষ্মান কাশ্যপ অর্হৎ হইলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান বক্কুল দরজার চাবি লইয়া বিহার হইতে বিহারে যাইয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেনঃ আয়ুষ্মানগণ অগ্রসর হউন, অদ্য আমার পরিনির্বাণ লাভ হইবে। .... গণ্য করি।

তখন আয়ুষ্মান বক্কুল ভিক্ষুসংঘ মধ্যে উপবিষ্ট অবস্থায় পরিনির্বাণ লাভ করিলেন। .... গণ্য করি।

[বক্কুল সূত্র সমাপ্ত]

দান্তভূমি সূত্র (১২৫)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

একসময় ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন- বেণুবনে কলন্দক-নিবাপে। সেই সময় অচিরবত শ্রামণের অরণ্যকুটিতে[১] বাস করিতেন। তখন রাজকুমার জয়সেন[২] পাদচারণা করিতে করিতে শ্রামণের অচিরবতের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া শ্রামণের অচিরবতের সহিত প্রীত্যালাপ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট

---

[১] বেণুবনের নির্জন অংশে ভিক্ষুদের প্রাধানের (ধ্যানের) জন্য ব্যবহৃত বাসস্থান-প.সূ.।

[২] রাজা বিম্বিসারের একজন পুত্র।

রাজকুমার জয়সেন শ্রামণের অচিরবতকে বলিলেনঃ হে অগ্নিবেশ্মন! আমি শুনিয়াছি যে এখানে কোন ভিক্ষু অপ্রমত্ত, আতাপী, প্রহিত্ত্র (ধ্যাননিবিষ্ট) হইয়া অবস্থান করিলে চিত্তের একাগ্রতা অর্জন করিতে পারে।- রাজকুমার! তাহা ঠিক। এখানে কোন ভিক্ষু .... করিতে পারে।- ভবদীয় অগ্নিবেশ্মন যথাশ্রুত, যথায়ত্ত ধর্ম দেশনা করিলে আমার পক্ষে উত্তম হইবে।

রাজকুমার! আমি আপনাকে যথাশ্রুত, যথায়ত্ত ধর্ম দেশনা করিতে অক্ষম। সুতরাং আমি যদি আপনাকে যথাশ্রুত, যথায়ত্ত ধর্ম দেশনা করি এবং আপনি আমার ভাষণের অর্থ বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে উহা আমার পক্ষে ক্লেশ ও বিরক্তির কারণ হইবে।

- ভবদীয় অগ্নিবেশ্মন আমাকে যথাশ্রুত, যথায়ত্ত ধর্ম দেশনা করিলে তাহা অল্প হইলেও আমি বুঝিতে পারিব।

রাজকুমার! আমি আপনাকে যথাশ্রুত, যথায়ত্ত ধর্মদেশনা করিতে পারি, আপনি যদি আমার ভাষণের অর্থ-বুঝিতে পারেন তাহা কুশল, আর বুঝিতে না পারিলে যথাস্থানে অবস্থান করুন, তাহার পর আমাকে প্রতি জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন না।

ভবদীয় অগ্নিবেশ্মন .... প্রতিজিজ্ঞাসা করিব না।

তখন শ্রামণের অচিরবত রাজকুমার জয়সেনকে যথায়ত্ত ধর্ম দেশনা করিলেন। এইরূপ কথিত হইলে রাজকুমার জয়সেন শ্রামণের অচিরবতকে বলিলেনঃ হে অগ্নিবেশ্মন! ইহা অসম্ভব ও অনবকাশযুক্ত যে কোন ভিক্ষু অপ্রমত্ত .... অর্জন করিতে পারে। তখন রাজকুমার জয়সেন শ্রামণের অচিরবতকে তাঁহার এই মত জ্ঞাপন করিয়া আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

রাজকুমার জয়সেন চলিয়া যাইবার পরক্ষণেই শ্রামণের অচিরবত ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট শ্রামণের অচিরবত রাজকুমার জয়সেনের সহিত যে সমস্ত কথাবার্তা হইয়াছিল তাহা সমস্তই ভগবানের নিকট জ্ঞাপন করিলেন। এইরূপ কথিত হইলে ভগবান অচিরবতকে বলিলেনঃ অগ্নিবেশ্মন! তাহা কি সম্ভব? যাহা নৈষ্ক্রম্যের দ্বারা জ্ঞাতব্য, নৈষ্ক্রম্য দ্বারা দ্রষ্টব্য, নৈষ্ক্রম্য দ্বারা প্রাপ্য, নৈষ্ক্রম্য দ্বারা সাক্ষাৎযোগ্য তাহা রাজকুমার জয়সেন কাম মধ্যে বাসরত, কাম-উপভোগ, কামবির্তক-উপদ্রুত, কাম পরিদাহে দগ্ধ, কামপর্যেষণার উৎসুক হইয়া জানিবে, দর্শন করিবে, অথবা সাক্ষাৎ করিবে- ইহা হইতে পারে না। যেমন, অগ্নিবেশ্মন! দুই দম্য হস্তী, দম্য অশ্ব বা দম্যগরু সুদান্ত ও সুবিনীত হয়, আর দুই দম্য হস্তী, দম্য, অশ্ব বা দম্য গরু অদান্ত ও অবিনীত হয়। অগ্নিবেশ্মন! তুমি কি মনে কর? যে দুই দম্য হস্তী .... সুবিনীত, তাহারা দান্ত হইয়াই দান্ত অধিকার প্রাপ্ত হইবে, দান্ত হইয়াই দান্ত-প্রাপ্যভূমি পাইবে?- "হ্যাঁ ভদন্ত"। যে দম্যহস্তী .... অদান্ত ও অবিনীত, তাহারা কি অদান্ত হইয়া দান্ত-অধিকার .... লাভ করিতে পারে?- "না ভদন্ত"।- অগ্নিবেশ্মন! ঠিক এইরূপে যাহা নৈষ্ক্রম্য দ্বারা জ্ঞাতব্য .... ইহা হইতে পারে না।

যেমন, অগ্নিবেশ্মন! কোন গ্রাম বা নিগমের নিকটে মহাপর্বত আছে। দুই বন্ধু সেই গ্রাম বা নিগম হইতে বাহির হইয়া হাতে হাত ধরিয়া পর্বতের নিকট উপস্থিত হইল, উপস্থিত হইয়া একজন নীচে পর্বতের পাদদেশে দাঁড়াইয়া রহিল। অপরজন পর্বতের উপরিভাগে আরোহণ করিল। নীচে দণ্ডায়মান বন্ধু উপরের বন্ধুকে এইরূপ

বলিলঃ সৌম্য! পর্বতের উপর দাঁড়াইয়া তুমি কি দেখিতেছ? সে এইরূপ বলিতে পারে, সৌম্য! পর্বতের উপর দাঁড়াইয়া আমি রমণীয় আরাম, রমণীয় বন, রমণীয় ভূমি ও রমণীয় পুষ্করিণী দেখিতেছি। সে (নীচ দণ্ডায়মান) এরূপ বলিতে পারেঃ ইহা অসম্ভব ও অনবকাশযুক্ত যে তুমি পর্বতের উপরে দাঁড়াইয়া রমণীয় .... দেখিতে পাইতেছ। তখন পর্বতের উপরে স্থিত ব্যক্তি নীচে নামিয়া আসিয়া সেই বন্ধুকে বাহু দ্বারা গ্রহণ করিয়া পর্বতের উপরে লইয়া গিয়া শ্বাস গ্রহণ করিবার জন্য এক মুহূর্ত সময় দিয়া বলিল, সৌম্য! পর্বতের উপর হইতে তুমি কি দেখিতেছ? সেই ব্যক্তি বলিতে পারেঃ পর্বতের উপরে স্থিত হইয়া আমি রমণীয় .... দেখিতেছি। সেই ব্যক্তি বলিতে পারেঃ এখন আমরা তোমার কথা এইরূপ বুঝিতে পারি। ইহা অসম্ভব ও অনবকাশযুক্ত যে তুমি পর্বতের উপরে স্থিত হইয়া রমণীয় আরাম .... দেখিতে পার।' এখন আমরা তোমার কথা এইরূপ বুঝিতে পারিঃ 'এখন আমি পর্বতের উপরে স্থিত হইয়া রমণীয় আরাম .... দেখিতে পারি।' সেই ব্যক্তি এইরূপ বলিতে পারেঃ সৌম্য! এই বৃহৎ পর্বত দ্বারা আবৃত বলিয়া যাহা দ্রষ্টব্য, তাহা আমি দেখিতে পারি নাই।

অগ্নিবেশ্মন! ঠিক এইরূপে অধিকতর পরিমানে রাজকুমার জয়সেন অবিদ্যা-স্কন্ধের দ্বারা আবৃত, নিবারিত, অববৃত ও সমাচ্ছন্ন। যাহা নৈষ্ক্রম্য দ্বারা জ্ঞাতব্য .... সাক্ষাৎ করিবে, তাহা হইতে পারে না। অগ্নিবেশ্মন! যদি রাজকুমার জয়সেনের জন্য এই দুই উপমা তোমাকে প্রতিভাষিত করে, তাহা হইলে ইহা আশ্চর্য নয় যে রাজকুমার জয়সেন তোমার উপর প্রসন্ন এবং প্রসন্নের মত আচরণ করিবেন।

কিন্তু, ভদন্ত! কিরূপে রাজকুমার জয়সেনের জন্য এই দুই অশ্রুতপূর্ব উপমা আমাকে প্রতিভাষিত করিবে, যেমন, ভগবানকে।

যেমন, অগ্নিবেশ্মন! মুর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা কোন নাগশিকারীকে বলেনঃ সৌম্য নাগশিকারী! রাজহস্তী আরোহণ করিয়া নাগবনে প্রবেশ করিয়া আরণ্যক হস্তী দেখিয়া তাহাকে রাজহস্তীর গ্রীবায় উপনিবদ্ধ কর। "হ্যাঁ প্রভু" বলিয়া নাগশিকারী মুর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজাকে প্রত্যুত্তর দিয়া রাজহস্তীতে আরোহণ করিয়া নাগবনে প্রবেশপূর্বক আরণ্যক নাগ দেখিয়া রাজহস্তীর গ্রীবায় তাহাকে উপনিবদ্ধ করিল। রাজহস্তী তাহাতে উন্মুক্ত স্থানে লইয়া আসিল এবং এইরূপে আরণ্যক নাগ বাহিরে আসিল। অগ্নিবেশ্মন! নাগবন সম্পর্কে ইহাই আরণ্যক নাগের আকাঙ্খা। নাগশিকারী মুর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজাকে জ্ঞাপন করিলেনঃ আরণ্যক নাগ উন্মুক্ত স্থানে গিয়াছে। তখন রাজা হস্তীদমনকারীকে আমন্ত্রণ করিয়া বলিলেনঃ ভদ্র হস্তীদমক! এস, আরণ্যক নাগকে তাহার আরণ্যক আচরণ, স্মরণ, সঙ্কল্প, দুঃখ-কষ্ট, পরিদাহ অবদমিত করিয়া, গ্রামান্তে প্রমোদিত করিয়াও মনুষ্যাচরণে শিক্ষা দিয়া দমিত কর। "হ্যাঁ প্রভু" বলিয়া হস্তীদমক মুর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজাকে প্রত্যুত্তর দিয়া আরণ্যক নাগকে তাহার আরণ্যক আচরণ .... শিক্ষা দিয়া দমিত করিবার জন্য মাটীতে বৃহৎ খুঁটি প্রোথিত করিয়া তাহাতে উপনিবদ্ধ করে। অতঃপর আরণ্যক নাগ হস্তীদমকের যে বাক্য নির্দোষ, কর্ণসুখকর, প্রীতিকর, হৃদয়গ্রাহী, পুরজনোচিত, বহুজনকান্ত, বহুজন-মনোজ্ঞ সেইরূপ বাক্য শ্রবণ করে, কর্ণপাত করে, গম্ভীর জ্ঞানে চিত্ত উপস্থাপিত করে। তারপর হস্তীদমক তাহাকে তৃণ, ঘাস ও জল প্রদান করে। অগ্নিবেশ্মন! যখন

আরণ্যক নাগ হস্তীদমকের তৃণ, ঘাস
ও জল গ্রহণ করে, তখন হস্তীদমক এরূপ চিন্তা করেঃ "রাজার হস্তী এখন জীবিত থাকিলে উত্তম"। তারপর হস্তীদমক তাহাকে পরবর্তী শিক্ষা দান করেঃ "ওহে গ্রহণ কর, ওহে নিক্ষেপ কর"। অগ্নিবেশ্মন! যখন রাজার হস্তী গ্রহণে, নিক্ষেপে হস্তীদমকের বাক্য পালন করে, আদেশ অনুযায়ী কাজ করে, তখন হস্তীদমক তাহাকে পরবর্তী শিক্ষাদান করেঃ "ওহে অগ্রসর হও, পশ্চাদ অপসরণ কর"। অগ্নিবেশ্মন! যখন রাজার হস্তী অগ্রসরকালে, প্রত্যাগমনে হস্তীদমনকারীর বাক্য পালন করে, আদেশ অনুযায়ী কাজ করে, তখন হস্তীদমক তাহাকে পরবর্তী শিক্ষা দান করে। ওহে উঠ, ওহে বস।" যখন উত্থানে, উপবেশনে .... স্থির থাকার শিক্ষা দান করে। সে বিশাল শুণ্ডে ফলক উপনিবদ্ধ করে, তোমরহস্ত (বল্লম) পুরুষ হস্তীর গ্রীবার উপরে উপবিষ্ট থাকে, তোমরহস্ত লোকজন চারিদিকে ঘিরিয়া দণ্ডায়মান থাকে, হস্তীদমকও দীর্ঘ তোমর দণ্ড লইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকে। "স্থিত থাকা" অভ্যাস করাইবার সময়ে সে সম্মুখের পাদদ্বয় বা পশ্চাতের পাদদ্বয় নাড়ে না, দেহের সম্মুখ ভাগ বা পশ্চাৎভাগ নাড়ে না, মস্তক, কর্ণ, লাঙ্গুল বা শুণ্ড নাড়ে না। রাজার সেই হস্তী অসি, তীর বা কুঠারের আঘাত এবং ভেরী শব্দ, শঙ্খ শব্দ, নিনাদ শব্দ বা টম টম শব্দ সহ্য করিতে সক্ষম। সে সর্বদোষমুক্ত, বিশুদ্ধ স্বর্ণসদৃশ, রাজাপোযুক্ত, রাজভোগ্য এবং রাজকীয় গুণে ভূষিত।

অগ্নিবেশ্মন! ঠিক এইরূপে অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ তথাগত এই পৃথিবীতে উৎপন্ন হন .... আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন। অগ্নিবেশ্মন! আর্য্য-শ্রাবক উন্মুক্তজীবন যাপন করেন। কিন্তু পঞ্চকামগুণ সম্পর্কে দেবমনুষ্যদের আকাঙ্খা আছে। তথাগত

তাঁহাকে (আর্যশ্রাবক) এইরূপ পরবর্তী শিক্ষা দেনঃ এস ভিক্ষু! শীলবান হও[১] .... বিচিকিৎসা হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি চিত্তের উপক্লেশ ও প্রজ্ঞার দৌর্বল্যের কারণ এই পঞ্চ নীবরণ পরিহার করিয়া কায়ে কায়ানুদর্শী, আতাপী, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হইয়া অবস্থান করেন। এই পৃথিবীতে অবিধ্যা দৌর্মনস্য দূরীভূত করেন, বেদনায় .... চিত্তে .... ধর্মে ধর্মানুদর্শী, আতাপী, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হইয়া অবস্থান করেন, এই পৃথিবীতে অবিধ্যা দৌর্মনস্য দূরীভূত করেন।

যেমন, অগ্নিবেশ্মন! হস্তিদমক আরণ্যক নাগকে তাহার আরণ্যক আচরণ .... শিক্ষা দান করে, ঠিক এইরূপে, অগ্নিবেশ্মন! গৃহীজনোচিত্ত আচরণ, গৃহীজনোচিত সঙ্কল্প, গৃহীজনোচিত দুঃখ-কষ্ট, পরিদাহ দমিত করার জন্য, জ্ঞানলাভের জন্য ও নির্বাণ সাক্ষাৎ করিবার জন্য আর্যশ্রাবকের এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান চিত্তের উপনিবন্ধন প্রয়োজন।

তথাগত তাঁহাকে এই পরবর্তী শিক্ষা দেনঃ এস ভিক্ষু! কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান কর, কায়-উপসংহিত বিতর্ক পোষণ করিও না। বেদনা, চিত্ত, কর্ম সম্পর্কেও এইরূপ। তিনি বির্তক-বিচার উপশমে অধ্যাত্মসম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী অবির্তক, অবিচার সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। তিনি এইরূপ সমাহিত চিত্তে .... আর এখানে আসিতে হইবে না বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন।

সেই ভিক্ষু শীত-উষ্ণ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, দংশ-মশক, বাতাতপ, সরীসৃপ সংস্পর্শে সহনক্ষম হন। দুর্বাক্য, উৎপন্ন বেদনা, তীব্র

---

[১] এই অংশের জন্য গণকমৌদ্গাল্যায়ন সূত্র দ্রষ্টব্য।

তীক্ষ্ণ কটুত্ব, অসাত (বিরক্তিকর),
অমনোজ্ঞ এবং প্রাণহর দুঃখ অধিবাসন-সমর্থ হন। সর্বরাগ দ্বেষ-মোহমুক্ত যাহা আহ্বানীয়, প্রাহ্বানীয়, দাক্ষিণেয্য, অঞ্জলী-করণীয় এবং লোকের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র নামে অভিহিত।

অগ্নিবেশ্মন! যদি অদান্ত অবিনীত রাজার হস্তী বৃদ্ধবয়সে মারা যায়, রাজার বৃদ্ধ হস্তী অদান্ত অবস্থায় মারা গিয়াছে বলা যায়। অগ্নিবেশ্মন! রাজার মধ্যেবয়সী হস্তী সম্পর্কে ও এইরূপ, যদি অদান্ত অবিনীত রাজার হস্তী তরুন বয়সে মারা যায়, রাজার তরুন হস্তী অদান্ত অবস্থায় মারা গিয়াছে বলা যায়।

ঠিক এইরূপে, অগ্নিবেশ্মন! যদি কোন স্থবির ভিক্ষু ক্ষীণাসব না হইয়া মারা যায়, স্থবির ভিক্ষু অদান্ত অবস্থায় মারা গিয়াছে বলা যায়। মধ্যবয়সী ভিক্ষু সম্পর্কে ও এইরূপ। অগ্নিবেশ্মন! যদি কোন নবীন ভিক্ষু ক্ষীণাসব না হইয়া মারা যায়, সেই নবীন ভিক্ষু অদান্ত অবস্থায় মারা গিয়াছে বলা যায়। অগ্নিবেশ্মন! যদি রাজার বৃদ্ধ সুদান্ত, সুবিনীত হস্তী মারা যায়, তাহা হইলে রাজার বৃদ্ধ হস্তী সুদান্ত সুবিনীত অবস্থায় মারা গিয়াছে বলা যায়, মধ্যবয়সী সম্পর্কে ও এইরূপ। যদি, অগ্নিবেশ্মন! রাজার সুদান্ত সুবিনীত হস্তী তরুণ বয়সে মারা যায় তাহা হইলে রাজার তরুণ হস্তী সুদান্ত সুবিনীত অবস্থায় মারা গিয়াছে বলা যায়। ঠিক এইরূপে, অগ্নিবেশ্মন! যদি কোন স্থবির ভিক্ষু ক্ষীণাসব হইয়া মারা যায়, তাহা হইলে স্থবির ভিক্ষু দান্ত অবস্থায় মারা গিয়াছে বলা যায়, মধ্য বয়সী সম্পর্কেও এইরূপ, যদি নবীন ভিক্ষু ক্ষীণাসব হইয়া মারা যায়, তাহা হইলে নবীন ভিক্ষু দান্ত অবস্থায় মারা গিয়াছে বলা যায়।

ভগবান ইহা বলিলেন। শ্রামণের অচিরবত সন্তুষ্টমনে ভগবানের ভাষণ আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[দান্তভূমি সূত্র সমাপ্ত]

ভূমিজ সূত্র (১২৬)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

এক সময় ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন বেণুবনে কলন্দকনিবাপে। সেই সময় আয়ুষ্মান ভূমিজ[১] পূর্বাহ্নে বহির্গমন বাস পরিধান করিয়া পাত্র চীবর লইয়া রাজকুমার জয়সেনের আবাসে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। তখন রাজকুমার জয়সেন আয়ুষ্মান ভূমিজের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান ভূমিজের সহিত প্রীত্যালাপ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট রাজকুমার জয়সেন আয়ুষ্মান ভূমিজকে বলিলেনঃ কোন কোন শ্রমণ আছেন যাঁহারা এরূপ মতবাদী ও এইরূপ দৃষ্টি সম্পন্ন; যদি কেহ আশা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, তাহার পক্ষে ফল লাভ করা সম্ভব নহে, যদি আশা না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, তাহা হইলেও ফল লাভ করা সম্ভব নহে। আশা এবং আশাহীন হইয়া যদি ব্রহ্মচর্য্য পালন করে তাহা হইলেও ফল লাভ সম্ভব নহে, আবার আশাও না করিয়া, আশাহীন না হইয়াও যদি ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, তাহা হইলেও ফল লাভ করা সম্ভব নহে। এইস্থলে ভবদীয় ভূমিজের শাস্তা কি মতবাদী, কি আখ্যায়ী?

রাজকুমার! আমি ইহা স্বয়ং ভগবানের নিকট হইতে শুনি নাই বা জানি নাই। তবে ইহা স্থানোপযোগী যে ভগবান এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারেনঃ যদি কেহ আশা করিয়া অযোনিশ (অনবধানত) ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, তাহা হইলে ফল লাভ করা সম্ভব নহে, আশা

---

[১] রাজকুমার জয়সেনের মাতুল।

না করিয়া যদি অযোনিশ .... ফল লাভ সম্ভব নহে। কিন্তু আশা করিয়া যদি যোনিশ (অবধানত) ব্রহ্মচর্য্য পালন করে .... ফল লাভ করা সম্ভব। রাজকুমার! আমি ইহা স্বয়ং ভগবানের নিকট হইতে .... ব্যাখ্যা করেন।

যদি ভবদীয় ভূমিজের শাস্তা এরূপ মতবাদী ও এরূপ আখ্যায়ী হন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই, সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণের মাথার ঊর্দ্ধে দণ্ডায়মান থাকেন বলিয়া আমি মনে করি। তখন রাজকুমার জয়সেন নিজের জন্য পক্ব খাদ্য আয়ুষ্মান ভূমিজকে পরিবেশন করিলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান ভূমিজ ভিক্ষাচর্য্যা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভোজনান্তে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান ভূমিজ ভগবানকে বলিলেনঃ ভদন্ত! আমি পূর্বাহ্নে বহির্গমন বাস পরিধান করিয়া .... দণ্ডায়মান থাকেন।[১] ভদন্ত! এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্যাখ্যা করিবার সময়ে আমি কি ভগবান সম্পর্কে যথাযথ বলিয়াছি? ভগবানের উপর মিথ্যা দোষারোপ করি নাই ত, যথার্থভাবে ধর্মের খুঁটিনাটি ব্যক্ত করিয়াছি ত? কোন সহধর্মী বাদানুবাদে নিন্দিত হয় না ত?- "অবশ্যই ভূমিজ ! এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তুমি .... নিন্দিত হয় না।"

ভূমিজ! যে সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণ মিথ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন, মিথ্যা সঙ্কল্প ও মিথ্যা বাক্য সম্পন্ন, মিথ্যা কর্মকারী, মিথ্যাজীবি, মিথ্যা ব্যায়াম, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি সম্পন্ন তাহারা যদি আশা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য .... ফল সম্ভব নহে। তাহা কি হেতু? ভূমিজ! ইহা ফল

---

[১] এখান ভূমিজ ও জয়সেনের সাক্ষাৎ ও আলোচনার সমগ্র বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

লাভের উপায় নহে। যেমন, ভূমিজ!
কোন তৈলার্থী, তৈল গবেষক পুরূষ তৈল অন্বেষণ করিতে করিতে দ্রোণীতে বালি আকীর্ণ করিয়া তাঁহাতে ফোঁস ফোঁস করিয়া জল সিঞ্চন করে, যদিও সে আশা করিয়া দ্রোণীতে বালি আকীর্ণ করিয়া ফোঁস ফোঁস করিয়া জল সিঞ্চন করিয়া পিষিতে থাকে, তাহাতে তৈল পাওয়া সম্ভব নহে। যদি আশা না করিয়া .... তৈল পাওয়া সম্ভব নহে। তাহা কি হেতু? ভূমিজ! ইহা তৈল লাভের প্রকৃত উপায় নহে। ভূমিজ! ঠিক এইভাবে সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণ .... ফল লাভের উপায় নহে।

যেমন, ভূমিজ! কোন ক্ষীরার্থী ক্ষীর গবেষক পুরুষ ক্ষীর অন্বেষণ করিতে করিতে বৎসতরীর শিং ধরিয়া দোহন করে, যদিও আশা করিয়া .... ক্ষীর পাওয়া সম্ভব নহে। তাহা কি হেতু? .... ফল লাভের উপায় নহে।

যেমন, ভূমিজ! কোন নবনীতার্থী নবনীত গবেষক পুরুষ নবনীত অন্বেষণ করিতে করিতে কলসীতে শুধু জল সিঞ্চন করিয়া দণ্ড দ্বারা মন্থন করে, যদি আশা করিয়া .... ফল লাভের উপায় নহে।

যেমন, ভূমিজ! কোন অগ্নি-অর্থী, অগ্নি-গবেষক পুরুষ অগ্নি অন্বেষণ করিতে করিতে আর্দ্র কাষ্ঠ, হেযুক্ত উত্তরারণি লইয়া অগ্নি উৎপাদন করিতে মন্থন করিতে পারে। যদিও আশা করিয়া .... ফল লাভের উপায় নহে।

ভূমিজ! যে সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণ সম্যক্ সংকল্প ও বাক্‌সম্পন্ন, সম্যক্ কর্মকারী, সম্যক্‌জীবি, সম্যক্ ব্যায়ামী, সম্যক্ স্মৃতি ও সমাধিসম্পন্ন, তাঁহারা যদি আশা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন,

তাহা হইলে ফল লাভ সম্ভব, আশা না করিয়া .... ফল লাভ সম্ভব। তাহার কারণ কি? ভূমিজ! ইহাই ফল লাভের উপায়।

যেমন, ভূমিজ! তৈলার্থী তৈলগবেষী কোন পুরুষ তৈল অন্বেষণ করিতে করিতে পিষ্ট তিল দ্রোণীতে আকীর্ণ করিয়া ফোঁস ফোঁস করিয়া জল সিঞ্চন করিয়া পিষিতে থাকে, যদিও আশা করিয়া .... তৈল পাওয়া সম্ভব .... ইহাই ফল লাভের উপায়।

যেমন, ভূমিজ! কোন ক্ষীরার্থী, ক্ষীর গবেষী পুরুষ ক্ষীর অন্বেষণ করিতে করিতে বৎসতরীর স্তন দোহন করে। যদি আশা করিয়া বৎসতরীর স্তন দোহন করে, তাহা হইলে ক্ষীর পাওয়া সম্ভব .... ইহাই ফল লাভের উপায়।

যেমন, ভূমিজ! কোন নবনীতার্থী নবনীতগভেষী পুরুষ নবনীত অন্বেষণ করিতে করিতে কলসীতে দধি সিঞ্চন করিয়া মন্থন করে, যদি আশা করিয়া .... নবনীত পাওয়া সম্ভব .... ইহাই ফল লাভের উপায়।

যেমন, ভূমিজ! কোন অগ্নি-অর্থী, অগ্নিগবেষী পুরুষ অগ্নি অন্বেষণ করিতে করিতে শুষ্ক কাষ্ঠ উত্তরারণি লইয়া ঘর্ষণ করে অগ্নি পাওয়া সম্ভব .... ফল লাভ সম্ভব।

ভূমিজ! যদি রাজকুমার জযসেনের জন্য এই চারিটি উপমা তোমাকে প্রতিভাষিত হয়, ইহা আশ্চর্য নহে যে রাজকুমার জয়সেন স্বাভাবিকভাবেই তোমার উপর প্রসন্ন হইবেন এবং প্রসন্নের মত কাজ করিবেন।- কিন্তু ভদন্ত! কিরূপে রাজকুমার জয়সেনের জন্য এই অশ্রুত পূর্ব উপমা আমাকে প্রতিভাষিত করিবে?

ভগবান ইহা বলিলেন। আয়ুষ্মান ভূমিজ ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[ভূমিজ সূত্র সমাপ্ত]

অনিরুদ্ধ সূত্র (১২৭)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

একসময় ভগবান শ্রাবস্তী অবস্থান করিতেছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তখন পঞ্চকাঙ্গ[১] স্থপতি অন্য এক ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া বলিলেনঃ মহাশয়! আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধের[২] নিকট উপস্থিত হউন, উপস্থিত হইয়া আমার কথা বলিয়া আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধের পায়ে মাথা রাখিয়া বন্দনা করুন এবং এইরূপ বলুনঃ ভদন্ত! পঞ্চকাঙ্গ স্থপতি আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধের পায়ে মাথা রাখিয়া বন্দনা করিয়া বলিতেছেনঃ ভদন্ত! তিনজন ভিক্ষুসহ আগামী কালের জন্য আমার (বাড়ীতে) ভোজন করুন। আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধ যেন ঠিক সময়েই আসেন, যেহেতু পঞ্চকাঙ্গ স্থপতির রাজকার্যের জন্য বহুকৃত্য বহু করণীয় আছে। -হ্যাঁ 'ভদন্ত' বলিয়া সেই ব্যক্তি পঞ্চকাঙ্গ স্থপতিকে প্রত্যুত্তর দিয়া আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ব্যক্তি আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধকে বলিলেনঃ পঞ্চকাঙ্গ স্থপতি .... বহু করণীয় আছে। আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধ তুষ্ণীভাবে নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধ রাত্রির অবসানে পূর্বাহ্নসময়ে বহির্গমন বাস পরিধান করিয়া পাত্রচীবর লইয়া পঞ্চকাঙ্গ স্থপতির বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে

---

[১] বুদ্ধঘোষের মতে সঙ্গে পাঁচ প্রকার যন্ত্র থাকিত বলিয়া পঞ্চকাঙ্গ নাম হইয়াছে।

[২] পালি অনুরুদ্ধ।

উপবেশন করিলেন। তখন পঞ্চকাঙ্গ স্থপতি আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধকে স্বহস্তে উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজ্য দ্বারা সন্তৃপ্ত ও সম্প্রবারিত করিলেন। আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধ ভোজন সমাপ্ত করিয়া হাত পাত্র হইতে অপনীত করিলে পঞ্চকাঙ্গ স্থপতি এক নীচ আসন লইয়া একান্তে উপবেশন করিলেন, একান্তে উপবিষ্ট হইয়া আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধকে বলিলেনঃ এখানে স্থবির ভিক্ষুগণ উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলিয়াছেনঃ "গৃহপতি! অপ্রমেয় চেতোবিমুক্তি ভাবনা কর।" আবার কোন কোন স্থবির এইরূপ বলিয়াছেনঃ "গৃহপতি, মহদ্গত চিত্তবিমুক্তি ভাবনা কর।" ভদন্ত! এই সকল অপ্রমেয়[১] চিত্তবিমুক্তি যাহা মহদ্গত চিত্তবিমুক্তি এইসকল ধর্ম কি অর্থতঃ ও ব্যঞ্জনত পৃথক্ পৃথক্ অর্থতঃ এক কিন্তু ব্যঞ্জনত পৃথক্ পৃথক্?

- গৃহপতি! এই সম্পর্কে তোমার মত ব্যক্ত কর, তাহা হইলে তোমার নিকট বিষয়টি পরিস্কার হইবে।

- ভদন্ত! আমার এইরূপ মনে হয়ঃ যাহা অপ্রমেয় চিত্তবিমুক্তি এবং যাহা মহদ্গত চিত্তবিমুক্তি- এই সকল ধর্ম অর্থতঃ এক এবং ব্যঞ্জনত পৃথক্ পৃথক্।

- গৃহপতি! যাহা অপ্রমেয় চিত্তবিমুক্তি এবং যাহা মহদ্গত চিত্তবিমুক্তি এই সকল ধর্ম অর্থতঃ পৃথক্ পৃথক্ এবং ব্যঞ্জনতও পৃথক্ পৃথক্। গৃহপতি! এই ব্যাখ্যা প্রণালী অবলম্বন করিয়া জানা যাইতে পারে- এই সকল ধর্ম অর্থতঃ ও ব্যঞ্জনত পৃথক্ পৃথক্।

গৃহপতি! অপ্রমেয় চিত্তবিমুক্তি কি? এইস্থলে ভিক্ষু মৈত্রী সহগত চিত্তে একদিক্ স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করেন, তথা দ্বিতীয় দিক্, তৃতীয় দিক্, চতুর্থ দিক্, ক্রমে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক,

---

[১] এই দুইটি শব্দ ব্রহ্ম বিহারের সঙ্গে যুক্ত।

সর্বতোভাবে সর্ব দিক মৈত্রী সহগত,
বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমেয়, অবৈর ও অবাধ চিত্তে সর্বলোক স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করেন। করুণাসহগত, মুদিতাসহগত এবং উপেক্ষাসহগত চিত্ত সম্বন্ধেও এইরূপ। গৃহপতি! ইহাকেই বলে অপ্রমেয় চিত্তবিমুক্তি।

গৃহপতি! মহদ্গত চিত্তবিমুক্তি কি? এখানে ভিক্ষু এক বৃক্ষমূল পরিমাণ (ধ্যানের আলম্বনরূপে সেই আকার) স্ফুরিত করিয়া ও অভিমুখী হইয়া অবস্থান করেন- ইহাকেই বলা হয় মহদ্গত চিত্তবিমুক্তি। দুই, তিন বৃক্ষমূল পরিমাণ মহদ্গত (বিস্তৃত) এক, দুই, তিন গ্রামক্ষেত্র, এক, দুই, তিন মহারাজ্য, আসমুদ্র পৃথিবী সম্পর্কেও এইরূপ। ইহাকেই মহদ্গত চিত্তবিমুক্তি বলা হয়। এই ব্যাখ্যা প্রণালীতে .... ব্যঞ্জনত পৃথক্ পৃথক্।

গৃহপতি! এই চারি প্রকার ভবোৎপত্তি। চারিপ্রকার কি কি? এখানে কেহ কেহ 'পরিত্ত (সীমিত) আভা' এই ভাবিয়া স্ফুরিত করিয়া ও অভিমুখী (ধ্যানে) হইয়া অবস্থান করেন, তিনি দেহান্তে মৃত্যুর পর পরিত্তাভ দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হন। এখানে কেহ কেহ 'অপ্রমেয়াভা' বলিয়া ভাবিয়া, স্ফুরিত করিয়া ও অভিমুখী হইয়া অবস্থান করেন, তিনি দেহান্তে মৃত্যুর পর অপ্রমেয়াভ দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হন। এখানে কেহ কেহ 'সংক্লিষ্টাভা' ইহা ভাবিয়া, স্ফুরিত করিয়া ও অভিমুখী হইয়া অবস্থান করেন। তিনি দেহান্তে মৃত্যুর পর সংক্লিষ্টাভ দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হন। এখানে কেহ কেহ 'পরিশুদ্ধাভা'- ইহা ভাবিয়া স্ফুরিত করিয়া ও অভিমুখী হইয়া অবস্থান করেন, তিনি দেহান্তে মৃত্যুর পর পরিশুদ্ধাভ দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হন। গৃহপতি! এইগুলিই চারি ভবোৎপত্তি।

গৃহপতি! একসময় দেবতাগণ এক জায়গায় সমবেত হন। সমবেত দেবতাদের মধ্যে বর্ণের পৃথকত্ব দেখা যায়, কিন্তু আভায় পৃথকত্ব দেখা যায় না। যেমন, গৃহপতি! কোন পুরুষ বহু তৈল প্রদীপ লইয়া যখন একটি ঘরে প্রবেশ করে, তখন প্রদীপগুলির শিখার পৃথকত্ব দেখা যায়, কিন্তু আভার পৃথকত্ব দেখা যায় না। গৃহপতি! ঠিক এইরূপে, যখন দেবতাগণ .... দেখা যায় না। আবার এক সময় যখন দেবতাগণ চলিয়া যান, তখন তাহাদের বর্ণ ও আভার পৃথকত্ব দেখা যায়। গৃহপতি! ইহা সেইরূপে, যেমন, কোন পুরুষ যখন প্রদীপগুলি ঘর হইতে বাহিরে লইয়া যায় তখন শিখা ও আভায় পৃথকত্ব দেখা যায়। ঠিক এইরূপে, যখন .... দেখা যায়। গৃহপতি! ঐ দেবতাদের এইরূপ মনে হয় নাঃ "ইহা আমাদের পক্ষে নিত্য বা ধ্রুব অথবা শ্বাশত" অধিকন্তু এই সকল যেখানে যেখানে বাস করেন তাঁহারা তথায় প্রমোদ লাভ করেন। যেমন, গৃহপতি! বাঁকে বা ঝুঁড়িতে বহন করিবার সময় মক্ষিকাদের এইরূপ মনে হয় নাঃ "ইহা নিত্য বা ধ্রুব অথবা শ্বাশত," "অধিকন্তু, মক্ষিকারা যেখানে থাকে, সেখানে আনন্দ লাভ করে। গৃহপতি! ঠিক এইরূপে .... প্রমোদ লাভ করেন।

এইরূপ কথিত হইলে আয়ুষ্মান অভিয়কাত্যায়ন[১] আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধকে বলিলেনঃ উত্তম, ভদন্ত অনিরুদ্ধ! ইহার পরেও আমার এ বিষয়ে জিজ্ঞাস্য আছে। ভদন্ত! যে সকল দেবতা আভাসম্পন্ন, তাঁহারা কি সকলেই পরিত্তাভ কিংবা কোন দেবতা অপ্রমেয়াভ?-

[১] অন্য গ্রন্থে সভিয় কাত্যায়ন বলিয়া উলিণ্ঢখিত।

বন্ধু কাত্যায়ন। ভবোৎপত্তির কারণানুসারে[১] কোন কোন দেবতা পরিত্তাভ, আবার কোন কোন দেবতা অপ্রমেয়াভ।

ভদন্ত অনিরুদ্ধ! কি হেতু, কি প্রত্যয় যে এই দেবতারা যদিও একই দেবনিকায়ে উৎপন্ন হইয়াছেন, অথচ তাঁহাদের কেহ কেহ পরিত্তাভ, আবার কেহ কেহ অপ্রমেয়াভ?

তাহা হইলে, বন্ধু কাত্যায়ন! এই সম্পর্কে আমি তোমাকে পাল্টা জিজ্ঞাসা করিব। তুমি যে রকম সক্ষম, তদনুসারে ব্যাখ্যা কর। তুমি মনে কর বন্ধু কাত্যায়ন? যে ভিক্ষু এক বৃক্ষমূল মহদ্গত (বিস্তৃত) ও ধ্যানের আলম্বন রূপে সেই বিস্তৃতি স্ফুরিত করিয়া ও অভিমুখী হইয়া অবস্থান করেন, আর যে ভিক্ষু দুই বা তিন বৃক্ষমূল পরিমাণ মহদ্গত, তাহা আলম্বন রূপে স্ফুরিত করিয়া ও অভিমুখী হইয়া অবস্থান করেন- এই উভয় চিত্তভাবনার মধ্যে কোনটি মহদ্গততর?

ভদন্ত! যে ভিক্ষু (ধ্যান) দুই বা তিন বৃক্ষমূল পরিমাণ মহদ্গত (বিস্তৃত) সেই বিস্তৃতি আলম্বন রূপে স্ফুরিত করিয়া ও অভিমুখী হইয়া অবস্থান করেন, তাহাই উভয় চিত্তভাবনার মধ্যে মহদ্গততর।

বন্ধু কাত্যায়ন! তুমি কি মনে কর? যে ভিক্ষু (ধ্যান) দুই বা তিন বৃক্ষমূল .... আর যে ভিক্ষু (ধ্যান) এক গ্রামক্ষেত্র পরিমাণ মহদ্গত..কোনটি মহদ্গততর?

ভদন্ত! যে ভিক্ষু (ধ্যান) দুই বা তিন গ্রামক্ষেত্র .... মহদ্গততর।

---

[১] পপঞ্চ সূদনী ৪র্থ পৃ- ২০২।

বন্ধু কাত্যায়ন! তুমি কি মনে কর? যে ভিক্ষু ধ্যান দুই বা তিন গ্রামক্ষেত্র .... আর যে ভিক্ষু (ধ্যান) এক মহারাজ্য পরিমাণ .... মহদ্গাততর?

ভদন্ত! যে ভিক্ষু (ধ্যান) এক মহারাজ্য .... মহদ্গাততর।

বন্ধু কাত্যায়ন! তুমি কি মনে কর? .... দুই বা তিন মহারাজ্য পরিমাণ .... মহদ্গাততর?

ভদন্ত! যে ভিক্ষু (ধ্যান) দুই বা তিন মহারাজ্য পরিমাণ .... মহদ্গাততর।

বন্ধু কাত্যায়ন! তুমি কি মনে কর? যে ভিক্ষু..আর যে ভিক্ষু (ধ্যান) আসমুদ্র পৃথিবী পরিমাণ .... মহদ্গাততর?

ভদন্ত! যে ভিক্ষু (ধ্যান) আসমুদ্র পৃথিবী পরিমাণ .... মহদ্গাততর।

বন্ধু কাত্যায়ন! ইহা হেতু, ইহাই প্রত্যয় যে এই দেবতারা যদিও .... কেহ কেহ অপ্রমেয়াভ।

উত্তম, ভদন্ত অনিরুদ্ধ! ইহার পরেও আমার জিজ্ঞাস্য আছে। যে সকল দেবতা আভাযুক্ত তাঁহারা কি সকলেই সংক্লিষ্টাভ, কিংবা কোন কোন দেবতা পরিশুদ্ধাভ?

বন্ধু কাত্যায়ন! ভবোৎপত্তির কারণানুসারে কোন কোন দেবতা সংক্লিষ্টাভ, আবার কোন দেবতা বিশুদ্ধাভ।

ভদন্ত অনুরুদ্ধ! কি হেতু, কি প্রত্যয় যে .... বিশুদ্ধাভ?

বন্ধু কাত্যায়ন! তাহা হইলে আমি উপমা প্রদান করিব। কোন কোন বিজ্ঞ পুরুষ উপমা দ্বারা কথিত বিষয়ের অর্থ বুঝিতে পারেন। যেমন, প্রজ্জ্বলিত কোন প্রদীপের তৈল অবিশুদ্ধ, সলিতাও অবিশুদ্ধ এবং ইহাদের অবিশুদ্ধতার কারণে প্রদীপ অস্পষ্টভাবে জ্বলে, ঠিক এইরূপে, বন্ধু কাত্যায়ন! এখানে কোন ভিক্ষু

সংক্লিষ্টাভা স্ফুরিত করিয়া ও অভিমুখী
হইয়া অবস্থান করেন, তাঁহার কায়িক অপবিত্রতা অবদমিত হয়, স্ত্যানমিদ্ধ দূরীভূত হয় ও ঔদ্ধত্য কৌকৃত্য সুপ্রতিবিনীত হয় এবং তদ্রূপ হইবার দরুন তিনি অস্পষ্টভাবে প্রজ্জ্বলিত হন না। তিনি দেহবসানে মৃত্যুর পর পরিশুদ্ধাভ দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হন।

বন্ধু কাত্যায়ন! ইহাই হেতু, ইহাই প্রত্যয় .... কোন কোন দেবতা পরিশুদ্ধাভ।

এইরূপ কথিত হইলে আয়ুষ্মান অভিকাত্যায়ন আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধকে বলিলেন-উত্তম, ভদন্ত অনিরুদ্ধ! আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধ এইরূপ বলেন নাইঃ 'আমি এইরূপ শুনিয়াছি' বা 'এইরূপ হওয়া উচিত' অথচ ভদন্ত! আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধ এইরূপ বলিয়াছেন যে এই সকল দেবতা এইরকম এবং ঐ সকল দেবতা ঐরূপ। ভদন্ত! আমার এইরূপ মনে হয়ঃ আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধ নিশ্চয়ই পূর্ব হইতেই ঐ দেবতাদের সহিত বাস করিয়াছেন, আলাপ করিয়াছেন ও সংলাপ করিয়াছেন।

বন্ধু কাত্যায়ন! নিশ্চয়ই তুমি শেষ কথা বলিয়াছ, আমিও তোমাকে উত্তর দিব। দীর্ঘকাল ধরিয়া আমি পূর্ব হইতেই ঐ দেবতাদের সহিত বাস করিয়াছি, আলাপ করিয়াছি ও সংলাপ করিয়াছি।

ইহা বিবৃত হইলে আয়ুষ্মান অভিয়কাত্যায়ন পঞ্চকাঙ্গ স্থপতিকে বলিলেনঃ গৃহপতি! ইহা তোমার বড়ই লাভ, বড়ই সুলাভ, তোমার সন্দেহ দূর করিতে পারিয়াছি এবং ধর্মপর্য্যায় শ্রবণ করাইতে পারিয়াছি।

[অনিরুদ্ধ সূত্র সমাপ্ত]

উপক্লেশ সূত্র (১২৮)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

এক সময় ভগবান কৌশাম্বী সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন ঘোষিতারামে[১]। সেই সময়ে কৌশাম্বীতে ভিক্ষুগণ ভণ্ডনজাত, কলহজাত, বিবাদাপন্ন হইয়া পরস্পর পরস্পরকে মূখতুণ্ডে ব্যথিত করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তখন জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে বলিলেনঃ ভদন্ত! কৌশাম্বীতে ভিক্ষুগণ .... ব্যথিত করিতেছিলেন। সাধু, ভদন্ত! অনুকম্পাপূর্বক ভগবান ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হউন। ভগবান তুষ্ণীভাবে স্বীকৃতি দিলেন। অতঃপর ভগবান ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুদিগকে বলিলেনঃ ভিক্ষুগণ! যথেষ্ট হইয়াছে, আর না, তোমরা ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদে লিপ্ত হইও না।

এইরূপে বিবৃত হইলে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে বলিলেনঃ ধর্মস্বামী প্রভু ভগবান! আপনি নিরস্ত হউন। ভদন্ত ভগবান! আপনি এই বিষয়ে ঔৎসুক্যহীন হইয়া প্রত্যক্ষ সুখভোগে অনুষুক্ত হইয়া অবস্থান করুন, এই ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ এবং বিবাদে আমরা প্রতীয়মান হইব।

ভগবান দ্বিতীয়বার .... তৃতীয়বার ভিক্ষুদিগকে বলিলেনঃ ভিক্ষুগণ! যথেষ্ট হইয়াছে .... সেই ভিক্ষু দ্বিতীয়বার .... তৃতীয়বার বলিলেন .... প্রতীয়মান হইব।

---

[১] ঘোষিত শ্রেষ্ঠীর নির্মিত বিহারে।

অতঃপর ভগবান বহির্গমন বাস পরিধান করিয়া পাত্র চীবর লইয়া ভিক্ষাচর্যার জন্য কৌশাম্বীতে প্রবেশ করিলেন, ভিক্ষাচর্যা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভোজনান্তে শয্যাসন সামলাইয়া এবং পাত্রচীবর লইয়া দণ্ডায়মান হইয়া এই গাথাগুলি উচ্চারণ করিলেনঃ-

ভিন্নশব্দ সমজন কেহ নাহি মনে করে আমি মূর্খ জন,
অধিকন্তু নাহি ভাবে আমার কারণ সঙ্ঘভেদ হইল এখন।
পরিমূঢ়স্মৃতি ভাষায় পণ্ডিত বাগীশ বাক্য করে উদ্গীরণ,
জানে না কি পরিনাম যদিও যথেচ্ছ করে মূখব্যাদান।
আক্রোশ, বধ করিল আমায়, উপহাস করে আর জিনিল আমায়,
এই ভাব মনে পোষে যে বৈরিতা কখন তার শান্ত না হয়।
আক্রোশ, বধ করিল আমায়, উপহাস করে, জিনিল আমায়,
এই ভাব পোষে না যে বৈরিতা উপশান্ত তাহার নিশ্চয়।
শত্রুতায় শত্রুতার শান্তি না হয় কখন,
মৈত্রীতে শমিত বৈরী ইহা ধর্ম সনাতন।
অন্য লোকে নাহি জানে হেথা হতে যমালয় করিব গমন,
পণ্ডিত সে কথা জানে কলহ শমিত তার হয় সে কারণ।
অস্থিচ্ছেদ প্রাণ আর গবাশ্ব হরণ, কিংবা রাষ্ট্র ধ্বংস সাধন
করেও যদি হয় তার মিলন, তোমার তা হবে না কেমন?
যদি লভ প্রাজ্ঞ সহায় ধীর সহচর আর সাধু সজ্জন,
সর্ব ভীতি জয় করি চর লোকে স্মৃতিমান আনন্দিত মন।
যদি নাহি লভ প্রাজ্ঞ সহায় ধীর সহচর আর সাধু সজ্জন,
রাজা যথা জিতরাজ্য ত্যজে একা চলে অরণ্যে মাতঙ্গ যেমন!

একা চলা শ্রেয়, মূর্খ হতে সহায়তা নাহি প্রয়োজন,
একা চল না করি পাপ নিরুৎসুক অরণ্যে মাতঙ্গ যেমন।

দণ্ডায়মান ভগবান এই গাথা আবৃত্তি করিয়া বালকলোণকার গ্রামে[১] উপস্থিত, হইলেন। সেই সময়ে আয়ুষ্মান ভৃগু বালকলোণকার গ্রামে অবস্থান করিতে ছিলেন। আয়ুষ্মান ভৃগু ভগবানকে দূর হইতে আসিতে দেখিলেন, দেখিয়া আসন এবং পা ধুইবার জলের ব্যবস্থা করিলেন। ভগবান নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন এবং পা প্রক্ষালন করিলেন। আয়ুষ্মান ভৃগু ও ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান ভৃগুকে ভগবান বলিলেনঃ ভিক্ষু! তোমার ক্ষমনীয় (সহনীয়) ও যাপনীয় (জীবন যাপনের অসুবিধা) আছে কি? ভিক্ষার অভাবে কোন কষ্ট হয় না ত?

- ভগবান্! আমার ক্ষমনীয় ও যাপনীয় কিছু আছে, কিন্তু ভিক্ষার জন্য কোন কষ্টভোগ করিতেছি না।

অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান ভৃগুকে ধর্মকথা দ্বারা সন্দর্শিত, সমাদাপিত, সমুত্তেজিত, সম্প্রহর্ষিত করিয়া আসন হইতে উঠিয়া পূর্ববংশদাবে[২] উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধ, আয়ুষ্মান নন্দিয়, আয়ুষ্মান কিম্বিল পূর্ববংশদাবে অবস্থান করিতেছিলেন। উদ্যানপাল দূর হইতে ভগবানকে আসিতে দেখিলেন, দেখিয়া ভগবানকে বলিলেনঃ শ্রমণ! এই উদ্যানে প্রবেশ করিবেন না, যেহেতু এখানে তিনজন কুলপুত্র যথারুচি অবস্থান করিতেছেন, আপনি তাহাদের অসুবিধার সৃষ্টি করিবেন না!

---

[১] কৌশাম্বীর নিকটবর্তী একটি গ্রাম।

[২] চেতিয় বা চেদি রাজ্যে একটি উপবন। দাব শব্দের অর্থ অরণ্য প. সূ.।

আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধ ভগবানের সহিত
উদ্যান পালের আলাপ শুনিতে পাইলেন, শুনিতে পাইয়া উদ্যান পালকে বলিলেনঃ "বন্ধু" উদ্যান পাল! তুমি ভগবানকে বারণ করিওনা, আমাদের শাস্তা স্বয়ং ভগবানই এই স্থানে উপনীত হইয়াছেন।" অতঃপর আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধ আয়ুষ্মান নন্দিয় ও আয়ুষ্মান কিম্বিলের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেনঃ "আয়ুষ্মানগণ! অগ্রসর হউন। আমাদের শাস্তা ভগবান এখানে উপনীত হইয়াছেন।" অতঃপর আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধ, আয়ুষ্মান নন্দিয় এবং আয়ুষ্মান কিম্বিল ভগবানকে সম্বর্ধনা করিয়া একজন ভগবানের হস্ত হইতে পাত্রচীবর গ্রহণ করিলেন, একজন আসন প্রস্তুত করিলেন এবং একজন পাদোদক লইয়া অপেক্ষা করিলেন। ভগবান নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন, উপবেশন করিয়া পাদ প্রক্ষালন করিলেন। সেই আয়ুষ্মানগণও ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধকে ভগবান বলিলেনঃ "অনিরুদ্ধ! তোমাদের কষ্ট হয় না ত?- ভগবান! আমাদের ক্ষমনীয় ও যাপনীয় কিছু আছে, কিন্তু ভিক্ষার জন্য আমাদের কোন কষ্ট নাই।

- "অনিরুদ্ধ! তোমরা সমগ্রভাবে, সানন্দে, অবিবাদমান ক্ষীরোদকসম হইয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রিয়চক্ষে দেখিয়া অবস্থান করত"?- ভদন্ত! অবশ্যই আমরা .... সমগ্রভাবে .... অবস্থান করি।

- "অনিরুদ্ধ! তোমরা কি প্রকারে সমগ্রভাবে ....,অবস্থান কর?"- ভদন্ত! আমাদের এইরূপ মনে হয়ঃ ইহা আমার পক্ষে পরম লাভ ও সৌভাগ্য যে আমি এহন সতীর্থগণের সহিত অবস্থান

করিবার সুযোগ পাইয়াছি। এই আয়ুষ্মানদের প্রতি আমার মৈত্রীপূর্ণ কায়কর্ম, বাক্‌কর্ম ও মনোকর্ম প্রবৃত্ত আছে। ভদন্ত! তখন আমার মনে এই চিন্তা হয়। আমার পক্ষে নিজ চিত্তকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া এই আয়ুষ্মানগণের চিত্তবশে অনুবর্ত্তন করা বিধেয়। বাস্তবিক আমি নিজ চিত্তকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া এই আয়ুষ্মানগণের চিত্তবশেই অনুবর্ত্তন করি। দেহ ভিন্ন বটে, কিন্তু আমাদের চিত্ত যেন একই।

আয়ুষ্মান নন্দিয়, আয়ুষ্মান কিম্বিলও জিজ্ঞাসিত হইয়া এইরূপেই উত্তর প্রদান করিলেনঃ

"ভদন্ত! আমরা এইরূপে সমগ্রভাবে .... অবস্থান করি।"

- সাধু, সাধু, অনিরুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুগণ! তোমরা অপ্রমত্ত, আতাপী ও সাধনা তৎপর হইয়া অবস্থান করত?

-ভদন্ত! অবশ্যই আমরা অপ্রমত্ত .... অবস্থান করি।- অনিরুদ্ধ! তোমরা ঠিক কিরূপে অপ্রমত্ত .... অবস্থান কর?

- ভদন্ত! আমাদের মধ্যে যিনি প্রথম গ্রাম হইতে ভিক্ষান্ন লইয়া প্রত্যাগমন করেন, তিনি আসনগুলি নির্দিষ্ট করিয়া রাখেন, পানীয় ঘট ও ভোজনপাত্র ও ভোজ্য রাখিবার পাত্রের ব্যবস্থা করেন। যিনি শেষে গ্রাম হইতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাগমন করেন, যদি ভুক্তাবশিষ্ট কিছু থাকে, ইচ্ছা করিলে তাহা ভোজন করেন, ইচ্ছা না করিলে তিনি তাহা অল্পতৃণাবৃত স্থানে নিক্ষেপ করেন, অথবা প্রাণশূন্য জলে নিমজ্জিত করেন। তিনি আসনগুলি তুলিয়া রাখেন, পানীয়ঘট, ভোজনপাত্র তুলিয়া রাখেন, ভোজ্য রাখিবার পাত্র ধৌত করিয়া তুলিয়া রাখেন এবং ভোজনস্থল পরিষ্কার করেন। যদি তিনি দেখিতে পান পানীয় ঘট ও

ভোজনপাত্র[১] রিক্ত ও শুন্য, তিনি তাহা
জলপূর্ণ করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দেন। যদি তাঁহার পক্ষে একাকী তাহা সম্পাদন করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে হস্তসংকেতে ডাকিয়া উভয়ের হাতে ধরিয়া তুলিয়া রাখেন। ভদন্ত! আমরা অকারণ বাক্য উচ্চারণ করি না, আমরা পাঁচদিন অন্তর সারারাত্রি ধর্মলোচনায় আসীন থাকি। ভদন্ত! এইরূপে আমরা অপ্রমত্ত .... অবস্থান করি।

সাধু, সাধু, অনিরুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুগণ! যেইরূপে অপ্রমত্ত .... অবস্থান করিবার ফলে তোমাদের কি লোকাতীত ধর্ম, আর্যজ্ঞানদর্শন বিশেষ ও স্বচ্ছন্দ বিহার আয়ত্ত হইয়াছে?

ভদন্ত! এইস্থলে আমরা অপ্রমত্ত .... অবস্থান কালে অবভাস (জ্যোতি) এবং রূপদর্শন[২] জানিতে পারি, কিন্তু অচিরেই সেই জ্যোতি ও রূপদর্শন কেন অন্তর্ধান করে তাহার কারণ আমরা বুঝিতে পারি নাই।

অনিরুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুগণ! তোমাদের সেই কারণ (নিমিত্ত) বুঝিতে পারা উচিত। আমিও সম্বোধিলাভের পূর্বে যখন আমি অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব, তখন অবভাস (ধ্যানজনিত দেহনির্গত জ্যোতি) ও রূপদর্শন জানি। কিন্তু অচিরেই আমার অবভাস ও রূপদর্শন অন্তর্হিত হয়। অনিরুদ্ধগণ! তখন আমার মনে হইয়াছেঃ কি হেতু, কি কারণ যে আমার অবভাস ও রূপদর্শন অন্তর্হিত হইয়াছে? তখন আমার মনে হইয়াছেঃ আমার মধ্যে বিচিকিৎসা

---

[১] বিনয়পিটক (১ম পৃঃ ৩৫২) এখানে বচ্ছঘট অর্থাৎ শৌচঘটের উলেণ্ঢখ আছে।

[২] ওভাসো তি পরিকম্পোভাসো পি অন্ড়ায়ি দিব্বচক্খু-নপি রূপং ন পস্সি সি প. সূ.

(সন্দেহ) উৎপন্ন হইয়াছে, বিচিকিৎসার কারণে সমাধি চ্যুত হয়, সমাধি চ্যুত হইলে অবভাস ও রূপদর্শন অন্তর্হিত হয়, আমি সেইভাবে কর্মসম্পাদন করিব যাহাতে আর বিচিকিৎসা উৎপন্ন না হয়। অনিরুদ্ধগণ! অপ্রমত্ত .... অবস্থান করিবার ফলে আমি অবভাস ও রূপদর্শন জানিতে পারি। কিন্তু অচিরেই আমার অবভাস ও রূপদর্শন অন্তর্হিত হয়, তখন আমার মনে হয়ঃ কি হেতু, কি প্রত্যয় যে .... অন্তর্হিত হইয়াছে? তখন আমার মনে হইয়াছেঃ আমার মধ্যে অমনস্কার উৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই কারণে সমাধিচ্যুত হইয়াছি .... অন্তর্হিত হইয়াছে। আমি সেইভাবে কর্মসম্পাদন করিব যাহাতে আর বিচিকিৎসা ও অমনস্কার উৎপন্ন না হয়। স্ত্যানমিদ্ধ ও স্তম্ভিতভাব সম্পর্কে ও এরূপ। অনিরুদ্ধ! যেমন, কোন পুরুষের রাজপথে গমনকালে উভয় পার্শ্ব হইতে হত্যাকারী তাহাকে আক্রমণ করে এবং তাহার মধ্যে স্তম্ভিতভাব উৎপন্ন হয় এবং সেই কারণে .... অন্তর্হিত হয়। আমি সেইভাবে কর্ম সম্পাদন করিব যাহাতে পুনরায় আমার মধ্যে বিচিকিৎসা .... স্তম্ভিততা উৎপন্ন না হয়। অনিরুদ্ধগণ!.. উৎফুল্লতা উৎপন্ন হয় .... অন্তর্হিত হয়। যেমন, অনিরুদ্ধগণ! কোন ব্যক্তি এক নিধিমুখ[১] অন্বেষণ করিতে করিতে একইবারে পঞ্চনিধিমুখ লাভ করে এবং সেই কারণে তাহার মধ্যে উৎফুল্লতা উৎপন্ন হয়, ঠিক একইভাবে আমার মধ্যে উৎফুল্লতা উৎপন্ন হইয়াছে .... উৎফুল্লতা উৎপন্ন না হয়। দুষ্টভাব সম্পর্কে ও এইরূপ।..অত্যধিক বীর্য উৎপন্ন হইয়াছে .... অন্তর্হিত হইযাছে। যেমন, অনিরুদ্ধগণ! কোন ব্যক্তি উভয় হস্তে বর্তককে এমন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে যে বর্তক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঠিক এইরূপে .... দুষ্টভাব .... উৎপন্ন

[১] বহুমূল্য রত্ন।

না হয়। .... অতি ক্ষীণ বীর্য উৎপন্ন
হইয়াছে .... অন্তর্হিত হইয়াছে। যেমন, অনিরুদ্ধগণ! কোন ব্যক্তি বর্তককে এমন শিথিলভাবে আবদ্ধ করে যে সে তাহার হস্ত হইতে ফস্কাইয়া যায় .... অতি ক্ষীণ বীর্য উৎপন্ন না হয়। .... তৃষ্ণা, নানত্বসংজ্ঞা, রূপের অতিধ্যানভাব সম্পর্কেও এইরূপ। অনিরুদ্ধগণ! তখন আমি 'বিচিকিৎসা চিত্তের উপক্লেশ' ইহা জানিয়া চিত্তের উপক্লেশ বিচিকিৎসা পরিত্যাগ করিলাম। অমনস্কার, স্ত্যান-মিদ্ধ, স্তম্ভিতভাবে, উৎফুল্লতা, দুষ্টভাব, অত্যারব্ধ বীর্য, অতিক্ষীণ বীর্য, তৃষ্ণা, নানাত্বসংজ্ঞা, রূপের অতিনিধ্যান সম্পর্কেও এইরূপ।

অনিরুদ্ধগণ! আমি অপ্রমত্ত.. অবস্থান করিতে করিতে অবভাসকে জানি কিন্তু রূপদর্শন করি না। রূপ দেখি, তারপর সারা রাত্রি দিন এবং সম্পূর্ণ এক দিন রাত্রি রূপগুলি দেখি, কিন্তু অবভাসকে জানিতে পারি নাই। তখন আমার মনে হইলঃ কি হেতু, কি প্রত্যয় যে আমি অবভাসকে জানি .... অবভাসকে জানিতে পারি নাই? অনিরুদ্ধগণ! তখন আমার মনে হইলঃ যে সময়ে আমি রূপনিমিত্তে মনস্কার না করিয়া অবভাসনিমিত্তে মনস্কার করি, তখন আমি অবভাসকে জানি, রূপকে দর্শন করি না। আবার যখন অবভাস নিমিত্তে মনস্কার না করিয়া রূপনিমিত্তে মনস্কার করি তখন অবভাসকে জানিতে পারি না, রাত্রি দিন কেবল রূপ দর্শন করি।

অনিরুদ্ধগণ! আমি অপ্রমত্ত .... অবস্থান করিবার সময়ে সামান্য অবভাস জানি আর সামান্য রূপরাশি দর্শন করি, রাত্রিদিন অপ্রমাণ (বহু পরিমাণ) অবভাস জানি আর অপ্রমাণ রূপরাশি দর্শন করি। তখন আমার মনে হইলঃ কি হেতু .... দর্শন করি? তখন

আমার মনে হইলঃ যখন সামান্য সমাধি হয়, তখন আমার সামান্য চক্ষু (দৃষ্টিশক্তি) হয়, সুতরাং সামান্য চক্ষু দ্বারা আমি সামান্য অবভাস জানি ও সামান্য রূপরাশি দর্শন করি। যখন আমার অসামান্য ও অপ্রমাণ সমাধি হয়, তখন আমার অপ্রমাণ চক্ষু হয় এবং অপ্রমাণ চক্ষু দ্বারা রাত্রি দিন অপ্রমাণ অবভাস জানিতে পারি ও অপ্রমাণ রূপরাশি দর্শন করি। অনিরুদ্ধগণ! আমার 'বিচিকিৎসা চিত্তের উপক্লেশ' জানিয়া বিচিকিৎসা চিত্তের উপক্লেশ দূরীভূত হইয়াছে। অমনস্কার .... অতিনিধ্যান ভাব সম্পর্কেও এইরূপ। তখন আমার মনে হইলঃ যে সকল আমার চিত্তের উপক্লেশ, সেইসকল দূরীভূত হইয়াছে। এখন আমি ত্রিবিধভাবে সমাধি ভাবনা করি। অনিরুদ্ধগণ! আমি সবিতর্ক সবিচার সমাধি, অবিতর্ক সবিচার ও অবিতর্ক অবিচার সমাধি ভাবনা করিয়াছিলাম, সপ্রীতিক, অপ্রীতিক, শাতসহগত[১], উপেক্ষা সহগত সমাধি ভাবনা করিয়াছিলাম।

অনিরুদ্ধগণ! যখন আমার এইসকল সমাধি ভাবিত হয় তখন আমার এই জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হইলঃ আমার বিমুক্তি অবিচল, ইহা শেষ জন্ম, আর পুনর্জন্ম হইবে না।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধ সন্তুচিত্তে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[উপক্লেশ সূত্র সমাপ্ত]

বাল পণ্ডিত সূত্র (১২৮)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

---

[১] সুখসহগত।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেনঃ "হে ভিক্ষুগণ!"- "ভদন্ত!" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান কহিলেনঃ ভিক্ষুগণ! এই তিনটি মূর্খের বাল লক্ষণ, বালনিমিত্ত ও বালবৈশিষ্ট্য। তিনটি কি কি? ভিক্ষুগ! এই স্থলে মূর্খ (অভিধ্যা, ব্যাপাদ ইত্যাদি) দুষ্ট চিন্তাপরায়ন, (মিথ্যা ভাষণাদি) দুর্ভাষিত ভাষী ও (প্রাণী হত্যা ইত্যাদি) দুষ্কর্মকারী[১] হয়। ভিক্ষুগণ! যদি মূর্খ দুষ্ট চিন্তাকারী, দুর্ভাষিত ভাষী ও দুষ্কর্মকারী না হইত, তাহা হইলে পণ্ডিতগণ কিরূপে জানিতে পারেনঃ এই ভবদীয় কি মূর্খ ও অসৎ পুরুষ? যেহেতু মূর্খ দুষ্ট চিন্তাকারী .... সেই জন্য পণ্ডিতেরা জানেন, এই ভবদীয় মূর্খ ও অসৎ পুরুষ। ভিক্ষুগণ! সেই মূর্খ ইহজীবনে ত্রিবিধ দুঃখ দৌর্মনস্য অনুভব করে। যদি মূর্খ সভায় বা রথে বা মহাপথের সংযোগস্থলে উপবিষ্ট থাকে, এবং তথায় লোকজন তাহার সম্পর্কে তদুপযোগী কথা বলিয়া থাকে, যদি মূর্খ প্রাণী-হত্যাকারী, অদত্তগ্রহণকারী, কামে ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী, সুরা-মৈরেয় মদ্য প্রমাদস্থানে আসক্ত হয়, মুর্খের এরূপ মনে হয়ঃ "এই সকল লোক আমার সম্পর্কে আমার উপযুক্ত কথা বলিতেছে, কারণ, ঐ সকল ধর্ম আমার মধ্যে বর্তমান এবং আমি ও ঐ সকল ধর্মে জড়িত আছি"- ভিক্ষুগণ! মূর্খ ব্যক্তি ইহজীবনে এই প্রথম দুঃখ দৌর্মনস্য অনুভব করে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! মূর্খ দেখে, রাজগণ দুষ্কৃতকারী চোরকে ধৃত করিয়া বিবিধ কর্মকরণ[২] (শাস্তি) বিধান করেনঃ কশাঘাত করা হয়,

---

[১] প. স. ৪র্থ পৃঃ ২১০।

[২] মধ্যনিকায় (১ম), পৃঃ ৮৯ দ্রষ্টব্য।

বেত্রাঘাত করা হয়, অর্দ্ধদণ্ডকে (মুদ্গরাদি দ্বারা) প্রহার করা হয়, হস্ত ছিন্ন করা হয়, পদ ছিন্ন করা হয়, হস্তপদ ছিন্ন করা হয়, কর্ণচ্ছেদ করা হয়, নাসাচ্ছেদ করা হয়, কর্ণনাসাচ্ছেদ করা হয়, বিলগ্নস্থালী করা হয়, শঙ্খমুণ্ড করা হয়, রাহুমুখ করা হয়, জ্যোতিমাল করা হয়, হস্ত প্রদ্যোতিত করা হয়, ছাগচর্মিক করা হয়, জীর্ণচীরবাস করা হয়, পেরেকবিদ্ধ করা হয়, বড়শীর দ্বারা মাংস বিদ্ধ করা, কার্যাপন-পরিমিত করা হয়, ক্ষার প্রয়োগ করা হয়, পলিঘ-বিদ্ধ করা হয়, পলালপীঠ করা হয়, তপ্ততৈলে অভিষিক্ত করা হয়, ক্ষিপ্ত কুকুর দ্বারা খাওয়ান হয়, জীবন্ত শূলে দেওয়া হয় এবং অসি দ্বারা শিরশ্ছেদ করা হয়। ভিক্ষুগণ! তখন মূর্খ ব্যক্তি এইরূপ চিন্তা করেঃ এই সকল পাপকার্যের জন্য রাজগণ চোরকে ধৃত করিয়া .... অসি দ্বারা শিরশ্ছেদ করেন। এই সকল ধর্ম আমার মধ্যে বিদ্যমান, আমি এই সকল ধর্মে বিজড়িত। যদি রাজগণ আমার সম্পর্কে জানিতে পারেন, তাহা হইলে রাজগণ আমাকে ধৃত করিয়া বিবিধ কর্মকরণ বিধান করিতে পারেনঃ কশাঘাত .... অসি দ্বারা শিরশ্ছেদ করিতে পারেন। ভিক্ষুগণ! মূর্খ ব্যক্তি ইহ জীবনে এই দ্বিতীয় বার দুঃখ দৌর্মনস্য অনুভব করে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! পীঠ সমারূঢ় বা মঞ্চ সমারূঢ় বা ভূমিতে শয়ান মূর্খের উপর তাহার পূর্বকৃত কায়দুশ্চরিত, বাক্‌দুশ্চরিত, মনঃ দুশ্চরিত পাপকার্যগুলি অবলম্বিত, অধ্যলম্বিত ও অভিপ্রলম্বিত (ন্যস্ত) হয়। যেমন, ভিক্ষুগণ! উচ্চ পর্বত শিখরের ছায়া সায়াহ্নে পৃথিবীর উপর অবলম্বিত .... হয়, ঠিক এইরূপে পীঠ সমারূঢ় .... অভিপ্রলম্বিত হয়। ভিক্ষুগণ! তখন মূর্খ ব্যক্তির এইরূপ মনে হয়ঃ যাহা কল্যাণদায়ক তাহা আমার দ্বারা কৃত হয় নাই, কুশল কৃত হয় নাই, ভয়ঙ্কর হইতে পরিত্রাণ কৃত হয় নাই, কিন্তু পাপ কৃত,

নিষ্ঠুরতা কৃত এবং কলুষতা কৃত
হইয়াছে। অকৃতঅকল্যাণ, অকৃতকুশল, অকৃতভয়ঙ্কর পরিত্রাণ, কৃতপাপ, কৃতনিষ্ঠুরতা, কৃতকলুষতাদের যে গতি, আমার সেই গতি হইবে। সে শোক করে, কষ্ট পায়, উরু বাজাইয়া ক্রন্দন করে এবং মোহগ্রস্ত হয়- মুর্খ ইহজীবনে এই তৃতীয় দুঃখ দৌর্মনস্য অনুভব করে।

ভিক্ষুগণ! সেই মূর্খ কায়দ্বারা দুশ্চরিত্র আচরণ করিয়া, বাক্‌দ্বারা দুশ্চরিত্র আচরণ করিয়া, মনদ্বারা দুশ্চরিত্র আচরণ করিয়া দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! সে নিজের সম্পর্কে সম্যক্‌রূপে বলে। একান্তরূপে অনভিপ্রেত, অকান্ত ও অমনোজ্ঞ, নরক সম্পর্কেও সে সম্যক্‌রূপে বলেঃ ইহা অনভিপ্রেত, অকান্ত ও অমনোজ্ঞ। নরক দুঃখ অনেক বলিয়া এখানে উপমা সহজ নহে।

ইহা বিবৃত হইলে একজন ভিক্ষু ভগবানকে বলিলেনঃ ভদন্ত! আপনি কি উপমা দিতে সক্ষম?

ভগবান বলিলেনঃ হ্যাঁ, ভিক্ষু! সম্ভব। যেমন, কোন দুষ্কৃতকারী চোরকে ধৃত করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত করা হয়ঃ প্রভু! এই ব্যক্তি একজন দুষ্কৃতকারী চোর। ইহাকে যথেচ্ছ শাস্তি প্রদান করুন। রাজা তখন বলিতে পারেনঃ যাও হে, তোমার এই ব্যক্তিকে পূর্বাহ্ন সময়ে শত অস্ত্র দ্বারা আঘাত কর। তাহারা সেই ব্যক্তিকে পূর্বাহ্ন সময়ে শত অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিল। মধ্যাহ্ন সময়ে রাজা এইরূপ বলিতে পারেনঃ কি হে! সেই ব্যক্তি কিরূপ আছে?- প্রভু! সে এখনও জীবিত। রাজা বলিলেন ঃ যাও হে, তোমরা আবার মধ্যাহ্ন সময়ে তাহাকে শত অস্ত্র দ্বারা আঘাত কর। তাহারা তাহাই করিল। সায়াহ্ন সময়ে আবার বলিতে

পারেনঃ কি হে! সেই ব্যক্তি কিরূপ আছে?- প্রভু! সে সেইরূপ জীবিত আছে। তখন রাজা বলিতে পারেনঃ যাও হে তোমরা, তাহাকে সায়াহ্ন সময়ে শত অস্ত্র দ্বারা আঘাত কর। তাহারা তাহাই করিল। ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর? সেই ব্যক্তি কি তিনশত অস্ত্র দ্বারা আহত হইয়া সেই হেতু দুঃখ দৌর্মনস্য অনুভব করিবে?

ভদন্ত! একটি অস্ত্রঘাতেই সেই ব্যক্তি দুঃখ দৌর্মনস্য অনুভব করিবে, তিন শত অস্ত্রের সম্পর্কে আর কি কথা?

তখন ভগবান হস্তপরিমাণ সামান্য একখণ্ড পাথর লইয়া ভিক্ষুদের বলিলেনঃ ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর? আমার গৃহীত এই হস্ত পরিমাণ সামান্য পাথর আর পর্বতরাজ হিমবন্তের মধ্যে কোনটি বৃহত্তর?

ভদন্ত! ভগবান কৃতক গৃহীত হস্তপরিমিত সামান্য প্রস্থরখণ্ড অতি অল্প মাত্র, পর্বতরাজ হিমবন্তের তুলনার নগণ্য, তুলনার অযোগ্য, এমন কি কলা প্রমাণ (ষোল ভাগের এক ভাগ) ও নহে।

ভিক্ষুগণ! ঠিক এইরূপে, যে ব্যক্তি তিন শত অস্ত্র দ্বারা আহত হইয়া সেই কারণে দুঃখ দৌর্মনস্য অনুভব করে, তাহা নিরয়ের তুলনায় নগণ্য, কলাভাগ মাত্র ও নহে, ইহা তুলনার অযোগ্য। ভিক্ষুগণ! নিরয়পালগণ তাহার উপর পঞ্চবিধ বন্ধন (শাস্তি) প্রয়োগ করে। তাহারা তপ্ত লৌহ দণ্ড প্রত্যেক হস্তে, প্রত্যেক পদে এবং বক্ষে বিদ্ধ করে, সেই কারণে সে দুঃখ, তীব্র, কটুক বেদনা অনুভব করে, যতক্ষণ তাহার পাপকর্ম ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ তাহার মৃত্যু হয় না। নিরয়পালগণ তাহাকে শোয়াইয়া কুঠার দ্বারা তক্ষণ করে। সে তাহাতে তীব্র কটুক দুঃখ বেদনা অনুভব করে .... মৃত্যু হয় না। তারপর নিরয়পালগণ তাহার পা উপরের দিকে ও মাথা

নিচের দিকে স্থাপন করিয়া বাসী দ্বারা
তক্ষণ করে, সে তাহাতে .... মৃত্যু হয় না।

ভিক্ষুগণ! তারপর নিরয়পালগণ তাহাকে রথের সহিত বাঁধিয়া জ্বলন্ত মাটির উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যায়। সে তাহাতে .... মৃত্যু হয় না।

ভিক্ষুগণ! তারপর নিরয়পালগণ তাহাকে বিশাল প্রদীপ্ত জ্বলন্ত অঙ্গারপর্বতে ফেলিয়া দিয়া উল্টাইয়া দেয়, পাল্টাইয়া দেয়। সে তাহাতে মৃত্যু না হয়। তারপর নিরয়পালগণ তাহার পা উপরের দিকে আর মাথা নীচের দিকে ধরিয়া তপ্ত লৌহ জ্বলন্ত প্রদীপ্ত কুম্ভীতে নিক্ষেপ করে, সে বুদ্বুদ তুলিয়া সিদ্ধ হইতে থাকে, কখন উপরের দিকে উঠে, কখন নীচের দিকে নামে, কখনও বা তির্যক দিকে যায়। সে তাহাতে .... মৃত্যু না হয়। তারপর নিরয়পালগণ তাহাকে মহানিরয়ে নিক্ষেপ করে। সেই মহানিরয় চতুর্কর্ণ (অংশবিশিষ্ট) ও চতুর্দ্বার বিশিষ্ট, ভাগানুসারে বিভক্ত ও পরিমাণ বিশিষ্ট, লৌহপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত এবং লৌহ দ্বারা পরিকুজ্জিত (আচ্ছাদিত), তাহাদের ভূমি লৌহময়ী, প্রজ্বলিত, তেজযুক্ত এবং চারিদিকে শতযোজন বিস্তৃত।

ভিক্ষুগণ! অনেক পর্য্যায়ে আমি নিরয় কথা বলিতে পারি, কিন্তু নিরয়গুলি বহু দুঃখ পূর্ণ বলিয়া সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করা সহজ নহে।

ভিক্ষুগণ! অনেক তির্যকগামী প্রাণী আছে যাহারা তৃণভোজী। তাহারা আর্দ্র এবং শুষ্ক তৃণ দন্ত দ্বারা চর্বণ করিয়া ভক্ষণ করে। ভিক্ষুগণ! তির্যকগামী তৃণভোজী প্রাণী কি কি?- অশ্ব, গো, গর্দভ, অজ, মৃগ এবং অন্য যাহারা তির্যকগামী তৃণভোজী প্রাণী। ভিক্ষুগণ! পূর্বে যে মূর্খ এখানে রসাস্বাদ করিয়া পাপকার্য করিয়াছে,

সে দেহাবসানে মৃত্যুর পর এখানে তৃণভোজী সত্ত্বদের মধ্যে উৎপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ! অনেক তির্যকগামী গূথভোজী প্রাণী আছে যাহারা গূথগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া দূর হইতে ধাবিত হয়ঃ "এখানে খাইব, এখানে খাইব।" যেমন, ব্রাহ্মণগণ আহুতি গন্ধে ধাবিত হয়ঃ "এখানে ভোজন করিব, এখানে ভোজন করিব"।- ঠিক ভিক্ষুগণ! এইরূপে অনেক তির্যকগামী .... খাইব। ভিক্ষুগণ! তির্যকগামী গূথভোজী প্রাণী কি কি?- কুক্কুট, শূকর, কুকুর শৃগাল এবং এইরূপ অন্যান্য গূথভোজী প্রাণী। ভিক্ষুগণ! পূর্বে যে মূর্খ .... গূথভোজী সত্ত্বদের মধ্যে উৎপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ! অনেক তির্যকগামী .... অন্ধকারে জন্মায় .... যথা- কীট, পড়্নবা, কেঁচো .... উৎপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ! অনেক তির্যকগামী প্রাণী আছে যাহারা জলে জন্মায়, জলে বড় হয় ও জলে মারা যায়। এই সকল প্রাণী কি কি? যথাঃ মৎস্য, কচ্ছপ, কুম্ভীর এবং এ জাতীয় অন্যান্য প্রাণী। ভিক্ষুগণ! পূর্বে যে মূর্খ .... উৎপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ! অনেক তির্যকগামী প্রাণী আছে যাহারা অশুচিতে জন্মায়, অশুচিতে বড় হয় ও অশুচিতে মারা যায়। এ সকল প্রাণী কি কি? ভিক্ষুগণ! যে সকল সত্ত্ব পূতি (পচা) মৎস্যে জন্মায়, বড় হয় ও মারা যায়, পূতি কুনপে (শবে) পূতিশস্যাদিতে, চন্দনিকায়, (গ্রামদ্বারে স্থিত জলাশয়ে) অবটগর্তে (পঙ্কিল জলাশয়ে) জন্মায় .... অশুচিতে মারা যায় তাহাদের মধ্যে উৎপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ! অনেক পর্য্যায়ে .... সহজ নহে।

ভিক্ষুগণ! যেমন, কোন পুরুষ ছিদ্রযুক্ত যুগ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। পূর্বদিক হইতে প্রবাহিত বায়ু উহাকে পশ্চিমদিকে তাড়িত

করিল, পশ্চিমের বায়ু পূর্বদিকে,
উত্তরের বায়ু দক্ষিণ দিকে এবং দক্ষিণের বায়ু উত্তরদিকে তাড়িত করিল। সেই স্থানের এক অন্ধ কচ্ছপ শতবর্ষান্তে একবার মস্তক উত্তোলন করে।- ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর? ঐ অন্ধ কচ্ছপ কি ঐ যুগছিদ্রে স্বীয় গ্রীবা প্রবেশ করাইবে?

ভদন্ত! যদি পারে তাহা হইলে দীর্ঘকালের অন্তে কদাচিৎ কখনও করাইতে পারে।

ভিক্ষুগণ! ঐ অন্ধ কচ্ছপের পক্ষে সছিদ্র যুগে গ্রীবা প্রবেশ করান যেরূপ দুর্লভ, বিনিপাত-গ্রস্ত মূখের পক্ষে মনুষ্যত্ব লাভ করা তদপেক্ষাও দুর্লভ। তাহা কি কারণে? ভিক্ষুগণ! এখানে ধর্মচর্য্যা, শমচর্য্যা, কুশলক্রিয়া, পূণ্যক্রিয়া নাই, শুধু আছে পরস্পরকে ভক্ষণকারী ও দুর্বলমারী[১]। যদি সেই মূর্খ দীর্ঘকাল অন্তে কদাচিৎ কখনও মনুষ্য জন্ম লাভ করে, তাহা হইলে চণ্ডাল, নিষাদ, বেণুকুল, রথকারকুল বা পুক্‌বুশ ইত্যাদি নীচকুলে জন্মগ্রহণ করে, যে সকল কুল দরিদ্র, অল্প অন্নপানীয়-যুক্ত, কৃচ্ছ্রবৃতি সম্পন্ন যেখানে কষ্ট করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে হয়। সে দুবর্ণ, কুসিৎ, বামন, রোগগ্রস্ত, কাণা, বিকলাঙ্গ, খঞ্জ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়, সে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মাল্য, গন্ধ, বিলেপন, শয্যা, বাসস্থান ও প্রদীপ লাভ করে না। সে কায়ে দুশ্চরিত্র, বাক্‌দুশ্চরিত্র, মনঃদুশ্চরিত্র হইয়া বিচরণ করিয়া দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

যেমন, ভিক্ষুগণ! কোন অক্ষধূর্ত প্রথম পাশা নিক্ষেপের পরাজয়ে পুত্রকে হারায়, পত্নীকে হারায়, সমস্ত সম্পত্তি হারায় এবং শেষে কারাবরণ করিতে বাধ্য হয়। ভিক্ষুগণ! প্রথম পরাজয়ে এই

---

[১] পালি দুব্বলমারিকার অন্য পাঠ দুব্বলখাদিকা।

সকল হারান অকিঞ্চৎকর, ইহা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতি হইতেছে কোন মূর্খ কায়দুশ্চরিত, বাক্ দুশ্চরিত ও মনঃদুশ্চরিত হইয়া বিচরণ করিবার ফলে দেহাবসানে মৃত্যুর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! ইহাই সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ বালভূমি।

ভিক্ষুগণ! পণ্ডিতের এই তিন পণ্ডিত লক্ষণ, পণ্ডিত নিমিত্ত ও পণ্ডিত বৈশিষ্ট। তিনটি কি কি? এই স্থলে পণ্ডিত সুচিন্তাকারী, সুভাষিতভাষী ও সুর্মকারী হন। ভিক্ষুগণ! যদি পণ্ডিত সুচিন্তাকারী, সুভাষিতভাষী ও সুকর্মকারী না হইতেন, তাহা হইলে পণ্ডিতেরা কিরূপে জানিতে পারেনঃ এই ভবদীয় কি পণ্ডিত? সৎপুরুষ ত?" ভিক্ষুগণ! যেহেতু পণ্ডিত সুচিন্তাকারী .... তাঁহাকে জানেনঃ এই ভবদীয় পণ্ডিত এবং সৎপুরুষ। সেই পণ্ডিত ইহজীবনে ত্রিবিধ সুখ ও সৌমনস্য অনুভব করেন। ভিক্ষুগণ! যদি পণ্ডিত সভায় রথে বা শৃঙ্গাটকে উপবিষ্ট থাকে লোকে .... তদুপযোগী কথা বলিয়া থাকে। যদি পণ্ডিত প্রাণীহত্যা হইতে বিরত, অদত্তগ্রহণ হইতে বিরত, কামে ব্যভিচার হইতে বিরত, মৃষাবাদ হইতে বিরত, সুরা-মৈরেয়-মদ্য-প্রমাদ স্থান হইতে প্রতিবিরত থাকেন, তখন পণ্ডিতের এরূপ মনে হয়ঃ এই সকল লোক আমার সম্পর্কে .... পণ্ডিত হইজীবনে প্রথম এই প্রথম সুখ ও সৌমনস্য অনুভব করেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! পণ্ডিত দেখেন রাজা দুষ্কৃতকারী চোরকে ধৃত করিয়া .... অসি দ্বারা শিরচ্ছেদ করা হয়। ভিক্ষুগণ! তখন পণ্ডিত এইরূপ চিন্তা করেনঃ এই সকল পাপকার্যের জন্য রাজগণ দুষ্কৃতকারী চোরকে ধৃত করিয়া .... শিরচ্ছেদ করেন। এই সকল ধর্ম আমার মধ্যে বিদ্যমান নাই, আমি এই সকল ধর্মে বিজড়িত

নহি। ভিক্ষুগণ! পণ্ডিত ব্যক্তি ইহ
জীবনে এই দ্বিতীয় সুখ ও সৌমনস্য অনুভব করেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! পীঠসমারূঢ় বা মঞ্চসমারূঢ় বা ভূমিতে শয়ান পণ্ডিতের উপর তাঁহার পূর্বকৃত কায়সুচরিত, বাক্‌সুচরিত, মনঃসুচরিত কল্যাণ কর্মগুলি অবলম্বিত, অধ্যলম্বিত ও অভিপ্রলম্বিত হয়। যেমন, ভিক্ষুগণ! .... অভিপ্রলম্বিত হয়। তখন পণ্ডিতের এইরূপ মনে হয়ঃ আমার দ্বারা পাপ কৃত হয় নাই .... মোহগ্রস্ত হন না- পণ্ডিত ইহ জীবনে এই তৃতীয় সুখ ও সৌমনস্য অনুভব করেন। ভিক্ষুগণ! পণ্ডিত কায়দ্বারা সুচরিত আচরণ করিয়া, বাক্‌দ্বারা সুচরিত আচরণ করিয়া ও মন দ্বারা সুচরিত আচরণ করিয়া দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোক উৎপন্ন হন। ভিক্ষুগণ! তিনি একান্তরূপে অভিপ্রেত, একান্তরূপে কান্ত ও একান্তরূপে মনোজ্ঞ, স্বর্গ সম্পর্কে ও তিনি সম্যকরূপে বলেনঃ ইহা একান্ত রূপে ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ। ভিক্ষুগণ! স্বর্গ সুখ বেশি বলিয়া উপমা দেওয়া সহজ নহে।

ইহা বিবৃত হইলে অন্য একজন ভিক্ষু ভগবানকে বলিলেনঃ ভদন্ত! আপনি কি উপমা দিতে সক্ষম?

ভগবান বলিলেনঃ হে ভিক্ষু! হ্যাঁ, সক্ষম, যেমন, ভিক্ষু! রাজা চক্রবর্তী সপ্ত রত্ন এবং চারি ঋদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন এবং সেই কারণে সুখ ও সৌমনস্য অনুভব করিতেন।

সাতটি কি কি?

ভিক্ষু! মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা পূর্ণিমার উপোসথ দিবসে স্নানান্তে উপোসথ ব্রত পালনে রত হইয়া প্রাসাদের উপরিতলে গমন করিলে তাঁহার সম্মুখে সহস্র অরনেমি ও নালিযুক্ত সর্বাকার পরিপূর্ণ দিব্য চক্ররত্ন প্রাদুর্ভূত হয়। দেখিয়া মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজার

এরূপ মনে হয় "আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ যে মূর্দ্ধাভিষিক্ত .... প্রাদুভূর্ত হয়, তিনি রাজা চক্রবর্ত্তী হন। আমি কি রাজা চক্রবর্তী হইব?" তখন, ভিক্ষুগণ! মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা আসন হইতে উঠিয়া বামহস্তে ভৃঙ্গার গ্রহণ পূর্বক দক্ষিণ হস্তে চক্ররত্নের উপর জলসিঞ্চন করিতে করিতে কহিলেন, 'হে চক্ররত্ন! আপনি প্রবর্তিত এবং জয়যুক্ত হউন।' ভিক্ষুগণ! তখন সেই চক্ররত্ন পূর্বদিকে ধাবিত হইল। চক্রবর্তী রাজা চতুরঙ্গিনী সেনা সহ উহার অনুসরণ করিলেন। ভিক্ষুগণ! যে স্থানে চক্ররত্ন স্থিত হইল, ঐ স্থানে চক্রবর্তী রাজা চতুরঙ্গিনী সেনা সহ বাস গ্রহণ করিলেন। ভিক্ষুগণ! পূর্বদিকস্থ প্রতিদ্বন্দী রাজগণ চক্রবর্তী রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেনঃ আসুন, মহারাজ! স্বাগত, মহারাজ! সকলই আপনার মহারাজ! আপনিই শাসন করুন। রাজা চক্রবর্তী কহিলেনঃ 'প্রাণী হত্যা করিবে না, অদত্ত গ্রহণ করিবে না, কামে ব্যভিচার করিবে না, মিথ্যা কহিবে না, মদ্যপান করিবে না, পরিমিত রূপে ভোজন কর।" ভিক্ষুগণ! পূর্বদিকের প্রতিদ্বন্দী রাজগণ রাজা চক্রবর্তীর অধীনতা স্বীকার করিলেন। ভিক্ষুগণ! অনন্তর চক্ররত্ন পূর্ব সমুদ্রে অবগাহনান্তে উত্তরণ পূর্বক দক্ষিণ দিকে প্রবর্তিত হইল .... দক্ষিণ সমুদ্রে অবগাহনান্তে উত্তরণ পূর্বক পশ্চিমদিকে .... উত্তরদিকে প্রবর্তিত হইল, রাজা চক্রবর্তী চতুরঙ্গিনী সেনা সহ অনুসরণ করিলেন। যে স্থানে চক্ররত্ন .... বাস গ্রহণ করিলেন। উত্তরদিকের প্রতিদ্বন্দী রাজগণ .... অধীনতা স্বীকার করিলেন। ভিক্ষুগণ! অতঃপর সেই চক্ররত্ন সসাগরা পৃথিবী জয় করিয়া সেই রাজধানীতে প্রত্যাগমন পূর্বক অন্তঃপুরদ্বারে রাজা চক্রবর্তীর অন্তঃপুরদ্বার শোভিত করিয়া অক্ষাহতের ন্যায় স্থিত

হইল। ভিক্ষুগণ! এইরূপে রাজা
চক্রবর্তীর সম্মুখে চক্ররত্ন প্রাদর্ভূত হইয়াছিল।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! চক্রবর্তী রাজার নিকট হস্তীরত্ন প্রাদর্ভূত হইল- সর্বশ্বেত, সপ্তপ্রতিষ্ঠ, ঋদ্ধিমান, আকাশে গমনক্ষম, উপোসথ নামক নাগরাজা। উহা দেখিয়া চক্রবর্তী রাজার চিত্ত প্রসন্ন হইলঃ এই হস্তী যদি দমনযোগ্য হয়, তাহা হইলে উহাতে আহোরণ মঙ্গলদায়ক হইবে। ভিক্ষুগণ! তখন সেই হস্তীরত্ন দীর্ঘকাল সুশিক্ষিত বিনীত জাতিসম্পন্ন হস্তীর ন্যায় শিক্ষা গ্রহণ করিল। ভিক্ষুগণ! পূর্বকালে চক্রবর্তী রাজা সেই হস্তীরত্ন পরীক্ষা করিবার জন্য পূর্বাহ্নে উহাতে আরূঢ় হইয়া সসাগরা পৃথিবী পরিভ্রমণ পূর্বক রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া প্রাতরাশ সম্পন্ন করিলেন। ভিক্ষুগণ! এইরূপে চক্রবর্তী রাজার নিকট হস্তীরত্ন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! চক্রবর্তী রাজার নিকট অশ্বরত্ন প্রাদুর্ভূত হইল- সর্বশ্বেত, কাকশীর্ষ, কৃষ্ণকেশর, ঋদ্ধিমান, আকাশগমনক্ষম বলাহ নামক অশ্বরাজ। উহা দেখিয়া চক্রবর্তী রাজার চিত্ত প্রসন্ন হইলঃ 'এই অশ্ব যদি দমনযোগ্য হয়, তাহা হইলে উহাতে আরোহণ মঙ্গলদায়ক হইবে।' ভিক্ষুগণ! তখন সেই অশ্বরত্ন দীর্ঘকাল সুশিক্ষিত .... প্রাতরাশ সম্পন্ন করিলেন। ভিক্ষুগণ! এইরূপে .... অশ্বরত্ন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! চক্রবর্তী রাজার নিকট মণিরত্ন প্রাদুর্ভূত হইল। উহা বৈদুর্যমণি, শুভ্র, উচ্চ জাতীয়, অষ্টাংশযুক্ত ও সুকর্তিত। ভিক্ষুগণ! সেই মণিরত্নের আভাচতুর্দিকে যোজন পরিমিত স্থানে বিস্তৃত হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ! পূর্বকালে চক্রবর্তী রাজা সেই মণিরত্ন পরীক্ষা করিবার জন্য চতুরঙ্গিণী সেনা সজ্জিত

করিয়া মণিরত্ন ধ্বজাগ্রে আরোপন করিয়া রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে বর্হিগত হইলেন। ভিক্ষুগণ! চতুর্দিকস্থ গ্রামের অদিবাসীগণ মণি নিঃসৃত আলোকহেতু "প্রভাত হইয়াছে" মনে করিয়া কর্মে নিযুক্ত হইল। ভিক্ষুগণ! এইরূপে .... প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল।

ভিক্ষুগণ! চক্রবর্তী রাজার নিকট স্ত্রীরত্ন প্রাদুর্ভূত হইল- অভিরূপা, দর্শনীয়া, মনোহরা, পরমবর্ণা সৌন্দর্যশালিনী, নাতিদীর্ঘা, নাতিহ্রস্বা, নাতিকৃশা, নাতিকৃষ্ণা, নাতিশুভ্রা, মনুষ্যাতীত বর্ণসম্পন্না, অপ্রাপ্ত-দিব্য-বর্ণা। ভিক্ষুগণ! সেই স্ত্রীরত্নের কায়সংস্পর্শ কার্পাস অথবা কার্পাস তুলার ন্যায়। সেই স্ত্রীরত্নের গাত্র শীতকালে উষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে শীতল। সেই স্ত্রীরত্নের দেহ হইতে চন্দনগন্ধ এবং মুখ হইতে পদ্মগন্ধ নির্গত হইত। ভিক্ষুগণ! সেই স্ত্রীরত্ন চক্রবর্তী রাজার পূর্বেই শয্যাত্যাগ করিতেন, তিনি রাজার আজ্ঞা পালনকারিণী, মনোরঞ্জনকারিণী ও প্রিয়বাদিনী ছিলেন। সেই স্ত্রীরত্ন চক্রবর্তী রাজার প্রতি মনেও অবিশ্বাসিনী ছিলেন না, কায়দ্বারা কিরূপে হইবেন? ভিক্ষুগণ! এইরূপে .... স্ত্রীরত্ন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল।

ভিক্ষুগণ! চক্রবর্তী রাজার নিকট গৃহপতিরত্ন প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি কর্মবিপাকজ ও দিব্যচক্ষুসম্পন্ন ছিলেন। দিব্যচক্ষুদ্বারা তিনি সম্বামিক অথবা স্বামীহীন নিধি দেখিতে পাইতেন। তিনি চক্রবর্তী রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেনঃ 'দেব, আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না, আপনার ধনবৃদ্ধির জন্য যাহা করণীয়, তাহা আমি করিব।' ভিক্ষুগণ! পূর্বকালে চক্রবর্তী রাজা সেই গৃহপতিরত্নকে পরীক্ষা করিবার জন্য নৌকায় আরোহণ করিয়া উহা গঙ্গানদীর মধ্যবর্তী স্থানে ভাসাইয়া গৃহপতিরত্নকে

বলিলেনঃ 'গৃহপতি! আমার হিরণ্যসুবর্ণের প্রয়োজন'।- মহারাজ', তাহা হইলে নৌকা তীর সংলগ্ন হউক'।- 'এখানেই আমার হিরণ্য- সুবর্ণের প্রয়োজন'। ভিক্ষুগণ! তখন গৃহপতিরত্ন উভয় হস্তে জল স্পর্শ করিয়া হিরণ্যসুবর্ণ পরিপূর্ণ কুম্ভ উদ্ধার করিয়া চক্রবর্তী রাজাকে বলিলেনঃ 'মাহরাজ, ইহা কি পর্য্যাপ্ত? ইহাতে কি আপনার প্রয়োজন সাধিত হইবে?' চক্রবর্তী রাজা বলিলেনঃ 'গৃহপতি! ইহা পর্য্যাপ্ত, ইহাতে আমার প্রয়োজন সাধিত হইবে। আমি সন্তুষ্ট।' ভিক্ষুগণ! এইরূপে .... গৃহপতিরত্ন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! চক্রবর্তী রাজার নিকট পরিয়ানকরত্ন প্রাদুর্ভূত হইলেন- তিনি পণ্ডিত, ব্যক্ত, মেধাবী, চক্রবর্তী রাজাকে গ্রহণযোগ্য বিষয় গ্রহণ করাইতে, ত্যাজ্য বিষয় ত্যাগ করাইতে, প্রতিষ্ঠাযোগ্য বিষয় প্রতিষ্ঠিত করাইতে সমর্থ। তিনি চক্রবর্তী রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেনঃ 'দেব! আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না, আমি অনুশাসন দিব।' ভিক্ষুগণ! এইরূপে .... পরিণায়করত্ন প্রাদুর্ভূত হইলেন।

ভিক্ষুগণ! চক্রবর্তী রাজা এই সপ্ত রত্নের দ্বারা সমন্বিত ছিলেন।

কি কি চারি ঋদ্ধি দ্বারা সমন্বিত ছিলেন? ভিক্ষুগণ! চক্রবর্তী রাজা অন্যান্য মনুষ্য অপেক্ষা অতীব অভিরূপ, দর্শনীয়, মনোহর, পরম বর্ণ সৌন্দর্যশালী ছিলেন। ভিক্ষুগণ! চক্রবর্তী রাজার ইহাই প্রথম ঋদ্ধি।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! চক্রবর্তী রাজা দীর্ঘায়ু ছিলেন। তাঁহার স্থিতিকাল অন্যান্য মনুষ্য অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী ছিল। ভিক্ষুগণ! ইহাই চক্রবর্তী রাজার দ্বিতীয় ঋদ্ধি।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! চক্রবর্তী রাজা অন্যান্য মনুষ্য অপেক্ষা নীরোগ ও দৈহিক ক্লেশমুক্ত ছিলেন। নাতিশীতোষ্ণ পরিপাক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। ভিক্ষুগণ! ইহাই রাজার তৃতীয় ঋদ্ধি।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! চক্রবর্তী রাজা ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণের প্রিয় ও মনোজ্ঞ ছিলেন। যেইরূপ পিতা পুত্রগণের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হন, সেইরূপ .... ছিলেন। ভিক্ষুগণ! যেইরূপ পুত্রগণ পিতার .... ছিলেন। ভিক্ষুগণ! পূর্বকালে চক্রবর্তী রাজা চতুরঙ্গিনী সেনা সহ উদ্যান ভূমিতে গমন করিয়াছিলেন। তখন ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেনঃ 'দেব, ধীরে ধীরে গমন করুন, যাহাতে আমরা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল আপনার দর্শন লাভ করিতে পারি।' রাজা ও সারথিকে কহিলেনঃ সারথি, ধীরে ধীরে রথ চালনা কর, যাহাতে আমি ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল দেখিতে পারি। ভিক্ষুগণ! ইহাই চক্রবর্তী রাজার চতুর্থ ঋদ্ধি। ভিক্ষুগণ! চক্রবর্তী রাজা এই চারি ঋদ্ধি দ্বারা সমন্বিত ছিলেন।

ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর? চক্রবর্তী রাজা কি এই সপ্তরত্ন ও চারি ঋদ্ধি দ্বারা সমন্বিত হইয়া সেই কারণে সুখ ও সৌমনস্য অনুভব করেন নাই?

ভদন্ত! এক একটি রত্ন দ্বারা সমন্বিত হইয়া চক্রবর্তী রাজা সুখ ও সৌমনস্য অনুভব করিয়াছিলেন, সপ্তরত্ন আর চারি ঋদ্ধি সম্পর্কে আর কি কথা?

অতঃপর ভগবান হস্ত পরিমাণ পাষান খণ্ড .... এমন কি কলা প্রমাণও নহে। ভিক্ষুগণ! এইরূপে যে চক্রবর্তী রাজা সপ্তরত্ন ও চারি ঋদ্ধি দ্বারা সমন্বিত হইয়া সেই কারণে সুখ ও সৌমনস্য

অনুভব করেন, তাহা দিব্য সুখের
তুলনায় নগণ্য, কলাভাগ মাত্রও নহে। তাহা তুলনার অযোগ্য। যদি সেই পণ্ডিত দীর্ঘকাল অন্তে কদাচিৎ কখনও মনুষ্য জন্ম লাভ করেন, তাহা হইলে অভিজাত বাহ্মণ-ক্ষত্রিয় গৃহপতি প্রভৃতি উচ্চকুলে, যে সকল কুল আঢ্য, মহাধন সম্পন্ন, মহাভোগ সম্পন্ন, প্রভূত স্বর্ণরৌপ্য- বিত্ত উপকরণ-ধন-ধান্য সম্পন্ন সেই সকল কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অভিরূপ, দর্শনীয়, মনোহর, পরমবর্ণ সৌন্দর্যশালী হন, যথেষ্ট অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যানবাহন, মাল্যগন্ধ বিলেপন, শয্যা, বাসস্থান ও প্রদীপ লাভ করেন। তিনি কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত আচরণ করিয়া দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন। যেমন, ভিক্ষুগণ! কোন অক্ষধূর্ত প্রথম বার পাশ নিক্ষেপই বিশাল ধনসামগ্রী লাভ করে। ভিক্ষুগণ! অক্ষধূর্ত প্রথম পাশ নিক্ষেপে যে বিশাল ধনসামগ্রী লাভ করে তাহা তুলনায় সামান্যমাত্র, পণ্ডিত যে কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত আচরণ করিয়া দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়, তাহা অধিকতর লাভজনক পাশা নিক্ষেপ। ভিক্ষুগণ! ইহাই সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ পণ্ডিতভূমি।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ! সন্তুষ্টমনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[বালপণ্ডিত সূত্র সমাপ্ত]

দেবদূত সূত্র (১৩০)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে

আহ্বান করিলেনঃ 'হে ভিক্ষুগণ'!- 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান কহিলেনঃ যেমন, ভিক্ষুগণ! দ্বার বিশিষ্ট দুইটি গৃহ আছে। তথায় চক্ষুষ্মান পুরুষ উভয়ের মধ্যে অবস্থিত হইয়া দেখিতে পায় কিরূপে মনুষ্যগণ গৃহে প্রবেশ করিতেছে, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, গৃহমধ্যে পাদচারণ ও চলাফেরা করিতেছে। ভিক্ষুগণ! ঠিক এইরূপে, আমি দিব্যচক্ষুতে, বিশুদ্ধ লোকাতীত দৃষ্টিতে দেখিতে পাই- সত্ত্বগণ চ্যুত হইতেছে, উৎপন্ন হইতেছে, স্ব স্ব কর্মানুসারে হীনোৎকৃষ্ট যোনি, সুবর্ণ, দুবর্ণ, সুগতি, দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে, এই সকল সত্ত্ব কায়সুচরিত-বাক্‌সুচরিত মনসুচরিত দ্বারা সমন্বিত হইয়া, আর্যদের নিন্দাকারী না হইয়া, সম্যক্‌দৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া ও সম্যক্ দৃষ্টি অনুযায়ী কর্মসম্পাদন করিয়া দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন। এই সকল সত্ত্ব কায়দুশ্চরিত, বাক্‌দুশ্চরিত, মনোদুশ্চরিত দ্বারা সমন্বিত হইয়া আর্যদের নিন্দাকারী, মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া ও মিথ্যাদৃষ্টি হেতু কর্মসম্পাদন করিয়া দেহাবসানে মৃত্যুর পর প্রেতলোকে উৎপন্ন হয়। এই সকল সত্ত্ব কায়দুশ্চরিত .... মৃত্যুর পর তির্যক যোনিতে উৎপন্ন উৎপন্ন হয়। এই সকল সত্ত্ব কায়দুশ্চরিত .... অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে (নরকে) উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! নিরয়পালগণ তাহাকে বাহুতে ধরিয়া যম রাজার নিকট উপস্থিত করিয়া বলিলঃ দেব, এই ব্যক্তি মাতাকে শ্রদ্ধা করে না, শ্রামণ্যকে শ্রদ্ধা করে না, ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা করে না, পরিবারের জ্যেষ্ঠদের সম্মান করে না, দেব! ইহাকে দণ্ড বিধান করুন।

তখন যমরাজা প্রথম দেবদূত সম্পর্কে সমনুযুক্ত, সমনুগ্রাহী এবং সমনুভাষী[১] হইয়া কহিলেন, ওহে! তুমি কি প্রথম দেবদূতকে মনুষ্যলোকে আবির্ভূত হইতে দেখিয়াছ? সে এইরূপ বলিলঃ 'ভদন্ত, আমি দেখি নাই।' তখন, ভিক্ষুগণ! যমরাজা এইরূপ বলিলেনঃ 'ওহে, তুমি মানুষের মধ্যে একটি শিশুকে তাহার মলমূত্রের মধ্যে শায়িত দেখিয়াছ?' সে বলিল, 'ভদন্ত, আমি দেখিয়াছি।' তখন যমরাজ এইরূপ বলিলেন- ওহে! যদিও তুমি বিজ্ঞ, স্মৃতিমান ও বৃদ্ধ, তোমার কি এই কথা মনে হয় নাইঃ 'আমিও জন্মের অধীন, আমি জন্ম অতিক্রম করি নাই, এখন আমি কায়মনোবাক্যে কল্যাণ সম্পাদন করিব?' সে বলিলঃ 'ভদন্ত! আমি সক্ষম হই নাই, আমি প্রমাদগ্রস্ত ছিলাম।' তখন যমরাজা তাহাকে এইরূপ বলিলেনঃ 'ওহে! প্রমাদগ্রস্ত হইয়া তুমি কায়মনোবাক্যে কল্যাণ সম্পাদন কর নাই, ওহে! নিশ্চয়ই তুমি প্রমত্ততানুযায়ী সেইরূপ কাজ করিয়াছ। এই পাপ কর্ম তোমারই, উহা তোমার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, মিত্র-অমাত্য দ্বারা কৃত হয় নাই, জ্ঞাতি, শ্রমণ ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের দ্বারাও কৃত হয় নাই, তোমার দ্বারাই এই পাপ কর্ম কৃত হইয়াছে। তুমিই ইহার বিপাক (ফল) অনুভব করিবে'।

ভিক্ষুগণ! তখন যমরাজা প্রথম দেবদূত সম্পর্কে সমনুযুক্ত, সমনুগ্রাহী ও সমনুভাষী হইয়া দ্বিতীয় দেবদূত সম্পর্কে সমনুযুক্ত, সমনুগ্রাহী ও সমনুভাষী হইলেনঃ 'ওহে! তুমি কি দ্বিতীয় দেবদূতকে মনুষ্যলোকে আবির্ভূত হইতে দেখ নাই?' সে বলিলঃ 'ভদন্ত! আমি দেখি নাই'। তখন যমরাজা বলিলেনঃ 'ওহে! তুমি কি দেখ নাই যে মানুষের মধ্যে স্ত্রী বা পুরুষকে অশীতিবয়স্করূপে,

---

[১] মধ্যমনিকায় (১ম) পৃঃ ১৪৩ দ্রষ্টব্য।

নবতিবয়স্করূপে অথবা শতবর্ষিকরূপে জীর্ণ শীর্ণ, কুব্জদেহ, শিথিলকলেবর, যষ্টিহস্ত, গমনে কম্পমান, আতুর, গতযৌবন, খণ্ডদন্ত, পক্ককেশ, বিরলকেশ, স্খলিতশিরঃ, লোলচর্ম ও তিলকাহতগাত্র রূপে?' সে বলিলঃ 'ভদন্ত! আমি দেখিয়াছি'। তখন যমরাজা তাহাকে বলিলেনঃ "ওহে, যদিও তুমি বিজ্ঞ, স্মৃতিমান ও বয়স্ক, তোমার কি এই কথা মনে হয় নাইঃ আমিও জরাগ্রস্ত হইতে পারি, আমি জরার অতীত নহি, এখন আমি কায়মনোবাক্যে কল্যাণ সম্পাদন করিব?' সে বলিলঃ 'ভদন্ত! আমি সক্ষম হই নাই, আমি প্রমাদগ্রস্ত ছিলাম।' তখন যমরাজা তাহাকে বলিলেনঃ ওহে! প্রমাদগ্রস্ত হইয়া তুমি .... বিপাক অনুভব করিবে।'

অতঃপর ভিক্ষুগণ! যমরাজা দ্বিতীয় দেবদূত সম্পর্কে .... তৃতীয় দেবদূত সম্পর্কে .... সমনুভাষী হইলেনঃ 'ওহে! তুমি কি তৃতীয় দেবদূতকে মনুষ্যলোকে আবির্ভূত হইতে দেখিয়াছ?'ঃ সে বলিলঃ 'ভদন্ত! আমি দেখি নাই।' তখন যমরাজা তাহাকে বলিলেনঃ 'ওহে! তুমি কি দেখ নাই যে মানুষের মধ্যে স্ত্রী বা পুরুষকে যে ব্যাধিগ্রস্ত, দুঃখপ্রাপ্ত, উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়াছে, স্বীয় মলমূত্রে পড়িয়া আছে, এমতাবস্থায় অপরে তাহাকে তুলিয়া উঠাইতেছে, অপরে তাহাকে শোয়াইয়া দিতেছে?' সে বলিলঃ 'ভদন্ত! আমি দেখিয়াছি।' তখন যমরাজা তাহাকে বলিলেনঃ 'ওহে, ... বিপাক অনুভব করিবে।'

অতঃপর ভিক্ষুগণ! যমরাজা তৃতীয় দেবদূত সম্পর্কে .... চতুর্থ দেবদূত সম্পর্কে .... ওহে, তুমি কি দেখ নাই রাজগণ দুষ্কৃতকারী চোরকে ধৃত করিয়া .... শিরচ্ছেদ করিতেছেন?' সে বলিলঃ 'ভদন্ত! 'আমি দেখিয়াছি।'

তখন যমরাজা তাহাকে বলিলেনঃ
'যদিও তুমি বিজ্ঞ, স্মৃতিমান ও বয়স্ক, তোমার কি এই কথা মনে হয় নাইঃ যাহারা পাপকর্ম করে তাহারা হইজীবনেই বিবিধ শাস্তি ভোগ করে, পরবর্তী জীবনের কথা বলাই বাহুল্য, এখন আমি সক্ষম হই নাই .... বিপাক অনুভব করিবে।'

অতঃপর ভিক্ষুগণ! যমরাজা চতুর্থ দেবদূত সম্পর্কে .... হইয়া পঞ্চম দেবদূত সম্পর্কে .... 'ওহে, তুমি কি দেখ নাই যে মানুষের মধ্যে স্ত্রী বা পুরুষকে যাহার মৃতদেহ মাত্র একদিন, কি দুইদিন, কি তিনদিন হইল, স্ফীত, বিবর্ণ ও পুযযুক্ত হইয়াছে?' সে বলিলঃ 'ভদন্ত, আমি দেখিয়াছি'। তখন যমরাজা তাহাকে বলিলেনঃ ওহে, যদিও তুমি বিজ্ঞ .... মনে হয় নাই 'আমি মৃত্যুর অধীন, আমি মৃত্যুকে অতিক্রম করি নাই, এখন আমি .... বিপাক অনুভব করিবে।'

ভিক্ষুগণ! তখন যমরাজা পঞ্চম দেবদূত সম্পর্কে সমনুযুক্ত, সমনুগ্রাহী ও সমনুভাষী হইয়া তুষ্ণীভাব ধারণ করিলেন।

ভিক্ষুগণ! তখন নিরয়পালগণ তাহার উপর পঞ্চবিধ শাস্তি[১] .... শতযোজন বিস্তৃত।

ভিক্ষুগণ! সেই মহানিরয়ের পূর্বদিকের ভিত্তি হইতে অর্চি (বহ্নিশিখা) উঠিয়া পশ্চিমদিকের ভিত্তিতে (প্রাচীরে) প্রতিহত হয়, পশ্চিমদিকের .... উত্তরদিকের .... দক্ষিণদিকের .... অধঃ হইতে .... উপর হইতে নীচে প্রতিহত হয়। সে তথায় দুঃখ, তীব্র, কটুক বেদনা অনুভব করে এবং যতদিন পাপকর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত না হয় ততদিন তাহার মৃত্যু হয় না।

---

[১] বালপণ্ডিত সূত্র দ্রষ্টব্য

ভিক্ষুগণ! দীর্ঘকাল অন্তর কদাচিৎ কখন সময় হয় যখন মহানিরয়ের পূর্বদ্বার উন্মুক্ত হয়। সে তথায় শীঘ্র ও দ্রুত ধাবিত হয়, ধাবিত হইবার সময় তাহার বর্হিচর্ম ও অন্তঃ চর্ম দগ্ধ হয়, মাংস দগ্ধ হয়, স্নায়ু দগ্ধ হয়, অস্থিগুলি ধূমায়িত হয়- অতঃপর তাহার উত্তোলন হয়। যদিও সে বহু নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, তথাপি দ্বার তাহার সম্মুখে বদ্ধ। সে তথায় দুঃখ, কটু তীব্র বেদনা অনুভব করে এবং যতদিন পাপকর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত না হয় ততদিন তাহার মৃত্যু হয় না। পশ্চিমদ্বার, ও দক্ষিণদ্বার সম্পর্কেও এইরূপ।

ভিক্ষুগণ! দীর্ঘকাল পরে যখন কদাচিৎ কখন মহানিরয়ের পূর্বদ্বার উন্মুক্ত হয়, তখন সে দ্রুত ধাবিত হয় .... সেই দরজায় নিষ্ক্রান্ত হয়।

ভিক্ষুগণ! সেই মহানিরয়ের ঠিক পার্শ্বে আছে মহাগূথ নিরয়। সে তথায় পতিত হয়। সেই গূথনিরয়ে সূচিমুখ প্রাণী সকল তাহার বহির্চর্ম ছিন্ন করে, তারপর আভ্যন্তরীন চর্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ছিন্ন করে, অস্থি ছিন্ন করিয়া অস্থিমজ্জা ভক্ষণ করে। সে তথায় .... মৃত্যু হয় না।

ভিক্ষুগণ! গূথনিরয়ের পরে আছে মহাকুক্কুড়নিরয়। সে তথায় পতিত হয়। সে তথায় দুঃখ তীব্র কটুক .... মৃত্যু হয় না।

ভিক্ষুগণ! কুক্কুড়নিরয়ের পরে আছে যোজন উচ্চ ষোড়শাঙ্গুলী প্রমাণ মহাসিম্বলিবন যাহা আদীপ্ত, সংপ্রজ্বলিত ও সজ্যোতির্ভূত। তাহারা তথায় তাহাকে উঠামানা করাইল। সেই ব্যক্তি তথায় তীব্র কটুক দুঃখ বেদনা ভোগ করে .... মৃত্যু হয় না।

ভিক্ষুগণ! সেই সিম্বলিবনের পরে আছে মহাঅসিপত্রবন। সে তথায় প্রবেশ করে। বায়ুতাড়িত পত্রগুলি হস্ত ছিন্ন করে, পাদ ছিন্ন

করে, হস্ত-পাদ ছিন্ন করে, কর্ণ ছিন্ন
করে, নাসিকা ছিন্ন করে, কর্ণ-নাসিকা ছিন্ন করে। সে তথায় তীব্র .... কটুক .... মৃত্যু হয় না।

ভিক্ষুগণ! সেই অসিপত্রবনের পার্শ্বে আছে মহতী ক্ষারোদকা (লবণযুক্ত) নদী।[১] সে তথায় পতিত হয়। সে তথায় অনুস্রোতে ভাসিয়া যায়, প্রতিস্রোতে ভাসিয়া যায়, অনুস্রোতে প্রতিস্রোতে ভাসিয়া যায়। সে তথায় তীব্র কটুক .... মৃত্যু হয় না।

ভিক্ষুগণ! নিরয়পালগণ তাহাকে বড়শি দ্বারা তুলিয়া স্থলে রাখিয়া বলিল ঃ 'ওহে! তুমি কি ইচ্ছা কর?' সে বলিলঃ 'ভদন্ত! আমি জুগুপ্সিত (ক্ষুধার্ত)'। তখন নিরয়পালগণ তপ্ত লৌহ শংকু দ্বারা তাহার মুখ ব্যাদান করিয়া আদীপ্ত, প্রজ্বলিত ও সজ্যোতির্ভূত তপ্ত লৌহগুলিও প্রক্ষেপ করিল। তাহার ওষ্ঠ দগ্ধ হয়, মুখ দগ্ধ হয়, কণ্ঠ দগ্ধ হয়, বক্ষ দগ্ধ হয়, অন্ত্র দহন করিয়া তাহা অন্ত্রগূণ বা অন্ত্ররজ্জুগুলিকে ঠেলিয়া অধোভাগে চালিত করে। সে তথায় তীব্র .... মৃত্যু হয় না।

ভিক্ষুগণ! তখন নিরয়পালগণ তাহাকে বলিল, 'ওহে তুমি কি ইচ্ছা কর?' সে বলিলঃ 'ভদন্ত! আমি পিপাসিত।' তখন নিরয়পালগণ লৌহ শংকু দ্বারা .... তপ্ত তাম্রধাতু মুখে ঢালিতে থাকে .... মৃত্যু হয় না।

ভিক্ষুগণ! তখন নিরয়পালগণ তাহাকে পুনরায় মহানিরয়ে নিক্ষেপ করে।

ভিক্ষুগণ! পূর্বকালে যমরাজার এরূপ মনে হইয়াছিলঃ যাহারা পৃথিবীতে পাপকর্ম করে, তাহারা এইরূপ বিবিধ শাস্তি ভোগ করে, অহো! আমি যদি মনুষ্য জন্মলাভ করিতে পারি! তথাগত অর্হৎ

---

[১] অন্য নামে বৈতরণী প, ষূ,।

সম্যক্ সম্বুদ্ধ পৃথিবীতে উৎপন্ন হন, সেই ভগবানের আমি পর্য্যুপাসনা করি, ভগবানও আমাকে ধর্ম দেশনা করেন এবং তাহাতে আমি ভগবানের ধর্ম জানিতে পারি।

ভিক্ষুগণ! আমি যাহা বলিতেছি তাহা অন্য কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণের নিকট হইতে শুনিয়া বলিতেছি না, আমি স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া, দর্শন করিয়া, বিদিত হইয়া বলিতেছি।

ভগবান সুগত শাস্তা ইহা বিবৃত করিয়া বলিলেনঃ

'দেবদূত প্রণোদিত মাণবক যদি প্রমাদে পতিত হয়,
হীন জন্ম লভি সে জন দীর্ঘকাল অনুতাপী হয়।
দেবদূত প্রণোদিত হেথা শান্ত সৎপুরুষগণ,
আর্য ধর্মে তারা প্রমাদগ্রস্ত হয় না কখন।
জন্ম মৃত্যু সমুদয় উপাদানে যে জন ভয়দর্শী হয়,
উপাদান ছাড়ি মুক্তি লভে সে জন করি জন্মমৃত্যু সংক্ষয়।
ক্ষেম প্রাপ্ত সুখী তারা দৃষ্টধর্মে লভি নির্বাণ,
সর্ববৈরী ভয়াতীত তারা করে সর্বদুঃখ অবসান।'

[দেবদূত সুত্র সমাপ্ত]

বিভঙ্গবর্গ

ভদ্রকরক্ত সুত্র (১৩১)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তথায় ভগবান ভিক্ষুদের আহ্বান করিলেনঃ 'হে ভিক্ষুগণ'। 'হাঁ, ভদন্ত' বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান কহিলেনঃ ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদিগকে ভদ্রকরক্তের উদ্দেশ (অবতারণা) ও বিভঙ্গ (বিশ্লেষণ) সম্পর্কে দেশনা করিব। আমি ভাষণ করিব, তোমরা মনযোগ সহকারে শ্রবণ কর। 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন।

ভগবান কহিলেনঃ-

অতীত অননুসরণীয়, বাঞ্ছনীয় নহে অনাগত,
অতীত প্রহীণ হয় অনাগতরহে অপ্রাপ্ত।
তত্রতত্র প্রত্যুৎপন্ন ধর্ম- যে করে বিদর্শন,
নিরন্তর ভাব মনে জানি যাহা অবিচল অকোপন
সম্পাদন কর আজ যাহা করণীয়, কে জানে কাল আসিবে না মরণ?
মৃত্যু মহাসেনা সহ আপোষ হইবে না কোনদিন।
ঈদৃশ-বিহারী আতাপী যিনি অহোরাত্র অতন্দ্রিত,
ভদ্রকরক্ত (ধর্মপরায়ণ) সন্ত মুনি তিনি সুবিখ্যাত।

ভিক্ষুগণ! কেহ সুদীর্ঘ অতীতকে কিরূপে অনুসরণ করে? 'অতীতে আমার এই রূপ ছিল' মনে করিয়া সে তাহাতে আনন্দ

লাভ করে। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান সম্পর্কে ও এইরূপ। ভিক্ষুগণ! এইরূপে সে অতীতকে অনুসরণ করে।

ভিক্ষুগণ! সুদীর্ঘ অতীতকে লোক কিরূপে অনুসরণ করে না। 'অতীতে আমার এইরূপ ছিল,' মনে করিয়া সে তাহাতে আনন্দ লাভ করে না। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান সম্পর্কেও এইরূপ।

ভিক্ষুগণ! এইরূপে সে অতীতকে অনুসরণ করে না।

ভিক্ষুগণ! কিরূপে লোক সুদীর্ঘ অনাগতকে প্রত্যাশা করে? সে 'অনাগতে আমার এইরূপ হউক' মনে করিয়া আনন্দ লাভ করে। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান সম্পর্কেও এইরূপ। এইরূপে .... প্রত্যাশা করে।

ভিক্ষুগণ! কিরূপে সে সুদীর্ঘ অনাগতকে প্রত্যাশা করে না? .... আনন্দ লাভ করে না .... প্রত্যাশা করে না।

ভিক্ষুগণ! কিরূপে লোক প্রত্যুৎপন্ন ধর্মে আকর্ষিত[১] হয়? ভিক্ষুগণ! অশ্রুতবান পৃথগজন (অনভিজ্ঞ সাধারণ লোক) যে আর্যগণের দর্শন লাভ করে নাই, যে আর্যধর্মে অকোবিদ, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত, রূপকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে রূপবান দেখে, আত্মায় রূপ দেখে কিম্বা রূপে আত্মদর্শন করে। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান সম্পর্কেও এইরূপ। ভিক্ষুগণ! এইরূপেই লোক প্রত্যুৎপন্ন ধর্মে আকর্ষিত হয়।

ভিক্ষুগণ! কিরূপে লোক প্রত্যুৎপন্ন ধর্মে আকর্ষিত হয় না? ভিক্ষুগণ! শ্রুতবান আর্যশ্রাবক, যিনি আর্যগণের দর্শন লাভ করেন, আর্যধর্মে কোবিদ, আর্যধর্মে সুবিনীত, যিনি সৎপুরুষগণের দর্শন

[১] বিপস্সনায় অভাবতো তণ্হাদিট্ঠীহি আকড্ঢীয়তি- প.সূ.

লাভ করেন, সৎপুরুষধর্মে কোবিদ,
সৎপুরুষধর্মে সুবিনীত, রূপে আত্মাকে দেখেন না, আত্মাকে রূপবান দেখেন না। আত্মায় রূপ দেখেন না কিম্বা রূপে আত্মদর্শন করেন না। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ। এইরূপেই তিনি প্রত্যুৎপন্ন ধর্মে আকর্ষিত হন না। অতীতে অননুসরণীয় .... সুবিখ্যাত।

আমি তোমাদের 'ভদ্রকরক্তের' উদ্দেশ ও বিভঙ্গ সম্বন্ধে দেশনা করিব বলিয়া যাহা বলিয়াছিলাম তাহা এই সম্পর্কে কথিত হইল।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্টমনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[ভদ্রকরক্ত সূত্র সমাপ্ত]

আনন্দ-ভদ্রকরক্ত সূত্র (১৩২)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। সেই সময়ে আয়ুষ্মান আনন্দ উপস্থানশালায় ভিক্ষুদেগকে ধর্মীয় কথায় সন্দর্শিত, সমাদর্পিত, সমুত্তেজিত (উৎসাহিত) ও সম্প্রহর্ষিত করিতেছিলেন এবং ভদ্রকরক্তের উদ্দেশ ও বিভঙ্গ সম্পর্কে ভাষণ দিতেছিলেন। তখন ভগবান সায়াহ্ন সময়ে সমাধি হইতে উঠিয়া উপস্থানশালায় উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। উপবিষ্ট ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেনঃ ভিক্ষুগণ! কে উপস্থানশালায় ভিক্ষুদিগকে ধর্মীয় কথায় সন্দর্শিত .... করিলেন .... ভাষণ দিলেন?'

তখন ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেনঃ 'আনন্দ! তুমি কি যথাযথভাবে .... ভাষণ দিয়াছ?'

- 'ভদন্ত! আমি এইরূপভাবে ভিক্ষুদিগকে .... ভাষণ দিয়াছিঃ
অতীতে অননুসরণীয় .... সুবিখ্যাত।
.... প্রত্যুৎপন্ন ধর্মে আকর্ষিত হয় না[১]
অতীত অননুসরণীয় .... সুবিখ্যাত।
ভদন্ত, আমি এইরূপেই .... ভাষণ দিয়াছি।'

- "সাধু, সাধু, আনন্দ, তুমি উত্তমরূপে .... ভাষণ দিয়াছ"।
অতীত অননুসরণীয় .... সুবিখ্যাত।
আনন্দ, কিরূপে লোক অতীতকে অনুসরণ করে?
.... প্রত্যুৎপন্ন ধর্মে আকর্ষিত হয় না।'
অতীত অননুসরণীয় .... সুবিখ্যাত।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ সন্তুষ্টমনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[আনন্দ-ভদ্রকরক্ত সূত্র সমাপ্ত]

মহাকাত্যায়ন-ভদ্রকরক্ত সূত্র (১৩৩)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

এক সময় ভগবান রাজগৃহ সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন তপোদারামে। তখন আয়ুষ্মান সমৃদ্ধি রাত্রির শেষের দিকে প্রত্যুষে উঠিয়া গাত্র পরিষেক করিতে তপোদায় উপস্থিত হইলেন। তপোদায় গাত্র পরিষেকান্তে উঠিয়া গাত্র শুকাইবার জন্য এক চীবরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাত্রি যখন অতিক্রান্ত সেই সময় অন্য একজন দেবতা তাঁহার জ্যোতিতে সমগ্র তপোদা উদ্ভাসিত করিয়া

---

[১] . পূর্ববর্তী ভদ্রকরক্ত সূত্র দ্রষ্টব্য।

আয়ুষ্মান সমৃদ্ধির নিকট উপস্থিত
হইলেন, উপস্থিত হইয়া একান্তে দাঁড়াইলেন এবং একান্তে দাঁড়াইয়া আয়ুষ্মান সমৃদ্ধিকে বলিলেনঃ 'ভিক্ষুমহোদয়! আপনি কি ভদ্রকরক্তের (ধার্মিকের) উদ্দেশ ও বিভঙ্গ স্মরণ করিতে পারেন?'

- বন্ধু! আমি ভদ্রকরক্তের উদ্দেশ .... স্মরণ করিতে পারি না, কিন্তু আপনি কি তাহা পারেন?

'-ভিক্ষুমহোদয়! আমি তাহা পারি না। আপনি কি ভদ্রকরক্তের গাথা স্মরণ করিতে পারেন?'

- বন্ধু, আমি ভদ্রকরক্তের গাথা স্মরণ করিতে পারি না, আপনি পারেন কি? শিক্ষা করুন, তাহা আয়ত্ত করুন, স্মরণ করুন, কারণ ইহা অর্থসংহিত ও ব্রহ্মচর্যের আদিভূত নিদান।'

দেবতা ইহা বিবৃত করিলেন, বিবৃত করিয়া তথা হইতে অন্তর্ধান করিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান সমৃদ্ধি রাত্রির অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সমৃদ্ধি ভগবানকে কহিলেনঃ 'আমি রাত্রির শেষের দিকে .... দেবতা অন্তর্ধান করিলেন। সাধু ভদন্ত! ভগবান! আমাকে ভদ্রকরক্তের উদ্দেশ ও বিভঙ্গ দেশনা করুন।'

- 'তাহা হইলে, ভিক্ষু! মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর, আমি ভাষণ দিব।'

- 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলিয়া আয়ুষ্মান সমৃদ্ধি ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন।

ভগবান কহিলেনঃ

অতীত অননুসরণীয় .... সুবিখ্যাত।[১]

---

[১] ভদ্রকরক্ত সূত্র দ্রষ্টব্য।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন, বিবৃত করিয়া সুগত আসন হইতে উঠিয়া বিহারে প্রবেশ করিলেন।

ভগবান চলিয়া যাইবার পরক্ষণেই ভিক্ষুগণ চিন্তা করিলেনঃ 'বন্ধুগণ, ভগবান সংক্ষিপ্তভাবে উদ্দেশ বর্ণনা করিয়া ও বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ না করিয়া আসন হইতে উঠিয়া এখন বিহারে প্রবেশ করিয়াছেনঃ

অতীত অননুসরণীয় .... সুবিখ্যাত।

ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত উদ্দেশের অর্থকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিবেন যাহা বিশ্লেষণ করা হয় নাই?

তখন সেই ভিক্ষুদের মনে হইলঃ এই আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন যিনি শাস্তা কর্তৃক প্রশংসিত এবং বিজ্ঞ ব্রহ্মচারীদের শ্রদ্ধেয়, তিনিই ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত উদ্দেশের যাহা পূর্বে বিশ্লেষণ করা নাই তাহা বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিতে সক্ষম। চলুন আমরা আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের নিকট উপস্থিত হইয়া ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করি। তখন ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের নিকট উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের সহিত প্রীত্যালাপ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নকে বলিলেনঃ বন্ধু কাত্যায়ন! ভগবান সংক্ষিপ্তভাবে উদ্দেশ বর্ণনা করিয়া উহার অর্থ বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ না করিয়া আসন হইতে উঠিয়া বিহারে প্রবেশ করিয়াছেনঃ

অতীত অননুসরণীয় .... সুবিখ্যাত।

"বন্ধু কাত্যায়ন! ভগবান চলিয়া যাইবার পরক্ষণেই আমাদের মনে হইল .... জিজ্ঞাসা করি। আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন, বিশ্লেষণ করুন।"

যেমন বন্ধুগণ! কোন সারার্থী,
সারগবেষী পুরুষ বড় সারবান বৃক্ষের অন্বেষণ করিতে করিতে মূল অতিক্রম করিয়া যায় এবং মনে করঃ শাখা প্রশাখায় সার অন্বেষণ করিতে হইবে।' আয়ুষ্মানগণ শাস্তার সম্মুখীভূত হইলেও ভগবানকে এড়াইয়া "আমাকে প্রতিজিজ্ঞাসা করা উচিত" বলিয়া মনে করিয়াছেন। বন্ধুগণ! ভগবান জ্ঞাতব্য বিষয় জানেন, দর্শনীয় বিষয় দর্শন করেন, চক্ষুভূত, জ্ঞানভূত, ধর্মভূত, ব্রহ্মভূত, বক্তা, প্রবক্তা, অর্থ নির্ণয়কারী, অমৃতদাতা, ধর্মস্বামী তথাগত। ভগবানকে ইহার অর্থ প্রতিজিজ্ঞাসা করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়। ভগবান যাহা ব্যাখ্যা করিবেন আপনারা তাহা ধারণ করিবেন।

বন্ধু কাত্যায়ন! ভগবান জ্ঞাতব্যকে জানেন .... ভগবানকে ইহার অর্থ আমাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত। কিন্তু আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন শাস্তা কর্তৃক প্রশংসিত .... বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ। আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন ইহকে গুরুস্থানীয় মনে না করিয়া বিশ্লেষণ করুন।

তাহা হইলে বন্ধুগণ .... বিহারে প্রবেশ করিলেন।

অতীত অননুসরণীয় .... সুবিখ্যাত।

বন্ধুগণ! ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে .... বিস্তৃতভাবে অর্থ জানি।

সেই লোক মনে করেঃ সুদীর্ঘ অতীতে 'আমার এই চক্ষু ছিল' আমার এইরূপ ছিল, তাহার বিজ্ঞান ছন্দরাগের দ্বারা প্রতিবদ্ধ এবং প্রতিবদ্ধতা হেতু সে তাহাতে আনন্দ লাভ করে, আনন্দ লাভ করিতে করিতে অতীতকে অনুসরণ করে। শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা ও রস, কায় ও স্পর্শ, মন ও ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ। বন্ধুগণ! এইরূপে লোক কোন অতীতকে অনুসরণ করে।

বন্ধুগণ! কিরূপে লোকে অতীতকে অনুসরণ করে না? সে মনে করে "সুদীর্ঘ অতীতে আমার এই চক্ষু ছিল, আমার এইরূপ ছিল" কিন্তু তাহার বিজ্ঞান ছন্দরাগ দ্বারা প্রতিবদ্ধ নহে বলিয়া সে তাহাতে আনন্দ লাভ করে না এবং আনন্দ লাভ করে না বলিয়া অতীতকে অনুসরণ করে না। শ্রোত্র ও শব্দ, ঘ্রাণ ও গন্ধ, জিহ্বা ও রস, কায় ও স্পর্শ, মন ও ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ। এইরূপে, বন্ধুগণ! সে অতীতকে অনুসরণ করে না।

বন্ধুগণ! কিরূপে লোক অনাগতকে প্রত্যাশা করে? সে মনে করেঃ 'সুদীর্ঘ অনাগতে আমার চক্ষু (দৃষ্টি) এবং রূপ এইরূপ হউক' ইহা ভাবিয়া অপ্রতিলব্ধকে লাভ করিবার জন্য চিত্তের প্রণিধান করে, চিত্তের প্রণিধান হেতু তাহাতে আনন্দ লাভ করে এবং আনন্দ লাভ করিবার সময় অনাগতকে প্রত্যাশা করে। শ্রোত্র ও শব্দ .... মন ও ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ। এইরূপে অনাগতকে প্রত্যাশা করে।

বন্ধুগণ! কিরূপে লোক অনাগতকে প্রত্যাশা করে না? সে মনে করে .... অনাগতকে প্রত্যাশা করে না।

বন্ধুগণ! কিরূপে লোক প্রত্যুৎপন্ন ধর্মে আকর্ষিত হয়? বন্ধুগণ! এই যে চক্ষু এবং রূপ উভয়ই প্রত্যুৎপন্ন এবং সে বিজ্ঞান প্রত্যুৎপন্ন ছন্দরাগ দ্বারা প্রতিবদ্ধ, বিজ্ঞানে ছন্দরাগে প্রতিবদ্ধতা হেতু সে তাহাতে আনন্দ লাভ করে এবং আনন্দ লাভ করিতে করিতে প্রত্যুৎপন্ন ধর্মে আকর্ষিত হয়। শ্রোত্র ও শব্দ .... মন ও ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ। বন্ধুগণ! এইরূপে সে প্রত্যুৎপন্ন ধর্মে আকর্ষিত হয়।

বন্ধুগণ! কিরূপে লোক প্রত্যুৎপন্ন ধর্মে আকর্ষিত হয় না? সে মনে করে .... আনন্দ লাভ করে না। এইরূপে .... আনন্দ লাভ করে না। এইরূপে .... আকর্ষিত হয় না।

বন্ধুগণ! ভগবান সে উদ্দেশ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ না করিয়া আসন হইতে উঠিয়া বিহারে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহা হইতেছেঃ

অতীত অননুসরণীয় .... সুবিখ্যাত।

ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত বিস্তৃতভাবে অবিশ্লিষ্ট উদ্দেশের অর্থ আমি এইরূপে বিস্তৃতভাবে জানি। আয়ুষ্মানগণ! তোমরা যদি ইচ্ছা কর তাহা হইলে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা কর। ভগবান যেইভাবে ব্যাখ্যা করেন, তোমরা সেইভাবে ধারণ কর।

অতঃপর ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের ভাষণকে অভিনন্দিত ও অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উঠিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট ভিক্ষুগণ ভগবানকে কহিলেনঃ ভদন্ত! ভগবান এই উদ্দেশ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিয়া ইহার অর্থ বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ না করিয়া আসন হইতে উঠিয়া বিহারে প্রবেশ করিয়াছেনঃ অতীত অননুসরণীয় .... সুবিখ্যাত। ভদন্ত! ভগবান চলিয়া যাইবার পরক্ষণেই আমাদের এইরূপ মনে হইলঃ ভগবান এই উদ্দেশ .... সুবিখ্যাত। ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে .... কে বিশ্লেষণ করিবেন? এই আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন যিনি শাস্তা কর্তৃক প্রশংসিত .... তাঁহাতে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছি। ভদন্ত! আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন এই পদ্ধতিতে,

পদ ও ব্যঞ্জনার দ্বারা ইহার অর্থ আমাদের নিকট বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

ভিক্ষুগণ! মহাকাত্যায়ন একজন পণ্ডিত ও মহাপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি। তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমিও মহাকাত্যায়নের মত ব্যাখ্যা করিতাম। ইহা তাহার প্রকৃত অর্থ, তোমরা ইহা এইরূপেই ধারণ কর।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্টমনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[মহাকাত্যায়ন-ভদ্রকরক্ত সূত্র সমাপ্ত]

লোমশকাঙ্গিয়-ভদ্রকরক্ত সূত্র (১৩৪)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। সেই সময়ে আয়ুষ্মান লোমশকাঙ্গিয় শাক্যদের মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন কপিলাবস্তুতে ন্যগ্রোধারামে[১]। তখন দেবপুত্র চন্দন রাত্রির শেষের দিকে তাঁহার জ্যোতিতে সমগ্র ন্যগ্রোধারাম উদ্ভাসিত করিয়া আয়ুষ্মান লোমশকাঙ্গিয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া একান্তে দাঁড়াইলেন। একান্তে দণ্ডায়মান দেবপুত্র চন্দন আয়ুষ্মান লোমশকাঙ্গিয়কে কহিলেনঃ "ভিক্ষু মহোদয়! আপনি কি ভদ্রকরক্তের উদ্দেশ ও বিভঙ্গ ধারণ (স্মরণ) করিতে পারেন?"

- বন্ধু! আমি পারি না, কিন্তু আপনি পারেন কি?

ভিক্ষু! আমিও পারি না, কিন্তু আপনি ভদ্রকরক্তের গাথা ধারণ করিতে পারেন কি?

---

[১] প্রথম খণ্ড পৃ. ৯৩ দ্রষ্টব্য ।

- বন্ধু! আমি .... পারি না, কিন্তু আপনি পারেন কি?

- ভিক্ষু! আমি তাহা পারি।

- বন্ধু! আপনি তাহা যথাযথরূপে ধারণ করিতে পারেন?

- ভিক্ষু! এক সময়ে ভগবান ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতাদের মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন পারিচ্ছত্তক (পারিজাত) বৃক্ষমূলে পাণ্ডুকম্বলশিলাসনে। তথায় ভগবান ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবগণের নিকট ভদ্রকরক্তের উদ্দেশ ও বিভঙ্গ আবৃত্তি করিয়াছিলেনঃ

অতীত অননুসরণীয় .... সুবিখ্যাত।

ভিক্ষু! আমি এইরূপে ভদ্রকক্তের গাথা ধারণ (স্মরণ) করি, আপনি তাহা শিক্ষা করুন, অধ্যয়ন করুন ও ধারণ করুন যাহা অর্থসংহিত ও ব্রহ্মচর্যের আদিভূত নিদান। দেবপুত্র চন্দন ইহা বলিলেন এবং বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান লোমশকাঙ্গিয় রাত্রির অবসানে শয়নাসন (বিছানাদি সরঞ্জাম) বাঁধিয়া পাত্রচীবর লইয়া শ্রাবস্তীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। আনুপূর্বিকভাবে বিচরণ করিতে করিতে শ্রাবস্তী সমীপে জেতবনে অনাথাপিণ্ডিকের আরামে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন! একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান লোমকাঙ্গিয় ভগবানকে বলিলেনঃ

ভদন্ত! এক সময় আমি শাক্যদের মধ্যে[১] .... একজন দেবপুত্র .... অন্তর্ধান করিলেন। সাধু, ভদন্ত! ভগবান ভদ্রকরক্তের উদ্দেশ ও বিভঙ্গ দেশনা করুন।

- "ভিক্ষু! তুমি কি সেই দেবপুত্রকে জান?"

---

[১] দেবপুত্রের চন্দনের সহিত তাঁহার কথোপকথর বিবৃত করিলেন।

- "ভদন্ত! আমি সেই দেবপুত্রকে জানি না।"

- ভিক্ষু! এই দেবপুত্রের নাম চন্দন। দেবপুত্র চন্দন উপবিষ্ট হইয়া, তদর্থী হইয়া, তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিয়া, সমগ্র চিত্ত একাগ্র করিয়া, অবহিত শ্রোত্র হইয়া ধর্ম শ্রবণ করেন। তাহা হইলে, ভিক্ষু! উত্তমরূপে মনোনিবেশ করিয়া শ্রবণ কর, আমি ভাষণ দিব"। হ্যাঁ ভদন্ত! বলিয়া আয়ুষ্মান লোমশকাঙ্গিয় ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান কহিলেনঃ

অতীত অননুকরণীয় .... সুবিখ্যাত।

ভিক্ষু! কিরূপে কেহ অতীতকে অনুসরণ করে? 'আমি সুদীর্ঘ অতীতে এ প্রকার রূপসম্পন্ন ছিলাম' মনে করিয়া সে তাহাতে আনন্দ লাভ করে। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ।

ভিক্ষু! কিরূপে অতীতকে অনুসরণ করে না?

.... কিরূপে অনাগতকে প্রত্যাশা করে?

.... কিরূপে অনাগতকে প্রত্যাশা করে না?

.... প্রত্যুৎপন্ন ধর্মে আকর্ষিত হয় না।

অতীত অননুকরণীয় .... সুবিখ্যাত।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন আয়ুষ্মান লোমশকাঙ্গিয় সন্তুষ্ট মনে ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দিত করিলেন।

[লোমশকাঙ্গিয়-ভদ্রকরক্ত সূত্র সমাপ্ত]

ক্ষুদ্র কর্মবিভঙ্গ সূত্র (১৩৫)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তখন তোদেয্যপুত্র[১] শুভমাণবক ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট তোদেয্যপুত্র শুভমাণবক ভগবানকে বলিলেনঃ "হে গৌতমঃ কি হেতু প্রত্যয় যে মনুষ্যদের মধ্যে মনুষ্যরূপে থাকা অবস্থায় হীনতা এবং উৎকর্ষতা দেখা যায়? হে গৌতম! অল্পায়ু মনুষ্য দেখা যায়, দীর্ঘায়ু মনুষ্য দেখা যায়, বহুরোগগ্রস্ত, অল্প রোগগ্রস্ত, দুবর্ণ, বর্ণসম্পন্ন, অল্পশক্তিযুক্ত, মহাশক্তিযুক্ত, অল্পভোগসম্পন্ন, মহাভোগসম্পন্ন, নীচকুলজাত, উচ্চকুলজাত, দুষ্প্রাজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান দেখা যায়? হে গৌতম! কি হেতু .... দেখা যায়? - "মাণবক! জীবনের কর্মই নিজের, তাহারা কর্মের দায়াদ (কর্মফল ভোগের অধিকারী), কর্ম তাহাদের উৎপত্তির কারণ, কর্ম তাহাদের বন্ধু, কর্ম তাহাদের শরণ, কর্মই জীবনকে হীন-উৎকৃষ্টভাবে বিভক্ত করে।

এই ভবদীয় গৌতমের অব্যাখ্যাত সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ আমি জানি না। সাধু ভবদীয় গৌতম সেইভাবে ধর্ম দেশনা করুন যাহাতে ভবদীয় গৌতমের .... আমি জানিতে পারি।

মাণবক! তাহা হইলে মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ কর, আমি ভাষণ দিব। - 'হ্যাঁ ভদন্ত!' বলিয়া তোদেয্যপুত্র শুভ মাণবক ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেনঃ এখানে, মাণবক, কোন কোন স্ত্রী বা পুরুষ প্রাণহন্তা, রুদ্রপ্রকৃতি, লোহিত-পাণি, হনন ও প্রহার কার্যে নিবিষ্ট, সর্বজীবের প্রতি অদয়ালু হয়। এইভাবে অনুষ্ঠিত ও সম্পাদিত কর্মের ফলে সে দেহাবসানে মৃত্যুর

---

[১] তোদেয্য ছিলেন রাজা প্রসেনজিতের ব্রাহ্মণ পুরোহিত।

পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে (নরকে) উৎপন্ন হয়। কিন্তু যদি সে দেহাবসানে .... নিরয়ে উৎপন্ন না হয়। যদি মনুষ্যত্ব লাভ করে, তাহা হইলে যেখানে যেখানে জন্মগ্রহণ করে অল্পায়ু হয়। মাণবক! এই যে সে প্রাণহন্তা, রুদ্রপ্রকৃতি .... অদয়ালু হয়।- এই প্রতিপদই (পথ) অল্পায়ু সংবর্তনিক।

মাণবক! এখানে কোন কোন স্ত্রী বা পুরুষ প্রাণাতিপাত পরিত্যাগ করিয়া প্রাণাতিপাত হইতে বিরত হন, নিহিতদণ্ড, নিহিতশস্ত্র, লজ্জী, দয়ালু, সর্বজীবের হিতানুকম্পী হইয়া অবস্থান করেন। এইভাবে অনুষ্ঠিত ও সম্পাদিত কর্মের ফলে তিনি দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন, যদি মনুষ্যত্ব লাভ করেন, তাহা হইলে যেখানে যেখানে জন্মগ্রহণ করেন দীর্ঘায়ু হন। এই যে প্রাণাতিপাত পরিত্যাগ করিয়া .... হিতানুকম্পী হইয়া অবস্থান করেন- এই প্রতিপদ (পদ) দীর্ঘায়ু সংবর্তনিক।

মাণবক! এখানে কোন কোন স্ত্রী বা পুরুষ জীবগণের প্রতি স্বভাবে অনিষ্টকারী হয়, অন্যকে পাণি দ্বারা, লোষ্ট্র দ্বারা, দণ্ডদ্বারা বা শস্ত্র দ্বারা আঘাত করে। এইভাবে অনুষ্ঠিত .... বিনিপাত নিরয়ে জন্মগ্রহণ করে। যদি মনুষ্যত্ব লাভ করে যেথায় জন্মগ্রহণ করে বহুরোগগ্রস্ত হয়। এই যে পাণি দ্বারা .... আঘাত করিয়া স্বভাবে অনিষ্টকারী হয় .... এই প্রতিপদ বহুরোগ সংবর্তনিক।

মাণবক! এখানে কোন কোন স্ত্রী বা পুরুষ অনিষ্টকারী হয় না .... সুগতি .... অল্পরোগগ্রস্ত (নীরোগ) হয় .... প্রতিপদ নীরোগ সংবর্তনিক।

মাণবক! এখানে কোন কোন স্ত্রী বা পুরুষ ক্রোধ পরায়ণ ও উপায়াস বহুল তাহাকে সামান্য কথা বলা হইলে ও রাগান্বিত হয়, কুপিত হয়, ক্ষতি করে, প্রতিহত করে, কোপ, দ্বেষ ও দৌর্মনস্য

পোষণ করে। এইভাবে অনুষ্ঠিত ....
এই প্রতিপদ দুর্বর্ণসংবর্তনিক।

মাণবক! এখানে কোন কোন স্ত্রী বা পুরুষ ক্রোধহীন ও অনুপায়াসবহুল হন। বহু কথা বলা হইলেও তিনি রাগান্বিত হন না, কুপিত হন না .... দৌর্মনস্য পোষণ করেন না। এইভাবে অনুষ্ঠিত .... প্রসন্নচিত্ত হন। .... এই প্রতিপদ প্রসাদ সংবর্তনিক।

মাণবক! এখানে কোন কোন স্ত্রী বা পুরুষ ঈর্ষাপরায়ণ হন। অন্যের লাভ-সৎকার-গুরুত্বে, সমান পূজালাভে সে ঈর্ষা করে, প্রতিহিংসা করে ও ঈর্ষা পোষণ করে। এইভাবে অনুষ্ঠিত .... অল্পাশাখ্য (শক্তিহীন বা দুর্বল[১] হয় .... এই প্রতিপদ অল্পাশাখ্য সংবর্তনিক।

মাণবক! কোন কোন স্ত্রী বা পুরুষ ঈর্ষাপরায়ণ না .... ঈর্ষা পোষণ করেন না .... মহেশাখ্য মহাশক্তি সম্পন্ন[২] হন .... মহেশাখ্য সংবর্তনিক।

মাণবক! এখানে কোন কোন স্ত্রী বা পুরুষ শ্রমণ-ব্রাহ্মণের প্রতি অন্ন-পানীয়-বস্ত্র-যান-মাল্য-গন্ধ-বিলেপন-শয্যা-আবসথ-প্রদীপের দাতা হয় না .... অল্পভোগী (সম্পদহীন) হয় .... অল্পভোগ সংবর্তনিক।

মাণবক! এখানে কোন কোন স্ত্রী বা পুরুষ শ্রমণ-ব্রাহ্মণের প্রতি .... দাতা হন .... মহাভোগসম্পন্ন হন .... মহাভোগ সংবর্তনিক।

মাণবক! এখানে কোন কোন স্ত্রী বা পুরুষ স্তব্ধ ও অতিমানী হয়, অভিবাদনযোগ্যকে অভিবাদন করে না, প্রত্যুত্থানযোগ্যকে

---

[১] রাজগৃহের নিকটবর্তী একটি অরণ্যশ্রম।
[২]

প্রত্যুত্থান করে না আসনার্হকে আসন দেয় না, মার্গাহকে মার্গ দেয় না, মাননীয়কে মান্য করে না, পূজনীয়কে পূজা করে না .... নীচকুলে জাত হয় .... নীচকুল সংবর্তনিক।

মাণবক! এখানে কোন কোন স্ত্রী বা পুরুষ স্তব্ধ ও অতিমানী হয় না .... পূজনীয়কে পূজা করেন .... উচ্চকুলজাত হন। .... উচ্চকুল সংবর্তনিক।

মাণবক! এখানে কোন কোন স্ত্রী বা পুরুষ কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেঃ ভদন্ত! কুশল কি? অকুশল কি? বর্জনীয় কি? অবর্জনীয় কি? সেবিতব্য কি? অসেবিতব্য কি? কি করিলে দীর্ঘকাল আমার অহিত ও দুঃখের কারণ হইবে? কি করিলে তাহা দীর্ঘকাল আমার হিত ও সুখের কারণ হইবে? এইভাবে অনুষ্ঠিত .... দুষ্প্রাজ্ঞ হয় .... দুষ্প্রজ্ঞা সংবর্তনিক।

মাণবক! এখানে কোন কোন স্ত্রী বা পুরুষ .... মহাপ্রাজ্ঞ হয় .... মহাপ্রজ্ঞা সংবর্তনিক।

সুতরাং মাণবক! অল্পায়ুক সংবর্তনিক প্রতিপদ অল্পায়ুকত্বে উপনীত করে, দীর্ঘায়ুক সংবর্তনিক প্রতিপদ অল্পায়ুকত্বে উপনীত করে, দীর্ঘায়ুক সংবর্তনিক প্রতিপদ দীর্ঘায়ুকত্বে উপনীত করে, বহু আবাধ সংবর্তনিক প্রতিপদ, অল্প-আবাধ সংবর্তিনিক প্রতিপদ, দুর্বর্ণ সংবর্তনিক প্রতিপদ, প্রাসাদিক সংবর্তনিক প্রতিপদ, অল্পেশাখ্য, মহেশাখ্য, অল্পভোগ, মহাভোগ, নীচকুলীন, উচ্চকুলীন, দুষ্প্রাজ্ঞ, মহাপ্রাজ্ঞ সংবর্তনিক প্রতিপদ সম্পর্কেও এইরূপ।

মাণবক! জীবগণের কর্মই নিজের, তাহারা কর্মের দায়াদ .... হীন উৎকৃষ্টভাবে বিভক্ত করে।

এইরূপে কথিত হইলে তোদেয্যপুত্র শুভ মাণবক ভগবানকে বলিলেনঃ অতি সুন্দর, হে গৌতম! অতি মনোহর, হে গৌতম! যেমন কেহ উল্টানকে .... দেখিতে পায়, এইরূপে ভবদীয় গৌতমের দ্বারা অনেক পর্য্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত হইয়াছে। আমি, ভবদীয় গৌতম! তাঁহার ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণাগত হইতেছি। আজ হইতে আমরণ শরণাগত আমাকে ভবদীয় গৌতম উপাসকরূপে অবধারণ করুন।

[ক্ষুদ্রকর্ম বিভঙ্গ সূত্র সমাপ্ত]

মহাকর্ম বিভঙ্গ সূত্র (১৩৬)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

এক সময় ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন বেণুবনে কলন্দক নিবাপে। সেই সময়ে আয়ুষ্মান সমৃদ্ধি অরণ্যকুটিতে[১] অবস্থান করিতেছিলেন। তখন পরিব্রাজক পোতলিপুত্র চংক্রমণ ও বিচরণ করিতে করিতে আয়ুষ্মান সমৃদ্ধির নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান সমৃদ্ধির সহিত প্রীত্যালাপ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট পরিব্রাজক পোতলিপুত্র আয়ুষ্মান সমৃদ্ধিকে বলিলেনঃ বন্ধু সমৃদ্ধি! সাক্ষাৎ শ্রমণ গৌতমের নিকট হইতে আমার দ্বারা ইহা প্রতিগৃহীত হইয়াছেঃ কায়কর্ম মিথ্যা (নিস্ফল)[২] বাক্‌কর্ম মিথ্যা, একমাত্র মনোকর্মই সত্য আর সেই সমাপত্তি আছে যাহা লাভ করিয়া ধ্যানী কিছুই অনুভব করেন না।

---

[১] রাজগৃহের নিকটবর্তী একটি অরণ্যাশ্রম।

[২] মোঘংত তুচ্ছং অফলং-প. সূ.।

বন্ধু পোতলিপুত্র! ঐরূপ বলিবেন না, ঐরূপ বলিবেন না, ভগবানের অপবাদ করা ভাল নহে, ভগবান কখনও ঐরূপ বলিবেন না ঃ কায়কর্ম মিথ্যা .... অনুভব করেন না।

- বন্ধু সমৃদ্ধি! আপনি প্রব্রজিত হইয়াছেন কতদিন?

- বন্ধু! বেশিদিন হয় নাই, মাত্র তিন বৎসর।

এখন স্থবির ভিক্ষুদিগকে আমরা কি বলিব যেখানে নবীন ভিক্ষু মনে করেন যে শাস্তাকে রক্ষা করিতে হইবে। বন্ধু সমৃদ্ধি! যখন কেহ চেতনা সহকারে কায়-বাক্-মনোকর্ম করে, সে কি অনুভব করে?

বন্ধু পোতলিপুত্র! যখন কেহ চেতনাসহকারে কায়-বাক্-মনো কর্ম করে, সে শুধু দুঃখ অনুভব করে।

তখন পরিব্রাজক পোতলিপুত্র আয়ুষ্মান সমৃদ্ধির ভাষণে অভিনন্দিতও করিলেন না, তিরস্কৃতও করিলেন না, অভিনন্দিত না করিয়া, তিরস্কৃত না করিয়া আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান সমৃদ্ধি, পরিব্রাজক পোতলিপুত্র চলিয়া যাইবার পরক্ষণেই আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান আনন্দের সহিত প্রীত্যালাপ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সমৃদ্ধি পরিব্রাজক পোতলিপুত্রের সহিত তাঁহার কথা বার্তার সমস্তই আয়ুষ্মান আনন্দকে জানাইলেন। ঐরূপ কথিত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান সমৃদ্ধিকে বলিলেনঃ বন্ধু সমৃদ্ধি! এই আলোচ্য বিষয়টি ভগবানের গোচরীভূত করা উচিত। চলুন আমরা ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া ইহা জানাই। ভগবান যেইরূপ ব্যাখ্যা করিবেন, আমরা তাহা অবধারণ করিব।

- "হ্যাঁ, বন্ধু"! বলিয়া আয়ুষ্মান সমৃদ্ধি আয়ুষ্মান আনন্দকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ এবং আয়ুষ্মান সমৃদ্ধি ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্ত উপবিষ্ট আনন্দ পরিব্রাজক পোতলিপুত্রের সহিত আয়ুষ্মান সমৃদ্ধির যাহা কথাবার্তা হইয়াছিল সমস্তই ভগবানকে জানাইলেন।

ইহা বিবৃত হইলে ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেনঃ আনন্দ! আমি পরিব্রাজক পোতলিপুত্রকেই জানি না, এই কথাবার্তা (আলোচনা) সম্পর্কে কি বলিব? এই মূর্খ (মোহগ্রস্ত) সমৃদ্ধি কর্তৃক পরিব্রাজক পোতলিপুত্রের বিশ্লেষণযোগ্য প্রশ্ন আংশিকভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এইরূপ কথিত হইলে আয়ুষ্মান উদায়ী ভগবানকে বলিলেনঃ ভদন্ত! আয়ুষ্মান সমৃদ্ধির ভাষণ অনুযায়ী যাহা কিছু অনুভব করা হয় তাহা সবই দুঃখ[১]।

তখন ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেনঃ আনন্দঃ তুমি মূর্খ উদায়ীর উন্মার্গ দেখ! আনন্দ! জানিতাম যে এই মূর্খ উদায়ী ইহাকে (প্রশ্ন) প্রস্তাবনা করিয়া অনর্থক পেশ করিবে। আনন্দ! পরিব্রাজক পোতলিপুত্র আদি হইতে তিন প্রকার বেদনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছে। আনন্দ! এই মূর্খ সমৃদ্ধির পরিব্রাজক পোতলিপুত্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করা উচিত ছিলঃ বন্ধু পোতলিপুত্র! সংচেতনিক (চেতনাযুক্ত) হইয়া কায়-বাক্-মন দ্বারা সুখানুভবযোগ্য সম্পর্কেও এইরূপ। এইরূপে ব্যাখ্যা করিলেই সম্যক্‌ভাবে ব্যাখ্যা করা হইত। অধিকন্তু, আনন্দ! মূর্খ ও অব্যক্ত অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণ তথাগতের মহাকর্মবিভঙ্গ

---

[১] তং দুক্‌খস্মিং তি সব্বং র্ত দুক্‌খং-প. সূ.।

জানিবে। আনন্দ! তথাগতের মহাকর্মবিভঙ্গ বিশ্লেষণকালে তোমরা শুনিতে পার।

ভগবান! ইহাই উপযুক্ত সময়, সুগত! ইহাই উপযুক্ত সময়, যখন ভগবান মহাকর্মবিভঙ্গ বিশ্লেষণ করিতে পারেন, ভগবানের নিকট শুনিয়া ভিক্ষুগণ অবধারণ করিবেন।

আনন্দ! তাহা হইলে মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ কর, আমি ভাষণ দিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান কহিলেনঃ

আনন্দ! এই চারি প্রকার পুদ্গল (ব্যক্তি) পৃথিবীতে বিদ্যমান। চারি প্রকার কি কি? আনন্দ! কোন ব্যক্তি প্রাণীহত্যাকারী, অদত্তগ্রহণকারী, কামে ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী, পিশুনভাষী, কর্কশভাষী, সম্প্রলাপী, অভিধ্যালু, ব্যাপন্নচিত্ত, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। সে দেহবসানে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

আনন্দ! এখানে কোন ব্যক্তি প্রাণীহত্যাকারী হয় .... মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয় .... কিন্তু মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।

আনন্দ! এখানে কোন ব্যক্তি প্রাণীহত্যা হইতে বিরত হয় .... অব্যাপন্নচিত্ত ও সম্যক্ দৃষ্টিসম্পন্ন হয় .... সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।

আনন্দ! এখানে কোন ব্যক্তি প্রাণীহত্যা হইতে বিরত হয় .... সম্যক্ দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, কিন্তু .... অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

আনন্দ! কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আতাপ্য (বীর্য্যারম্ভ), করিবার ফলে, প্রধান (একাগ্র সাধনা), অনুনিয়োগ, অপ্রমাদ, সম্যক্ মনস্কার

করিবার ফলে ঐরূপ চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত
হন যে ঐরূপ সমাধিস্থচিত্তে বিশুদ্ধ অতিমানবীয় দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া ঐ ব্যক্তিকে দেখিতে পান যে প্রাণিহত্যাকারী, অদত্তগ্রহণকারী .... নিরয়ে উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি ঐরূপ বলেনঃ পাপকর্ম সকল আছে, দুশ্চরিতের বিপাক (পরিণাম) আছে, আমি সেই ব্যক্তিকে দেখিয়াছি যে প্রাণিহত্যাকারী .... নিরয়ে উৎপন্ন হয়। যাঁহারা ঐরূপ জানেন, তাঁহারা সম্যক্‌ভাবে জানেন। যাঁহারা অন্যরূপ জানেন, তাঁহাদের জ্ঞান মিথ্যা। তিনি এইরূপে স্বয়ংজ্ঞাত, স্বয়ং দৃষ্ট, স্বয়ং বিদিত হইয়া তাহাতে জোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়া অভিননিবিষ্ট হইয়া থাকেনঃ ইহাই সত্য অন্যটি মোঘ (মিথ্যা)"।

আনন্দ! এখানে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আতাপ্য করিবার ফলে .... মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন হন, কিন্তু দেহবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন। তিনি বলেনঃ পাপকর্ম নাই, দুশ্চরিতরে বিপাক নাই, আমি সেই ব্যক্তিকে দেখিয়াছি যে প্রাণিহত্যাকারী .... মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, কিন্তু .... স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। যাঁহারা ঐরূপ জানেন .... ইহাই সত্য, অন্য মিথ্যা।

আনন্দ! এখানে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আতাপ্য .... ব্যক্তিকে দেখিতে পান যিনি প্রাণিহত্যা হইতে বিরত .... সম্প্রলাপ হইতে বিরত, অনভিধ্যালু, অব্যাপন্নচিত্ত হইয়া দেহাবসানে .... স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন। তিনি ঐরূপ বলেনঃ কল্যাণ কর্ম আছে, সুচরিতের বিপাক আছে, আমি সেই ব্যক্তিকে দেখিয়াছি যিনি প্রাণিহত্যা হইতে বিরত .... স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন। তিনি এইরূপ বলেনঃ প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি প্রাণিহত্যা হইতে বিরত .... স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন .... ইহাই সত্য, অন্য মিথ্যা।

আনন্দ! এখানে কোন শ্রমণ .... প্রাণিহত্যা হইতে বিরত .... কিন্তু দেহাবসানে মৃত্যুর পরে অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি এইরূপ বলেনঃ কল্যাণ কর্ম নাই, সুচরিতের বিপাক নাই .... ইহাই সত্য, অন্য মিথ্যা।

আনন্দ! যে শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এইরূপ বলেনঃ "পাপকর্ম আছে, দুশ্চরিতের বিপাক আছে।" তাঁহাকে আমি সমর্থন করি। যদি তিনি এইরূপ বলেনঃ "আমি সে ব্যক্তিকে দেখিয়াছি যে প্রাণিহত্যাকারী .... নিরয়ে উৎপন্ন হইয়াছে," তাঁহাকেও আমি সমর্থন করি। যদি তিনি ঐরূপ বলেনঃ প্রত্যেক প্রাণিহত্যাকারী .... নিরয়ে উৎপন্ন হয়"- তাঁহাকে আমি সমর্থন করি না। যদি তিনি ঐরূপ বলেনঃ "যাঁহারা এরূপ জানেন তাঁহারা সম্যক্‌ভাবে জানেন, যাঁহারা অন্যরূপ জানেন তাঁহাদের জ্ঞান মিথ্যা" তাঁহাকেও আমি সমর্থন করি না। যদি তিনি "স্বয়ংজ্ঞাত .... অভিনিবিষ্ট .... ইহাই সত্য, অন্য মিথ্যা"- তাঁহাকেও আমি সমর্থন করি না, তাহা কি হেতু? কারণ আনন্দ তথাগতের মহাকর্মবিভঙ্গে জ্ঞান অন্যরূপ।

আনন্দ! যে সকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ ঐরূপ বলেনঃ "পাপকর্ম নাই, দুশ্চরিতের বিপাক নাই" তাঁহাকে আমি সমর্থন করি না। যদি তিনি ঐরূপ বলেনঃ "আমি সেই ব্যক্তিকে দেখিয়াছি যে প্রাণিহত্যাকারী .... মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন কিন্তু .... স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছে"- তাঁহাকে আমি সমর্থন করি। যদি তিনি এইরূপ বলেনঃ "প্রত্যেক প্রাণিহত্যাকারী .... স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়"- তাঁহাকে আমি সমর্থন করি না। যদি তিনি এরূপ বলেনঃ "যাঁহারা এইরূপ জানেন, তাঁহারা সম্যক্‌ভাবে জানেন, যাঁহারা অন্যরূপ জানেন, তাঁহাদের জ্ঞান মিথ্যা"- তাঁহাকে আমি সমর্থন করি না। যদি তিনি

"স্বয়ংজ্ঞাত .... অভিনিবিষ্ট .... ইহাই
সত্য, অন্য মিথ্যা"- তাঁহাকেও আমি সমর্থন করি না। তাহা কি হেতু? .... অন্যরূপ।

আনন্দ! যে শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এইরূপ বলেন, "কল্যাণকর্ম আছে, সুচরিতের বিপাক আছে"- তাঁহাকে আমি সমর্থন করি। যদি তিনি এইরূপ বলেন .... প্রাণিহত্যা হইতে বিরত .... স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছে"- তাঁহাকেও আমি সমর্থন করি। যদি তিনি এইরূপ বলেনঃ প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি প্রাণিহত্যা হইতে বিরত .... স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন"- তাঁহাকে আমি সমর্থন করি না। যদি তিনি স্বয়ং জ্ঞাত .... অন্যরূপ।

আনন্দ! যে শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এইরূপ বলেনঃ "কল্যাণ কর্ম নাই, সুচরিতের বিপাক নাই"- তাঁহাকে আমি সমর্থন করি না। যদি তিনি এইরূপ বলেনঃ আমি সেই ব্যক্তিকে দেখিয়াছি যিনি প্রাণিহত্যা হইতে বিরত .... কিন্তু .... নিরয়ে উৎপন্ন হইয়াছেন" তাঁহাকে আমি সমর্থন করি। যদি এইরূপ বলেনঃ প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি প্রাণীহত্যা হইতে বিরত .... নিরয়ে উৎপন্ন হন" তাঁহাকে আমি সমর্থন করিনা। যদি তিনি এইরূপ বলেনঃ "যাঁহারা এইরূপ জানেন .... মিথ্যা"- তাঁহাকে আমি সমর্থন করি না। যদি তিনি স্বয়ংজ্ঞাত .... অন্য মিথ্যা"- তাঁহাকে আমি সমর্থন করি না .... অন্যরূপ।

আনন্দ! যে ব্যক্তি প্রাণিহত্যাকারী .... নিরয়ে উৎপন্ন হয়, হয়ত তাহার দুঃখবেদনীয় পাপকর্ম পূর্বেই কৃত হইয়াছে কিংবা দুঃখবেদনীয় পাপকর্ম পরে কৃত হয় অথবা মরণকালে সুদৃঢ়ভাবে মিথ্যা দৃষ্টি গৃহীত হইয়াছে। সেই কারণে দেহাবসানে .... নিরয়ে উৎপন্ন হয়। যদি সে প্রাণিহত্যাকারী .... মিথ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন হয়,

তাহা হইলে দৃষ্টধর্মে (ইহজীবনে) বিপাক ভোগ করে অথবা অন্যভাবে উৎপন্ন হয়।

আনন্দ! যে ব্যক্তি প্রাণিহত্যাকারী .... মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন হয়, দেহাবসানে .... স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়, হয়ত তাহার সুখবেদনীয় কল্যাণকর্ম' পূর্বে কৃত হইয়াছে .... অন্যভাবে উৎপন্ন হয়।

আনন্দ! যে ব্যক্তি প্রাণিপাত হইতে বিরত .... সম্যক্‌দৃষ্টি সম্পন্ন দেহাবসানে .... স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়, হয়ত সুখবেদনীয় কল্যাণকর্ম পূর্বে কৃত .... হইয়াছে .... অন্যভাবে উৎপন্ন হয়।

আনন্দ! যে ব্যক্তি প্রাণিহত্যা হইতে বিরত .... সম্যক্‌দৃষ্টি সম্পন্ন নিরয়ে উৎপন্ন হয়, হয়ত তাহার দুঃখবেদনীয় পাপকর্ম পূর্বেই কৃত হইয়াছে অথবা .... সেই কারণে .... অন্যভাবে উৎপন্ন হয়।

সুতরাং আনন্দ! অভব্য (অসম্ভব), অভব্যাভাস (আপাত-অসম্ভব) কর্ম আছে, অভব্য অভব্যাভাস কর্ম আছে, ভব্য ও অভব্যাভাস কর্ম আছে, ভব্য কর্ম আছে।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ প্রসন্নমনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[মহাকর্মবিভঙ্গ সূত্র সমাপ্ত]

ষড়ায়তনবিভঙ্গ সূত্র (১৩৭)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেনঃ "ভিক্ষুগণ"। "ভদন্ত"! বলিয়া ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান কহিলেনঃ "ভিক্ষুগণ! তোমাদিগকে

ষড়ায়তনবিভঙ্গ দেশনা করিব।

উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর, আমি বিবৃত করিতেছি।" "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান কহিলেনঃ

ছয় আধ্যাত্মিক (আভ্যন্তরীন) আয়তন সংবেদ্য, ছয় বহিরায়তন সংবেদ্য, ছয় বিজ্ঞানকায় সংবেদ্য, ছয় স্পর্শকায় সংবেদ্য, অষ্টাদশ মন-উপবিচার (প্রয়োগক্ষেত্র) সংবেদ্য, ছত্রিশ সত্ত্বপদ সংবেদ্য। এই কারণে ইহা ত্যাগ কর। তিন প্রকার স্মৃতি-প্রস্থান আছে যাহা আর্য্য শাস্তা পালন করিয়া গণকে (শিষ্যদের) অনুশাসন করিতে সমর্থ। দক্ষ রথাচার্য্যদের মধ্যে তাঁহাকে বলা হয় অনুত্তর দম্যপুরুষরাসথি। ইহাই ষড়ায়তনবিভঙ্গের উদ্দেশ।

ইহা বিবৃত হইয়াছেঃ "ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন সংবেদ্য"। তাহা কি সম্পর্কে বিবৃত হয়? চক্ষু-আয়তন (ক্ষেত্র), শ্রোত্র-আয়তন, ঘ্রাণ-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, কায়-আয়তন ও মন-আয়তন সম্পর্কে। যখন ইহা বিবৃত হয় .... এই সম্পর্কে বিবৃত হইয়াছে।

ইহা বিবৃত হইয়াছেঃ "ছয় বাহিরায়তন সংবেদ্য"। ইহা কি সম্পর্কে বিবৃত হইয়াছে? রূপ-আয়তন, শব্দ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শ-আয়তন ও ধর্ম-আয়তন সম্পর্কে। যখন ইহা বিবৃত হয় .... এই সম্পর্কেই বিবৃত হইয়াছে।

ইহা বিবৃত হইয়াছেঃ "ছয় বিজ্ঞানকায় সংবেদ্য"। ইহা কি সম্পর্কে বিবৃত হইয়াছে? চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়বিজ্ঞান ও মন-বিজ্ঞান সম্পর্কে। ....

ইহা বিবৃত হইয়াছেঃ "ছয় স্পর্শকায় সংবেদ্য। ইহা কি সম্পর্কে বিবৃত হইয়াছে? চক্ষু-স্পর্শ, শ্রোত্র-স্পর্শ, ঘ্রাণ-স্পর্শ, জিহ্বা-স্পর্শ, কায়-স্পর্শ, মন-স্পর্শ সম্পর্কে। .... এই সম্পর্কেই বিবৃত হইয়াছে।

ইহা বিবৃত হইয়াছেঃ "অষ্টাদশ মন-উপবিচার সংবেদ্য"। ইহা কি সম্পর্কে বিবৃত হইয়াছে? চক্ষুদ্বারা[১] রূপ দর্শন করিয়া সৌমনস্য স্থানীয় (সৌমনস্য-উদ্দীপক) রূপকে উপবিচার করে (প্রয়োগক্ষেত্র নির্ণয় করে), দৌর্মনস্য উদ্দীপক রূপকে উপবিচার করে ও উপেক্ষা উদ্দীপক রূপকে উপবিচার করে, শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনিয়া, ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করিয়া, কায় দ্বারা স্পর্শ লাভ করিয়া, মন দ্বারা ধর্মকে (বিষয়) জানিয়া সৌমনস্য-দৌর্মনস্য উপেক্ষা-উদ্দীপক ধর্মকে উপবিচার করে। .... এই অষ্টাদশ মন-উপবিচার সম্পর্কে বিবৃত হইয়াছে।

ইহা বিবৃত হইয়াছেঃ "ছত্রিশ সত্ত্বপদ সংবেদ্য"। ইহা কি সম্পর্কে বিবৃত হইয়াছে? ছয় গৃহীজনোচিত সৌমনস্য, ছয় নৈষ্ক্রম্য নিশ্রিত সৌমনস্য, ছয় গৃহীজনোচিত দৌর্মনস্য, ছয় নৈষ্ক্রম্যোচিত দৌর্মনস্য, ছয় গৃহীজনোচিত উপেক্ষা, ছয় নৈষ্ক্রম্য নিশ্রিত উপেক্ষা সম্পর্কে।

ছয় গৃহীজনোচিত সৌমনস্য কি কি?

চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ যাহা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, মনোরম লোকামিষ-(জাগতিকলাভ) প্রতিসংযুক্ত তাহার প্রতিলাভ লাভ করিয়া বা দেখিয়া বা পূর্বলাব্ধ অতীত নিরুদ্ধ ও বিপরিণতকে স্মরণ করিয়া সৌমনস্য উৎপন্ন হয়। শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়বিজ্ঞেয় স্পর্শ ও মনবিজ্ঞেয় ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ। এই ছয়টি গৃহীজনোচিত সৌমনস্য।

ছয় নৈষ্ক্রম্য নিশ্রিত সৌমনস্য কি কি?

---

[১] চক্খুবিঞ্ঞাণের রূপং দিস্বা-প.সূ.।

রূপের অনিত্যতা, বিপরিণাম,
বিরাগ ও নিরোধ জানিয়াঃ "পূর্বে এবং এখন রূপ অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণাম ধর্মী" সম্যক্ প্রজ্ঞাদ্বারা ইহা যথার্থরূপে দেখিবার ফলে সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, এইরূপ সৌমনস্যকে নৈষ্ক্রম্যোচিত সৌমনস্য বলা হয়। শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

ছয় গৃহীজনোচিত দৌর্মনস্য কি?

চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ যাহা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, মনোহর ও লোকামিষ-প্রতিসংযুক্ত তাহার অপ্রতিলাভ বা প্রতিলাভ না করিবার বা দেখিবার ফলে বা পূর্বে অপ্রতিলব্ধ অতীত, নিরুদ্ধ ও বিপরিণতকে অনুস্মরণ করিবার ফলে দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয়। এইরূপ দৌর্মনস্যকে বলা হয় গৃহীজনোচিত দৌর্মনস্য। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন সম্পর্কেও এইরূপ।

ছয় নৈষ্ক্রম্য নিশ্রিত দৌর্মনস্য কি কি?

রূপের অনিত্যতা .... যথার্থরূপে দেখিয়া অনুত্তর বিমুক্তি লাভে স্পৃহা উপস্থাপিত করে, "আর্য্যগণ বর্তমানে যে আয়তন লাভ করিয়া অবস্থান করিতেছেন আমি কখন সেই আয়তন লাভ করিয়া অবস্থান করিব" এইভাবে অনুত্তর বিমুক্তিতে স্পৃহা উপস্থাপনের কারণে স্পৃহাহেতু দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয়। এইরূপ দৌর্মনস্যকে নৈষ্ক্রম্য নিশ্রিত দৌর্মনস্য বলা হয়। শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ। এই ছয়টি নৈষ্ক্রম্য নিশ্রিত দৌর্মনস্য।

ছয় গৃহীজনোচিত উপেক্ষা কি কি?

বাল, মূঢ়, পৃথ্গজন, ক্লেশবিজয়ী নহে, বিপাকবিজয়ী নহে (অক্ষীণসব) আদীনবদর্শী নহে, অশ্রুতবান ব্যক্তির চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করিয়া যে উপেক্ষা উৎপন্ন তাহা রূপকে অতিক্রম করিয়া যায়

না বলিয়া সেই উপেক্ষাকে গৃহীজনোচিত উপেক্ষা বলা হয়। শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ। এইগুলিই ছয় গৃহীজনোচিত উপেক্ষা।

ছয় নৈষ্ক্রম্য নিশ্রিত উপেক্ষা কি কি?

রূপের অনিত্যতা .... যথার্থরূপে দর্শন করিয়া যে উপেক্ষা হয় তাহা রূপকে অতিক্রম করিয়া যায় না বলিয়া ইহাকে নৈষ্ক্রম্যোচিত উপেক্ষা বলা হয়। শব্দ .... ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

ছত্রিশ সত্ত্বপদ সংবেদ্য' বলিয়া যাহা বিবৃত হইয়াছে তাহা এই সম্পর্কেই বিবৃত হইয়াছে।

যখন ইহা বিবৃত হয়, "ইহা অবলম্বন করিয়া ইহা পরিত্যাগ কর।"[১] কি সম্পর্কে ইহা বিবৃত হইয়াছে? ভিক্ষুগণ! ছয় নৈষ্ক্রম্য নিশ্রিত সৌমনস্য অবলম্বন করিয়া তাহাদের মাধ্যমে ছয় গৃহীজনোচিত দৌর্মনস্য পরিত্যাগ কর, অতিক্রম কর, এইরূপে ইহাদের পরিত্যাগ ও সমতিক্রম করা হয়। ভিক্ষুগণ! ছয় নৈষ্ক্রম্যোচিত দৌর্মনস্য অবলম্বন করিয়া তাহাদের মাধ্যমে ছয় গৃহীজনোচিত দৌর্মনস্য পরিত্যাগ কর, সমতিক্রম কর, এইরূপে ইহাদের গ্রহণ ও সমতিক্রম হয়।

ভিক্ষুগণ! ছয় নৈষ্ক্রম্য নিশ্রিত উপেক্ষা অবলম্বন করিয়া তাহাদের মাধ্যমে ছয় গৃহীজনোচিত উপেক্ষাকে পরিত্যাগ কর, অতিক্রম কর। এইরূপে .... সমতিক্রম হয়। ভিক্ষুগণ! ছয় নৈষ্ক্রম্যোচিত সৌমনস্য অবলম্বন করিয়া তাহাদের মাধ্যমে ছয় নৈষ্ক্রম্য নিশ্রিত দৌর্মনস্যকে .... সমতিক্রম হয়। ভিক্ষুগণ! ছয়

---

[১] ছত্রিশ সত্ত্ব পদের মধ্যে আটারটি অবলম্বন করিয়া আঠারটি পরিত্যাগ কর- প.সূ.।

নৈষ্ক্রম্য নিশ্রিত উপেক্ষা অবলম্বন
করিয়া ছয় নৈষ্ক্রম্য নিশ্রিত সৌমনস্যকে .... সমতিক্রম হয়।

ভিক্ষুগণ! উপেক্ষা নানা প্রকার[১] ও নানা আলম্বন নিশ্রিত হয়, উপেক্ষা এক প্রকার ও এক আলম্বন নিশ্রিত হয়।

নানা প্রকার ও নানা আলম্বন নিশ্রিত উপেক্ষা কি কি? ভিক্ষুগণ! উপেক্ষা রূপে আছে, শব্দে আছে, গন্ধে, রসে, স্পর্শে আছে। ভিক্ষুগণ! এইরূপে উপেক্ষা নানা প্রকার ও নানা আলম্বন নিশ্রিত। ভিক্ষুগণ! উপেক্ষা এক প্রকার ও এক আলম্বন নিশ্রিত কি?

ভিক্ষুগণ! উপেক্ষা আকাশ-অনন্ত-আয়তন-নিশ্রিত, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তননিশ্রিত, অকিঞ্চন-আয়তন-নিশ্রিত, নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞা- আয়তন-নিশ্রিত। ভিক্ষুগণ! এইরূপে উপেক্ষা এক প্রকার ও এক আলম্বন নিশ্রিত।

ভিক্ষুগণ! যে উপেক্ষা এক প্রকার ও আলম্বননিশ্রিত তাহা অবলম্বন করিয়া তাহার মাধ্যমে নানা প্রকার ও নানা আলম্বননিশ্রিত উপেক্ষা পরিত্যাগ কর ও অতিক্রম কর, এইরূপে .... সমতিক্রম হয়।

ভিক্ষুগণ! অতন্ময়তা[২] অবলম্বন করিয়া তাহার মাধ্যমে যে উপেক্ষা এক বিশিষ্ট ও এক আলম্বননিশ্রিত তাহা পরিত্যাগ কর, ... সমতিক্রম হয়। এই সম্পর্কে বিবৃত হইয়াছেঃ "ইহাকে অবলম্বন করিয়া ইহা পরিত্যাগ হয়।"

ইহা বিবৃত হইয়াছেঃ "আর্য্য তিন স্মৃতিপ্রস্থান পালন করেন যাহা পালন করিয়া শাস্তা জনগণকে অনুশাসন দিতে সক্ষম হন"।

---

[১] নানত্তা তি নানা বহূ অনেকপ্পকারা-প.সূ.।

[২] তৃষ্ণাদৃষ্টিরহিত-প,সূ.।

কি সম্পর্কে ইহা বিবৃত হইয়াছে? ভিক্ষুগণ! অনুকম্পাপরায়ণ হিতৈষী শাস্তা অনুকম্পাসহকারে শিষ্যদিগকে ধর্ম দেশনা করেনঃ "ইহা তোমাদের হিতের জন্য, ইহা তোমাদের সুখের জন্য"। তাঁহার শিষ্যগণ শ্রবণ করেন না, শ্রোত্রাবধান করেন না, জ্ঞানের জন্য চিত্ত উপস্থাপিত করেন না, বিপথে চালিত হইয়া শাস্তার ধর্ম হইতে দূরে চলিয়া যান। ইহাতে তথাগত সন্তুষ্ট হন না, অসন্তুষ্টি অনুভব করেন না, কিন্তু অনবশ্রুত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া অবস্থান করেন। ভিক্ষুগণ! ইহা প্রথম স্মৃতিপ্রস্থান .... .সক্ষম হন।

পুনশ্চ ভিক্ষুগণ! শাস্তা অনুকম্পাপরায়ণ .... সুখের জন্য। কতিপয় শিষ্য তাহা শ্রবণ করেন না .... চলিয়া যান। কতিপয় শিষ্য শ্রবণ করেন, চলিয়া যান না। ইহাতে তথাগত .... সক্ষম হন। ইহা দ্বিতীয় স্মৃতি প্রস্থান।

পুনশ্চ ভিক্ষুগণ! শাস্তা .... সুখের জন্য। তাঁহার শিষ্যগণ শ্রবণ করেন। .... তখন তথাগত সন্তুষ্ট হন .... সম্প্রজ্ঞাত হইয়া অবস্থান করেন। ইহা তৃতীয় স্মৃতিপ্রস্থান যাহা .... সক্ষম হন।

ইহা বিবৃত হইয়াছেঃ তাঁহাকে দক্ষ রথাচার্য্যদের মধ্যে অনুত্তর দম্যপুরুষ-সারথি বলা যায়। কি সম্পর্কে ইহা বিবৃত হইয়াছে? ভিক্ষুগণ! হস্তীদমকের দ্বারা তাড়িত হইয়া দমনীয় হস্তী একদিকে ধাবিত হয়- পূর্বদিকে অথবা পশ্চিমদিকে বা উত্তরদিকে বা দক্ষিণ দিকে। অশ্বদমক দ্বারা .... গোদমক .... দক্ষিণ দিকে। ভিক্ষুগণ! অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ তথাগতের দ্বারা দমনীয় পুরুষ পরিচালিত হইয়া আট দিকে ধাবিত হন। রূপী রূপ দর্শন করেন ইহা প্রথম দিক। অধ্যাত্মভাবে অরূপসংজ্ঞী বহির্রূপ দর্শন করেন, ইহা দ্বিতীয় দিক। 'শুভ' বলিয়া অধিমুক্ত হয়- ইহা তৃতীয় দিক। সর্বতোভাবে

রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করিয়া,
প্রতিঘসংজ্ঞা অস্তমিত করিয়া, নানাত্বসংজ্ঞা মনস্কার করেন নাঃ 'অনন্ত-আকাশ' ভাবিয়া আকাশ অনন্ত আয়তন (সমাপত্তি) লাভ করিয়া তিনি অবস্থান করেন- ইহা চতুর্থ দিক। সর্বতোভাবে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-অতিক্রমকারীঃ "অনন্তবিজ্ঞান" ভাবিয়া বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন (সমাপত্তি) লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন, ইহা পঞ্চম দিক। সর্বতোভাবে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করিয়া অকিঞ্চন-আয়তন অতিক্রম করিয়া অকিঞ্চন-আয়তন লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন-ইহা ষষ্ঠ দিক। সর্বতোভাবে অকিঞ্চন আয়তন অতিক্রম করিয়া নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা-আয়তন লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন- ইহা সপ্তম দিক। সর্বতোভাবে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা-আয়তন অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ (সমাপত্তি) লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন- ইহা অষ্টম দিক। অর্হৎ, সম্যক্ সম্বুদ্ধ .... এই আট দিকে ধাবিত হন। তাহাতেই "রথাচার্যদের মধ্যে অনুত্তর পুরুষদম্য সারথি" বলিয়া বিবৃত হইয়াছে।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্টমনে ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দিত করিলেন।

[ষড়ায়তনবিভঙ্গ সূত্র সমাপ্ত]

উদ্দেশ বিভঙ্গ সূত্র (১৩৮)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেনঃ "হে ভিক্ষুগণ!"- "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ!

ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেনঃ "ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদিগকে উদ্দেশ বিভঙ্গ সম্পর্কে দেশনা করিব, তোমরা উত্তমরূপে মনোনিবেশ করিয়া তাহা শ্রবণ কর। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া .... প্রত্যুত্তর দিলেন।

ভগবান বলিলেনঃ- ভিক্ষুগণ! যেইভাবে বাহ্যিকভাবে ও অধ্যাত্মভাবে অবিক্ষিপ্ত অবিসৃত এবং অসংস্থিত বিজ্ঞানকে উপপরীক্ষা করার ফলে ও উপাদেয়রূপে গ্রহণ না করিবার ফলে ভিক্ষুর পরিত্রাস হয় না সেইভাবেই ভিক্ষুর বিষয়কে উপপরীক্ষা করা উচিত।[১] ভিক্ষুগণ! বিজ্ঞান বাহ্যিকভাবে অবিক্ষিপ্ত ও অবিসৃত এবং অধ্যাত্মভাবে অসংস্থিত হইলে এবং উপাদেয়রূপে গ্রহণ না করিবার ফলে অপরিত্রাসিত থাকিলে ভবিষ্যতে জন্ম-জরা-মরণ দুঃখের হেতু সম্ভব হয় না। ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ইহা বিবৃত করিয়া সুগত আসন হইতে উঠিয়া বিহারে প্রবেশ করিলেন।

ভগবান চলিয়া যাইবার পরেই সেই ভিক্ষুগণ এইরূপ চিন্তা করিয়া বলিলেন বন্ধুগণ! ভগবান এই উদ্দেশ[২] সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিয়া বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা না করিয়া আসন হইতে উঠিয়া বিহারে প্রবেশ করিয়াছেনঃ "যে ভাবে বিজ্ঞানকে .... সম্ভব হয় না"। কেহ কি ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত এই উদ্দেশের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিবেন?

তখন সেই ভিক্ষুদের এইরূপ মনে হইলঃ এই আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন যিনি শাস্তাদ্বারা প্রশংসিত ও বিজ্ঞ সব্রহ্মচারী দ্বারা সম্মানিত তিনি ভগবান কর্তৃক .... ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম, চলুন

---

[১] প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৪৬ দ্রষ্টব্য।

[২] মাতিকা বা বিষয়সূচী।

আমরা মহাকাত্যায়নের নিকট উপস্থিত
হই .... আয়ষ্মান মহাকাত্যায়ন ব্যাখ্যা করুন। বন্ধুগণ, যেমন[১] .... ব্যাখ্যা করুন।

বন্ধুগণ! তাহা হইলে মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি। "হ্যাঁ বন্ধু" বলিয়া ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নকে প্রত্যুত্তর দিলেন। আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন বলিলেনঃ

বন্ধুগণ! ভগবান সংক্ষিপ্তভাবে .... আমি বিস্তৃতভাবে অর্থ জানি। কিরূপে? বন্ধুগণ! বাহ্যিকভাবে বিজ্ঞান বিক্ষিপ্ত ও বিসৃত' বলিয়া কথিত হয়? চক্ষু দ্বারা রূপদর্শন করিয়া যদি ভিক্ষুর রূপনিমিত্তানুসারী[২] বিজ্ঞান রূপ-নিমিত্ত-আস্বাদ দ্বারা গ্রথিত, রূপ-নিমিত্ত আস্বাদ দ্বারা বিনিবদ্ধ, রূপনিমিত্ত-আস্বাদ সংযোজনে সংযুক্ত হয়, তখন ইহাকে বাহ্যিকভাবে .... কথিত হয়। শ্রোত্র দ্বারা শুনিয়া .... ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া .... জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করিয়া .... কায় দ্বারা স্পর্শযোগ্যকে স্পর্শ করিয়া .... মন দ্বারা ধর্ম জানিয়া যদি .... কথিত হয়।

বন্ধুগণ! কিরূপে বাহ্যিকভাবে বিজ্ঞান অবিক্ষিপ্ত ও অবিসৃত' বলিয়া কথিত হয়? বন্ধুগণ, চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করিয়া যদি ভিক্ষুর বিজ্ঞান রূপনিমিত্ত-অনুসারী বিজ্ঞান .... গ্রথিত হয় না .... বিনিবদ্ধ হয় না .... সংযুক্ত হয় না, ইহাকেই .... শ্রোত্র .... ঘ্রাণ .... জিহ্বা .... কায় .... কথিত হয় মন .... সম্পর্কে এইরূপ ইহাকে বিজ্ঞান বাহ্যিকভাবে অবিক্ষিপ্ত ও অবিসৃত বলিয়া কথিত হয়।

কিরূপে, বন্ধুগণ! 'অধ্যাত্মভাবে চিত্ত সংস্থিত' বলিয়া কথিত হয়। ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল ধর্ম

---

[১] মহাকাত্যায়ন ভদ্রকরক্ত সূত্র দ্রষ্টব্য।

[২] . রূপনিমিত্তিং অনুসরতি-প.সূ.

হইতে বিবিক্ত হইয়া সবির্তক, সবিচার, বিবেকজ, প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। যদি তাঁহার বিজ্ঞান বিবেকজ প্রীতিসুখ অনুসারী হয় বিবেকজ প্রীতিসুখ .... আস্বাদ গ্রহিত, বিবেকজ প্রীতিসুখ-আস্বাদ-বিনিবদ্ধ, বিবেকজ প্রীতিসুখ-আস্বাদ সংযোজনে সংযুক্ত হয়, তখন চিত্ত .... কথিত হয়। পুনশ্চ, বন্ধুগণ! ভিক্ষু বির্তক-বিচার উপশমে অধ্যাত্মসম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব-আনয়নকারী, বির্তকাতীত, বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতি-সুখ-মুণ্ডত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। যদি তাঁহার বিজ্ঞান সমাধিজ প্রীতিসুখ-অনুসারী হয় .... সংযুক্ত হয়, তখন চিত্ত সংস্থিত বলিয়া কথিত হয়। পুনশ্চ, বন্ধুগণ! ভিক্ষু প্রীতিতেও বিরাগ হইয়া উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্বচিত্তে (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন, আর্যগণ যে ধ্যানস্তরে আরোহণ করিলে 'ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হইয়া (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখে বিচরণ করেন' বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যানস্তরে উন্নীত হইয়া তাহাতে অবস্থান করেন। যদি তাঁহার বিজ্ঞান উপেক্ষা-অনুসারী, উপেক্ষা সুখ-আস্বাদ গ্রহিতা .... সংযুক্ত হয়, তখন চিত্ত অধ্যাত্মভাবে সংস্থিত বলিয়া কথিত হয়। পুনশ্চ, বন্ধুগণ! ভিক্ষু (সর্ব দৈহিক) সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য অস্তমিত করিয়া না-দুঃখ, না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধ চতুর্থ ধ্যান স্তরে উন্নীত হইয়া তাহাতে অবস্থান করেন। যদি তাঁহার বিজ্ঞান না-দুঃখ-না-সুখ-অনুসারী হয় .... সংযুক্ত হয়, তখন চিত্ত অধ্যাত্মভাবে সংস্থিত বলিয়া কথিত হয়।

কিরূপে, বন্ধুগণ! "চিত্ত অধ্যাত্মভাবে অসংস্থিত" বলিয়া কথিত হয়? বন্ধুগণ! ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া .... প্রথম ধ্যান লাভ

করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন।
তাঁহার বিজ্ঞান প্রীতি সুখ অনুসারী হয় না .... দ্বিতীয় ধ্যান .... চতুর্থ ধ্যানস্তরে উন্নীত হইয়া তাহাতে অবস্থান করেন। কিন্তু তাঁহার বিজ্ঞান না-দুঃখ-না-সুখ অনুসারী হয় না .... সংযুক্ত হয় না .... এইরূপে, বন্ধুগণ 'চিত্ত অধ্যাত্মভাবে অসংস্থিত' বলিয়া কথিত হয়।

কিরূপে, বন্ধুগণ! অনুৎপাদ পরিত্রাস (পরিক্লেশ) হয়?

বন্ধুগণ! অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন, যে আর্যগণের দর্শন লাভ করে নাই, আর্য্যধর্মে অকোবিদ্, আর্য্যধর্মে অবিনীত, সৎপুরুষগণের লাভ করেন নাই, সৎপুরুষধর্মে অকোবিদ্, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত, রূপকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে রূপবান দেখে, আত্মায় রূপ দেখে, রূপে আত্মা দেখে। তাহার সেই রূপ পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়, তাহার রূপবিপরিণাম-অন্যথাভাব হেতু বিজ্ঞান রূপবিপরিণাম-অনুপরিবর্তী হয়, তাহার রূপবিপরিণাম অনুপরিবর্তজাত পরিত্রাস হয়, ধর্মের (চিন্তনীয় বিষয়) সমুৎপাদ চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকে, চিত্তের অধিকার হেতু ভীত বিরক্ত ও অপেক্ষাবান[১] হয় ও উপাদান (বাসনা) হেতু পরিত্রাস হয়। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান সম্পর্কেও এইরূপ। এইরূপে, বন্ধুগণ! অনুৎপাদ পরিত্রাস হয়।

বন্ধুগণ! কিরূপে অনুৎপাদ অপরিত্রাস হয়? বন্ধুগণ! শ্রুতবান আর্য্যশ্রাবক যিনি আর্য্যদের দর্শন লাভ করিয়াছেন, আর্য্যধর্মে কোবিদ .... তিনি রূপকে আত্ম-দৃষ্টিতে দেখেন না- তাঁহার পরিত্রাস হয় না। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কেও এইরূপ। বন্ধুগণ! এইরূপে অনুৎপাদ অপরিত্রাস হয়।

---

[১] পপঞ্চ সুদনীতে গ্রন্থের উপেক্খবা স্থলে অপেক্খ বা করা হইয়াছে।

বন্ধুগণ! ভগবান সংক্ষিপ্তভাবে যে উদ্দেশ .... তাহার অর্থ আমি বিস্তৃতভাবে এইরূপ জানি। ইচ্ছা করিলে আয়ুষ্মানগণ আপনারা ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। ভগবান যেইরূপ যাহা ব্যাখ্যা করিবেন, আপনারা তাহা ধারণ করিবেন।

অতঃপর ভিক্ষুগণ! আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের ভাষণকে অভিনন্দিত করিয়া অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উঠিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে বলিলেনঃ ভদন্ত[১] .... আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন আমাদিগকে ইহার অর্থ বিভিন্নভাবে পদে ও ব্যঞ্জনায় বিশ্লেষণ করিলেন।

ভিক্ষুগণ! মহাকাত্যায়ন পণ্ডিত, মহাপ্রাজ্ঞ, তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমিও মহাকাত্যায়নের মত ব্যাখ্যা করিতাম। ইহার অর্থ তোমরা এইভাবে ধারণ করিবে।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্টমনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[উদ্দেশ বিভঙ্গ সূত্র সমাপ্ত]

অরণ[২] বিভঙ্গ সূত্র (১৩৯)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন- "হে ভিক্ষুগণ!" ভিক্ষুগণ "হ্যাঁ ভদন্ত!" বলিয়া

---

[১] এইখানে ভিক্ষুগণ পূর্বোক্ত সমগ্র ঘটনা ব্যক্ত করিলেন।

[২] অরণো তি অনজো নিক্খিলেসো-প.সূ.।

ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন।

"ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদিগকে অরণ (বিরজ বা বিশুদ্ধ) বিশ্লেষণ সম্পর্কে দেশনা করিব, মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি। 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেনঃ যে কামসুখ হীন, গ্রাম্য ইতরসাধারণের সেব্য, অনার্যোচিত ও অনর্থযুক্ত, তাহার অনুসরণ করা উচিত নহে, আবার আত্মনিগ্রহে আনুরক্তি যাহা দুঃখদায়ক, অনার্যোচিত ও অনর্থযুক্ত তাহাও অনুসরণ করা উচিত নহে, এই উভয় অন্তের অনুগামী না হইয়া তথাগত মধ্যম প্রতিপদ অভিসম্বোধিজ্ঞানে লাভ করিয়াছেন, যাহা চক্ষুকরণী, জ্ঞানকরণী এবং যাহা উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ অভিমুখে সংবর্তিত হয়'। উৎসাদন-অপসাদন জানা উচিত, উৎসাদন-অপসাদন জানিয়া উৎসাদন করা উচিত নহে, অপসাদন (দোষারোপ) করা উচিত নহে, শুধু ধর্ম দেশনা করা উচিত। সুখ বিনিশ্চয় জানা উচিত। সুখবিনিশ্চয় জানিয়া অধ্যাত্মভাবে সুখের অনুগামী হওয়া উচিত। গোপনীয় কথা বলা উচিত নহে। কাহারো মুখের উপর অনুচিত বা ক্ষতিকর বাক্য বলা উচিত নহে। ধীরে ধীরে কথা বলা উচিত, দ্রুত নহে। জনপদনিরুক্তিতে (স্থানীয় উপভাষায়) অভিনিবেশ করা উচিত নহে এবং স্থানীয় সংজ্ঞায় অধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত নহে। ইহাই অরণবিভঙ্গের উদ্দেশ।

'কামসুখ .... অনর্থযুক্ত' বলিয়া কথিত হইয়াছে। কি কারণে ইহা উক্ত হইয়াছে? কামসংযুক্ত সুখ এবং সৌমনস্যানুযোগ (লিপ্ত থাকা) যাহা হীন, গ্রাম্য, ইতরজনোচিত, অনার্যোচিত ও অনর্থযুক্ত তাহা দুঃখদায়ক, উপঘাতী, উপায়াসযুক্ত, পরিদাহযুক্ত ও মিথ্যা প্রতিপদ-আপন্ন। কিন্তু যে কামসংযুক্ত সুখ সৌমনস্য-অনুযোগ ....

অনর্থযুক্ত নহে, তাহা দুঃখহীন, অনুপঘাতী, উপায়াসহীন, পরিদাহযুক্ত ও সম্যক্ প্রতিপদাপন্ন। আবার আত্ম নিগ্রহে আনুরুক্তি যাহা দুঃখদায়ক, অনার্যোচিত ও অনর্থযুক্ত তাহা দুঃখপূর্ণ, ... সম্যক্ প্রতিপদাপন্ন। দুঃখদায়ক, অনার্যোচিত, অনর্থযুক্ত আত্মনিগ্রহে অনারুক্তি দুঃখহীন, অনুপঘাতী উপায়াসমুক্ত, পরিদাহমুক্ত ও সম্যক্ প্রতিপদাপন্ন। হীন .... কামসুখ এবং দুঃখদায়ক .... অনর্থযুক্ত আত্মনিগ্রহে আনুরক্তি অনুসরণ করা উচিত নহে- এই কারণেই ইহা উক্ত হইয়াছে।

'এই উভয় অন্তের অনুগামী না হইয়া .... সংবর্তিত হয়' ইহা উক্ত হইয়াছে। কি কারণে ইহা উক্ত হইয়াছে? এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা- সম্যক্‌দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি। এই উভয় অন্তের অনুগামী না হইয়া .... সংবর্তিত হয়' এই সম্পর্কেই ইহা উক্ত হইয়াছে।

'উৎসাদন-অপসাদন জানা উচিত .... দেশনা করা উচিত'- ইহা উক্ত হইয়াছে? ভিক্ষুগণ! কিরূপে উৎসাদন হয়, কিরূপে অপসাদন হয়, কিন্তু ধর্ম দেশনা হয় না। যাহারা বলেঃ 'যাহারা কামযুক্ত সুখে সুখী এবং সৌমনস্যের অনুগামী যাহা হীন .... অনর্থযুক্ত, তাহারা সকলেই দুঃখ'- মণ্ডিত, উপঘাতী, উপায়াস-পরিদাহযুক্ত ও মিথ্যাপ্রতিপন্ন" কেহ তাহাদের অপসাদন (দোষারোপ) করে। যাহারা বলে "যাহারা কামযুক্ত সুখে সুখী এবং সৌমনস্যের অনুগামী হয় না, তাহারা দুঃখহীন .... সম্যক্ প্রতিপন্ন" তাহাদের উৎসাদন করেন। যাহারা বলে "যাহারা আত্মনিগ্রহের অনুগামী যাহা দুঃখদায়ক .... অনর্থযুক্ত তাহারা দুঃখযুক্ত .... মিথ্যাপ্রতিপন্ন", তিনি তাহাদের অপসাদন করেন।

যাহারা বলে "অনিগ্রহে .... অনুগামী
হয় না তাহারা .... সম্যক্ প্রতিপন্ন" তিনি তাহাদের উৎসাদন করেন। যাহারা বলেঃ "যাহাদের ভবসংযোজন ছিন্ন হয় নাই তাহারা দুঃখযুক্ত .... মিথ্যাপ্রতিপন্ন তিনি তাহাদের অপসাদন করেন। আবার যাহারা বলে, "যাহাদের ভবসংযোজন ছিন্ন হইয়াছে, তাহারা দুঃখমুক্ত .... সম্যক্ প্রতিপন্ন" তিনি তাহাদের উৎসাদন করেন। বিভবসংযোজন সম্পর্কেও এইরূপ। এইরূপে, ভিক্ষুগণ! উৎসাদন হয়, অপসাদন হয়, কিন্তু ধর্মদেশনা হয় না। কিরূপে, ভিক্ষুগণ! উৎসাদন বা অপসাদন হয় না কিন্তু ধর্মদেশনা হয়? তিনি এইরূপে বলেন না, "যাহারা কামযুক্ত সুখে সুখী .... মিথ্যাপ্রতিপন্ন, তিনি এইরূপ ধর্মদেশনা করেনঃ "এই অনুগামী ধর্মদুঃখযুক্ত উপঘাতী .... মিথ্যা প্রতিপন্ন আপন্ন" তিনি এইরূপে বলেন না "যাহারা কামযুক্ত সুখে সুখী .... সৌমনস্যের অনুগামী তাহারা .... সম্যক্ প্রতিপন্ন। তিনি শুধু ধর্মদেশনা করেনঃ "এই অনুগামী ধর্ম দুঃখমুক্ত .... সম্যক্ প্রতিপদ"।

তিনি এরূপ বলেন নাঃ যাহারা অনিগ্রহে অনুগামী .... মিথ্যা প্রতিপন্ন" তিনি শুধু ধর্মদেশনা করেনঃ "অনুগামী এই ধর্ম .... মিথ্যা প্রতিপদ"। তিনি এরূপ বলেন না" যাহারা অনিগ্রহে অনুগামী .... সম্যক্ প্রতিপন্ন।" তিনি শুধু ধর্মদেশনা করেনঃ "অনুগামী এই ধর্ম .... সম্যক্ প্রতিপন্ন"। ভবসংযোজন সম্পর্কেও এইরূপ। এইরূপে, ভিক্ষুগণ! উৎসাদন বা অপসাদন হয় না, শুধু ধর্মদেশনা হয়।

"উৎসাদন জানা উচিত। অপসাদন করা উচিত নহে"- এই কারণেই ইহা উক্ত হইয়াছে।

"সুখবিনিশ্চয় জানা উচিত। সুখবিনিশ্চয়[১] জানিয়া সুখের অনুগামী হওয়া উচিত" ইহা উক্ত হইয়াছে। কি সম্পর্কে ইহা উক্ত হইয়াছে? ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ কামগুণ। পঞ্চ কি কি? চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামযুক্ত ও রঞ্জনীয়, শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ .... ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ .... জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস .... কায়বিজ্ঞেয় স্পর্শ, ইষ্ট .... মনোরঞ্জক। এই গুলিই পঞ্চ কামগুণ। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ কামগুণের কারণে সুখসৌমনস্য উৎপন্ন হয়- ইহাকেই বলা হয় কামসুখ, অশুচি (মীঢ়) সুখ, ইতরজনোচিত সুখ, অনার্যোচিত সুখ। ইহা অসেবনীয়, অভাবনীয়, বৃদ্ধির অযোগ্য ও ভয়যোগ্য সুখ বলিতেছি। ভিক্ষুগণ! এইস্থলে ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া..প্রথম ধ্যান .... দ্বিতীয় ধ্যান .... তৃতীয় ধ্যান .... চতুর্থ ধ্যান স্তরে উপনীত হইয়া তাহাতে অবস্থান করেন। ইহাই নৈষ্ক্রম্যসুখ, প্রবিবেক সুখ, উপশম সুখ, সম্বোধিসুখ বলিয়া কথিত হয়। আমি এই সুখকে সেবনীয়, ভাবনীয়, বহুলকরনীয় ও ভয়ের অযোগ্য বলিতেছি। যখন বলা হয়ঃ "সুখবিনিশ্চয় জানা উচিত ...." এই কারণেই কথিত হয়।

ইহা কথিত হইয়াছেঃ "গোপনীয় কথা বলা উচিত নহে, কাহারো সম্মুখে ক্ষতিকর বাক্য বলা উচিত নহে"। কি কারণে ইহা কথিত হইয়াছে? ভিক্ষুগণ! যে গোপন কথা অসত্য, মিথ্যা ও অনর্থযুক্ত তাহা জানিয়া, যথাসম্ভব সেই গোপন কথা বলা উচিত নহে, যে গোপন কথা সত্য, যথার্থ কিন্তু অনুর্থযুক্ত তাহা জানিয়া, সেই গোপন কথা না বলার জন্য শিক্ষা করা উচিত। আবার যে গোপন কথা সত্য, যথার্থ ও অর্থযুক্ত তাহা জানিয়া সেই সেই

---

[১] সুখবিনিচ্ছিয়ংতি বিনিচ্ছিতং সুখং-প.সূ.।

গোপন কথা বলার জন্য কালজ্ঞ হওয়া
উচিত। ক্ষীণবাদ (ক্ষতিকর বাক্য) সম্পর্কেও এইরূপ।

"ধীরে কথা বলা উচিত, দ্রুত নহে"- ইহা কথিত হইয়াছে। কি কারণে ইহা কথিত হইয়াছে? ভিক্ষুগণ! দ্রুত কথা বলিলে দেহ ক্লান্ত হয়, চিত্ত বিপর্যস্ত হয়, স্বর বিপর্যস্ত হয় ও কণ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়, দ্রুত ভাষণ অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হয়। কিন্তু ধীরে কথা বলিলে দেহ ক্লান্ত হয় না .... অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হয় না। এই কারণেই কথিত হইয়াছেঃ "ধীরে কথা বলা উচিত, দ্রুত নহে"।

জনপদনিরুক্তিকে (স্থানীয় উপভাষাকে) অভিনিবেশ করা ও স্থানীয় সংজ্ঞায় অধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত নহে" ইহা কথিত হইয়াছে। কি কারণে ইহা কথিত হইয়াছে? ভিক্ষুগণ! কিরূপে জনপদনিরুক্তির অভিনিবেশ ও স্থানীয় সংজ্ঞায় গুরুত্ব আরোপ হয়? এইস্থলে, ভিক্ষুগণ! বিভিন্ন জনপদের লোকেরা একই জিনিষকে (পাত্র) কোথায়ও 'পাতি', কোথায়ও 'পাত্র', কোথায়ও 'বিস্থ', কোথায়ও 'শরাব', কোথায়ও 'ধারোপ', কোথায়ও 'পোণ', আবার কোথায়ও 'পিশাল' বলিয়া জানে। এখন লোকেরা বিভিন্ন জনপদে যেইরূপ জানে তাহাতে অভিনিবেশপূর্বক বিশেষ জোর প্রয়োগ করিয়া বলেঃ "ইহাই সত্য, অন্যটি মিথ্যা"। ভিক্ষুগণ! এইরূপে জনপদনিরুক্তিতে অভিনিবেশ ও স্থানীয় সংজ্ঞায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ভিক্ষুগণ! কিরূপে জনপদনিরুক্তিতে .... আরোপ করা হয় না? ভিক্ষুগণ! বিভিন্ন জনপদে লোকেরা .... পিশাল' বলিয়া জানে। এখন, এক জনপদের লোক অন্য জনপদে যাইয়া নিজস্ব নিরুক্তির প্রতি আসক্ত না হইয়া সেই জনপদে ভদ্রজন ব্যবহৃত শব্দ ব্যবহার করে। ভিক্ষুগণ! এইরূপে ....

আরোপ করা হয় না। এই কারণেই কথিত হইয়াছে .... উচিত নহে"।

ভিক্ষুগণ! যে "কামযুক্ত সুখে .... অনুগামী নহে .... সম্যক্ প্রতিপদযুক্ত" তাহা অরণ (ক্লেশমুক্ত) যে অনিগ্রহে অনুযোগ দুঃখদায়ক .... মিথ্যা-প্রতিপদযুক্ত তাহা রণ, আবার অনিগ্রহে অননুযোগ .... সম্যক্প্রতিপদ তাহা অরণ।

ভিক্ষুগণ! এই মধ্যমপ্রতিপদ তথাগত অভিসম্বোধিজ্ঞানে লাভ করিয়াছেন, যাহা চক্ষুকরণী .... সংবর্তিত হয়, তাহা দুঃখমুক্ত .... সম্যক্ প্রতিপদ, সেইজন্য এই ধর্ম অরণ। ভিক্ষুগণ! যে উৎসাদন এবং অপসাদন ধর্মদেশনা নহে, সেই ধর্ম দুঃখযুক্ত .... মিথ্যা প্রতিপদ, সেই জন্য এই ধর্ম রণযুক্ত। ভিক্ষুগণ! যাহা উৎসাদনও নহে, অপসাদনও নহে, কিন্তু ধর্মদেশনা, সেই ধর্ম দুঃখহীন .... সেইজন্য এই ধর্ম অরণ। ভিক্ষুগণ! এই কামসুখ .... রণযুক্ত। ভিক্ষুগণ! এই নৈষ্ক্রম্য সুখ .... অরণ। যে এই গোপন কথা অসত্য .... রণযুক্ত। যে গোপন কথা সত্য .... অরণ।

যে গোপন কথা .... অর্থযুক্ত .... অরণ।

যে ক্ষীণ বাক্য (ক্ষতিকর কথা) .... রণযুক্ত।

যে ক্ষীণবাক্য .... অর্থযুক্ত .... অরণ।

যে দ্রুত ভাষণ .... রণযুক্ত।

যে ধীরবাক্য .... অরণ।

জনপদনিরুক্তিতে অভিনিবেশ .... রণযুক্ত।

জনপদনিরুক্তিতে অভিনিবেশ না করা .... .অরণ।

সতরাং, ভিক্ষুগণ! আমরা রণযুক্ত ধর্ম জানিব, অরণ ধর্ম জানিব, অরণযুক্ত ও অরণ ধর্ম জানিয়া অরণ প্রতিপদ অবলম্বন

করিব। ভিক্ষুগণ! এইরূপ শিক্ষা করা
উচিত। ভিক্ষুগণ! কুলপুত্র সুভূতি অরণ প্রতিপদ লাভ করিয়াছেন।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্টমনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[অরণবিভঙ্গ সূত্র সমাপ্ত]

ধাতুবিভিঙ্গ সূত্র (১৪০)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ- একসময় ভগবান মগধরাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে রাজগৃহে পৌঁছাইলেন, তারপর ভার্গব কুম্ভকারের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভার্গব কুম্ভকারকে বলিলেনঃ "ভার্গব! যদি তোমার অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে তোমার আবাসে আমি এক রাত্রি থাকিব।"

- "ভদন্ত! আমার সুবিধা নাই। একজন প্রব্রজিত প্রথম হইতে এইখানে বাসরত। যদি তিনি অনুমতি দেন, তাহা হইলে আপনি এইখানে যথেচ্ছ অবস্থান করুন।"

সেই সময়ে পুক্কুসাতি নামে এক কুলপুত্র ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ গৃহ হইতে অনাগারিক রূপে প্রব্রজিত হইয়াছিলেন। তিনি সেই কুম্ভকারগৃহে প্রথম হইতে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। তখন ভগবান আয়ুষ্মান পুক্কুসাতির নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া বলিলেনঃ "ভিক্ষু! যদি তোমার অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে আমি এই আবাসে এক রাত্রি বাস করিব"।

- "বন্ধু! কুম্ভকারের আবাস খুব প্রশস্ত, আয়ুষ্মান যথেচ্ছ অবস্থান করুন"। তখন ভগবান কুম্ভকারগৃহে প্রবেশ করিয়া এক পার্শ্বে তৃণাসন বিছাইয়া পর্য্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া দেহাগ্রভাগ ঋজুভাবে রাখিয়া পরিমুখে (লক্ষ্যাভিমুখে) স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া উপবেশন

করিলেন। ভগবান রাত্রির বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কাটাইলেন। তখন ভগবানের এইরূপ মনে হইলঃ "এই কুলপুত্র কি প্রসন্ন ভাবে আছেন? তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে কেমন হয়"? তখন ভগবান আয়ুষ্মান পুক্কুসাতিকে বলিলেন- "ভিক্ষু! কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া তুমি প্রব্রজিত হইয়াছ? কে তোমার শাস্তা? কাহার ধর্ম তুমি সমর্থন কর?"

- বন্ধু ! শ্রমণ গৌতম শাক্যপুত্র শাক্য কুল হইতে প্রব্রজিত হইয়াছেন, সেই মাননীয় গৌতমের এই প্রকার কল্যাণজনক কীর্তিশব্দ বিস্তার লাভ করিয়াছেঃ সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদূ, অনুত্তর পুরুষদম্যসারথি, দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ ও ভগবান, সেই ভগবানের উদ্দেশ্যেই আমি প্রব্রজিত হইয়াছি, তিনিই আমার শাস্তা ভগবানের ধর্ম আমি সমর্থন করি।

ভিক্ষু! সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধ এখন কোথায় অবস্থান করিতেছেন?

বন্ধু! উত্তর জনপদে শ্রাবস্তী নামে একটি নগর আছে, তথায় .... অবস্থান করিতেছিলেন।

ভিক্ষু! সেই ভগবানকে পূর্বে কি তুমি দেখিয়াছ? দেখিয়া জানিতে পারিয়াছ কি?

না, বন্ধু! সেই ভগবানকে আমি পূর্বে দেখি নাই এবং দেখিয়া জানিতে পারি নাই।

তখন ভগবান চিন্তা করিলেনঃ এই কুলপুত্র আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছে, আমি ইহাকে ধর্মদেশনা করিলে কেমন হয়! তখন ভগবান আয়ুষ্মান পুক্কুসাতিকে আহ্বান করিলেন, ভিক্ষু! তোমার নিকট আমি ধর্মদেশনা করিব। উত্তমরূপে মনোনিবেশ

করিয়া শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি।

"হ্যাঁ বন্ধু!" বলিয়া আয়ুষ্মান পুক্কুসাতি ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন।

ভগবান বলিলেন- ভিক্ষু! এই ব্যক্তির আছে ছয় ধাতু, ছয় স্পর্শ-আয়তন, অষ্টাদশ মন-উপবিচার, চারি অধিষ্ঠান, যেখানে স্থিতি[১] আছে মান এবং আনন্দ প্রবর্তিত হয় না, প্রবর্তিত হয় না বলিয়া মুনি শান্ত বলিয়া কথিত হয়, তাহার প্রজ্ঞার জন্য প্রমত্ত থাকা উচিত নহে, সত্য রক্ষা করা উচিত, ত্যাগ অনুশীলন করা উচিত, শান্তির জন্য শিক্ষালাভ করা উচিত। ইহাই ছয় ধাতু বিভঙ্গের উদ্দেশ।

'এই ব্যক্তির ছয় ধাতু আছে' ইহা কথিত হইয়াছে। কি কারণে ইহা কথিত হইয়াছে? পৃথিবী ধাতু, অপ্‌ধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতু, আকাশ ধাতু ও বিজ্ঞান ধাতু; এই ছয় ধাতু সম্পর্কে ইহা কথিত হইয়াছে।

'এই ব্যক্তির ছয় স্পর্শ আয়তন আছে' ইহা কথিত হইয়াছে। কি সম্পর্কে ইহা কথিত হইয়াছে? চক্ষু-সংস্পর্শ-আয়তন, শ্রোত্র-সংস্পর্শ-আয়তন, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ-আয়তন, জিহ্বা-সংস্পর্শ-আয়তন, কায়-সংস্পর্শ-আয়তন, মন-সংস্পর্শ-আয়তন। .... কথিত হইয়াছে।

'এই ব্যক্তির অষ্টাদশ মনোপবিচার আছে'- ইহা কথিত হইয়াছে। কি সম্পর্কে ইহা কথিত হইয়াছে? চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া সৌমনস্য স্থানীয় রূপকে উপবিচার করে (অর্থাৎ রূপ যে সৌমনস্য উৎপন্ন করে তাহা অনুভব করে), দৌর্মনস্য স্থানীয় রূপকে উপবিচার করে, উপেক্ষাস্থানীয় রূপকে উপবিচার করে।

---

[১] অধিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত-প.সূ.।

শ্রোত্রদ্বারা শব্দ শুনিয়া ...., ঘ্রাণ দ্বারা আঘ্রাণ করিয়া .... জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করিয়া, কায় দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করিয়া ...., মন দ্বারা ধর্ম জানিয়া .... উপেক্ষা স্থানীয় ধর্ম উপবিচার করে। এইগুলিই ছয় সৌমনস্য উপবিচার, ছয় দৌর্মনস্য উপবিচার, ছয় উপেক্ষা-উপবিচার .... কথিত হইয়াছে।

'এই ব্যক্তির চারি অধিষ্ঠান আছে, 'ইহা কথিত হইয়াছে। কি সম্পর্কে ইহা কথিত হইয়াছে? প্রজ্ঞা-অধিষ্ঠান, সত্য-অধিষ্ঠান, ত্যাগ-অধিষ্ঠান, উপশম-অধিষ্ঠান। .... কথিত হইয়াছে।

'প্রজ্ঞালাভে প্রমত্ত থাকা উচিত নহে, সত্য রক্ষা করা উচিত, ত্যাগ অনুশীলন করা উচিত, শান্তিলাভ শিক্ষা করা উচিত' ইহা কথিত হইয়াছে। কি সম্পর্কে ইহা কথিত হইয়াছে? কিরূপে ভিক্ষু প্রজ্ঞালাভে প্রমত্ত থাকে না? এই ছয় ধাতু, যথা- পৃথিবী ধাতু .... বিজ্ঞান ধাতু।

ভিক্ষু! পৃথিবী ধাতু কি? পৃথিবী ধাতু অধ্যাত্মও হইতে পারে, বাহ্য[১] ও হইতে পারে। অধ্যাত্ম পৃথিবী ধাতু কি? পৃথিবী ধাতু যাহা অধ্যাত্ম, প্রত্যাত্ম (ব্যক্তিগত), কক্খত (স্তব্ধ), খর (কর্কশ) এবং দেহান্তর্গত, যথাঃ- কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থি-মজ্জা, বৃক্ক, হৃদয়, যকৃৎ, ক্লোম, প্লীহা, ফুস্‌ফুস্‌, অন্ত্র, অন্ত্রগুণ, উদর, করীষ, অথবা এইরূপ যাহা কিছু অধ্যাত্ম, ব্যক্তিগত, কঠিন, কর্কশ ও দেহান্তর্গত। ভিক্ষু! ইহাকেই বলে অধ্যাত্ম পৃথিবী ধাতু। যাহা অধ্যাত্ম পৃথিবী ধাতু এবং যাহা বাহ্য পৃথিবী ধাতু সমস্তই পৃথিবী ধাতুই বটে। 'তাহা আমার নয়', 'আমি তাহা নহি', 'তাহা আমার আত্মা নহে'- এইরূপে বিষয়টি যথার্থভাবে সম্যক্ প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত। এইরূপে যথার্থভাবে সম্যক্ প্রজ্ঞার দ্বারা তাহা

---

[১] মধ্যমনিকায় (প্রথম খণ্ড), পৃঃ ২০০ দ্রষ্টব্য।

দর্শন করিয়া পৃথিবী ধাতু বিষয়ে চিত্ত
নির্বেদ প্রাপ্ত হয়। পৃথিবী ধাতুতে চিত্ত বীতরাগ হয়।

ভিক্ষু! অপ্‌ধাতু কি? অপ্‌ধাতু অধ্যাত্ম হইতে পারে, বাহ্যও হইতে পারে। ভিক্ষু! অধ্যাত্ম অপ্‌ধাতু কি? যাহা অধ্যাত্ম, প্রত্যাত্ম, অপ্‌নামীয়, অপ্‌- অন্তর্গত ও দেহান্তর্গত, যথা- পিত্ত, শ্লেমা, পুয, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, বসা, ক্ষেড় (থুথু) সিকনী, লসিকা, মুত্র অথবা যাহা কিছু অধ্যাত্ম .... সমস্তই অপ্‌ধাতু বটে। 'তাহা আমার নয়' .... চিত্ত বীতরাগ হয়।

ভিক্ষু! তেজধাতু কি? তেজধাতু অধ্যাত্ম হইতে পারে, বাহ্যও হইতে পারে। ভিক্ষু! অধ্যাত্ম তেজধাতু কি? যাহা অধ্যাত্ম, প্রত্যাত্ম (ব্যক্তিগত), তেজনামীয়, তেজ-অন্তর্গত ও দেহান্তর্গত, যথা- যাহা সন্তপ্ত করে, জীর্ণ করে, পরিদাহন করে, যাহার দ্বারা অশিত, পীত, খাদিত আস্বাদিত সমস্তই সম্পূর্ণ পরিপক্ক হয় অথবা যাহা কিছু .... উপাদত্ত (দেহান্তর্গত) ইহাকে অধ্যাত্ম তেজধাতু বলে। .... তেজধাতু বটে .... বীতরাগ হয়।

ভিক্ষু! বায়ুধাতু কি? বায়ুধাতু অধ্যাত্ম হইতে পারে, বাহ্যও হইতে পারে। অধ্যাত্ম বায়ুধাতু কি? যাহা অধ্যাত্ম, ব্যক্তিগত, বায়ুনামীয়, অধোগামী বায়ু, কুক্ষিগত বায়ু, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বাহী বায়ু, বায়ু-অন্তর্গত ও দেহাধিকৃত, যথা- উর্ধগামী বায়ু, শ্বাস-প্রশ্বাস অথবা যাহা কিছু অধ্যাত্ম .... অন্তর্গত। ইহাকেই বলে .... বায়ুধাতু বিষয়ে চিত্ত বীতরাগ হয়।

ভিক্ষু! আকাশধাতু কি? আকাশ ধাতু অধ্যাত্ম ইহাতে পারে, বাহ্যও হইতে পারে। ভিক্ষু! অধ্যাত্ম আকাশধাতু কি? যাহা অধ্যাত্ম .... অন্তর্গত, যথা- কর্ণছিদ্র, নাসাছিদ্র, মুখদ্বার যাহার দ্বারা অশিত-পীত-খাদিত-স্বাদিত বস্তু সংস্থিত হয় আর যদ্দ্বারা সেইগুলি

অধঃভাগ দিয়া বাহির অথবা অন্য যাহা কিছু অধ্যে .... উপাদত্ত .... বীতরাগ হয়।

যে বিজ্ঞান অবশিষ্ট থাকে তাহা পরিশুদ্ধ পর্য্যবদাত, সেই বিজ্ঞানের দ্বারা তিনি কিছু জানিতে পারেন- সুখ জানেন, দুঃখ জানেন, না-দুঃখ-না সুখ জানেন। ভিক্ষু! সুখবেদনীয় স্পর্শের কারণে সুখবেদনা (সুখানুভূতি) উৎপন্ন হয়। তিনি সুখ বেদনা অনুভব করিয়া, 'সুখবেদনা অনুভব করিতেছি' বলিয়া জানেন, সেই সুখবেদনীয় স্পর্শের নিরোধ হইলে সুখবেদনীয় স্পর্শের কারণে যে সুখবেদনা উৎপন্ন হয়, তাহা নিরুদ্ধ হয়, উপশান্ত হয় বলিয়া জানেন। দুঃখবেদনা, না-দুঃখ-না-সুখ বেদনা সম্পর্কেও এইরূপ।

ভিক্ষু! যেমন দুইটি কাষ্ঠখণ্ডের সংঘর্ষে উত্তাপ উৎপন্ন হয়। তেজ (আলো) উৎপন্ন হয়, আবার দুইটি কাষ্ঠ পৃথক্ করিলে, নিক্ষেপ করিলে তদনুযায়ী উত্তাপ নিরুদ্ধ হয় ও ঠাণ্ডা ইহয়া যায়- ঠিক এইরূপে, ভিক্ষু! সুখবেদনীয় স্পর্শের কারণে .... জানেন।

যে উপেক্ষা অবশিষ্ট থাকে তাহা পরিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত, মৃদু, কর্মণ্য ও প্রভাস্বর। যেমন, ভিক্ষু! কোন দক্ষ স্বর্ণকার বা স্বর্ণকার-অন্তেবাসী উল্কা প্রস্তুত করে, প্রস্তুত করিয়া উল্কা মুখ প্রজ্বলিত করিয়া সাঁড়াশী দ্বারা স্বর্ণখণ্ড ধরিয়া উল্কামুখে প্রক্ষেপ করে, তাহাতে মাঝে মাঝে ফুঁ দেয়, মাঝে মাঝে ফোঁস ফোঁস করিয়া জলসিঞ্চন করে, মাঝে মাঝে উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করে, সেই স্বর্ণ পরিস্কৃত, শুদ্ধ, মালিন্যশূন্য, মৃদু, কর্মণ্য ও প্রভাস্বর হয়, যাহাতে প্রয়োজন অনুযায়ী যথেচ্ছ অঙ্গুরীয়, কর্ণকুণ্ডলী, কণ্ঠহার ইত্যাদি বিভিন্ন অলংকার প্রস্তুত করা যায়। এইরূপে, ভিক্ষু! যে উপেক্ষা অবশিষ্ট .... প্রভাস্বর। তিনি ইহা প্রকৃষ্টভাবে জানেনঃ আমি যদি এই পরিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত উপেক্ষাকে আকাশ-অনন্ত-

আয়তনে কেন্দ্রীভূত করি এবং
তদনুযায়ী চিত্তের ভাবনা করি, তাহা হইলে উপেক্ষা এইরূপে নিশ্রিত ও পুষ্ট হইয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে। অনন্ত বিজ্ঞান-আয়তন, অকিঞ্চন-আয়তন, নৈবসংজ্ঞা-ন-অসংজ্ঞা-আয়তন সম্পর্কেও এইরূপ। তিনি ইহা প্রকৃষ্টরূপে জানেনঃ যদি আমি এই পরিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত উপেক্ষাকে অনন্ত-আকাশ-আয়তনে কেন্দ্রীভূত করি, এবং তদনুযায়ী চিত্তের ভাবনা করি, তাহা হইলেও ইহা সংস্কৃত (সমবায়ে গঠিত, সুতরাং অনিত্য)। অনন্তবিজ্ঞান-আয়তন .... নৈবসংজ্ঞা-ন-অসংজ্ঞা-আয়তন সম্পর্কেও এইরূপ। তিনি ভবের জন্য বা বিভবের জন্য প্রস্তুতি করেন না এবং চিন্তা করেন না, ভবের জন্য বা বিভবের জন্য অভিসংস্কার (প্রস্তুতি) ও চিন্তা না করার কারণে তিনি জগতে কিছুতে আসক্তি উৎপাদন করেন না, আসক্তি (উপাদান) না থাকিবার ফলে তাঁহার পরিত্রাস হয় না, অপরিত্রাসিত হইয়া তিনি ব্যক্তিগতভাবে পরিনির্বাণ লাভ করেনঃ জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, অতঃপর ইহলোকে আর আসিতে হইবে না বলিয়া তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন। তিনি সুখ বেদনা অনুভব করেন এবং তাহা অনিত্য বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন, অনিবিষ্ট ও অনভিনন্দিত বলিয়া জানেন। দুঃখ বেদনা, না-দুঃখ-না-সুখ-বেদনা সম্পর্কেও এইরূপ। তিনি বিসংযুক্ত হইয়া সুখবেদনা, দুঃখবেদনা, না-দুঃখ-না-সুখ বেদনা অনুভব করেন, তিনি কায় পর্য্যন্তিক বেদনা অনুভব করিয়া 'আমি কায়পর্য্যন্তিক বেদনা অনুভব করিতেছি' বলিয়া জানেন। তিনি জীবিতপর্য্যন্তিক বেদনা অনুভব করিয়া, 'আমি জীবিতপর্য্যন্তিক বেদনা অনুভব করিতেছি' বলিয়া জানেন,

দেহান্তে জীবন-অবসান হেতু সমস্ত আনন্দদায়ক বেদনা শীতলীভূত হইবে বলিয়া জানেন।

ভিক্ষু! যেমন তৈল এবং বর্তি উপাদান অবলম্বনে তৈল প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়, আবার তৈল এবং বর্তির অবসান হেতু ও অন্য উপাদান আহরিত না হওয়ায় অনাহার বা ইন্ধনহীন হইয়া নিভিয়া যায়, এইরূপে ভিক্ষু! .... শীতলীভূত হয় বলিয়া জানেন। সুতরাং তাহাতে সমন্বাগত ভিক্ষু পরম প্রজ্ঞা দ্বারা সমন্বাগত হন। ভিক্ষু! সর্বদুঃখক্ষয় জ্ঞান বিষয়ে ইহাই পরম আর্য প্রজ্ঞা। তাঁহার বিমুক্তি সত্যে স্থিত ও অকুপ্য। ভিক্ষু! তাহাই মৃষা (মিথ্যা) যাহা মিথ্যাধর্মী এবং তাহাই সত্য যাহা অমিথ্যাধর্মী ও নির্বাণ। সুতরাং এইরূপে সমন্বাগত ভিক্ষু পরম সত্য অধিষ্ঠান দ্বারা সমন্বাগত হন। ভিক্ষু! ইহাই পরম আর্য্য সত্য যাহা অমিথ্যাধর্মী নির্বাণ। তাঁহার পূর্ব অবিদ্বানসুলভ উপধিগুলি সমাপ্ত ও বিনষ্ট হয়। সেইগুলি প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষহীন তালবৃক্ষ সদৃশ, পুনর্ভবরহিত হয়, ভবিষ্যতে উহাদের পুনর্ভবের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং এইরূপে সমন্বাগত ভিক্ষু পরম ত্যাগ-অধিষ্ঠান দ্বারা সমন্বাগত হন। ভিক্ষু! ইহাই পরম আর্য্য ত্যাগ যাহা সর্ব উপধি-বিসর্জন। তাঁহার পূর্ব অবিদ্বানসুলভ অভিধ্যা, রাগযুক্ত ছন্দ (ইচ্ছা) ছিল। তাহা প্রহীন .... পুনর্ভবের সম্ভাবনা নাই। তাঁহার পুর্ব অবিদ্বানসুলভ আঘাত, ব্যাপাদ বিদ্বেষ ছিল তাহা প্রহীন .... সম্ভাবনা নাই। তাঁহার পূর্ব অবিদ্বানসুলভ অবিদ্যা সম্মোহ সম্প্রদোষ ছিল, তাহা .... সম্ভাবনা নাই। সুতরাং এইরূপে সমন্বাগত ভিক্ষু পরম উপশম অধিষ্ঠান দ্বারা সমন্বাগত হন। ভিক্ষু! ইহাই পরম আর্য্য উপশম যাহা রাগাদ্বেষমোহের উপশম।

"প্রজ্ঞালাভে প্রমত্ত থাকা উচিত নয়, সত্য রক্ষা করা উচিত, ত্যাগ অনুশীলন করা উচিত এবং তাঁহার শান্তির জন্য শিক্ষালাভ করা উচিত"- ইহা এই সম্পর্কেই কথিত হইয়াছে।

"যেখানে স্থিতি থাকে মান ও দম্ভ প্রবর্তিত হয় না, মান ও দম্ভ প্রবর্তিত না হইলে 'মুনি শান্ত' বলিয়া কথিত হয়," কি সম্পর্কে ইহা কথিত হইয়াছে? 'আমি ইহ' ইহা মনে করা হয়, 'আমি এই ইহ' .... আমি হইব ...., আমি হইব না .... আমি রূপী হইব ...., আমি অরূপী হইব, আমি সংজ্ঞী হইব.., আমি অসংজ্ঞী হইব .... । আমি নৈবসংজ্ঞী-না অসংজ্ঞী হইব ...., ইহা মনে করা হয়। রোগ, গণ্ড, শল্য, ভিক্ষু! সর্বমনন অতিক্রম করিলে 'মুনি শান্ত' বলিয়া কথিত হয়। শান্ত মুনি উৎপন্ন হন না, উৎপাদন করেন না, কুপিত হন না, স্পৃহা করেন না, ভিক্ষু! তিনি জন্মগ্রহণ করেন না, অজাতের কিরূপে মৃত্যু হইবে? যাঁহার মৃত্যু নাই তিনি কিরূপে কুপিত হইবেন? অকুপিতে কিরূপে স্পৃহা থাকিবে? যেখানে স্থিতি থাকে .... এই সম্পর্কেই তাহা বলা হইয়াছে।

ভিক্ষু! আমার দ্বারা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত এই ছয় ধাতুবিভঙ্গ ধারণ কর।

অতঃপর আয়ুষ্মান পুক্কুসাতি বলিলেন ঃ বাস্তবিক, শাস্তা আমার নিকট আসিয়াছেন, সুগত .... সম্যক্ সম্বুদ্ধ .... ভাবিয়া আসন হইতে উঠিয়া একাংসে চীবর রাখিয়া ভগবানের পায়ে মস্তক নিপতিত করিয়া বলিলেনঃ "ভদন্ত! আমি মূর্খতা, মূঢ়তা ও অকুশলবশতঃ অপরাধ করিয়াছি, আমি ভগবানকে 'বন্ধু' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম, ভগবান আমার অপরাধকে অপরাধ বলিয়া স্বীকার করুন যাহাতে আমি ভবিষ্যতে সংযত হইতে পারি।"

"ভিক্ষু! যথার্থই তুমি মূর্খতা, মূঢ়তা ও অকুশলবশতঃ অপরাধ করিয়াছ, যেহেতু তুমি আমাকে 'বন্ধু' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ। কিন্তু, ভিক্ষু! যেহেতু তুমি অপরাধকে অপরাধরূপে দর্শন করিয়া যথাধর্ম তাহার প্রতিকার করিতেছ সেই হেতু তোমার স্বীকারোক্তি গৃহীত হইল। ভিক্ষু! যে অপরাধকে অপরাধরূপে দর্শন করিয়া যথাধর্ম তাহার প্রতিকার করে সে ভবিষ্যতে সংযত হয়, তাহাতে আর্য্য বিনয়ে শ্রীবৃদ্ধি হয়।"

ভদন্ত! আমি কি ভগবানের নিকট উপসম্পদা লাভ করিতে পারি?

ভিক্ষু! তোমার পাত্র চীবর পরিপূর্ণ হইয়াছে?

ভদন্ত! আমার পাত্রচীবর পরিপূর্ণ হয় নাই।

ভিক্ষু! যাহার পাত্রচীবর পরিপূর্ণ হয় নাই, তথাগত তাহাকে উপসম্পদা দেন না।

অতঃপর আয়ুষ্মান পুক্কুসাতি ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দিত ও অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উঠিয়া অভিবাদনান্তে প্রদক্ষিণ করিয়া পাত্রচীবর সন্ধানে চলিয়া গেলেন। তখন পাত্রচীবর সন্ধানরত আয়ুষ্মান পুক্কুসাতিকে একটি ভ্রান্তগাভী[১] হত্যা করিল।

তখন বহু ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট ভিক্ষুগণ ভগবানকে বলিলেনঃ ভদন্ত! পুক্কুসাতি নামে যে কুলপুত্র ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্ত উপদেশ দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া মারা গিয়াছে, তাহার কি গতি, কি ভবিষ্যৎ পরিণতি?

ভিক্ষুগণ! পুক্কুসাতি কুলপুত্র পণ্ডিত ছিলেন, ধর্মানুকূল আচরণকারী ছিলেন, তিনি ধর্মাধিকরণে কখনো আমাকে অপদস্থ

---

[১] অট্‌ঠকথা মতে গাভীটি বাছুরের সন্ধানে ধাবিতা ছিল।

করেন নাই। ভিক্ষুগণ! পুক্কুসাতি
কুলপুত্র পঞ্চ অধঃভাগীয় সংযোজনের ক্ষয়হেতু ঔপপাতিক হইয়াছেন, তথায় পরিনির্বাণ লাভ করিবেন, সেই লোক হইতে আর ইহলোকে প্রত্যাবর্তন করিবেন না।

ভগবান ইহা বলিলেন। ভিক্ষুগণ! সন্তুষ্টচিত্তে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[ধাতুবিভঙ্গ সূত্র সমাপ্ত]

সত্যবিভঙ্গ সূত্র (১৪১)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

এক সময় ভগবান বারাণসী সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন ঋষিপতনে মৃগদাবে। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেনঃ "হে ভিক্ষুগণ!"- "ভদন্ত!" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন- ভিক্ষুগণ! তথাগত, অর্হৎ, সম্যক্ সম্বুদ্ধ কর্তৃক বারাণসী সমীপে ঋষিপতনে মৃগদাবে অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তিত হইয়াছে- যাহা শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেব, মার অথবা কাহারো দ্বারা এই পৃথিবীতে প্রতিবৃত্য নহে। ইহা চারি আর্য্যসত্যের প্রদর্শন, দেশনা, প্রজ্ঞাপন, প্রস্তাবনা, বিবরণ, বিশ্লেষণ ও প্রকাশন।

কোন চারিটির?- দুঃখ আর্য্যসত্যের প্রদর্শন .... প্রকাশন। দুঃখ সমুদয় আর্য্যসত্যের ...., দুঃখ নিরোধ আর্য্যসত্যের ...., দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদ আর্য্যসত্যের .... প্রকাশন। ভিক্ষুগণ! তথাগত .... প্রকাশন। ভিক্ষুগণ! তোমরা শারিপুত্র-মৌদ্গাল্যায়নকে অনুসরণ কর, ভজনা কর, শারিপুত্র মৌদ্গাল্যায়ন পণ্ডিত ভিক্ষু এবং ব্রহ্মচারীদের সাহায্যকারী। ভিক্ষুগণ! যেমন জননী, নবজাতের

পালনকারিণী, সেইরূপ শারিপুত্র ও মৌদ্গাল্যায়ন। ভিক্ষুগণ! শারিপুত্র অধিকারীকে স্রোতাপত্তি ফলে পরিচালিত করে, মৌদ্গাল্যায়ন উত্তম লক্ষ্যে (অর্হৎত্ব লাভে)। ভিক্ষুগণ! শারিপুত্র চারি আর্য্যসত্যে বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন .... প্রকটিত করিতে সমর্থ।

ভগবান ইহা বলিলেন, ইহা বলিয়া সুগত আসন হইতে উঠিয়া বিহারে প্রবেশ করিলেন।

ভগবান চলিয়া যাইবার পরক্ষণেই আয়ুষ্মান শারিপুত্র ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন- "বন্ধু ভিক্ষুগণ!"- "বন্ধু" বলিয়া ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান শারিপুত্রকে প্রত্যুত্তর দিলেন। আয়ুষ্মান শারিপুত্র বলিলেন- বন্ধুগণ! তথাগত .... প্রকাশন।

বন্ধুগণ! দুঃখ আর্য্যসত্য কি?- জাতি (জন্ম) দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক বিলাপ দুঃখ, দুঃখ দৌর্মনস্য, উপায়াস ও দুঃখ। ইচ্ছিত বস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখ, সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধ দুঃখ। বন্ধুগণ! জাতি কি?- ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বার ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্ম, উৎপত্তি, আবির্ভাব, পুনর্জন্ম, স্কন্ধসমূহের প্রকাশ ও আয়তন লাভ, ইহাকেই জাতি বলা হয়।

বন্ধুগণ! জরা কি?- বিভিন্ন সত্ত্বের বিভিন্ন দেহে জরা, জীর্ণতা, দন্তহীনতা, কেশের পলিত ভাব, ত্বকে বলিরেখা, আয়ুক্ষীণতা, ইন্দ্রিয়গুলির বিকৃতি, ইহাই জরা কথিত হয়।

বন্ধুগণ! মরণ কি?- সত্ত্বগণের (প্রাণিদের) নিজ নিজ দেহ হইতে চ্যুতি, চবণ, ভেদ, অন্তর্ধান, মৃত্যু, মরণ, কালক্রিয়া, স্কন্ধসমূহের ভেদ ও কলেবরের নিক্ষেপ, ইহাই মরণ কথিত হয়। বন্ধুগণ! শোক কি?- বন্ধুগণ! বিভিন্ন ব্যসন সমন্বাগত, বিভিন্ন দুঃখধর্ম দ্বারা স্পৃষ্টের শোক, শোচনা, অন্ত-শোক ও অন্তঃ-

পরিশোক, ইহাই শোক কথিত হয়।
বন্ধুগণ! পরিদেব (বিলাপ) কি?- বন্ধুগণ! বিভিন্ন ব্যসন সমন্বাগত, বিভিন্ন দুঃখধর্ম দ্বারা স্পৃষ্টের আদেব, পরিদেব, আদেবনা, পরিদেবনা, আদেবিতত্ত্ব ও পরিদেবিতত্ত্ব, ইহাই পরিদেব কথিত হয়।

বন্ধুগণ! দুঃখ কি? কায়িক দুঃখ (ক্লেশ), কায়িক বেদনা, অসাত কায়-সংস্পর্শজ দুঃখ ও অসাত বেদনা, ইহাই দুঃখ কথিত হয়।

বন্ধুগণ! দৌর্মনস্য কি?- বন্ধুগণ! চৈতসিক (মানসিক) অসাত চিত্ত-সংস্পর্শজ দুঃখ ও অসাত বেদনা, ইহাই দৌর্মনস্য কথিত হয়।

বন্ধুগণ! উপায়াস কি?- বন্ধুগণ! বিভিন্ন ব্যসন সমন্বাগত, দুঃখধর্ম দ্বারা স্পৃষ্টের আয়াস (ক্লান্তি) উপায়াস, অশান্তি ও অস্থৈর্য, ইহাই উপায়াস কথিত হয়।

বন্ধুগণ! ঈপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখ কি?- বন্ধুগণ! জাতিধর্ম সম্পন্ন সত্ত্বদের এইরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হয়ঃ "হায়। আমরা যদি জাতি (জন্ম) ধর্মসম্পন্ন না হইতাম" মাত্র ইচ্ছাতেই ইহা লাভ করা যায় না। ইহাই ঈপ্সিতের অপ্রাপ্তি দুঃখ। জরাধর্ম, ব্যাধিধর্ম, মরণধর্ম, শোক-পরিদেব-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ। ইহাই ঈপ্সিতের অপ্রাপ্তি দুঃখ।

বন্ধুগণ! সংক্ষেপে পঞ্চ-উপাদান স্কন্ধ কি?- রূপ-উপাদান স্কন্ধ, বেদনা .... সংজ্ঞা .... সংস্কার .... বিজ্ঞান উপাদান-স্কন্ধ, ইহাই সংক্ষেপে পঞ্চ-উপাদান স্কন্ধ। ইহাই দুঃখ আর্য্যসত্য বলিয়া কথিত হয়।

বন্ধুগণ! দুঃখ সমুদয় আর্য্যসত্য কি? পুনর্ভবসাধিকা নন্দিরাগ-সহগতা এবং তত্র তত্র গমনাভিলাষিণী এই যে তৃষ্ণা, যথা- কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা- ইহাই দুঃখ সমুদয় আর্য্যসত্য কথিত হয়।

বন্ধুগণ! দুঃখ নিরোধ আর্য্যসত্য কি? যাহা নিঃশেষে সেই তৃষ্ণার বিরাগ, সেই তৃষ্ণার নিরোধ, ত্যাগ ও বিসর্জন এবং তাহা হইতে অনালয়-মুক্তি ইহাই দুঃখনিরোধ আর্য্যসত্য।

বন্ধুগণ! দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদ আর্যসত্য কি? ইহাই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা- সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি।

বন্ধুগণ! সম্যক্ দৃষ্টি কি?- ইহা দুঃখের জ্ঞান, দুঃখ উৎপত্তির জ্ঞান, দুঃখ নিরোধের জ্ঞান, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদের জ্ঞান। ইহাই সম্যক্ দৃষ্টি।

বন্ধুগণ! সম্যক্ সংকল্প কি? নৈষ্ক্রম্য সংকল্প, অব্যাপাদ সংকল্প, অবিহিংসা সংকল্প। ইহাই সম্যক্ সংকল্প বলিয়া কথিত হয়।

বন্ধুগণ! সম্যক্ বাক্য কি? মিথ্যাভাষণ হইতে বিরতি, পিশুন বাক্য হইতে বিরতি, পরুষ বাক্য হইতে বিরতি, সম্প্রলাপ হইতে বিরতি .... ইহাই .... কথিত হয়।

বন্ধুগণ! সম্যক্ কর্ম কি? প্রাণিহত্যা হইতে বিরতি, অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরতি, ব্যভিচার হইতে বিরতি- ইহাই .... কর্ম। বন্ধুগণ! সম্যক্ আজীব কি? আর্য্যশ্রাবক মিথ্যা জীবিকা পরিহারপূর্বক সম্যক্ জীবিকা দ্বারা জীবন যাপন করেন, ইহাই .... কথিত হয়।

বন্ধুগণ! সম্যক্ ব্যায়াম কি? ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্ম সমূহের উৎপত্তির নিবারণের জন্য সংকল্প করেন, এই উদ্দেশ্যে উদ্যমসম্পন্ন হন, বীর্য প্রয়োগ করেন, চিত্তকে বশীভূত করেন, অনুৎপন্ন কুশলধর্ম সমূহের উৎপত্তির জন্য সংকল্প উৎপাদন করেন, এইজন্য উদ্যম সম্পন্ন হন, বীর্য প্রয়োগ করেন, উৎপন্ন কুশল সমূহের স্থিতির জন্য, বৃদ্ধির জন্য, বিপুলতার জন্য, ভাবনার পূর্ণতার জন্য সংকল্প উৎপাদন করেন, ইহাই সম্যক্ ব্যায়াম বলিয়া কথিত হয়।

বন্ধুগণ! সম্যক্ স্মৃতি কি? ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, আতাপী সম্প্রজ্ঞাত, স্মৃতিমান হইয়া পৃথিবীতে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দূরীভূত করেন। বেদনা, চিত্ত, ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

বন্ধুগণ! সম্যক্ সমাধি কি? বন্ধুগণ! কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া অকুশল ধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া, সবির্তক, সবিচার বিবেজক প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যানস্তরে উপনীত হইয়া ভিক্ষু অবস্থান করেন, বির্তক বিচার উপশমে অধ্যাত্মভাবে সম্প্রসাদী চিত্তের একীভাব আনয়নকারী বির্তক বিচার রহিত সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান .... তৃতীয় ধ্যান .... চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন, ইহাই সম্যক্ সমাধি কথিত হয়।

বন্ধুগণ! তথাগত .... এই চারি আর্য্যসত্যের .... প্রকাশন।

আয়ুষ্মান শারিপুত্র ইহা বিবৃত করিলেন। সন্তুষ্টমনে ভিক্ষুগণ তাঁহার ভাষণ অভিনন্দিত করিলেন।

[সত্যবিভঙ্গ সূত্র সমাপ্ত]

দক্ষিণাবিভঙ্গ সূত্র (১৪২)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

এক সময় ভগবান শাক্যদের মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন কপিলাবাস্তু সমীপে ন্যগ্রোধারামে। তখন মহাপ্রজাপতি গৌতমী নূতন বস্ত্র যুগল লইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্টা মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানকে বলিলেন- ভদন্ত! নব বস্ত্রযুগল ভগবানের উদ্দেশ্য স্বয়ং আমার দ্বারা কর্তিত ও বায়িত (বুনিত) হইয়াছে। ভদন্ত! ভগবান অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করুন। এইরূপ কথিত হইলে ভগবান মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে বলিলেন- গৌতমী! নব বস্ত্রযুগল সংঘকে দাও, সংঘকে প্রদান করিলে আমি ও সংঘ উভয়ই পূজিত হইব। মহাপ্রজাপতি গৌতমী দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার ভগবানকে বলিলেন .... । ভগবান দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার একই উত্তর দিলেন।

এইরূপ কথিত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বলিলেন- ভদন্ত! ভগবান মহাপ্রজাপতি গৌতমীর নূতন বস্ত্রযুগল গ্রহণ করুন, মহাপ্রজাপতি গৌতমী বহুপকারিণী, ভগবানের মাতৃস্বসা, ক্ষীরদায়িকা, পরিপোষিকা, ভগবানের জননীর মৃত্যুর পর স্তন্য পান করাইয়াছিলেন। ভগবানও মহাপ্রজাপতি গৌতমীর বহু উপকারী। মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানের নিকট আসিয়া বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণাগতা, ভগবানের নিকট আসিবার পর হইতে তিনি প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য, সুরা মদ্যাদি প্রমাদস্থান হইতে বিরতা, ভগবানের সানিধ্য লাভের পর হইতে তিনি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্না এবং আর্য্য প্রিয়শীলে সুপ্রতিষ্ঠিতা। ভগবানের সান্নিধ্য লাভের পর হইতে তিনি দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায়

নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। ভগবানও
মহাপ্রজাপতি গৌতমীর বহুপকারী।

আনন্দ! ইহা ঠিক, ইহা ঠিক। আনন্দ! কোন ব্যক্তি (আচার্য) হেতু অন্য এক ব্যক্তি (শিষ্য)[১] বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘের শরণাপন্ন হন, সেই শরণদাতার প্রত্যুপকার কখনও শরণগ্রহীতার পক্ষে সম্ভব নহে, এমন কি অভিবাদন, প্রত্যুদ্গমন, কৃতাঞ্জলী কর্ম, সম্মান প্রদর্শন, চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগ প্রতিকারক ভৈষজ্য উপকরণাদি প্রদানের দ্বারাও সম্ভব নহে। কোন ব্যক্তি সান্নিধ্য অন্য এক ব্যক্তি প্রাণিহত্যা .... মদ্যাদি সেবন হইতে বিরত হন। সেই ব্যক্তির উপকার অপরিশোধ্য বলিতেছি .... বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন .... দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদে নিঃসন্দেহ হন .... অপরিশোধ্য বলিতেছি।

আনন্দ! এই চৌদ্দ প্রকার-পুদ্গল অনুযায়ী দক্ষিণা (দান) যথা- তথাগত অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধকে দান দেন- ইহা প্রথম পৌদ্গালিক দক্ষিণা, প্রত্যেক-বুদ্ধকে দান (দ্বিতীয়), তথাগতের শিষ্য অর্হৎদিগকে দান (তৃতীয়), অর্হত্ব ফল সাক্ষাৎ ক্রিয়ার প্রতিপন্নদিগকে দান (চতুর্থ), অনাগামী দিগকে দান (পঞ্চম), অনামাগী-ফল সাক্ষাৎ ক্রিয়ার প্রতিপন্নদিগকে (ষষ্ঠ), সকৃদাগামীকে দান (সপ্তম), সকৃদাগামী ফল সাক্ষাৎ ক্রিয়ার প্রতিপন্নদিগকে (অষ্টম), স্রোতাপন্নদিগকে দান (নবম), স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ ক্রিয়ার প্রতিপন্নদিগকে দান (দশম), কামে বীতরাগী দিগকে দান (একাদশ), শীলবান পৃথগ্‌জন দিগকে দান (দ্বাদশ), পৃথগ্‌জন

---

[১] যং আচরিযং পুগ্‌গলং অন্ডেড়্বাসিকপুগ্‌গলো আগম্ম-প.সূ.।

দুঃশীলদিগকে দান (ত্রয়োদশ) এবং তির্যগ যোনিতে জাত প্রাণিদিগকে দান- ইহা চতুর্দশ দক্ষিণা।

আনন্দ! তথায় তির্যগ জাতিকে দান দিলেও দাতা শতগুণ দান-ফল ভোগ করিতে পারে। দুঃশীল পৃথগ্‌জনকে দান দিলে সহস্রগুণ, শীলবান পৃথগ্‌জনকে দান দিলে শত সহস্র গুণ, বাহ্যকাম্যবস্তুতে বীতরাগকে দান দিলে কোটি শত সহস্র গুণ, স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ ক্রিয়ার প্রতিপন্নকে দান দিলে অসংখ্য অপ্রমেয় ফল ভোগ করিতে পারেন আর স্রোতাপন্ন বা অন্যান্য দিগকে দানের কথাই বা কি?

আনন্দ! সপ্তবিধ সংঘদান। বুদ্ধপ্রমুখ উভয়সংঘকে (ভিক্ষু ভিক্ষুণী) দান ইহা প্রথম দান, তথাগতের পরিনির্বাণের পর উভয়সংঘকে দান (দ্বিতীয়), ভিক্ষুসংঘকে দান (তৃতীয়), ভিক্ষুণী সংঘকে দান (চতুর্থ), ভিক্ষু ভিক্ষুণীর উদ্দেশ্যে দান (পঞ্চম), ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে দান (ষষ্ঠ), ও ভিক্ষুণীর উদ্দেশ্যে দান- এইরূপে দান সপ্তবিধ।

আনন্দ! অনাগত ভবিষ্যতে গোত্রভূ (পৃথগ্‌জন হইতে আর্য্যশ্রেণীতে উন্নীত) কাষায়বস্ত্র, দুঃশীল পাপধর্মী ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে দান প্রদান করিলেও সেই দানের ফল অসংখ্য অপ্রমেয় হইবে বলিয়া বলিতেছি। আনন্দ! কোনভাবেই ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে দান অপেক্ষা ব্যক্তিগত দানকে উৎকৃষ্টতর ফলবহুল বলি না।

আনন্দ! চারি প্রকারে দান বিশুদ্ধ হয়। চারি প্রকার কি? আনন্দ! কোন দান দাতার সুশীলতায় বিশুদ্ধ হয়, প্রতিগ্রাহকের সুশীলতায় নয়। কোন দান প্রতিগ্রাহকের সুশীলতায় বিশুদ্ধ হয়, দাতার সুশীলতায় নয়। কোন দান দাতা এবং প্রতিগ্রাহক উভয়ের

পক্ষে বিশুদ্ধ হয় না, কোন দান দাতা
ও প্রতিগ্রাহক উভয়ের দিক হইতে বিশুদ্ধ হয়।

আনন্দ! কিরূপে দায়কের দিক হইতে দান বিশুদ্ধ হয়, প্রতিগ্রাহকের দিক হইতে নহে? দায়ক শীলবান ও কল্যাণধর্মী হয়, প্রতিগ্রাহক দুঃশীল ও পাপধর্মী হয়, এই কারণে দাতার দিক হইতে বিশুদ্ধ হয়।

আনন্দ! কিরূপে দান প্রতিগ্রাহকের দিক হইতে বিশুদ্ধ হয়? আনন্দ! দায়ক দুঃশীল ও পাপধর্মী হয়, কিন্তু প্রতিগ্রাহক শীলবান ও কল্যাণধর্মী হয়। এইরূপে দান প্রতিগ্রাহকের দিক হইতে বিশুদ্ধ হয়।

আনন্দ! কিরূপে দান দায়ক ও প্রতিগ্রাহক উভয়ের দিক হইতে বিশুদ্ধ হয় না? আনন্দ! দায়ক ও প্রতিগ্রাহক উভয়েই দুঃশীল ও পাপধর্মী হয়। এই কারণে .... বিশুদ্ধ হয় না।

আনন্দ! কিরূপে দান দায়ক ও প্রতিগ্রাহক উভয়ের দিক হইতে বিশুদ্ধ হয়? আনন্দ! দাতা ও প্রতিগ্রাহক উভয়ে শীলবান ও কল্যাণধর্মী হয়, এইরূপে .... বিশুদ্ধ হয়।

আনন্দ! এই চারি প্রকারে দান বিশুদ্ধ হয়।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন।

ইহা বলিয়া অতঃপর শাস্তা সুগত গাথায় বলিলেনঃ

যে শীলবান ব্যক্তি কর্মফলের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া ধর্মভাবে লব্ধ বস্তু প্রসন্নচিত্তে দুঃশীলকে প্রদান করেন, সেই দান দায়কের পক্ষ হইতে বিশুদ্ধ হয়।

যে দুঃশীল ব্যক্তি অধর্মভাবে লব্ধ বস্তু কর্মফলের প্রতি বিশ্বাস না রাখিয়া প্রসন্নচিত্তে শীলবানকে প্রদান করেন, সেই দান প্রতিগ্রাহকের দিক হইতে বিশুদ্ধ হয়।

যে দুঃশীল ব্যক্তি অধর্মভাবে লব্ধ বস্তু কর্মফলের প্রতি বিশ্বাস না রাখিয়া অপ্রসন্নচিত্তে দুঃশীলকে প্রদান করে, সেই দান বিপুলফলপ্রসু হয় না বলিয়া বলিতেছি।

যে শীলবান ব্যক্তি ধর্মভাবে লব্ধ বস্তু কর্মফলে বিশ্বাস রাখিয়া সুপ্রসন্নচিত্তে শ্রদ্ধা সহকারে শীলবান ব্যক্তিকে দান করেন, সেই দান বিপুল ফলপ্রসু বলিয়া বলিতেছি।

যে বীতরাগ ব্যক্তি কর্মফলের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া ধর্মভাবে লব্ধ বস্তু বীতরাগ ব্যক্তিকে উদার হৃদয়ে দান করেন, সেই দান সমূহের মধ্যে অগ্রদান বলিয়া বলিতেছি।

[দক্ষিণাবিভঙ্গ সূত্র]

ষড়ায়তন বর্গ

অনাথপিণ্ডিক অববাদ সূত্র (১৪৩)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তখন গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্টে ছিলেন। তখন গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক এক ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন- "মহাশয়, আসুন, ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া আমার কথা বলিয়া ভগবানের পায়ে মাথা রাখিয়া বন্দনা করিয়া এইরূপ বলিবেনঃ ভদন্ত! গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক .... ভগবানের পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিতেছেন। তারপর আয়ুষ্মান শারিপুত্রের নিকট উপস্থিত .... বলিবেন .... বন্দনা করিতেছেন এবং বলিবেন সাধু, ভদন্ত! আয়ষ্মান শারিপুত্র যেন অনুকম্পা পূর্বক গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের আবাসে আসেন।

"হ্যাঁ ভদন্ত!" বলিয়া সেই ব্যক্তি গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে প্রত্যুত্তর দিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া সেই ব্যক্তি ভগবানকে বলিলেন- ভদন্ত! গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক .... আসেন। তারপর আয়ুষ্মান শারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া উপরোক্তভাবে বলিলেন।

আয়ুষ্মান শারিপুত্র তুষ্ণীভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান শারিপুত্র বস্ত্র পরিধান পূর্বক পাত্রচীবর লইয়া অনুগামী শ্রমণ আয়ুষ্মান আনন্দের সহিত গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের নিবাসে উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন

করিলেন। উপবিষ্ট আয়ুষ্মান শারিপুত্র গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে বলিলেন- গৃহপতি! আপনার রোগ সহনীয় (খমনীয়) কি? কাল- যাপনীয় কি? দুঃখবেদনা কেমন হ্রাস পাইতেছে। বৃদ্ধি পাইতেছে না ত? রোগের প্রত্যাগমন দেখা যায়, অভিগমন নহে ত?

- "ভদন্ত শারিপুত্র! আমার রোগযন্ত্রণা সহনীয় নহে, যাপনীয় নহে, আমার সাংঘাতিক দুঃখ বেদনা বৃদ্ধি পাইতেছে, কমিতেছে না, রোগের আগমন দেখা যায়, নির্গমন নহে। যেমন, ভদন্ত বলবান পুরুষ .... নির্গমন নহে।[১]

সুতরাং, গৃহপতি! আপনার পক্ষে ইহা শিক্ষণীয়, "আমি চক্ষু উৎপাদন করিব না বলিয়া আমার চক্ষুনিশ্রিত বিজ্ঞান হইবে না।" গৃহপতি! আপনার ইহা শিক্ষণীয়। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য, ধর্ম, চক্ষুবিজ্ঞান, শ্রোত্রবিজ্ঞান, ঘ্রাণ বিজ্ঞান, জিহ্বা বিজ্ঞান, কায়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, চক্ষুসংস্পর্শ, শ্রোত্রসংস্পর্শ, ঘ্রাণসংস্পর্শ, কায়সংস্পর্শ, মনোসংস্পর্শ, চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্রসংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণসংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বাসংস্পর্শজ বেদনা, কায়সংস্পর্শজ বেদনা, মনোসংস্পর্শজ বেদনা, পৃথিবী ধাতু, অপ্‌ধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতু, আকাশধাতু, বিজ্ঞানধাতু, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান, অনন্তআকাশ-আয়তন, (সমাপত্তি), অনন্তবিজ্ঞান-আয়তন, অকিঞ্চন-আয়তন, নৈবসংজ্ঞা-না অসংজ্ঞা-আয়তন, ইহলোক, পরলোক সম্পর্কেও এইরূপ।

সুতরাং, গৃহপতি! আপনার পক্ষে ইহা শিক্ষণীয়ঃ যাহা দৃষ্ট, শ্রুত, মননকৃত, বিজ্ঞাত, পর্য্যেষিত, মনের দ্বারা অনুবিচিরিত তাহা

---

[১] মধ্যমনিকায় দ্বিতীয় খন্ডের ধানঞ্জানিসূত্র (৯৭) দ্রষ্টব্য।

উৎপাদন (আসক্তি) করিব না বলিয়া
আমার তদ্‌নিশ্রিত বিজ্ঞান উৎপন্ন হইবে না। গৃহপতি! আপনার এইভাবে শিক্ষা করা উচিত।

এইরূপ কথিত হইলে গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক কাঁদিতে লাগিলেন এবং অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। তখন আয়ুষ্মান গৃহপতিকে বলিলেন, গৃহপতি! আপনি কি ধরিয়া থাকিতে পারিতেছেন, না ডুবিয়া যাইতেছেন?

ভদন্ত আনন্দ! আমি ধরিয়া থাকিতে পারিতেছি না, আমি ডুবিতেছি (মরণাপন্ন)। যদিও শাস্তা এবং মনোভাবনাকারী ভিক্ষুগণ দীর্ঘদিন আমার নিকট আসিয়াছেন, আমি এইরূপ ধর্মকথা পূর্বে শুনি নাই।

গৃহপতি! শুক্লবসন গৃহীদের জন্য এইরূপ ধর্মকথা প্রতিভাত হয় না, প্রব্রজিতদের জন্য প্রতিভাত হয়।

তাহা হইলে, ভদন্ত শারিপুত্র! শুক্লবসন গৃহীদের জন্য এইরূপ ধর্মকথা প্রতিভাত করুন। ভদন্ত শারিপুত্র! অল্পরজঃ কুলপুত্র আছেন যাঁহারা ধর্মশ্রবণ করিতে না পারিলে ধর্ম হইতে অধঃপতিত হইবেন, ধর্মের রসগ্রাহী শ্রোতা অবশ্যেই মিলিবে।

অতঃপর আয়ুষ্মান শারিপুত্র এবং আয়ুষ্মান আনন্দ গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে উপদেশ প্রদান করিয়া আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। আয়ুষ্মান শারিপুত্র এবং আয়ুষ্মান আনন্দ চলিয়া যাইবার পর অচিরেই গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক দেহবসানে মৃত্যুর পর তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন। অতঃপর দেবপুত্র অনাথপিণ্ডিক রাত্রির শেষের দিকে দেহ কান্তিতে সমগ্র জেতবন উদ্ভাসিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে

অভিবাদন করিয়া একান্তে দাঁড়াইলেন। একান্তে দণ্ডায়মান দেবপুত্র অনাথপিণ্ডিক ভগবানকে গাথায় বলিলেনঃ

ঋষিসংঘনিবেসিত, ধর্মরাজ-আবাস এই জেতবন আমার মধ্যে প্রীতি-সংজনক। কর্ম, বিদ্যা, ধর্ম, জীবনের উত্তম শীল-ইহাদের দ্বারা মরণশীল শূদ্ধ হয় যাহা গোত্র বা ধনের দ্বারা হয় না। সুতরাং পণ্ডিত ব্যক্তি স্বীয় লক্ষ্য অবলোকন করিয়া মনোনিবেশ সহকারে ধর্ম অন্বেষণ করিয়া বিশুদ্ধতা অর্জন করেন। শারিপুত্রের মত প্রজ্ঞাশীল ও উপশমের দ্বারা পারগত হইয়া যেন ভিক্ষু পরম উৎকর্ষতা লাভ করেন।

দেবপুত্র অনাথপিণ্ডিক ইহা বলিলেন। শাস্তা সমর্থন করিলেন। তখন দেবপুত্র অনাথপিণ্ডিক "শাস্তা আমাকে সমর্থন করিয়াছেন" চিন্তা করিয়া ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করিয়া তথা হইতে অন্তর্ধান করিলেন। অতঃপর রাত্রির অবসানে ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন- "ভিক্ষুগণ! এই রাত্রে এক দেবপুত্র .... গাথায় বলিলেনঃ ঋষিসংঘনিবেসিত .... লাভ করেন।" ভিক্ষুগণ। সেই দেবপুত্র ইহা বিবৃত করিলেন। "শাস্তা আমাকে সমর্থন করিয়াছেন" ভাবিয়া .... অন্তর্ধান করিয়াছেন।

এইরূপ কথিত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বলিলেন- ভদন্ত! তিনি নিশ্চয়ই দেবপুত্র অনাথপিণ্ডিক হইবেন। ভদন্ত! গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক আয়ুষ্মান শারিপুত্রের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন।

সাধু, সাধু, আনন্দ! তর্কের (অনুমান) দ্বারা যাহা প্রাপ্য, তাহা তোমার দ্বারা অনুপ্রাপ্ত। তিনিই দেবপুত্র অনাথপিণ্ডিক, অন্য কেহ নহে।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন।

আয়ুষ্মান আনন্দ সন্তুষ্টমনে ভগবানের ভাষণকে অভিন্দিত করিলেন।

[অনাথপিণ্ডিক-অববাদ সূত্র সমাপ্ত]

ছন্দক[১] অববাদ সূত্র (১৪৪)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

এক সময় ভগবান রাজগৃহ সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন বেণুবনে কলন্দকনিবাপে। সেই সময়ে আয়ুষ্মান শারিপুত্র, আয়ুষ্মান মহাচুন্দ ও আয়ুষ্মান ছন্দক গৃধ্রকুট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন আয়ুষ্মান ছন্দক কঠিন রোগে পীড়িত হইয়া কষ্ট পাইতেছিলেন। সেই সময় আয়ুষ্মান শারিপুত্র সায়াহ্নকালে ধ্যান হইতে উঠিয়া আয়ুষ্মান মহাচুন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান মহাচুন্দকে বলিলেন- "বন্ধু চুন্দ! চলুন আয়ুষ্মান ছন্দকের নিকট যাইয়া তাঁহার অসুস্থতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি।" "হ্যাঁ বন্ধু!" বলিয়া আয়ুষ্মান মহাচুন্দ আয়ুষ্মান শারিপুত্রকে প্রত্যুত্তর দিলেন। আয়ুষ্মান শারিপুত্র এবং আয়ুষ্মান মহাচুন্দ আয়ুষ্মান ছন্দকের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া প্রীত্যালাপ ও কুশলাদি বিনিময় সমাপন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান শারিপুত্র বলিলেন- বন্ধু ছন্দক! আপনার রোগ সহনীয় কি? কালযাপনীয় কি? দুঃখবেদনা কেমন হ্রাস পাইতেছে, বৃদ্ধি পাইতেছে না ত? রোগের প্রত্যাগমন দেখা যায়, অভিগমন নহে ত?"

---

[১] পালি ছন্ন

"বন্ধু শারিপুত্র! আমার যোগ যন্ত্রনা সহনীয় নহে .... অভিগমন নহে। আমি শস্ত্র আহরণ করিব, আমি জীবনের আকাঙ্ক্ষা করি না।"

আয়ুষ্মান ছন্দক! শস্ত্র আহরণ করিবেন না। আয়ুষ্মান ছন্দক! জীবন যাপন করুন। আমরা তাহাই ইচ্ছা করি। আয়ুষ্মান ছন্দকের যদি সাম্প্রেয় (উপযুক্ত) খাদ্য না থাকে, আমি তাহা সন্ধান করিব, যদি উপযুক্ত ভৈষজ্য না থাকে, আমি তাহা সন্ধান করিব। যদি আয়ুষ্মান ছন্দকের উপযুক্ত পরিচারক না থাকে, আমি তাঁহার পরিচর্য্যা করিব। শস্ত্র আহরণ করিবেন না .... ইচ্ছা করি।

বন্ধু শারিপুত্র! আমার যে উপযুক্ত খাদ্য নাই .... তাহা নহে .... পরিচারক নাই, তাহা নহে। বন্ধু শারিপুত্র! বহুদিন ধরিয়া আমি শাস্তাকে আনন্দে পরিচর্য্যা করিতেছি, নিরানন্দে নহে। বন্ধু শারিপুত্র! ইহাই শিষ্যের পক্ষে উচিত যে তিনি শাস্তার পরিচর্য্যা করিবেন আনন্দ সহকারে, নিরানন্দে নহে। বন্ধু শারিপুত্র! ইহাই মনে রাখিবেন যে ভিক্ষু ছন্দক অনুপবদ্য (পুনর্জন্মরহিত)[১] শস্ত্র আহরণ করিবে।

আমরা আয়ুষ্মান ছন্দককে কিছু বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিব, যদি তিনি প্রশ্নের ব্যাখ্যার জন্য অবকাশ করেন।

বন্ধু শারিপুত্র! জিজ্ঞাসা করুন, শুনিবার পর আমি জানাইব।

বন্ধু ছন্দক! আপনি চক্ষু, চক্ষু বিজ্ঞান, চক্ষুবিজ্ঞান বিজ্ঞাতব্য বিষয়ে কি সম্যক্‌রূপে দর্শন করেন- "ইহা আমার, এই আমি, ইহা আমার আত্মা"? শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন সম্পর্কেও এইরূপ।

---

[১] পালি ছন্ন।

[২] অনুপবজ্জং তি অনুপ্পত্তিকং অপ্পটিসন্ধিকং- প. সূ.।

বন্ধু শারিপুত্র! আমি চক্ষু, চক্ষুবিজ্ঞান, চক্ষুবিজ্ঞান বিজ্ঞাতব্য বিষয়ে সম্যক্‌রূপে দর্শন করিঃ "ইহা আমার নহে, আমি ইহা নহি, ইহা আমার আত্মা নহে"। শ্রোত্র .... মন সম্পর্কেও এইরূপ।

বন্ধু ছন্দক! চক্ষু, চক্ষুবিজ্ঞান, চক্ষুবিজ্ঞান বিজ্ঞাতব্য বিষয়ে কি দেখিয়া কি জানিয়া আপনি এইরূপ সম্যক্‌রূপে দর্শন করেনঃ ইহা আমার নহে .... মন সম্পর্কেও এইরূপ।

বন্ধু শারিপুত্র! চক্ষু .... নিরোধ দেখিয়া নিরোধ জানিয়া আমি .... মন সম্পর্কেও এইরূপ।

এইরূপ কথিত হইলে আয়ুষ্মান মহাচুন্দ আয়ুষ্মান ছন্দককে বলিলেন- তাহা হইলে, বন্ধু ছন্দক! ভগবানের এই অনুশাসন সর্বদা মনস্কারযোগ্যঃ নিশ্রিতের (তৃষ্ণা-দৃষ্টির অধীন ব্যক্তির) চঞ্চলতা আসে, অনিশ্রিতের মনের চঞ্চলতা থাকে না, চাঞ্চল্য না থাকিলে প্রশান্তি থাকিলে রতি (কামরাগ) দুরীভূত হয়, কামরাগ দূরীভূত হইলে আর পৃথিবীতে আসিতে হয় না, সেই কারণে আর চ্যুতি-উৎপত্তি (পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু) হয় না, যাঁহার জন্ম-মৃত্যু হইবে না, তিনি ইহকালেও নহেন, পরলোকেও নহেন। এইরূপে দুঃখের অবসান হয়।

অতঃপর আয়ুষ্মান শারিপুত্র এবং আয়ুষ্মান মহাচুন্দ আয়ুষ্মান ছন্দককে এই উপদেশ প্রদান করিয়া আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার চলিয়া যাইবার পরেই আয়ুষ্মান ছন্দক শস্ত্র আহরণ করিলেন।[১] তখন আয়ুষ্মান শারিপুত্র ভগবানের নিকট .... বলিলেনঃ "ভদন্ত! আয়ুষ্মান ছন্দক শস্ত্র আহরণ করিয়াছেন।

---

[১] শস্ত্র দ্বারা কণ্ঠনালী ছেদন করিলেন।

তাঁহার কি গতি, কি পরিণতি হইবে?”- “শারিপুত্র! ভিক্ষু ছন্দক কি তোমাদের সম্মুখে তাহার অনবদ্যতা প্রকাশ করে নাই?”

- “ভদন্ত! পূর্বজির নামে একটি বৃজি গ্রাম আছে। তথায় বহু কুল (পরিবার) আছে যাহারা আয়ুষ্মান ছন্দকের মিত্র, সুহৃদ এবং পরিদর্শনযোগ্য”[১]।

শারিপুত্র! ভিক্ষু ছন্দকের মিত্রকুল, সুহৃদকুল ও পরিদর্শনযোগ্যকুল আছে। ইহাতে সে নিন্দনীয় হয় তাহা আমি বলি না। শারিপুত্র! যে এই দেহ নিক্ষেপ করিয়া অন্য দেহ পরিগ্রহ করিতে আজ্ঞা করে, তাহা নিন্দনীয় বলি।

ভিক্ষু ছন্দকের তাহা নাই, ভিক্ষু ছন্দক অনুপবদ্য হইয়া শস্ত্র আহরণ করিয়াছে।

ভগবান ইহা বলিলেন। আয়ুষ্মান শারিপুত্র সন্তুষ্টমনে ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দিত করিলেন।

[ছন্দক-অববাদ সূত্র সমাপ্ত]

পূর্ণ-অববাদ সূত্র (১৪৫)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তখন আয়ুষ্মান পূর্ণ সায়াহ্ন সময়ে সমাধি হইতে উঠিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান পূর্ণ ভগবানকে বলিলেন “উত্তম, ভদন্ত! ভগবান সংক্ষিপ্তভাবে আমাকে উপদেশ দিন যাহাতে আমি ভগবানের ধর্ম

---

[১] উপসঙ্কমিতব্বকুলানি- প.সূ.।

শ্রবণ করিয়া ব্যপকৃষ্ট (বিচ্ছিন্ন),
অপ্রমত্ত, আতাপী, প্রহিন্ত্র হইয়া অবস্থান করিতে পারি।" "তাহা হইলে, পূর্ণ! গভীর মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি।" "হ্যাঁ ভদন্ত"! বলিয়া আয়ুষ্মান পূর্ণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন- পূর্ণ! চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ আছে তাহা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামসংযুক্ত ও রঞ্জনীয়। যদি ভিক্ষু তাহাতে আনন্দ লাভ করেন, উল্লাস প্রকাশ করেন এবং নিবিষ্ট হইয়া থাকেন, তজ্জন্য নন্দিরাগ উৎপন্ন হয়, নন্দিরাগ সমুদয় হেতু দুঃখসমুদয় হয়। শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস, কায়বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য ও মনোবিজ্ঞেয় ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

পূর্ণ! চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ .... . রঞ্জনীয়।

ভিক্ষু তাহাতে অভিনন্দিত হন না, উল্লস প্রকাশ করেন না এবং তাহাতে নিবিষ্ট হইয়া অবস্থান করেন না বলিয়া নন্দিরাগ নিরুদ্ধ হয়, নন্দিরাগ-নিরোধ হেতু দুঃখনিরোধ হয়। শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ .... মনোবিজ্ঞেয় ধর্মস্পর্কেও এইরূপ।

পূর্ণ! আমাকর্তৃক এই সংক্ষিপ্ত অববাদ দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া তুমি কোন জনপদে অবস্থান করিবে?

ভদন্ত! ভগবান কতৃর্ক এই সংক্ষিপ্ত অববাদ দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া আমি সুনাপরান্ত নামক জনপদে অবস্থান করিব।

পূর্ণ! সুনাপরান্তবাসী মনুষ্যগণ চণ্ড (উগ্র) এবং কর্কশ। যদি তাহারা তোমাকে আক্রোশ এবং দোষারোপ করে, তাহা হইলে তোমার কি হইবে?

ভদন্ত! যদি সুনাপরান্তবাসী মনুষ্যগণ আমাকে আক্রোশ এবং দোষারোপ করে, তাহা হইলে আমার এইরূপ হইবেঃ আমি বলিব-

বাস্তবিক, এই সুনাপরান্তবাসী মনুষ্যগণ খুব ভদ্র, সুভদ্র, যেহেতু ইহারা আমাকে হস্তদ্বারা কোন প্রহার করিতেছেনা। ভগবান আমার এইরূপ হইবে। সুগত! এখানে আমার এইরূপ হইবে।

পুর্ণ! যদি তাহারা হস্তদ্বারা প্রহার করে .... আমি বলিব .... তাহারা লোষ্ট্রদ্বারা আঘাত করিতেছে না .... যদি তাহারা লোষ্ট্র দ্বারা আঘাত করে .... আমি .... তাহারা দণ্ড দ্বারা প্রহার করিতেছে না, ... দণ্ড দ্বারা প্রহার করিলে .... শস্ত্র দ্বারা আঘাত করিতেছে না .... তাহারা জীবন হইতে বঞ্চিত (হত্যা) করিতেছে না। যদি তাহারা আমাকে জীবন হইতে বঞ্চিত করে, তখন আমার এইরূপ হইবেঃ আমি বলিব- ভগবানের শিষ্যগণ কায়ের এবং জীবনের প্রতি দুঃখপরায়ণ ও অশ্রদ্ধ হইয়া শস্ত্র আহরণের জন্য সন্ধান করিতেছেন। সন্ধান না করিয়াই আমি সেই শস্ত্র লাভ করিয়াছি। ভগবান! আমার এইরূপ হইবে।

সাধু, সাধু, পূর্ণ! তুমি এই দম ও উপশম দ্বারা সমন্বাগত হইয়া সুনাপরান্ত জনপদে অবস্থান করিতে সক্ষম হইবে। পূর্ণ! তুমি যাহা কালোপযোগী মনে কর, তাহা কর।

অতঃপর আয়ুষ্মান পূর্ণ ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দিত ও অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উঠিয়া ভগবানকে অভিবাদনান্তে প্রদক্ষিণ করিয়া বিছানাপত্র বাঁধিয়া লইয়া পাত্রচীবর গ্রহণ করিয়া সুনাপনান্ত জনপদে বিচরণ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন এবং পদচারণা করিতে করিতে সুনাপনান্ত জনপদে পৌঁছিলেন এবং তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। আয়ুষ্মান পূর্ণ একই বর্ষার মধ্যে পাঁচশত উপাসিকাকে প্রতিপাদন (প্রতিষ্ঠিত) করিলেন এবং

ত্রিবিদ্যা সাক্ষাৎ করিলেন। পরে অন্য
সময়ে আয়ুষ্মান পূর্ণ পরিনির্বাণ লাভ করিলেন।

সেই সময় বহু ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদনান্তে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে বলিলেনঃ ভদন্ত! যে কুলপুত্র পূর্ণ ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্ত উপদেশ দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি মারা গিয়াছেন। তাঁহার কি গতি, কি পরিণতি হইবে?

ভিক্ষুগণ! কুলপুত্র পূর্ণ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, ধর্মানুকূল আচরণকারী ছিলেন, তিনি ধর্মাধিকরণে কখনো আমাকে অপদস্ত করেন নাই। তিনি পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন।

ভগবান ইহা বলিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্টমনে ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দিত করিলেন।

[পূর্ণ-অববাদ সূত্র সমাপ্ত]

নন্দক-অববাদ সূত্র (২৪৬)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তখন মহাপ্রজাপতি গৌতমী পাঁচশত ভিক্ষুণীর সহিত ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্বক এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। একান্তে দণ্ডদায়মানা মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানকে বলিলেন- ভদন্ত! ভিক্ষুণীদিগকে অনুগ্রহপূর্বক উপদেশ দিন, অনুশাসন প্রদান করুন এবং ধর্মকথা বলুন।

সেই সময়ে স্থবির ভিক্ষুগণ পর্য্যায়ক্রমে ভিক্ষুণীদিগকে উপদেশ দিতেন। কিন্তু আয়ুষ্মান নন্দক ভিক্ষুণীদিগকে পর্য্যায়ক্রমে

উপদেশ দিতে ইচ্ছা করিতেন না। তখন ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেনঃ আনন্দ! অদ্য ভিক্ষুণীদিগকে পর্য্যায়ক্রমে উপদেশ প্রদানের কাহার পালা?- "ভদন্ত! নন্দকের পালা কিন্তু ভিক্ষুণীদিগকে উপদেশ প্রদান করিতে আয়ুষ্মান নন্দক ইচ্ছা করিতেছেন না।" তখন ভগবান আয়ুষ্মান নন্দককে আহ্বান করিলেনঃ "নন্দক! ভিক্ষুণীদিগকে উপদেশ দাও, অনুশাসন দাও, ধর্মকথা শ্রবণ করাও"। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া আয়ুষ্মান নন্দক ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিয়া পূর্বাহ্ন সময়ে বস্ত্র পরিধান করিয়া পাত্রচীবর লইয়া ভিক্ষার জন্য শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিলেন। শ্রাবস্তীতে ভিক্ষাচর্য্যা করিয়া ভোজনান্তে একাকী রাজকারামে উপস্থিত হইলেন। ভিক্ষুণীগণ দূর হইতে আয়ুষ্মান নন্দককে আসিতে দেখিলেন, দেখিয়া আসন প্রস্তুত করিলেন এবং পা ধুইবার জল রাখিলেন। আয়ুষ্মান নন্দক নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। বসিয়া পদদ্বয় প্রক্ষালন করিলেন। ভিক্ষুণীগণ আয়ুষ্মান নন্দককে অভিবাদন করিয়া উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্টা ভিক্ষুণীগণকে আয়ুষ্মান নন্দক বলিলেনঃ ভগিনীগণ! আমাদের আলোচনা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে হইবে। বুঝিতে পারিলে বলিবে "আমরা জানি" এবং না জানিতে পারিলে বলিবে "আমরা জানি না"। কাহারও সন্দেহ বা ভুল ধারণা থাকিলে আমাকে প্রতি-জিজ্ঞাসা করিবেঃ "ভদন্ত! ইহা কিরূপ, ইহার অর্থ কি"?

ভদন্ত! এই পর্য্যন্ত আর্য নন্দকের উপর আমরা সন্তুষ্ট ও আনন্দিত, যেহেতু তিনি আমাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন।

ভগিনীগণ! তোমরা ইহা কি মনে কর? চক্ষু নিত্য না অনিত্য?

- ভদন্ত" অনিত্য।

- যাহা অনিত্য তাহা কি দুঃখ, না সুখ?

- ভদন্ত! দুঃখ।

- যাহা অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী তাহাকে কি এইরূপে দর্শন করা যুক্তিযুক্তঃ "ইহা আমার, আমি ইহা হই। তাহা আমার আত্মা!"

- না, ভদন্ত!

শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন সম্পর্কেও এইরূপ।

তাহা কি হেতু?

ভদন্ত! ইহা পূর্বেই সম্যক্‌প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে আমাদের সুদৃষ্ট হইয়াছেঃ এই ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন অনিত্য।

সাধু, সাধু, ভগিনীগণ! সম্যক্ প্রজ্ঞা দ্বারা যথার্থভাবে দর্শন হেতু আর্যশ্রাবকের এইরূপ হয়। তোমরা কি মনে কর? রূপ নিত্য না অনিত্য? .... শব্দ .... গন্ধ .... রস .... স্পর্শ .... ধর্ম .... "এই ছয় বাহ্য-আয়তন অনিত্য।"

চক্ষুবিজ্ঞান .... শ্রোত্রবিজ্ঞান .... ঘ্রাণবিজ্ঞান .... জিহ্বাবিজ্ঞান .... কায়বিজ্ঞান .... মনোবিজ্ঞান, "এই ছয় বিজ্ঞানকায় অনিত্য"। সাধু, সাধু .... আর্যশ্রাবকের এইরূপ হয়।

ভগিনীগণ! যেমন প্রজ্বলিত তৈল প্রদীপের তৈল অনিত্য ও বিপরিণামধর্মী, বর্তি (সলিতা) অনিত্য ও বিপরিণামধর্মী, অর্চি (শিখা) অনিত্য ও বিপরিণামধর্মী, আভাও অনিত্য ও বিপরিণামধর্মী, যদি কেহ এইরূপ বলেঃ অমুক প্রজ্বলিত তৈল প্রদীপের তৈল অনিত্য .... কিন্তু ইহার আভা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, বিপরিণামধর্মী নহে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি যথার্থ বলে?- ভদন্ত! তাহা নহে। তাহা কি হেতু? ভদন্ত! অমুক প্রজ্বলিত তৈল প্রদীপের .... তাহার আভাও অনিত্য ও বিপরিণামধর্মী।

ভগিনীগণ! ঠিক এইরূপে যে এইরূপ বলেঃ "এই ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন অনিত্য, ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন হেতু যে সুখ, দুঃখ বা না-সুখ-না-দুঃখ অনুভব করি, তাহা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত ও অপরিণামধর্মী" সেই ব্যক্তি কি যথার্থ বলে?

ভদন্ত! তাহা নহে। তাহা কি হেতু? ভদন্ত! সেই সেই প্রত্যয় হেতু সেই সেই বেদনা উৎপন্ন হয়, এবং সেই সেই প্রত্যয়ের নিরোধ-হেতু সেই সেই বেদনা নিরুদ্ধ হয়।

সাধু, সাধু .... এইরূপ হয়।

ভগিনীগণ! যেমন কোন বিশাল সারবান দণ্ডায়মান বৃক্ষের মূল অনিত্য ও বিপরিণামধর্মী স্কন্ধ .... শাখাপ্রশাখা ...., ছায়া .... বিপরিণামধর্মী, যে এইরূপ বলে, অমুক ...., কিন্তু ছায়া নিত্য .... অবিপরিণামধর্মী, সে কি যথার্থ বলে?

ভদন্ত! তাহা নহে। তাহা কি হেতু? অমুক .... বিপরিণামধর্মী।

ভগিনীগণ! ঠিক এইভাবে কেহ যদি এইরূপ বলে ঃ এই ছয় বাহিরের আয়তন অনিত্য .... যথার্থ বলে?

ভদন্ত! তাহা নহে। .... নিরুদ্ধ হয়।

সাধু, সাধু .... এইরূপ হয়।

ভগিনীগণ! ইহা সেইরূপ যেমন কোন দক্ষ গোঘাতক অথবা গোঘাতক অন্তেবাসী গাভী বধ করিয়া তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা দেহটি কর্তন করে, ভিতরের মাংস নষ্ট করে না, বাহিরের চর্ম নষ্ট করে না, ভিতরের কণ্ডরা,ল্লায়ু, সন্ধিবন্ধনী, তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা ছিন্ন করে, কর্তন করে, পরিস্কারভাবে কাটে এবং তাহা করিয়া সমগ্র বাহিরের চর্ম পৃথক করিয়া, সেই চর্ম দ্বারা গাভীকে আচ্ছাদিত করিয়া যদি

এইরূপ বলেঃ "এই গাভী পূর্বের মত
চর্মের দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে"- তাহা হইলে সে কি যথার্থ বলে?

না, ভদন্ত! তাহা নহে। তাহা কি হেতু? যদিও ভদন্ত! দক্ষ গোঘাতক বা .... সংযুক্ত হইয়াছে"- তথাপি ঐ গাভী একই চর্ম দ্বারা সংযুক্ত নহে।

ভগিনীগণ! অর্থ বিজ্ঞাপনের জন্যই আমি উপমা দিয়াছি। ইহার অর্থ এইরূপঃ ভিতরের মাংসকায় ছয় আধ্যাত্মিক আয়তনের অধিবচন (নামান্তর), বাহিরের চর্মকায় ছয় বাহ্যিক আয়তনের অধিবচন, ভিতরের কণ্ডরা্ল্লায়ু, সন্ধি-বন্ধনী নন্দিরাগের অধিবচন, কশাই এর তীক্ষ্ণ অস্ত্র আর্যপ্রজ্ঞার অধিবচন, যে আর্যপ্রজ্ঞা আভ্যন্তরীণ ক্লেশ, সংযোজন, বন্ধন ছিন্ন করে, কর্তন করে, পরিস্কারভাবে কাটে।

ভগিনীগণ! এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ যাহা ভাবনা করিয়া, বর্ধিত করিয়া ভিক্ষু আসবক্ষয় করিয়া অনাসব হইয়া ইহজীবনে চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া লাভ করিয়া অবস্থান করেন। সপ্ত কি কি? এইস্থলে, ভগিনীগণ! ভিক্ষু বিবেকনিশ্রিত, বিরাগনিশ্রিত, নিরোধনিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন, একইভাবে ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন, বীর্য-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন, প্রীতিসম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন, প্রশ্রব্ধি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন, উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন। ভগিনীগণ! এই সপ্ত .... অবস্থান করেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান নন্দক ভিক্ষুণীদিগকে এই উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেনঃ ভগিনীগণ! সময় হইয়াছে, এইবার তোমরা যাও।

তখন ভিক্ষুণীগণ আয়ুষ্মান নন্দকের ভাষণকে অভিনন্দিত ও অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উঠিয়া আয়ুষ্মান নন্দককে অভিবাদনান্তে প্রদক্ষিণ করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া .... একান্তে দাঁড়াইলেন। একান্ত স্থিতা ভিক্ষুণীদিগকে ভগবান বলিলেনঃ ভিক্ষুণীগণ! এখন সময় হইয়াছে, তোমরা যাও। তখন ভিক্ষুণীগণ .... চলিয়া গেলেন। তাঁহারা চলিয়া যাইবার পরেই ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেনঃ ভিক্ষুগণ! যেমন চতুর্দশী উপোসথ দিবসে বহুলোকের কোন সন্দেহ বা ভুল ধারণা হয় না, চন্দ্র পূর্ণ নয় অথবা চন্দ্র পূর্ণ, যদিও তখন চন্দ্র পূর্ণ নয়, ঠিক এইরূপে সেই ভিক্ষুণীগণ নন্দকের ধর্মদেশনায় সন্তুষ্ট হইয়াছে, কিন্তু পরিপূর্ণ সঙ্কল্প হয় নাই।

তখন ভগবান আয়ুষ্মান নন্দককে আহ্বান করিলেনঃ নন্দক! আগামী কল্যও তুমি ভিক্ষুণীদের সেইভাবে উপদেশ প্রদান করিতে পার।

"হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া আয়ুষ্মান নন্দক ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান নন্দক সেই রাত্রির অবসানে পূর্বাহ্ন সময়ে বস্ত্র পরিধান করিয়া পাত্রচীবর লইয়া ভিক্ষার জন্য শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিলেন .... নিত্য কি অনিত্য? .... সময় হইয়াছে। তোমরা যাও।[১]

তাঁহার চলিয়া যাইবার পরেই ভগবান .... পঞ্চদশী পূর্ণিমায় .... যেহেতু চন্দ্র পূর্ণ হইয়াছে, ঠিক এইরূপে .... নন্দকের ধর্মদেশনায় ভিক্ষুণীগণ সন্তুষ্ট ও পরিপূর্ণসঙ্কল্প হইয়াছে।

---

[১] সূত্রের প্রারম্ভে উলিণ্ঢখিত হইয়াছে।

ভিক্ষুণীদের শেষ পর্য্যন্ত সকলেই
স্রোতাপন্না, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণা হইয়াছে।

ভগবান ইহা বলিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্টমনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[নন্দক-অববাদ সূত্র সমাপ্ত]

ক্ষুদ্র রাহুল-অববাদ সূত্র (১৪৭)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তখন একাকী ধ্যানমগ্ন থাকিবার সময় ভগবানের এইরূপ চিত্ত-পরিবির্তক উৎপন্ন হইয়াছিলঃ "রাহুলের বিমুক্তি পরিপাকের ধর্মগুলি পরিপক্ক হইয়াছে। আমার উচিত তাহাকে আসবক্ষয়ের জন্য শিক্ষা দেওয়া"। তখন ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে .... রাহুলকে আহ্বান করিলেনঃ "রাহুল! বসিবার আসন গ্রহণ কর, দিবাবিহারের জন্য আমরা অন্ধবনে যাইব"। "হ্যাঁ ভদন্ত!" বলিয়া আয়ুষ্মান রাহুল ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিয়া আসন লইয়া ভগবানকে পিছনে পিছনে অনুসরণ করিলেন।

সেই সময়ে অনেক সহস্র দেবতা এইরূপ বলিতে বলিতে ভগবানকে অনুসরণ করিলেনঃ "অদ্য ভগবান আয়ুষ্মান রাহুলকে আসবক্ষয়ের জন্য শিক্ষা দিবেন।"

তখন ভগবান অন্ধবনে প্রবেশ করিয়া একটি বৃক্ষতলে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। আয়ুষ্মান রাহুলও ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট

আয়ুষ্মান রাহুলকে ভগবান বলিলেনঃ রাহুল! তুমি কি মনে কর? চক্ষু নিত্য, অথবা অনিত্য?

ভদন্ত! অনিত্য! .... চক্ষুবিজ্ঞান .... চক্ষু সংস্পর্শ .... অনিত্য।[১] রাহুল! তুমি কি মনে কর? যাহা চক্ষু-সংস্পর্শ হেতু বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান বলিয়া উৎপন্ন হয় তাহা কি নিত্য, অথবা অনিত্য? .... অনিত্য। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন সম্পর্কেও এইরূপ।

রাহুল! তুমি কি মনে কর? ধর্ম নিত্য অথবা অনিত্য? ভদন্ত! অনিত্য .... মনোবিজ্ঞান .... মনোসংস্পর্শ .... না ভদন্ত।

রাহুল ইহা দেখিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক চক্ষুবিষয়ে নির্বেধ প্রাপ্ত হন, রূপে, চক্ষুবিজ্ঞানে, চক্ষু-সংস্পর্শে, চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনায়, সংজ্ঞায়, সংস্কারে, বিজ্ঞানে, শ্রোত্রে, ... মনোসংস্পর্শজ বেদনায়, সংজ্ঞায়, সংস্কারে ও বিজ্ঞানে নির্বেদ প্রাপ্ত হন। নির্বেদপ্রাপ্ত হইলে বীতরাগ হন, বীতরাগ হইলে "বিমুক্তি হইয়াছি" বলিয়া জ্ঞান হয়, "আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে এবং অত্র আর আসিতে হইবে না।"

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। আয়ুষ্মান রাহুল ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ইহা বিশ্লেষণ করিয়া বলিবার সময়ে আয়ুষ্মান রাহুলের চিত্ত উপাদানহীন হইয়া আসব হইতে বিমুক্ত হইল। বহু সহস্র দেবতাদেরও বিরজ বীতমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইলঃ যাহা কিছু সমুদয়ধর্মী তাহা সবই নিরোধধর্মী।

[ক্ষুদ্র রাহুল-অববাদ সূত্র সমাপ্ত]

---

[১] নন্দক-অববাদ সূত্র দ্রষ্টব্য।

ষড়ষট্‌ক[১] সূত্র (১৪৮)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেনঃ "হে ভিক্ষুগণ"! - হ্যাঁ ভদন্ত"! বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেনঃ- আমি 'ছয় ছয়টি' বিষয়ে ধর্মদেশনা করিব যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্য্যবসানে কল্যাণ, অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত এবং পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য প্রকাশক। তোমরা তাহা উত্তমরূপে মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি। "হ্যাঁ ভদন্ত!" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান কহিলেন- ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন জ্ঞাতব্য, ছয় বাহ্য আয়তন, ছয় বিজ্ঞানকায়, ছয় স্পর্শকায়, ছয় বেদনাকায়, ছয় তৃষ্ণাকায় জ্ঞাতব্য।

ইহা কথিত হইয়াছে, "ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন জ্ঞাতব্য"। কি কারণে ইহা কথিত হইয়াছে? চক্ষু-আয়তন, শ্রোত্র-আয়তন, ঘ্রাণ-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, কায়-আয়তন, মন-আয়তন। এই ছয় আধ্যাত্মিক সম্পর্কে ইহা কথিত হইয়াছে .... ইহা প্রথম ছয়টি।

ইহা কথিত হইয়াছে, "ছয় বাহ্য আয়তন জ্ঞাতব্য" ....? রূপ-আয়তন, শব্দ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্প্রষ্টব্য-আয়তন, ধর্ম-আয়তন। .... ইহা দ্বিতীয় ছয়টি।

ইহা .... ছয় বিজ্ঞানকায় ....? চক্ষু ইন্দ্রিয়হেতু রূপে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, শ্রোত্র ইন্দ্রিয় হেতু শব্দে শ্রোত্রে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় হেতু গন্ধে ঘ্রাণবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, জিহ্বা-

---

[১] ছয় ছয়টি।

ইন্দ্রিয় হেতু রসে জিহ্বাবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, কায়-ইন্দ্রিয়হেতু স্পর্শে কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, মন-ইন্দ্রিয় হেতু ধর্মে মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই সম্পর্কে .... ইহা তৃতীয় ছয়টি।

ইহা কথিত .... ছয় স্পর্শকায় .... কথিত হইয়াছে? চক্ষুহেতু রূপে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়- এই তিনের সঙ্গতিতে (সংযোগ)। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কেও এইরূপ। এই সম্পর্কেই .... ইহা চতুর্থ ছয়টি।

ইহা কথিত .... ছয় বেদনাকায় .... কথিত হইয়াছে? চক্ষু হেতু রূপে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই তিনের সংযোগে স্পর্শ, স্পর্শহেতু বেদনা উৎপন্ন হয়। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন সম্পর্কেও এইরূপ। .... ইহা পঞ্চম ছয়টি।

ইহা কথিত .... তৃষ্ণাকায় .... কথিত হইয়াছে? চক্ষুহেতু রূপে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই তিনের সংযোগে স্পর্শ, স্পর্শহেতু বেদনা, বেদনাহেতু তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, শ্রোত্র .... মন সম্পর্কেও এইরূপ। ..ইহা ষষ্ঠ ছয়টি।

যদি কেহ বলে, "চক্ষু আত্মা", তাহা ঠিক নহে[১]। চক্ষুর উৎপত্তি ও ব্যয় দেখা যায়, কেহ তাহাতে বলিতে পারে 'আমার মধ্যে আত্মা উৎপন্ন হয় ও বিলয় হয়'। সুতরাং যদি কেহ বলে "চক্ষু আত্মা", তাহা ঠিক নহে। এইরূপে 'চক্ষু অনাত্ম। রূপ, চক্ষুবিজ্ঞান, চক্ষুসংস্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন, মনোবিজ্ঞান, মনঃ-সংস্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা সম্পর্কেও এইরূপ; এইরূপে মন অনাত্ম, ধর্ম অনাত্ম, মনোবিজ্ঞান অনাত্ম, মনোসংস্পর্শ অনাত্ম, বেদনা অনাত্ম, তৃষ্ণা অনাত্ম।

---

[১] তথন উপ্পজ্জতি-তিন যুঞ্জতি-প.সূ।

কিন্তু ভিক্ষুগণ! ইহা সৎকায় সমুদয় গামিনী প্রতিপদ (মার্গ)ঃ চক্ষু সম্পর্কে কেহ দর্শন করেন, "ইহা আমার, "আমি ইহা হই", ইহা আমার আত্মা"। রূপ, চক্ষুবিজ্ঞান, চক্ষু-সংস্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন, ধর্ম, মনোবিজ্ঞান, মনোসংস্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা সম্পর্কেও এইরূপ।

ভিক্ষুগণ! ইহা সৎকায় নিরোধগামিনী প্রতিপদঃ কেহ চক্ষু সম্পর্কে দর্শন করেঃ "ইহা আমার নহে, আমি ইহা নহি, ইহা আমার আত্মা নহে"। রূপ, চক্ষুবিজ্ঞান .... মন .... বেদনা, তৃষ্ণা সম্পর্কেও এইরূপ।

ভিক্ষুগণ! চক্ষু এবং রূপ হেতু, চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই তিনের সংযোগে স্পর্শ, স্পর্শহেতু সুখ, দুঃখ অথবা না-দুঃখ-না-সুখ বেদনা (অনুভূতি) উৎপন্ন হয়। সে সুখ বেদনায় স্পৃষ্ট হইয়া আনন্দিত হয়, উল্লাস প্রকাশ করে এবং নিবিষ্ট হইয়া থাকে, তাহার রাগানুশয় অনুশয়ন করে। দুঃখবেদনায় স্পৃষ্ট হইয়া শোক করে, কষ্ট পায়, ক্রন্দন করে, মোহগ্রস্ত হয়, তাহার প্রতিঘ-অনুশয় অনুশয়ন করে। না-দুঃখ-না সুখ বেদনা স্পৃষ্ট হইয়া সেই বেদনার সমুদয়, অস্তগমন, আস্বাদ, আদীনব এবং নিঃসরণ যথার্থভাবে জানে না, তাহার অবিদ্যা-অনুশয় অনুশয়ন করে। ভিক্ষুগণ! সুখবেদনার রাগানুশয় পরিত্যাগ না করিয়া, দুঃখবেদনার প্রতিঘানুশয় দুরীভূত না করিয়া, না-দুঃখ-না সুখ বেদনার অবিদ্যানুশয় সমুচ্ছিন্ন না করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ না করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করেনা বলিয়া দৃষ্টধর্মে দুঃখের অবসান হইবে ইহা সম্ভব নহে। শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ .... মন এবং ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

ভিক্ষুগণ! চক্ষু এবং রূপহেতু .... না-দুঃখ-না-সুখবেদনা। সে সুখবেদনায় স্পৃষ্ট হইয়া আনন্দিত হয়না। উল্লাস প্রকাশ করে না। নিবিষ্ট হইয়া থাকে না, তাঁহার রাগানুশয় অনুশয়ন করে না। দুঃখবেদনায় .... নিঃসরণ যথার্থভাবে জানে, তাহার অবিদ্যা অনুশয় অনুশয়ন করে না। ভিক্ষুগণ! সে সুখবেদনার রাগানুশয় .... সমুচ্ছিন্ন করিয়া .... দুঃখের অবসান করিবে- ইহা সম্ভব। শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ .... মন এবং ধর্ম সম্পর্কেও এইরূপ।

ভিক্ষুগণ! এইরূপ দেখিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক চক্ষুতে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, চক্ষুবিজ্ঞানে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, চক্ষুসংস্পর্শে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনায় নির্বেদপ্রাপ্ত হন। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন সম্পর্কেও এইরূপ। নির্বেদপ্রাপ্ত হইয়া রাগমুক্ত হন, বিরাগহেতু বিমুক্ত হন, 'বিমুক্তিতে বিমুক্ত হইয়াছি' বলিয়া তাঁহার জ্ঞান হয়ঃ জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে .... অত্র আর আসিতে হইবে না" বলিয়া প্রকৃষ্টভাবে জানেন।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্টমনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ইহা বিশ্লেষণ করিয়া বলিবার সময়ে ষাটজন ভিক্ষু রাগমুক্ত হইয়া আসব হইতে চিত্তবিমুক্ত হইয়াছিলেন।

[ষড়ষট্‌ক সূত্র সমাপ্ত]

মহাষড়ায়তনিক সূত্র (১৪৯)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

একসময় ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে। তথায় ভগবান ভিক্ষুদিগকে

আহ্বান করিলেন- "হে ভিক্ষুগণ"!
"ভদন্ত!" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন- ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদিগকে মহাষড়ায়তন সম্পর্কে দেশনা করিব। তাহা উত্তমরূপে মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ কর, আমি বলিতেছিঃ "হ্যাঁ ভদন্ত!" বলিয়া ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেন-

ভিক্ষুগণ! চক্ষুকে যথার্থরূপে না জানিয়া না দেখিয়া রূপকে .... চক্ষুবিজ্ঞানকে .... চক্ষুসংস্পর্শকে না জানার ও না দেখার কারণে হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা না-দুঃখ-না সুখ বেদনা উৎপন্ন হয় তাহাও যথার্থভাবে না জানা ও না দেখার কারণে চক্ষুতে রাগানুযুক্ত হয়, রূপে .... চক্ষুবিজ্ঞানে যে দুঃখ বা সুখ বা না-দুঃখ না সুখ বা না-দুঃখ-না-না-সুখ বেদনা উৎপন্ন হয় তাহাতে রাগানুযুক্ত হয়। তাহার রাগযুক্ত, সংযুক্ত, মুঢ় ও আস্বাদ-অনুদর্শী হইয়া অবস্থান হেতু ভবিষ্যতের জন্য পঞ্চ-উপাদান স্কন্ধ সঞ্চিত হইতে থাকে। তাহার পুণর্ভবসাধিকা, নন্দিরাগ সহগতা, তত্রতত্র অভিনন্দিনী তৃষ্ণা বর্দ্ধিত হয়। তাহার কায়িক দুঃখ বর্ধিত হয়, চৈতসিক দুঃখ বর্ধিত হয়, কায়িক সন্তাপ বর্ধিত হয়, চৈতসিক সন্তাপ বর্ধিত হয়, কায়িক পরিদাহ বর্ধিত হয়, চৈতসিক পরিদাহ বর্ধিত হয়। সে কায়িক দুঃখ ও মানসিক দুঃখ অনুভব করে। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন সম্পর্কেও এইরূপ।

ভিক্ষুগণ! চক্ষুকে যথার্থরূপে জানিয়া দেখিয়া, রূপকে .... চক্ষুবিজ্ঞানকে .... চক্ষুসংস্পর্শকে .... চক্ষুসংস্পর্শহেতু যে সুখ, দুঃখ, না দুঃখ-না সুখ বেদনা উৎপন্ন হয় তাহা যথার্থরূপে জানিয়া দেখিয়া, তাহার জানা ও দেখার কারণে চক্ষুতে রাগানুযুক্ত হয় না .... তাহার রাগানুযুক্ত .... অবস্থান করিবার কারণে ভবিষ্যতে পঞ্চ

উপাদান স্কন্ধ অপচয় প্রাপ্ত হয়, ... তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হয়। তাহার কায়িক দুঃখ পরিত্যক্ত হয় .... কায়িক সুখ ও চৈতসিক সুখ অনুভব করে। যথার্থ যে দৃষ্টি তাহা ইহার সম্যক্ দৃষ্টি। .... সংকল্প, তাহা সম্যক্ সংকল্প .... ব্যায়াম, তাহা ইহার সম্যক্ সংকল্প .... সম্যক্ ব্যায়াম .... সম্যক্ স্মৃতি .... সম্যক্ সমাধি। তাহার পূর্বের কায়কর্ম, বাককর্ম ও আজীব সুপরিশুদ্ধ হইয়াছে। এইরূপে তাহার আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনাও পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনাহেতু চারি স্মৃতি প্রস্থান .... চারি সম্যক্ প্রধান .... চারি ঋদ্ধিপাদ .... পঞ্চ ইন্দ্রিয় .... পঞ্চবল .... সপ্তবোধ্যঙ্গ ভাবনাও পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। তাহার এই দুই ধর্ম যুগনদ্ধভাবে ঘটে, যথা- শমথ এবং বিদর্শন। যে সকল ধর্ম অভিজ্ঞা দ্বারা পরিজ্ঞেয়, সে সেইগুলি অভিজ্ঞা দ্বারা জানে, যে সকল ধর্ম অভিজ্ঞা দ্বারা পরিত্যাজ্য .... পরিত্যাগ করে ভাবনার যোগ্য .... ভাবনা করে .... সাক্ষাৎকরণীয় .... সাক্ষাৎ করে। ভিক্ষুগণ! কি কি ধর্ম অভিজ্ঞা দ্বারা পরিজ্ঞেয়? ইহার উত্তরঃ পঞ্চ-উপাদান স্কন্ধ, যথা- রূপউপাদান স্কন্ধ, বেদনা .... সংজ্ঞা ...., সংস্কার, বিজ্ঞানউপাদান-স্কন্ধ, এই ধর্মগুলি অভিজ্ঞা দ্বারা পরিজ্ঞেয়। ভিক্ষুগণ! কি কি ধর্ম অভিজ্ঞা দ্বারা পরিত্যাজ্য? অবিদ্যা এবং ভবতৃষ্ণা .... পরিত্যাজ্য। .... ভাবনার যোগ্য? .... শমথ এবং বিদর্শন। .... সাক্ষাৎ করণীয়? বিদ্যা এবং বিমুক্তি- এই ধর্মগুলি অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকরণীয়। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন সম্পর্কেও এইরূপ।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্টমনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[মহাষড়ায়তনিক সূত্র সমাপ্ত]

নগরবিন্দবাসী সূত্র (১৫০)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

এক সময় ভগবান মহাভিক্ষুসংঘের সহিত কোশলরাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে নগরবিন্দ নামক কোশলের এক ব্রাহ্মণ গ্রামে পৌঁছিলেন।

নগরবিন্দবাসী ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ শুনিলেনঃ শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ গৌতম শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত হইয়া .... নগরবিন্দে উপস্থিত হইয়াছেন। ভবদীয় গৌতম সম্পর্কে এইরূপ কল্যাণ কীর্তিশব্দ অভ্যুদ্গত হইয়াছেঃ ভগবান, অর্হৎ .... সেইরূপ অর্হতের দর্শন সাধু হয়। তখন নগরবিন্দবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ .... উপস্থিত হইয়া কেহ কেহ ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপ ও কুশলাদি বিনিময় সমাপন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন, কেহ কেহ কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন, কেহ কেহ ভগবানের নিকট নাম গ্রোত্র বলিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। এবং কেহ কেহ তুষ্ণীভূত হইয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট নগরবিন্দবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণকে ভগবান বলিলেনঃ হে গৃহপতিগণ! যদি অন্যতীর্থিক প্ররিব্রাজকগণ আপনাদিগকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করেনঃ গৃহপতিগণ! কিরূপ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সৎকারযোগ্য, গুরুস্থানীয়, মান্য ও পূজনীয় নহে? তাহা হইলে আপনারা সে অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকদের এইরূপ ব্যাখ্যা করিবেনঃ যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপে অবীতরাগ, অবীতদ্বেষ, অবীতমোহ, আধ্যাত্মিকভাবে অশান্তচিত্ত, কায়ে বাক্যে মনে সমচর্য্যা-বিষমচর্য্যাসহকারে বিচরণ করেন, সেই সকল শ্রমণ

ব্রাহ্মণ সৎকারযোগ্য .... পূজনীয় নহে। শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দে, ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধে, জিহ্বাবিজ্ঞেয় রসে, কায়বিজ্ঞেয় স্পর্শে ও মনোবিজ্ঞেয় ধর্মেও এইরূপ। তাহা কি হেতু? যখন আমরা চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপে অবীতরাগ .... বিচরণ করি, আমাদের সমচর্য্যা উচ্চতর বলিয়া তাঁহাদের দৃষ্ট হয় না, সেই কারণে ঐ সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পূজনীয় নহেন। শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ .... মনোবিজ্ঞেয় ধর্মেও এইরূপ। গৃহপতিগণ! যদি এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া আপনারা অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকদের নিকট এইভাবে ব্যাখ্যা করিবেন।

গৃহপতিগণ! যদি অন্যতীর্থিক .... এইরূপ জিজ্ঞাসা করেন- "কিরূপ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সৎকারযোগ্য .... পূজনীয়"? তাহা হইলে আপনারা বীতরাগ, বীতদ্বেষ, বীতমোহ, অধ্যাত্মভাবে শান্তচিত্ত, কায়বাক্যমনে সমচর্য্য (শিষ্টাচার) পালন করে, এইরূপ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সৎকারযোগ্য .... পূজনীয়। তাহা কি হেতু? যখন আমরা চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপে অবীতরাগ .... বিষমচর্য্যা সহকারে বিচরণ করি, আমাদের সমচর্য্যা উচ্চতর বলিয়া তাঁহাদের দৃষ্ট হয়, এই কারণে সেই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ .... পূজনীয়। শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দে .... মনোবিজ্ঞেয় ধর্মেও এইরূপ। গৃহপতিগণ! এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া আপনারা সেই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে এইরূপ উত্তর দিবেন।

গৃহপতিগণ! যদি অন্যতীর্থিক .... জিজ্ঞাসা করেনঃ আয়ুষ্মানদের কি কারণ কি অন্বয় (প্রত্যয়) আছে আপনারা তাঁহাদের সম্পর্কে এইরূপ বলেনঃ "নিশ্চয়ই সেই সকল আয়ুষ্মান বীতরাগ অথবা রাগ দূরীকরণে প্রতিপন্ন, বীতদ্বেষ অথবা দ্বেষ দূরীকরণে প্রতিপন্ন, বীতমোহ অথবা মোহ দূরীকরণে প্রতিপন্ন"? এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া আপনারা তাঁহাদিগকে উত্তর দিবেনঃ

আয়ুষ্মানগণ অরণ্য-বনপ্রস্থে ও নির্জন
প্রান্তে বসবাস করে, তথায় সেইরূপ কোন চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ নাই যাহা দেখিয়া তাঁহারা-আনন্দলাভ করিতে পারেন না, শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ যাহা শুনিয়া .... ঘ্রাণবিজ্ঞেয় .... গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, ... জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস আস্বাদন করিয়া .... কায়বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করিয়াও আনন্দলাভ করিতে পারেন না। বন্ধুগণ! এ সকল কারণ, এই সকল অন্বয় আছে যাহাতে আমরা আয়ুষ্মানদের সম্পর্কে এইরূপ বলিঃ নিশ্চয়ই- সেই সকল আয়ুষ্মান..উত্তর দিবেন।

এইরূপ কথিত হইলে নগরবিন্দবাসী ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ ভগবানকে বলিলেনঃ অতি সুন্দর হে গৌতম! অতিসুন্দর হে গৌতম! যেমন উল্টানকে সোজা .... ভবদীয় গৌতম অদ্য হইতে আমরণ আমাদিগকে উপাসকরূপে ধারণ করুন।

[নগরবিন্দবাসী সূত্র সমাপ্ত]

পিণ্ডপাত পারিশুদ্ধি সূত্র (১৫১)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

এক সময় ভগবান রাজগৃহ সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন বেণুবনে কলন্দক নিবাপে। সেই সময় আয়ুষ্মান শারিপুত্র সায়াহ্ন সময়ে সমাধি হইতে উঠিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান শারিপুত্রকে ভগবান বলিলেনঃ শারিপুত্র! তোমার ইন্দ্রিয়গুলি বিপ্রসন্ন ও পরিশুদ্ধ এবং গাত্রবর্ণ পর্য্যবদাত। শারিপুত্র! কিসে অবস্থানের দ্বারা তুমি পূর্ণরূপে বিহার কর?

ভদন্ত! শূন্যতায় (ধ্যানস্তর)[১] অবস্থানের দ্বারা আমি পূর্ণরূপে বিহার করি।

সাধু, সাধু, শারিপুত্র! মহাপুরুষ[২] বিহারের মত তোমরা পূর্ণ বিহার। মহাপুরুষ বিহারই শূন্যতায় অবস্থান। সুতরাং, শারিপুত্র! যদি কোন ভিক্ষু এইরূপ আকাঙ্খা করেন;- শূন্যতায় অবস্থানের দ্বারা আমার পূর্ণরূপে বিহার করা উচিত, তাহার এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করা উচিতঃ যে মার্গ দিয়া আমি ভিক্ষার জন্য গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিলাম, যে স্থানে আমি ভিক্ষাচর্য্যা করিয়াছিলাম, যে মার্গ দিয়া আমি গ্রাম হইতে ভিক্ষাচর্য্যা করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলাম, তথায় কি চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপে আমার চিত্তে ছন্দ অথবা রাগ দ্বেষ অথবা মোহ অথবা প্রতিঘ থাকে?

---

[১] সুঞ্ঞতাফলাসমাপত্তিবিহারেন-প.সূ।

[২] মহাপুরিসবিহারো তি বুদ্ধ-পচ্চেকবুদ্ধ-তথাগত-মহাসাবকানং মহাপুরিসানং বিহারো-প.সূ।

শারিপুত্র! যদি ভিক্ষু প্রত্যবেক্ষণাকালে এইরূপ জানেনঃ "যে মার্গ দিয়া আমি .... প্রতিঘ থাকে"- তাহা হইলে, শারিপুত্র! সেই সকল পাপ ও অকুশল ধর্ম পরিত্যাগের জন্য ভিক্ষুর চেষ্টা করা কর্তব্য।

শারিপুত্র! যদি ভিক্ষু প্রত্যবেক্ষণকালে..প্রতিঘ থাকে না, তাহা হইলে, শারিপুত্র! ভিক্ষুর অহোরাত্র কুশল ধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া প্রীতি প্রফুল্লচিত্তে অবস্থান করা কর্তব্য।

পুনশ্চ, শারিপুত্র! ভিক্ষুর ইহা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্যঃ যে মার্গ দিয়া আমি .... প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলাম, তথায় কি আমার চিত্তে শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দে, ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধে, জিহ্বাবিজ্ঞেয় রসে, কায়বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্যেও থাকে? মনোবিজ্ঞেয় ধর্মে ছন্দ, রাগ .... প্রতিঘ থাকে?

যদি, শারিপুত্র! পর্যবেক্ষণকালে ভিক্ষু জানেনঃ যে মার্গ .... তাহা ঐ সকল পাপ ও অকুশল ধর্ম পরিত্যাগের জন্য ভিক্ষুর চেষ্টা করা কর্তব্য।

যদি শারিপুত্র! .... মনোবিজ্ঞেয় ধর্মে .... প্রতিঘ থাকে না, তাহা হইলে .... প্রীতি প্রফুল্ল চিত্তে অবস্থান করা কর্তব্য।

পুনশ্চ, শারিপুত্র! ভিক্ষুর এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্যঃ আমার দ্বারা পঞ্চকামগুণ পরিত্যক্ত হইয়াছে? শারিপুত্র! যদি ভিক্ষু পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানেনঃ পঞ্চকামগুণ আমার দ্বারা পরিত্যক্ত হয় নাই, তাহা হইলে পঞ্চকামগুণ পরিত্যাগের জন্য ভিক্ষুর চেষ্টা করা কর্তব্য।

যদি, শারিপুত্র! ভিক্ষু পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জানেনঃ আমার দ্বারা পঞ্চকামগুণ পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা হইলে অহোরাত্র কুশলধর্ম .... প্রফুল্লচিত্তে অবস্থান করা কর্তব্য।

পুনশ্চ, শারিপুত্র! ভিক্ষুর এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্যঃ আমার দ্বারা পঞ্চনীবরণ কি পরিত্যক্ত হইয়াছে? যদি ভিক্ষু পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা এইরূপ জানেনঃ আমার দ্বারা পঞ্চনীবরণ পরিত্যক্ত হয় নাই, তাহা হইলে .... পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি ভিক্ষু .... জানেন .... পঞ্চনীবরণ পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা হইলে .... অবস্থান করা কর্তব্য।

পুনশ্চ .... কর্তব্যঃ পঞ্চ-উপাদানস্কন্ধ কি আমার দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়াছে? যদি .... পরিজ্ঞাত হয় নাই, তাহা হইলে, পঞ্চ-উপাদান-স্কন্ধের পরিজ্ঞানের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি .... জানেন .... পরিজ্ঞাত হইয়াছে, তাহা হইলে .... অবস্থান করা কর্তব্য।

পুনশ্চ, ... চারি স্মৃতি প্রস্থান কি আমার দ্বারা ভাবিত হইয়াছে? যদি..ভাবিত না হয়, তাহা হইলে চারি স্মৃতি প্রস্থান ভাবনার জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি..ভাবিত হইয়াছে .... অবস্থান করা কর্তব্য।

চারি সম্যক্ প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, শমথ ও বিদর্শন সম্পর্কেও এইরূপ।

পুনশ্চ, শারিপুত্র! ভিক্ষুর প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্যঃ আমার দ্বারা কি বিদ্যা এবং বিমুক্ত সাক্ষাৎকৃত হইয়াছে? যদি ভিক্ষু পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জানেন .... সাক্ষাৎকৃত হয় নাই, তাহা হইলে .... অবস্থান করা কর্তব্য।

শারিপুত্র! সুদূর অতীতে যে সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণ তাঁহাদের পিণ্ডপাত (ভিক্ষায়) পরিশুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এইভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পিণ্ডপাত পরিশুদ্ধ করিয়াছিলেন। সুদূর

অনাগতে .... পরিশুদ্ধ করিবেন।
বর্তমানে .... পরিশুদ্ধ করেন। শারিপুত্র! তোমাদের এইরূপে পিণ্ডপাত শিক্ষণীয়ঃ পর্যবেক্ষণ করিয়া পিণ্ডপাত পরিশুদ্ধ করিব। শারিপুত্র! .... শিক্ষণীয়।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। আয়ুষ্মান শারিপুত্র সন্তুষ্টমনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[পিণ্ডপাত পারিশুদ্ধি সূত্র সমাপ্ত]

ইন্দ্রিয় ভাবনা সূত্র (১৫২)

আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ-

এক সময় ভগবান কজঙ্গল সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন মুখেলুবনে। তখন পারাশরীয় অন্তেবাসী উত্তরনায়ক মাণবক ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপ ও কুশলাদি বিনিময় সমাপন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট উত্তর মাণবককে ভগবান বলিলেনঃ উত্তর! পারাশরীয় ব্রাহ্মণ কি শিষ্যদের নিকট ইন্দ্রিয়ভাবনা দেশনা করেন?

-হে গৌতম! পারাশরীয় ব্রাহ্মণ শিষ্যদের নিকট ইন্দ্রিয়ভাবনা দেশনা করেন।

-কিন্তু উত্তর! পারাশরীয় ব্রাহ্মণ যথাযথ রূপে শিষ্যদের নিকট ইন্দ্রিয়ভাবনা দেশনা করেন?

-হে গৌতম! 'কেহ চক্ষু দ্বারা রূপ দেখিবে না, শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনিবে না'- এইরূপে পারাশরীয় ব্রাহ্মণ শিষ্যদের নিকট ইন্দ্রিয়ভাবনা দেশনা করেন।

উত্তর! এইরূপ হইলে পারাশরীয়ের কথানুযায়ী, অন্ধ হইবে ভাবিতইন্দ্রিয়, বধির হইবে ভাবিত-ইন্দ্রিয়। কারণ, অন্ধ চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিতে পারে না, বধির শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনিতে পারে না।

এইরূপ কথিত হইলে পারাশরীয় অন্তেবাসী উত্তর মাণবক তুষ্ণীভূত, মঙ্কুভূত, অধোশির, অধোমুখ হইয়া চিন্তিতভাবে নির্বাক হইয়া উপবিষ্ট রহিলেন।

তখন ভগবান .... উত্তরকে তুষ্ণীভূত .... নির্বাক জানিয়া আনন্দকে আহ্বান করিলেনঃ আনন্দ! পারাশরীয় ব্রাহ্মণ শিষ্যদের ইন্দ্রিয়ভাবনা সম্পর্কে অন্যরূপ দেশনা করেন, আর আর্যবিনয়ে অনুত্তর ইন্দ্রিয়ভাবনা অন্যরকম।

ভগবান! ইহাই উপযুক্ত সময়, সুগত! ইহাই উপযুক্ত সময় যেন ভগবান অনুত্তর ইন্দ্রিয়ভাবনা দেশনা করেন, ভগবানের নিকট শুনিয়া ভিক্ষুগণ অবধারণ করিবেন।

তাহা হইলে, আনন্দ! তোমরা মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেনঃ

আনন্দ! আর্যবিনয়ে অনুত্তর ইন্দ্রিয়ভাবনা কিরূপ? এইস্থলে, আনন্দ! চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া ভিক্ষুর যাহা মনোজ্ঞ, যাহা অমনোজ্ঞ, যাহা মনোজ্ঞ ও অমনোজ্ঞ তাহা উৎপন্ন হয়। তিনি ইহা প্রকৃষ্টরূপে জানেনঃ আমার মধ্যে যাহা মনোজ্ঞ, অমনোজ্ঞ, মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা সংস্কৃত ও স্থূল কারণে সমুৎপন্ন, ইহা শান্ত, ইহা প্রণীত যেমন এই উপেক্ষা। তাঁহার যাহা উৎপন্ন মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ তাহা নিরুদ্ধ হয়, উপেক্ষা সংস্থিত থাকে। যেমন, আনন্দ! চক্ষুষ্মান পুরুষ চক্ষু উন্মীলিত করিয়া

নিমীলিত করে, নিমীলিত করিয়া
উন্মীলিত করে, ঠিক এইরূপে আনন্দ! যাহার এইরূপ দ্রুত, এইরূপ ত্বরিতগতিতে, এইরূপ সহজে উৎপন্ন মনোজ্ঞ .... তাহা যখন নিরুদ্ধ হয় তখন উপেক্ষা সংস্থিত হয়। আনন্দ! ইহা আর্য বিনয়ে চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপে অনুত্তর ইন্দ্রিয়ভাবনা বলিয়া কথিত হয়।

পুনশ্চ, আনন্দ! শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া .... উপেক্ষা সংস্থিত হয়। যেমন, আনন্দ! কোন বলবান পুরুষ সহজেই অঙ্গুলি স্ফোটন করিতে পারে, ঠিক এইরূপে .... শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দে .... কথিত হয়।

পুনশ্চ আনন্দ! ঘ্রাণের দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া .... সংস্থিত হয়। যেমন, আনন্দ! অর্ধনমিত পদ্মপত্রে বারিবিন্দু পতিত হইয়া গড়াইয়া যায়, সংস্থিত হয়, ঠিক এইরূপে .... কথিত হয়।

পুনশ্চ, আনন্দ! জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করিয়া .... সংস্থিত হয়। যেমন, আনন্দ! বলবান পুরুষ জিহ্বাগ্রে সঞ্চিত ক্ষ্বেড়পিণ্ড (থুথু) সহজেই বাহিরে নিক্ষেপ করিতে পারে। ঠিক এইরূপে .... কথিত হয়।

পুনশ্চ, আনন্দ! কায়দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করিয়া .... সংস্থিত হয়। যেমন, আনন্দ! বলবান পুরুষ সঙ্কোচিত বাহুকে প্রসারিত করিতে অথবা প্রসারিত বাহুকে সঙ্কোচিত করিতে পারে, ঠিক এইরূপে .... কথিত হয়।

পুনশ্চ, আনন্দ! মন দ্বারা ধর্মকে জানিয়া .... সংস্থিত হয়। যেমন, আনন্দ! কোন পুরুষ প্রতিদিবস সন্তপ্ত লৌহথালিতে দুইটি বা তিনটি বারিবিন্দু নিপাতিত করে, আনন্দ! যত আস্তেই উদকবিন্দু নিপাতিত হউক না কেন, তাহা দ্রুত পরিক্ষয় ও বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ঠিক এইরূপে .... সংস্থিত হয়। ইহা আর্য বিনয়ে

মনোবিজ্ঞেয় ধর্মে অনুত্তর ইন্দ্রিয়ভাবনা বলিয়া কথিত হয়। এইরূপে, আনন্দ! .... ইন্দ্রিয়ভাবনা হয়।

আনন্দ! শৈক্ষ্য প্রতিপদ কিরূপ? আনন্দ! চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া ভিক্ষুর যাহা মনোজ্ঞ .... উৎপন্ন .... হেতু দুঃখিত হয়, রাগান্বিত হয় ও হতাশ হয়। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কেও এইরূপ।

আনন্দ! কিরূপে আর্য ভাবিত-ইন্দ্রিয় হয়? আনন্দ! চক্ষু দ্বারা রূপ .... উৎপন্ন হয়। যদি তিনি এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করেনঃ "আমার প্রতিকূলে অপ্রতিকূলসংজ্ঞী হইয়া অবস্থান করেন। যদি এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করেনঃ অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূলসংজ্ঞী .... অবস্থান করেন। যদি এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করেনঃ "প্রতিকূল এবং অপ্রতিকূল এই উভয় বর্জন করিয়া স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞাত হইয়া উপেক্ষা সহকারে আমার অবস্থান করা উচিত"- এই চিন্তা করিয়া .... অবস্থান করেন।

শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন সম্পর্কেও এইরূপ। আনন্দ! এইরূপে আর্য ভাবিত-ইন্দ্রিয় হন।

আনন্দ! এইরূপে আমি আর্য বিনয়ে অনুত্তর ইন্দ্রিয় ভাবনা শৈক্ষ্য প্রতিপদ ও আর্যোচিত ভাবিত-ইন্দ্রিয় দেশনা করিয়াছি।

আনন্দ! শিষ্যদের প্রতি হিতৈষণা, অনুকম্পাবশতঃ শাস্তার যাহা করণীয়, তাহা তোমাদের জন্য আমার দ্বারা কৃত হইয়াছে। আনন্দ! এইগুলিই বৃক্ষমূল, এইগুলিই শূন্যাগার। আনন্দ! তোমরা ধ্যান কর, প্রমাদগ্রস্ত হইবে না, ইহাই তোমাদের প্রতি আমার অনুশাসন।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ সন্তুষ্টমনে ভগবানের ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

[ইন্দ্রিয়ভাবনা সূত্র সমাপ্ত]

॥ মধ্যম নিকায় ৩য় খণ্ড সমাপ্ত ॥